দিদি

শ্রীনিরুপমা দেবী

(চতুর্থ সংস্করণ)

প্রকাশক

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি-এল

উকিলপাড়া, বহরমপুর (বেঙ্গল)

কার্ত্তিক প্রেস

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পিতৃচরণে।

দিদি

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতের মধ্যাহ্ন। হিমবর্ষণসঙ্কুচিত গাছগুলি ফুলফলহীন শাখাপ্রশাখা ছড়াইয়া নির্মেঘোজ্জ্বল রৌদ্রটুকু সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া লইতেছিল। গ্রামের ঘনছায়াচ্ছন্ন বনপথটিতে বৃক্ষ-ব্যবচ্ছেদপথে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া রুগ্ন মুখের ক্ষীণ হাস্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইয়া ঘুঘু তাহার করুণ তান অশ্রান্ত বর্ষণ করিতেছে। শুষ্কপত্রপূর্ণ দীর্ঘ সরল নিম্ব বৃক্ষের ডালে বসিয়া বন্য কপোতদম্পতী তাহাদের পরস্পরকে যাহা বলিবার আছে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তাই তাহাদের কখনও স্পষ্ট কখনও অস্পষ্ট কূজনে বৃক্ষতলটি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। পথের পার্শ্বে বিকসিত সজিনা ফুলে মৌমাছিদিগের আনাগোনা ও গুঞ্জনের বিরাম নাই, মধ্যে মধ্যে একটা একটা দমকা বাতাসে পক্ক পত্রগুলির সঙ্গে ফুলগুলি

পথে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বনে দোয়েল, শালিক, ছাতার, বুলবুলি, হাঁড়িচাঁচা প্রভৃতি বহু পাখীগুলি যথাসাধ্য গোলযোগ করিয়া তাহাদের মাধ্যাহ্নিক আরামটুকু বেশ জমাইয়া তুলিয়াছিল। বনান্তরালে গ্রামখানি নীরব নিস্তব্ধ। পথের পার্শ্বে দরিদ্র গৃহস্থের বাটীর ক্ষুদ্র অঙ্গনটুকুতে গৃহপালিত কুকুরটি রৌদ্রে গা ছড়াইয়া আরামে ঘুমাইতেছিল। জীর্ণ চালের বাতায় ঝুলানো বংশপিঞ্জরে টিয়াপাখীটিও পাখা ছড়াইয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল।

গভীর বনমধ্য হইতে দুইটি শিকারী সেই গ্রাম্যপথে আসিয়া পড়িল। দুইজনার স্কন্ধে বন্দুক, হস্তে কয়েকটা মৃত পক্ষী ঝুলানো। একজন অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেবেন, এখনো চটেই আছ যে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিল, "একি কম অপশোষ অমর!—অতগুলো চখা! তার একটা বই মারতে পারলাম না!"

"কেন? এতগুলো তিত্তির, বটের মারা গেছে, তবু—"

"তা হোক্‌না—আহা সেই জোড়া চখাটা! দোষটা কিন্তু তোরই অমর, শিকার কর্ত্তে গিয়ে আবার দয়া!"

"আহা" বলিয়া কথা আরম্ভ করিতে গিয়াই অমর থামিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে পার্শ্বস্থ অঙ্গনের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দেবেনও সেই দিকে চাহিল।

ক্ষুদ্র অঙ্গনস্থ আম্রবৃক্ষতলে একটি বালিকা বসিয়া খেলা করিতেছিল। একজন বর্ষীয়সী বিধবা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সস্নেহে বলিতেছিলেন, "ছি মা, এমনি ক'রে কি ধূলোর খেলা করে, চুলগুলো যে ধূলোয় মাখামাখি,"—বলিতে বলিতে তিনি বালিকার পৃষ্ঠদেশস্থ কুঞ্চিত গুচ্ছ গুচ্ছ কেশগুলি তুলিয়া ধরিলেন। ক্ষুদ্র

বালিকা তখন হাসিহাসি মুখে মাতার পানে চাহিল। সে কি সুন্দর সরল মুখখানি, কি হাস্যময় স্বচ্ছ সুনীল চক্ষু, দরিদ্রের জীর্ণ অঙ্গনে যেন একটি গোলাপফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

দেবেন অমরের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "কি এত দেখ্‌ছিস্?"

অমর মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উত্তর দিল "তুমিও যা দেখ্‌ছ।"

"আমার ত আর নূতন নয়। চারু আমার বোনের মত। আমাদের বাড়ী কত দিন যায়।"

"চারু বুঝি ওই মেয়েটির নাম?"

"হ্যাঁ। বেশ দেখ্‌তে, নয়?"

"হ্যাঁ। এখন একটু শীগ্‌গির বাড়ী চল দেখি। একটু চা না খেলে আর কিছু ভাল লাগছে না।"

"হ্যাঁ চা-এর কথা যা বলেছ—আঃ ঘুরে ঘুরে এমন পায়ে ব্যথা হয়েছে!"

কিছুদূর ঘুরিয়া উভয়ে গ্রামের একটি দ্বিতল গৃহে প্রবেশ করিল। দেবেন শিকার ফেলিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে ষ্টোভ জালিয়া চা-র জল চড়াইয়া দিল, অমর ততক্ষণ খাটে পা ছড়াইয়া জিরাইতে লাগিল। সহসা অমর বলিল, "দেবেন, আর দেরী করা ভাল নয় ভাই, আমি কালই যাব, বাবা শেষে বকবেন।"

দেবেন তাড়া দিয়া বলিল, "কি এত বক্‌বেন, কাল পরশু দুটোদিন চোখ্‌কান বুজে থাক্! কতদিন আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না সেটা বুঝি একবারও মনে পড়ছে না? যদি কখনো তুই সখ করে দেখা কর্‌তে আসিস্ বা আমি যাই তবেই ত। আমার ত কল্‌কাতা বাস শেষ হ'য়ে গেল

তারপরে যথারীতি উভয়ের চা পানাদি আরম্ভ হইল।

পরদিন বৈকালে অমর দেখিল, দেবেন ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া ঔষধের বাক্স লইয়া উদ্বিগ্ন মুখে কোথায় যাইতেছে। অমর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

"আমাদের একটি প্রতিবাসীর বাড়ী ; তাঁর মেয়েটির ভারী জ্বর হয়েছে—তিনি আমায় ডাকতে এসেছিলেন।"

"ওষুধ দিয়ে আসবে বুঝি ?"

"হ্যাঁ, আমাদের মত এমন সব ডাক্তারকে সহায়সম্পত্তিহীন ভিন্ন কে আর ডাকে ? মেয়েটির জ্বরটা কিন্তু একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছে, রেমিটেণ্ট ফিবারের মত ধরণটা।—হ্যাঁ হ্যাঁ অমর, তুমি ত সে মেয়েটিকে কাল দেখেছ—সেই মেয়েটি। চল্ অমর দুজনে মিলে দেখে ওষুধটার ঠিক করিগে, অবস্থাটা খারাপ, অন্য ডাক্তার ডাকবার তাদের ত সাধ্য নেই।"

অমর আগ্রহ সহকারে সম্মত হইল। আহা অমন সুন্দর মেয়েটি! ঔষধের বাক্স লইয়া উভয়ে বাহির হইয়া গেল।

জীর্ণ গৃহের মধ্যে একখানি নীচু তক্তপোষের উপর অৰ্দ্ধমলিন শয্যায় বালিকার জ্বরতপ্ত রাঙা মুখখানি বেশ দেখাইতেছিল। পার্শ্বে ম্লান মুখে তাহার মাতা বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। উভয় বন্ধু উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া রোগী দেখিতে লাগিল। বালিকা জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান অভিভূত। ঔষধ দিয়া এবং শুশ্রূষা সম্বন্ধে তাহার মাতাকে ভালরূপে উপদেশ দিয়া দুইজনে বাটী ফিরিল।

পরদিন সকালে অমরের কলিকাতা যাওয়া হইল না। একটি বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু তাহাদের হাতে ; দেবেন একা সাহস

করিতেছে না বা নষ্টামী করিয়া তাহাকে যাইতে দিতেছে না, অমরের এ সন্দেহও একবার একবার হইতেছিল। যাহাই হোক্ অমর যাইতে পারিল না। দুইজনের অশ্রান্ত চেষ্টায় ও যত্নে সাত দিনে বালিকার জ্বর ত্যাগ হইল। বিধবার অজস্র স্নেহাশীর্ব্বাদ উভয়ের মস্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল। অমরের পরিচয় লইয়া বিধবা তাহাকে স্বজাতীয় জানিয়া অধিকতর আনন্দিত হইলেন। কন্যাকে বলিলেন, "চারু এঁকে প্রণাম কর্, ইনি তোর দাদা হন।" বালিশের উপর হইতে মাথা নোয়াইয়া বালিকা প্রণাম করিল। অমর হাসিমুখে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। চারুর বয়স এগার বৎসরের বেশী নয়।

অমর কলিকাতায় চলিয়া গেল। আবার কলেজ যাওয়া, লেক্‌চার শোনা, বক্তৃতায় মাতা, থিয়েটার দেখা প্রভৃতিতে পল্লীর দুদিনের অবসর ও ভ্রমণের আমোদ অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে স্বপ্নের ন্যায় মনের এককোণে সরিয়া গেল।

অমরের পিতা হরনাথ বাবু মাণিকগঞ্জের জমীদার। প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রকাণ্ড জুড়ী এবং প্রকাণ্ড ভুঁড়ির অধিপতি হরনাথ্ বাবুর নামে সকলে জড়সড় হয়; কিন্তু মাতৃহীন পুত্র অমরনাথের নিকটে তিনি একাধারে পিতা মাতা উভয়ই। পুত্র যখন যে আব্দার ধরে, স্নেহশীলা মাতার ন্যায় তিনি ব্যগ্রভাবে তাহা সম্পন্ন করিয়া পুত্রের হর্ষোৎফুল্ল মুখের পানে সস্নেহ নেত্রে চাহিয়া দেখেন। মাতার অভাব অমরনাথ কখনও অনুভব করে নাই। আবার তিনি অতি সদাশয় জমীদার। তাঁহার মুক্তহস্ততা এবং অপরিমিত ব্যয়শীলতায় তাঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ

বসুগোষ্ঠীও স্বীকার করিত যে এই সব কারণে এবং প্রজাদের কিছুমাত্র শাসন না করায় তাঁহার জমীদারীর আয় আর বাড়িতে পায় নাই। আত্মীয়পক্ষ বলিত যে তিনি নগদ টাকাও কিছুমাত্র জমাইতে পারেন নাই। বসুগোষ্ঠী অবশ্য ইহা স্বীকার করিত না।

পূজার সময়—অমরনাথের বাটী যাইবার উদ্যোগের মধ্যে সহসা একদিন বন্ধু দেবেন্দ্র অমরনাথের কলিকাতার বাসায় আসিয়া উপস্থিত। পূজার বাজারের দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে অমরকেও সে প্রায় টানিয়া লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ীতে সেবার দুর্গোৎসব। দেবেন ডাক্তারি পাশ হইলে তাহার মাতা 'মাকে' আনিবেন এই তাঁহার বড় সাধ ছিল। দেবেন এখন তাঁহার সেই সাধ পূরাইতে অমরনাথেরও সাহায্য চাহিল, তাহার ভাই নাই, অমরই তাহার ভ্রাতৃস্থানীয়—তাহার মাতার কার্য্যে অমরেরও একটু খাটিয়া দেওয়া উচিত। অমর আর আপত্তি করিতে পারিল না। যাহার মা নাই সে জগতের 'মা' শব্দমাত্রে এমনি বিগলিত হইয়া পড়ে।

পূজার কয়দিন বড় আনন্দে কাটিল। অমর যদিও তাহাদের বাটীর পূজা হইতে এ গরীবের ঘরের উৎসবে অনেক ত্রুটি দেখিতে পাইতেছিল; কিন্তু যাহাতে সব ত্রুটি ঢাকিয়া যায় সেই অনাড়ম্বর হৃদ্যতার পূতঃ প্রভায় সমস্ত জিনিসই যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। সামান্ত গ্রাম্য যুবকের মতন সেও মুগ্ধ হৃদয়ে যখন সকলেরই ফরমাসে ঘোরাফেরা করিতেছিল, তখন গ্রামস্থ মহিলাগণের আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কেহ এ বিষয়ে অমরকে কিছু বলিলে তাহা কিন্তু অমরের একটু অসঙ্গত

জাগিতেছিল। সকলের সহিত তাহার প্রভেদ যে কোথায়, নিজে সে তাহা কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

বিজয়ার রাত্রে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পরে ঘরে ঘরে বৎসরের মঙ্গল সম্ভাষণ, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গনরূপে প্রবাহিত হইতেছিল। দেবেন অমরকে বাহুবেষ্টনে বাঁধিয়া বলিল, "নিতান্তই আজ চল্‌লি ?"

"হ্যাঁ ভাই!—বাবাকে যদিও লিখেছি সব, তিনি কিছু বল্‌বেন না; কিন্তু জানি আমি, পূজোয় আমায় না দেখ্‌লে তাঁর মন ভাল থাকে না, আর—"

"আর নিজেও খোকা আছ একটু, নিজেরও মনটা কেমন করে, না ?"

"তাও ঠিক ভাই!—বাঃ—মেয়েটি ত ভারী সুন্দর! কাদের মেয়ে রে দেবেন ?"

দেবেন চাহিয়া দেখিল একদল বালিকা তাহাদের নিকটে অগ্রসর হইতেছে, তাহার মধ্যে নীলাম্বরীপরা বালিকাটিই যে বন্ধুর চক্ষু আকর্ষণ করিয়াছে দেবেন নিমিষে তাহা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, "বল দেখি কে ?"

"কোথায় যেন দেখেছি বোধ হচ্ছে!—ওঃ—মনে পড়েছে—সেই যার অসুখ হ'য়েছিল"—বলিতে বলিতে অমর সহসা থামিয়া গেল।

বালিকার দল নিকটে আসিয়া তাহাদের একে একে প্রণাম করিতে লাগিল। দেবেন সকলকে হাসিমুখে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, "বাড়ীর ভেতরে যা, মা মিষ্টিমুখ না করাতে পেলে রাগ করবেন।"

দলের অগ্রবর্ত্তিনী বালিকা বলিল, "আমরা আগে সব বাড়ী নমস্কার করে আসি!"

"তবেই আর তোরা খেয়েছিস্! সবাই আগে খাইয়ে দেবে। সে হবে না!"

চারু মাথা হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দেবেন দা, মা আপনাদের একবার ডেকেছেন।"

দেবেন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সে ত আমরা তাঁকে প্রণাম কর্‌তে যাবই! অমর চল্!"

অমর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "ট্রেনের সময় থাকবে ত?"

"ঢের—ঢের—চল্!"

উভয়ে গিয়া দেখিল সেই জীর্ণ গৃহের অঙ্গনে অম্লান চন্দ্র-কিরণে দরিদ্রা বিধবা দুইখানি আসন পাতিয়া যথাসাধ্য জলখাবার সাজাইয়া বসিয়া আছেন। অমর ও দেবেনকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার আনন্দ যেন আশার অধিক কৃতার্থতা লাভ করিল। অমর তাঁহার অতিরিক্ত আদরে যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে লাগিল। বিধবা দেবেনকে বলিলেন, "বাবা দেবেন! তোমাদের ঋণ আমি শোধ কর্‌তে পারব না! তুমি যে তোমার গরীব কাকিমার কি উপকার করেছ—"

দেবেন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "সে কি—সে কি কাকিমা! আপনাকে যে আমি কাকিমা বলেই জানি!—ও সব কথা থাক্ এখন, অমরের ট্রেনের সময় হয়েছে, আর দেরী করা নয়।"

বিধবা যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, দেবেন্দ্রের তাড়াতাড়িতে তাহা আর বলা হইল না।

উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। দশমীর শুভ্র জ্যোৎস্নায় গ্রাম্য পথ তখন আলোকিত। গ্রাম্য বালক ও যুবাবৃন্দ তখনও আনন্দোচ্ছ্বাসে পথ ঘাট মুখরিত করিয়া বাড়ী বাড়ী নমস্কার করিয়া বেড়াইতেছিল। কোথায় কোন্ কৃষক যুবক ডুবকী বাজাইয়া গাহিতেছে—

"হর তুমি আর ত আমার পর নয়,
(আমি) মেয়ে দিয়ে ছেলে পেলাম জামাই আমার মৃত্যুঞ্জয়।
প্রাণ সমা উমা আমার, আজি হ'তে হ'ল তোমার,
আদরে রাখিবে জানি তবু মাকে বলতে হয়॥"

দেবেন সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "ওঁর আর আপনার লোক কেউ নেই বলে আমাকে ছেলের মত ছাখেন, সব ভারও দেন, আমি কিন্তু কিছুই করতে পারি নে। দেখতেই ত পাচ্ছ আমারও অবস্থা। যাদের খেটে খেতে হয়, রাতদিন নিজের সংসারের ভাবনায় ব্যস্ত থাকতে হয়, তাদের কোন ভাল কাজ বা পরের উপকার করার উপায়ই নেই। কিন্তু বিধবাটি এমনি ভাল মানুষ যে তাঁর সঙ্গে একটু ভাল মুখে কথা কইলেও তিনি যেন তার কাছে নিজেকে ঋণী বোধ করেন।"

অমর বলিল, "সত্যিই বড় ভাল লোক! মুখে যেন একটা মাতৃভাব মাখানো! আমারও বড় ভাল লেগেছে। ওঁর অবস্থা কি খুব—"

বাধা দিয়া দেবেন বলিল, "সেজন্য নয়। মেয়েটির বিয়ে দেওয়ার জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

"এখনি?—মেয়েটি ত এখনও ছোট!"

"ছোট আর কই? বছর এগার বয়স হবে। হিন্দুর ঘরের

মেয়ে আর কতদিন রাখা চল্‌বে? বিশেষ, সময় থাক্‌তে না খুঁজলে যদি শেষে একটা গাধার হাতে মেয়েটিকে দিতে হয়! মা একটি ভাল পাত্রে দিতে পার্‌লে নিশ্চিন্ত হন্‌; কিন্তু অবস্থা ত তেমন নয়। তোমায় একটু উপকার করতে হবে ভাই!—"

অমর সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "অত সুন্দর মেয়ে, অবস্থা নাই বা ভাল হল, লোকে আদর করেই নেবে নিশ্চয়!"

"নাঃ অমর, তুমি এখনো নাবালক দেখছি! পৃথিবী সম্বন্ধে বুঝি তোমার এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে? কোন বড় লোকের ঘরে বা ভাল ছেলের হাতে মেয়েটিকে দিতে পারা তুমি বুঝি খুব সহজ মনে করছ? রূপই বল আর গুণই বল সকলের মূল রূপচাঁদ! মেয়েটির রূপের চেয়ে গুণ এত বেশী, এত নরম সরল স্বভাব! কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই—ঘরে যে আসল জিনিসেরই অভাব!"

অমর একটু উত্তেজিতভাবে বলিল, "বল কি দেবেন! তোমার এই বুঝি এতদিনের শিক্ষার ফল? জগতে সর্ব্বত্রই কি ঐ এক নীতি?"

দেবেন ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "বিশেষ বড়লোকদের ঘরে। গরীব ভদ্রলোকও বা এক আধ জায়গায় মনুষ্যত্ব দেখিয়ে থাকে, কিন্তু বড়লোকদের ঘরে এ নীতি আবহমান কাল চল্‌ছে— চল্‌বে!"

"অন্যায় বল্‌ছ দেবেন! দু এক জায়গায় তাই বটে সত্য, কিন্তু—"

"ভায়া ওসব গ্রন্থের নজীর রেখে বাস্তব জগতে নেমে এস! কই ক'টা বড়লোকের ছেলে রূপ গুণ স্বভাবের আদর করে

থাকে প্রমাণ দাও দেখি! ধর এই তুমি! তোমার জন্তে কত লক্ষপতির ঘর থেকে সম্বন্ধ আস্‌বে! তুমি কি সেখানে রূপ গুণের কথা বেশী মনে রাখ্‌তে পারবে? রূপচাঁদের রূপই কি সেখানে সব চেয়ে বড় হবে না?"

"এ কথাটা আরও অন্যায় বল্‌ছ দেবেন!—বাপ মায়ের ইচ্ছা, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ, এসব কথা মনে না রেখে কেবল টাকার কথাই তুমি ভাবছ।"

"যাই হোক্ 'হরে দরে হাঁটু জল' তোমাদের তাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা নেই।"

"আঃ—আমাকে কেন এর মধ্যে জড়াও ভাই! আমি কি কর্‌লাম?"

"কেননা সকলের ওপর ঝাল ঝাড়্‌তে পারি না, তোমার ওপর পারি!"

"এরই নাম ভবিষ্যৎ দর্শন। আমি ত এখনো বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করিনি, করব যখন তখন বলো! যাক্ আমাকে কি করতে বলছিলে যে?"

"গরীবের একটু উপকার! মেয়েটি ত দেখলে! একটি ভাল পাত্র যদি সন্ধান করে দিতে পার।"

সম্মুখে মলের ঝুনুঝুনু শব্দ এবং কলগুঞ্জন শুনিয়া উভয়ে চাহিয়া দেখিল, বালিকার দল তখনও বাড়ী বাড়ী নমস্কার করিয়া ফিরিতেছে। দেবেন ডাকিয়া বলিল, "চারু! তোদের বাড়ী আমরা খেয়ে এসেছি রে!"

সকৃতজ্ঞ নয়নে চাহিয়া চারু মস্তক নত করিল। কি সে সরল সুন্দর দৃষ্টি!

অমর নীরবে গিয়া শকটে আরোহণ করিল। শকট যখন ছাড়িয়া দিল, তখন সহসা মুখ বাহির করিয়া দেবেনকে বলিল, "তুমি যা বলেছ মনে থাক্‌বে। পাত্রের চেষ্টা করব—"বাকী কথাটা চাকার ঘর্ঘর শব্দে মিলাইয়া গেল।

দেবেন নিজ মনে মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা জানি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অমরনাথ পিতার স্নেহ কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে ভোগ করার পর শুনিল তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। কন্যা কালাগঞ্জের জমীদার শ্রীরাধাকিশোর ঘোষের একমাত্র দুহিতা শ্রীমতী সুরমা দাসী, সুন্দরী এবং বয়স্থা। হরনাথ বাবু নিজে গিয়া কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিয়া আসিয়াছেন। প্রবীণ দেওয়ান এই কথাগুলি বেশ করিয়া অমরনাথকে বুঝাইয়া দিয়া শেষে নিজে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে।"

অমরনাথের হাসি আসিল। বলিয়া ফেলিতেছিল "জমীদারী সেরেস্তার কাজও জানে নাকি?" পিতৃসম প্রবীণকে পরিহাসটা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া জিহ্বা সংবরণ করিল, কিন্তু তাহার মনে কেমন অশান্তি উপস্থিত হইতেছিল। পিতা নিজে দেখিয়া শুনিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন ইহাতে তাহার আপত্তি আর কি হইতে পারে? তবু মন কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল; অথচ তাহার কোন সঙ্গত কারণও দেখিতে পাইতেছিল না। দু-চার বার যেন মনে মনে বলিল, "এত শীগ্‌গির কেন"; কিন্তু সামান্য এই অসন্তোষটুকুর জন্য নির্লজ্জ হইয়া পিতাকে কিছু বলিতে পারিল না। বড়লোকের

মেয়েকে বিবাহ করার পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত বাধাও ত সম্মুখে উপস্থিত নাই যে, সেই সূত্রে পিতাকে নিজের কোন আপত্তি জানাইবে। কোন গরীবের কন্যাকে প্রত্যাখান করিয়া ত পিতা ধনীর কন্যাকে বধূ করিতেছেন না! অনুপস্থিত কোন গরীবের উদ্দেশে এইরূপ নূতনতর ওকালতিতে সকলে হয় ত তাহার মস্তকে কোন স্নিগ্ধকর তৈল বা প্রলেপের ব্যবস্থা করিবে এবং পিতাও হয়ত ততোধিক বিস্ময়ে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া থাকিবেন। না, সুস্থ মস্তিষ্কে এ রকম খেয়ালের বশে চলা যায় না! অমরনাথ এ বিবাহে আপত্তি করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিক মাসের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটিয়া অগ্রহায়ণ মাস পড়িতেই মহা সমারোহে অমরনাথের বিবাহ হইয়া গেল। উভয় পক্ষেরই একমাত্র কন্যা ও পুত্র, ধূমধামটা অতিরিক্ত পরিমাণেই হইল। হরনাথবাবু খুঁজিয়া খুঁজিয়া এ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বন্ধুগোষ্ঠী বলিল, "বুড়ো এইবার বড় দাঁওটাই মারলে গো।" অমর কেবল দেবেনকে এ বিবাহের সংবাদ দিতে পারিল না। কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও দেবেনকে জানাইতে তাহার বড় লজ্জা করিল। সে যেন নিজেকে দেবেনের কাছে শপথ-ভঙ্গের দোষে অপরাধী মনে করিতে লাগিল।

যথারীতি প্রাকস্পর্শ ফুলশয্যা সমস্ত হইয়া গেল। অমরনাথ ফুলশয্যার দিন জড়সড়ভাবে কোন রকমে খাটের এক পার্শ্বে শুইয়া রাত কাটাইয়া দিল। তাহার লজ্জা করিতেছিল। কন্যাটি নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়; তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে পারে। পুরুষের হিসাবে অমরনাথের এখনও কিশোরত্ব যায় নাই। ইহার পরে বধূ যে কয়েক দিন বাটীতে ছিল, অমরনাথ সে কয়দিন পাশ কাটাইয়া বেড়াইল।

তারপরে বধূও বাপের বাড়ী গেল, অমরনাথও পিতার নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় গেল। মধ্যে বন্ধু দেবেনের পত্র পাইল, সে তাহাকে তাহাদের গ্রামে একবার যাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছে। অমর পত্রের উত্তর দিল না। পূজার সময় অমর বাটী গিয়া শুনিল, বধূর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে তাই তাহাকে এখন আনা হইল না। পিতা অনেক দুঃখ করিলেন। অমরনাথের মনে হইল একখানা পত্র লেখা উচিত; কিন্তু যাহার সঙ্গে বাক্যালাপও হয় নাই সহসা তাহাকে কি বলিয়া পত্র লেখা যায়! অমরনাথ মনে মনে বধূর সহিত আলাপের অপেক্ষায় পত্র লেখা স্থগিত রাখিল।

বিবাহের পর দেড় বৎসর ঘুরিয়া গেল। অমরনাথ যে সময়ে বাটী যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, সেই সময় বন্ধু দেবেনের এক সানুনয় পত্র পাইল—"একবার যদি না আইস ত চিরদিন অনুতাপ করিতে হইবে। নিশ্চয় আসিবে।"

অমরনাথ দেবেনের গ্রামে গিয়া পৌঁছিল। বাটীর সম্মুখেই দেবেনকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "ব্যাপার কি ?"

দেবেন ঈষৎমাত্র হাসিয়া বলিল, "ব্যাপার আর কি, কিছুতেই আসিস্ না, তাই একটু জব্দ করে আনলাম।"

অমর একটু দম লইয়া বলিল, "এ ভারী অন্যায়—এ কি ছেলেমানুষী !"

"ওঃ এতই কি অন্যায় ? কারু কাছে ত এখনো জবাবদিহি করতে হবে না, তার ভয় কি !"

অমরনাথের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, সে আর কিছুই বলিতে পারিল না।

বেকালে দেবেন বলিল, "ওহে সেই মেয়েটিকে মনে আছে—সেই চারু ?"

অমরের অন্তঃকরণটা আবার ধ্বক্ করিয়া উঠিল, একটু থামিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "কেন ? কি হয়েছে ? মেয়েটি মারা গেছে নাকি ?" বলিতে বলিতে বহুদিনদৃষ্ট সেই রোগপাণ্ডুর মুখখানির উপরে হাসিহাসি সরল চোখ দুটি মনে পড়িয়া গেল।

দেবেন অমরকে বিমনা দেখিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে বলিল, "না, না, মেয়েটি না, তার মা মরমর, আমি তাঁর চিকিৎসা করি। চল্ দেখ্‌তে যাবি ?"

"চল, আহা—মেয়েটির বিয়ে হয়েছে ত ?"

"বিয়ে ? কই আর হ'য়েছে—যে গরীব, তোদের জাতে যে টাকা লাগে। তুই যে বলেছিলি পাত্রের খোঁজ দেখবি। তাই ত আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।—"

অমর লজ্জিত অনুতপ্তভাবে মস্তক নত করিল। এ কথা তাহার আর মনেই ছিল না।

দুই জনে সেই বহুপূর্ব্বদৃষ্ট অধুনা জীর্ণতর গৃহে প্রবেশ করিল। ক্ষীণা মলিনা বিধবা রুগ্নশয্যায়, পার্শ্বে সেই ক্ষুদ্র বালিকা, চারু। হাসিহাসি চোখ দুটির উপরে গম্ভীর কালীর রেখা পড়িয়াছে, ম্লান শুষ্ক মুখ। অমর ভাবিল, 'আহা'। বালিকা তাহাকে দেখিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া বসিল। ম্লান গণ্ড দুখানি একটু রাঙা হইয়া উঠিল। এমন সময়ে লজ্জা ? মেয়েটি এমনি নির্ব্বোধ !

ক্ষণেক পরে যখন বিধবার সংজ্ঞা হইল, দেবেন তাঁহার সম্মুখে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কাকিমা ! অমর এসেছে।"

ক্ষীণস্বরে বিধবা বলিলেন, "কই ?"

"এই যে" বলিয়া দেবেন অমরকে সম্মুখে ঠেলিয়া দিল। অমর বিধবার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন নয়নের হর্ষোচ্ছ্বাস দেখিয়া বিস্মিত মুখে বসিয়া রহিল।

বিধবা অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "চারু!"

ম্লান আরক্ত মুখখানি নীচু করিয়া চারু মাতার সম্মুখে আসিয়া দিল। বিধবা কম্পিতহস্তে তাহার ক্ষুদ্র হাতখানি লইয়া অমরের হস্তে স্থাপন করিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিলেন, "তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমার চারুলতা তোমার হল, ভগবান তোমাদের সুখী করবেন।"

অমরনাথ বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত। তাহার অবশ হস্তে শুভ্র ক্ষুদ্র হাতখানি কাঁপিতেছিল, শোকাচ্ছন্ন নয়ন হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু তাহার উপরে পড়িয়া মুক্তার মত টল টল করিতেছিল।

অমরনাথ বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "আপনি এ কি বল্‌ছেন—জানেন না কি—"

দেবেন বাধা দিয়া বলিল, "চুপ্ চুপ্ একটু ঘুম এসেছে, জাগিও না।"

অমর উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমার যে অনেক বুঝাবার আছে—আমি যে—"

দেবেন বাধা দিয়া বলিল, "এরপরে—এরপরে অমর, তুমি অতি হৃদয়হীন!"

রাত্রে বিধবার শ্বাস আরম্ভ হইল। আর সময় নাই দেখিয়া অমর তাঁহার বক্ষের উপর লুণ্ঠিতা রোরুদ্যমানা বালিকাকে একপার্শ্বে সরাইয়া দিয়া তাঁহার মুখের নিকটে গিয়া উচ্চস্বরে বলিল,

"আমি বিবাহিত! আপনি কি শোনেন নি? আমি বিবাহিত!"

বিধবার শ্রবণশক্তি তখন সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে গিয়া মিশাইয়াছিল। প্রাণ তখন দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে সেই ধ্যানে মগ্ন।

বিস্মিত দেবেন বলিল, "সে কি অমর! তুমি বিবাহিত!—সে কি? আমি কিছু জানি না!"

"হয়ত জান না! আমি তোমায় লিখি নি। কিন্তু এ কি বিভ্রাট বাধালে! যখন ওঁর জ্ঞান ছিল তখনও ওঁকে জানাতে দিলে না,—প্রকারান্তরে ওঁর মৃত্যু-শয্যায় আমার কি শপথ করা হ'ল? দেবেন, এ কি বিভ্রাট বাধালে!"

"ঈশ্বর সাক্ষী, আমি নির্দ্দোষ! তোমায় অবিবাহিত জেনেই ওঁকে আমি লোভ দেখিয়ে রেখেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, তুমি তোমার বাপের অমতের কথা বল্‌ছিলে।"

প্রত্যূষে বিধবার প্রাণত্যাগ হইল। দেবেন লোকজন ডাকিয়া তাঁহাকে সৎকারার্থ লইয়া গেল। অমরনাথ শোকাচ্ছন্না বালিকাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে তাহার নিকট বসিয়া রহিল। আশ্রয়হীনা অসহায়া বালিকা মাটিতে লুটাইতেছে। হয়ত সে কিছু পূর্ব্বে নিজেকে এত অসহায়া, এত অনাথা বিবেচনা করে নাই। এখন তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষে অসীম পৃথিবী হয়ত ধূমাকার ধারণ করিয়াছে। অমর ভাবিতেছিল, সে কি এই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে, তাহার এই শোকের উপরেও, নূতন করিয়া কিছু ব্যথা অনুভব করিয়াছে?"

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। অমর বলিল, "দেবেন, উপায়?"

"কি জানি" বলিয়া দেবেন নীরবে রহিল।

"তোমরা কি এখানে রেখে এর বিয়ে দিতে পার না?"

"পাত্র কোথায় পাব? টাকা নইলে কি বিয়ে হ'তে পারে?"

অমর বলিল, "টাকা আমি দিব।"

"মার অমতে কি ক'রে রাখি? তিনি বলেন, স্বজাতির মেয়ে নয়, কোথায় পাত্র পাব! তুমি ভিন্ন এখন আর ওর গতি নেই। এই একমাত্র উপায় দেখ্‌ছি, তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে ভাল পাত্র খুঁজে বিয়ে দিয়ে দাওগে। এখানে ফেলে গেলে তুমি যে দায়িত্বটা মনে রাখবে সে ভরসা আর কই করতে পারছি?"

দেবেনের শ্লেষসূচক ইঙ্গিতে বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া এবং আর গত্যন্তর নাই দেখিয়া, নিজ কৃতকর্মের ফলস্বরূপ অগত্যা অমরনাথ চারুকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অমরনাথ প্রথমে মনে করিয়াছিল, চারুকে কোনও বন্ধুর বাটীতে রাখিয়া দিবে; কিন্তু দেবেন তাহার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার না করায়, আর কোনও বন্ধুর নিকট সাহায্য চাহিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কে কি বলিবে, হয় ত কত কৈফিয়ৎ সাক্ষ্য সফিনার তলব পড়িবে। শেষে হয় ত তাঁহারা বলিবেন,—"না বাপু! পরের বালাই কে ঘাড়ে করে!" বিশেষ হিন্দুর ঘরের বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া কন্যা! এত বড় বালাই আর নাই।

অগত্যা অমর চারুকে নিজের বাসাতেই লইয়া গেল। অবকাশের সময়টা অমরের এই ব্যাপারেই কাটিয়া গেল, বাড়ী

যাওয়া আর হইল না। হরনাথ বাবু কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইলেন। অমর কোন রকমে তাহা কাটাইয়া দিল।

অমরের বৃহৎ বাসাবাটীতে চারুর জন্য কোনও নূতন বন্দোবস্তের দরকার হইল না। কেবল তাহার জন্য একটি বর্ষীয়সী ঝি রাখিতে হইল। চারুকে নানারূপ সস্নেহ বাক্যে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া অমর নিজে যথারীতি কলেজ যাইতে আরম্ভ করিল, এবং তাহার পাত্রানুসন্ধানের জন্য সচেষ্ট রহিল। কি জানি কেন পিতাকে এসব কথা বলিতে সঙ্কোচ হইতেছিল। সে ভাবিয়াছিল, শীঘ্রই একটি সুপাত্রের সহিত চারুর বিবাহ দিয়া ফেলিয়া তারপর পিতাকে সে অনাবশ্যক কথা বলিলেও চলিবে, না বলিলেও ক্ষতি হইবে না। এখন সকলের কৌতূহলা কৃপাদৃষ্টির উপরে অসহায়া চারুকে ভিখারিণীর ন্যায় দাঁড় করাইতে তাহার অন্তর পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই মৃত্যুশয্যাশায়িনীর সম্মুখে প্রকারান্তরের অঙ্গীকারও মধ্যে মধ্যে তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিতেছিল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সে উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততার সহিত পাত্রই খুঁজিতে আরম্ভ করিল। দেবেন মধ্যে একখানা পত্রে চারুর কি ব্যবস্থা সে করিয়াছে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিল,—বিরক্তি ও ক্রোধভরে অমরনাথ তাহার কোনও উত্তর দেয় নাই।

নববর্ষা সমাগমে মহানগরী নবীন শ্রী ধারণ করিল। সৌধমালা তাহাদের জানালা দরজা রুদ্ধ করিয়াও নববর্ষার আগমন-সংবাদকে লুকাইতে পারিতেছিল না। খোলা ছাদের উপরে গাঢ় কজ্জলাভ আকাশ, মুক্তাধারার ন্যায় তাহা হইতে

অশ্রান্ত ধারা বর্ষিত হইতেছে, পার্শ্বে কদম্ব ও শিরীষ তরু দুইটি ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ছাদের টবে চারুর অচেনা ফুলগুলি হইতে মৃদু মৃদু গন্ধ মুক্ত গবাক্ষপথে প্রবেশ করিতেছিল। উন্মুক্ত গবাক্ষের সম্মুখে চারুলতা দাঁড়াইয়া। সূক্ষ্ম বারিকণা গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখের বন্ধন-বিস্রংসিত কুঞ্চিত কেশে সঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

চারু ভাবিতেছিল তাহাদের গ্রামের কথা। এই বর্ষায় সে তাহাদের চালের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বারিবর্ষণ দেখিত। সম্মুখে ঝম্ ঝম্ শব্দে অশ্রান্ত বারিপতনের সঙ্গে চারিধারে ভেক ও ঝিল্লির গম্ভীর শব্দ এবং চারিধারে বনফুলের কেমন মধুর গন্ধ উত্থিত হইত। এক একবার মেঘ গড়্ গড়্ করিয়া ডাকিয়া উঠিত, অমনি মা ঘরের ভিতর হইতে ডাকিতেন, "ওমা চারু, ঘরে আয়।"

পশ্চাৎ হইতে অমরনাথ বলিল, "একি চারু ভিজ্‌ছ কেন?"

চারু মুখ ফিরাইয়াই এক পাশে সরিয়া গেল। অমর ঘুরিয়া সম্মুখে গিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

"চারু কাঁদ্‌ছ?"

চারু নীরব রহিল।

"কেন কাঁদ্‌ছ? এখানে কি তোমার কোনো কষ্ট হচ্চে?"

চারু ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "না।"

"তবে কেন কাঁদ্‌ছ? বল্‌বে না? মার জন্যে মন কেমন করছে?"

"হ্যাঁ।"

অমরনাথ জানালার নিকটে গিয়া শার্সি বন্ধ করিল। তারপরে নিজে একখানি চেয়ারে বসিয়া অন্য একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "বোস।"

চারু সঙ্কুচিতভাবে যথাস্থানে উপবেশন করিল।

"চারু, এখনো তুমি মার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদ ?"

"না।"

"এই যে কাঁদ্‌ছিলে ?"

"আজ হঠাৎ কেমন মন কেমন কর্‌ছিল।"

"কেন মন-কেমন করল চারু ?"

"কি জানি, এই বর্ষা দেখে মন-কেমন কর্‌ছিল।"

"কেন ?"

"বাইরে থাক্‌লে মা আমায় ঘরে যেতে ডাক্‌তেন। আর—" বলিতে বলিতে চারু অশ্রুধৌত মুখখানি অবনত করিল।

অমর সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "আর কেউ কি তোমায় তেমন ভালবাসে না চারু ?"

চারু নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিল।

"আর কেউ কি তোমার জন্যে তেমন ভাবে না চারু ?"

চারু অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার আর কে আছে ?—আপনি ছাড়া।"

অমর চারুকে একটু প্রফুল্ল করিবার জন্য হাস্যমুখে বলিল,—"এই 'আপনি ছাড়া' কথাটা বুঝি এখনি ভেবে নিলে ? যখন কাঁদছিলে তখন মনে ছিল না—না ?"

চারু মুখ তুলিল, ঈষৎ আনন্দ ও লজ্জার আভাসে তাহার

পাণ্ডু মুখখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

অমর আবার হাসিয়া বলিল, "কথাটা এখুনি ভেবে বলনি, সেই না? না, মনে ছিল না, সেই না?"

চারু আরও একটু প্রফুল্লস্বরে নতমুখে বলিল, "আমার কথা আপনি ভাবেন—আমায় ভালবাসেন—সে কথা আমার সর্ব্বদাই মনে থাকে। মা যে আমায় আপনাকেই দিয়ে গেছেন?"

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল!—অমরের বুকে আবার একটা আঘাত লাগিল। সরলা বালিকা হয় ত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে জানেনা বলিয়াই কথাটা এমন ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছে। অমরনাথ সেটুকু মন হইতে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় চেয়ারখানা চারুর নিকট হইতে একটু দূরে লইয়া গিয়া কিছুক্ষণ তাহাতে স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

চারুও তেমনি নতমুখেই বসিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে অমরনাথ গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া ধীর স্বরে বলিতে লাগিল, "আমিও সেই জন্যেই একটা যার তার হাতে তোমায় ফেলে দিতে পারছি না; এত দিন খুঁজে খুঁজে এখন একটি ভাল পাত্র পেয়েছি; উপযুক্ত পাত্রে দিয়ে তোমায় সুখী দেখতে পেলেই আমি এখন ঋণ থেকে মুক্ত হই। চারু মিছে লজ্জিত হয়োনা—তুমি ত বড় হয়েছ, সব ত বুঝতে পার? বুঝে দ্যাখ, এসব কথা তোমার সাক্ষাতে না বলে আর কাকে বলতে পারি? এমন তোমার কে আছে? কেমন চারু, তোমার বোধ হয় অমত হবে না?"

অমরনাথ বেশ বুঝিতে পারিতেছিল যে এগুলা তাহার অনর্থক বকামাত্র হইতেছে, কেননা এসব কথার চারু যে কিছু উত্তর দিবে ইতিপূর্ব্বে সে এমন কোনও প্রমাণ দেয় নাই,—বিবাহের প্রসঙ্গ মাত্রেই চারু মূকের মত মৌন হইয়া পড়ে। এ কি বালিকাসুলভ লজ্জা?—কিম্বা কি এ?—অমরনাথের মনে কেমন একটা কৌতূহলও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

"চারুলতা! যা বল্‌লাম বুঝতে পার্‌লে ত? কোনো অমত নেই ত তোমার?"

চারু নিস্পন্দ হইতে ক্রমে নিস্পন্দতর হইয়া যাইতে লাগিল। অমরনাথের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। তাহার ভাবের ব্যতিক্রমে অমরনাথের মনে একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। বিবাহ সম্বন্ধে চারুর এ নীরবতা যেন কি এক রকমের! ইহাকে ঠিক লজ্জার সঙ্কোচও বলা যায় না। এ যেন মৃতবৎ নিশ্চেষ্টতা। অমরনাথ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন উপায়ও দেখিতে পাইতেছিল না। সহসা অমরনাথের মনে হইল, চারু স্নেহ সম্বন্ধীয় কথায় বেশ উত্তর দেয় এবং সে প্রসঙ্গে বেশ একটু প্রফুল্লও হইয়া উঠে; অতএব সেই দিক দিয়াই কথাটা আরম্ভ করিলে যদি এ সমস্যার মীমাংসা হয় ত চেষ্টা দেখা যাক্। অমর গল্প জুড়িয়া দিল।

"আচ্ছা চারু! তুমি তোমাদের গ্রামের কাকে কাকে খুব ভালবাসতে?"

চারু প্রথমে উত্তর দিল না। অমরনাথ আরও দু একবার প্রশ্ন করায় শেষে অতি মৃদুকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিল—

"কাকে কাকে? মাকে, ভুলো কুকুরকে, টিয়াটিকে, দেবেন দাদার বোন সুখদকে, দেবেন দাদাকে, আপনাকে—"

"আমাকে? সে কি চারু? তোমাদের গ্রামে আমায় কোথায় পেলে?"

"কেন? আপনি যে ডুবার গিয়েছিলেন! আমাকে সেবার অসুখ থেকে ভাল করেছিলেন। মাও আপনাকে কত ভালবাসতেন, কত আপনার নাম করতেন, দেবেন দাদা কত আপনার গল্প, আপনাদের বাড়ীর গল্প বলতেন।"

অমরনাথ দেখিল, সে যাহা এড়াইতে গিয়াছিল সেই ঘটনাই সম্মুখে আসিয়া পড়িল। মনে মনে আবার একবার দেবেনের অবিমৃষ্যকারিতার নিন্দা করিয়া অমর পুনরায় গল্প করার মত করিয়া প্রশ্ন করিল,—

"আচ্ছা চারু! আমার মতন এই রকম কিম্বা আমার চেয়ে ভাল একটি লোকের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে দিয়ে দিই ত কেমন হয়? তাকেও খুব ভালবাসবে ত?"

"না।"

অমর শিহরিয়া উঠিল। "কেন চারু?"

"আপনি যে আমায় ভালবাসেন।"

"সেও তোমায় আমার চেয়ে বেশী ভালবাসবে।"

চারু আবার কাঠের মত শক্ত হইয়া গেল। অমরনাথ নীরব থাকিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিল। আবার বলিতে লাগিল,—

"হ্যাঁ লতা, সে তোমায় নিশ্চয় খুব ভালবাসবে। সে খুব বড় লোক। তার মস্ত বাড়ী, কত চাকর চাকরাণী। তোমার

খেলার সঙ্গীও বোধ হয় সেখানে অনেক পাবে। বিয়ে হয়ে গেলেই সেখানে সে নিয়ে যাবে। শুনে বেশ আহ্লাদ হচ্চে, না চারু? সে দেখ্‌তেও খুব সুন্দর—খুব ভাল লোক।"—অমর সহসা চাহিয়া দেখিল, চারু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারের হাতায় মাথা রাখিয়াছে। অস্ফুট রোদনধ্বনি তাহার কণ্ঠ হইতে ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেছে। অমর তাড়াতাড়ি তাহার মাথায় হাত দিয়া সস্নেহ ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "ওকি, চারু, ওকি—ওকি!"

চারু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"আমি যাব না, আমি যাব না।"

"সে কি? কেন? চারু—"

"আমি তাহ'লে মরে যাব।"

অমর স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যাহা সে এতক্ষণ সবলে নিজের মন হইতে তাড়াইতেছিল এই ত তাহা স্পষ্টভাবে তাহার সম্মুখে! আর ত তাহাকে অলীক সন্দেহ বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে পারা যায় না। ঐ যে বেদনাক্লিষ্টা ক্রন্দনকম্পিতা অশ্রুমুখী বালিকা নীরব নতমুখে জানাইতেছে—তাহারই সে, সে অন্য কাহারও হইতে পারিবে না।

একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেও, অমরনাথ কি ইহাতে দুঃখিত হইল? দুঃখ? এই সরল স্নিগ্ধ অস্ফুটন্ত পুষ্পের মত কিশোর হৃদয়ের এমন দেবভোগ্য প্রথমোত্থিত অমল প্রণয়ের আভাসটুকুকে কি সে অনাদর করিতে পারে? এমন ভালবাসা সে কাহার নিকটে পাইয়াছে, বা কাহাকে এমন ভালবাসিয়াছে যে তাহার জন্য এই বালিকার প্রণয়ের প্রতিদান করিতে পারিবে না বলিয়া সে দুঃখিত হইবে? আর সেও কি এখন পর্য্যন্ত তাহার কর্ত্তব্য,

স্থির করিতে পারিয়াছে ? নিজের বিবাহের কথা, পিতার ক্রোধ, এই সব নানা কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া সে পাত্র খুঁজিতেছিল সত্য ; কিন্তু সেই স্বচ্ছ নীল সরল চক্ষু দুইটি কি এক একবার সব গোলমাল করিয়া দিতেছিল না ? তথাপি হয় ত অমর নিজের কর্ত্তব্য এক রকমে ধরিয়া ফেলিত। কিন্তু এখন ? এখন আরও বিভ্রাট। বিভ্রাট বটে, তবু সেই বিভ্রাটটুকুতেই কি তাহার শোণিত-সমুদ্র সুখোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল না ? চারু—চারুলতা তাহারই ! চারু তাহাকেই ভালবাসে। সে কি আর জানিয়া শুনিয়া তাহার সেই ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে ? মানুষের মনের ইচ্ছা যখন কর্ত্তব্যের ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন সে তাহার পায়ে সমস্তই বলি দিতে পারে। অমর বুঝিল, চারু তাহাকে বরাবরই ভালবাসে। তাহা অসম্ভবও নয়, কেননা মাতার নিকটে অমরের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে এইরূপই সে বরাবর শুনিয়া আসিতেছিল। অমরনাথ তাহার জন্য পাত্র খুঁজিতেছে ; কিন্তু সে হয় ত স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে অমরই তাহাকে গ্রহণ করিবে।

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অন্তিমশয্যাশায়িনীর নিকট প্রতিজ্ঞাটিও নূতন আকারে, নূতন শক্তিতে তাহার মনের উপর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। প্রতিজ্ঞা ? প্রতিজ্ঞা বই কি ! আপত্তি ত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তিনি অমরের বিস্মিত ভাবকে সম্মতি বুঝিয়াই অন্তিমশয্যায় কত আরাম পাইয়া গিয়াছেন। সেই সত্য এখন অমরনাথ তাঁহার স্নেহের ধনকে কষ্ট দিয়াও ভাঙ্গিতে চাহিতেছে ? অমরনাথ নিমেষে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। বহু বিবাহ ! হিন্দু

সমাজে তাহা এমনই কি দূষণীয়? আধুনিক সমাজ দোষ দিতে পারে, তাহাতে অমরের এমন কি ক্ষতি! এক ভয়, পিতা এবং স্ত্রী ক্ষুণ্ণ হইবেন! তবু, কর্ত্তব্যই সকলের উপরে। পিতা ও স্ত্রী হয় ত ঘটনা শুনিয়া অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন। সে ত আর ইচ্ছা-সুখে কোন অপকর্ম্ম করিতেছে না। কর্ত্তব্যের কঠিন অনুরোধে সে ধর্ম্মরক্ষা করিতেছে। ইহার জন্য তাঁহারা রাগ করিবেন কেন? যদি করেন অমরনাথ নিরুপায়! অমরনাথ তখন দুই হাতে চারুর মুখ তুলিয়া ধরিয়া স্নেহ গদগদকণ্ঠে ডাকিল, "চারু!"

চারু সজল চক্ষে তাহার পানে চাহিল।

"চারু আমায় তুমি খুব ভালবাস, না?"

চারু সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "হ্যাঁ।"

"আমায় ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবে না, না?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আমায় বিয়ে করবে?—তা'হলে আর কোথাও যেতে হবে না!"

চারু নীরবে ঘাড় নাড়িল, বিবাহ করিবে। অমর গম্ভীর মুখে বলিল, "জান চারু, আগে আর একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে,—আমার স্ত্রী আছে—"

"জানি। আপনি সেদিন দাদাকে বলছিলেন।"

"তবু আমায় ভালবাস? তবু বিয়ে করতে চাও?"

"আপনি যে আমায় ভালবাসেন।"

"ভালবাসি! তবু দেখ আমি অন্যের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করছি, সেখানেই তুমি বেশী সুখী হবে। আমার আগের

স্ত্রীর সঙ্গে তোমার যদি না বনে, তাহ'লে যে তোমার বড় কষ্ট হবে, আমিও তাতে সুখী হব না। তুমি একলাই যা ঘরের লক্ষ্মী হবে তার কাছেই ত তোমার যাওয়া ভালো? তার ভালবাসা পেয়ে সহজেই আমায় তুমি ভুলে যেতে পারবে।"

চারু আবার চেয়ারের হাতার মধ্যে মুখ লুকাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না,—তাহ'লে আমি মরে যাব।"

"বিয়ে না হ'লে কি চিরদিন এক সঙ্গে থাকা যায় পাগ্‌লি?"

"তবে বিয়েই হোক—মা তো আমায় আপনাকেই দিয়ে গেয়েছিলেন।"

"আমার একবার বিয়ে হয়েছে, অন্য স্ত্রী আছে, তবু আমায় ভালবাস্‌তে, বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে?"

চারু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

"তবে তাই হোক! চিরদিন আমায় এমনি ভালবাস্‌বে ত চারু? সংসারে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও আমায় এমনি প্রসন্ন মুখে, সকল দুঃখ সহ্য করেও, ভালবাসতে পারবে ত চারু?"—বলিতে বলিতে অমরনাথ দুই হাতে তাহার পুষ্পোপম মুখখানি আর একটু তুলিয়া ধরিয়া, আবার ছাড়িয়া দিয়া স্থির সপ্রেম দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া রহিল।

চারু আবার মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুসজ্জিত কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। মুক্ত গবাক্ষপথে উদ্যানস্থ সান্ধ্য সেফালীর গন্ধ মৃদুভাবে কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল। ঠাকুরবাড়ীর বোধন নবমীর সানাইয়ের মৃদু সুর কর্ণে প্রবেশ করিয়া তন্দ্রাজড়িত মনে একটি অপূর্ব্ব সুখের আবেশ বিতরণ করিতেছিল। একখানা কৌচে অর্দ্ধশায়িত-ভাবে বসিয়া অমরনাথ।

অমর সেইদিন মাত্র বাটী আসিয়াছে। চারুকে অনেক বুঝাইয়া কলিকাতাতেই রাখিয়া আসিয়াছে। এখন পিতা ও স্ত্রীকে তাহার শপথের গুরুত্বটা বুঝাইয়া সম্মত করিতে পারিলে আর কোন বাধা থাকে না। এ বিষয়ে স্ত্রীরই অনুমতির বেশী প্রয়োজন, তাই পিতাকে এখনও কিছু জানায় নাই, অগ্রে স্ত্রীর নিকটে কথাটা পড়িবার জন্য অমরনাথ তাহার অপেক্ষা করিতেছে।

নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল, অর্দ্ধবিগুণ্ঠিতা একটি যুবতী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গালিচা-মোড়া মেঝেয় নিঃশব্দ পদক্ষেপে পালঙ্কের নিকট গিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেখানে অমরনাথ অর্দ্ধশায়িতভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন রহিয়াছে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথের তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল, চাহিবামাত্র দেখিল, একজন অপরিচিতা তাহার বৃহৎ কৃষ্ণতার উজ্জ্বল চক্ষুতে তাহার পানে চাহিয়া আছে। অমরনাথ ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিল। অজ্ঞাতসারে

অস্ফুট স্বরে মুখ হইতে বাহির হইল, "কে ?" যুবতী চক্ষু নত করিল এবং অমরনাথের বিমূঢ় ভাব অনুভব করিয়া সহসা আনতমুখে আরও একটু অবগুণ্ঠন টানিয়া ঈষৎজড়িত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি।" একটু থামিয়া সে আবার অমরনাথের পানে চাহিয়া তদপেক্ষা পরিষ্কার স্বরে বলিল, "আমি সুরমা।"

সুরমা! সে ত তাহার স্ত্রীর নাম! সেই ফুলশয্যার রাত্রে দেখা সুরমা এখন এত বড় হইয়াছে! অমরনাথ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অত্যন্ত বৈপরীত্য দেখিয়া স্বপ্ন হইতে সদ্যজাগ্রত ব্যক্তি যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, অমরনাথ তেমনি চঞ্চল হইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে তন্দ্রাচ্ছন্ন নেত্রে দেখিতেছিল, যেন এই সুসজ্জিত কক্ষে, এমনি সেফালীর গন্ধ ও সানাইয়ের মৃদু তানের মধ্যে একটি মুগ্ধা কিশোরী লজ্জাজড়িত পদে, তাহার সুনীল চক্ষুতে অমরের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। সহসা জাগিয়া দেখিল, তাহা নহে, তৎপরিবর্ত্তে একটি সঙ্কোচহীনা যুবতী, তাহার অচঞ্চল অসহনীয় জ্যোতিপূর্ণ কৃষ্ণতার চক্ষুতে স্থিরভাবে তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে—এবং এখানে তাহারই স্থির অধিকার;—আর সেই লজ্জানম্রা বালিকা এখানে অপরাধিনী অভিসারিকা মাত্র।

অমরনাথ গম্ভীর মুখে স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

সুরমা কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যেন কার্য্যব্যপদেশে সজ্জিত টেবিলের নিকটে সরিয়া গেল। সেখানে এটা সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া যেন সে কি করিবে তাহা স্থির করিয়া লইতে লাগিল। তাহার পরে তাহাকে দ্বারাভিমুখে যাইতে দেখিয়া অমরনাথ বলিল, "শোন।"

সুরমা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল

"বোস।"

এদিক ওদিক চাহিয়া শেষে সুরমা অমরনাথের অধিকৃত কৌচেরই এক পার্শ্বে সসঙ্কোচে বসিল। বহুক্ষণ স্বামীকে নীরব দেখিয়া তাহার স্নেহ অচঞ্চল চক্ষে আবার অমরের পানে চাহিয়া বলিল, "আমাকে তুমি ডেকেছিলে ?"

অমরনাথ তথাপি নীরব।

কিছুক্ষণ পরে সুরমা বলিল, "আমাকে তোমার কি কোন কথা বল্‌বার আছে ?"

"হ্যাঁ।"

"কি ?"

অমরনাথ আবার নীরব।

সুরমা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, "কোন সঙ্কোচের কথা কি ?"

এবার অমরনাথের কথা ফুটিল। "আমি ত তেমন কিছু সঙ্কোচ বোধ কর্‌ছি না।"

"তবে আমারই সঙ্কোচজনক কোন কথা কি ?"

"না। তোমার নয়। আমার কথা বটে, তবে সঙ্কোচের নয়—কর্ত্তব্যের। তোমার বেশ মন দিয়ে শোনার দরকার, ঠিকভাবে বোঝার দরকার।"

"বল।"

তখন অমরনাথ ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—অবশ্য যতটা বলা যাইতে পারে। প্রথমবার গ্রামে গিয়া চারুর ব্যারাম আরোগ্য করা; আবার দেবেনের অনুরোধে একবার

পূজার সময় যাওয়া; তখনকার কথাবার্ত্তা; ঘরে বাটী আসিয়া সুরমার সহিত বিবাহ; ওদিকে তাহাদের ভ্রান্ত আশা পোষণ এবং শেষে চারুর মাতার মৃত্যুশয্যায় প্রকারান্তরে তাহাকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করান; এই সমস্ত ঘটনা অমরনাথ একে একে স্ত্রীর নিকটে বলিয়া গেল।

সুরমা নীরবে শুনিল। অমরনাথ নীরব হইলে ক্ষণেক পরে সুরমা বলিল—"সে মেয়েটি এখন কোথায়?"

"মেয়েটি? চারু? সে আমার কলকাতার বাসায়।"

"কলকাতার বাসায়? তা'হ'লে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস থেকেই সে সেখানে আছে? কই এত দিন ত আমরা এর কিছুই জানি না?"

অমরনাথ একটু গরম হইয়া উঠিল। সুরমার কথাটায় যেন একটু কেমন কর্ত্তৃত্ব ও তিরস্কারের ভাব মিশানো বলিয়া অমরনাথের মনে হইল।

"তা না জানানতে বেশী অন্যায়ের বিষয় কিছুই হয়নি। তখনো জানানো যা এখনো তাই।"

"ঠিক তা নয়। চারু—চারু বুঝি সেই মেয়েটির নাম?—তাকে এখানে এনে রাখলেও ত পার্‌তে।"

অমরনাথ আর একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "সেখানে রাখলেও যা, এখানে রাখাও তাই। একই কথা নয় কি?"

"এক কথা নয়। এখানে তোমার বাপ আছেন, স্ত্রী আছে।"

"যাকে আমি বিয়ে করতে পারি তাকে আগে থেকে কাছে রাখলেও কোন দোষ হয় না।"

"দোষ হয় বইকি একটু। যাক্ সে কথা। এখন, তুমি তাকে বিয়ে করবে স্থির?"

"এখন স্থির করা নয়, তখনি এটা স্থির ছিল। এমন স্থলে বিয়ে করা ভিন্ন কি কর্ত্তব্য হ'তে পারে?"

"এখন হয় ত বিয়ে করাই কর্ত্তব্য! কিন্তু তখন অন্য কোনো সুপাত্রে বিয়ে দিতে পারতে।

"এই 'তখন আর এখন'এ কি প্রভেদ?"

যুবতী দীপ্ত-চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "এখন তুমি তাকে ভালবাস।"

অমরনাথ সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "নিতান্ত স্বার্থপরের মত কথা! আমি—আমি না হয় তাকে ভালবাসি; কিন্তু তাকে বিবাহ করা আমার তখনো কর্ত্তব্য ছিল এবং এখনো কর্ত্তব্য।"

"বেশ। তবে তুমি কি আমার সম্মতি চাইতে এসেছ? এটাও কি তোমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ?"

"আমি এত নির্ব্বোধ নই। তবে তোমায় জানান আমার কর্ত্তব্য।"

"ভাল! বাবাকে বোধ হয় এখনো জানাও নি। সেটাও একটা কর্ত্তব্য।"

"সে তোমার স্মরণ করিয়ে দেবার অপেক্ষা করছে না।

"তুমি কি আশা কর তিনি সম্মত হবেন?"

"না হোন, তবু আমার কর্ত্তব্য আমি করব।"

"তিনি সম্মতি না দিলেও তোমার মূল কর্ত্তব্যটা তা'হ'লে স্থির?"

"নিশ্চয়ই।"

"বেশ ; তবে এখন আমি যেতে পারি ?"

"তোমার খুসী" বলিয়া অমরনাথ পরিত্যক্ত কৌচে শুইয়া পড়িল। সুরমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তারপর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেলা দ্বিপ্রহর। কর্ত্তা হরনাথ বাবু ভোজনে বসিয়াছেন, পার্শ্বে অৰ্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী পুত্রবধূ সুরমা তালবৃন্ত-হস্তে ব্যজন করিতেছে। হরনাথ বাবু অতিশয় উন্মনভাবে আহার করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সহসা বধূর পানে চাহিয়া ডাকিলেন, "মা!"

বধূ মুখ তুলিয়া শ্বশুরের দিকে চাহিল।

হরনাথ বাবু একটু থামিয়া বলিলেন, "অমর বাড়ী এসেছে জান ত মা ?"

বধূ মুখ নত করিল দেখিয়া শ্বশুর বুঝিলেন, বধূ সে সংবাদ জানে।

"কাল তোমার সঙ্গে সে দেখা করেছিল কি ?"

সুরমা নতমুখে নীরবে রহিল।

হরনাথ বাবু পুনর্ব্বার প্রশ্ন করায় অগত্যা বলিল, "হ্যাঁ।"

"কিছু বলেছে ?"

বধূ নীরবে শুধু মাথা নাড়িল।

হরনাথ বাবু আবার কিয়ৎক্ষণ থামিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি তাহ'লে সব শুনেছ ?"

সুরমা মৃদুস্বরে নতমুখে বলিল, "শুনিছি।"

সহসা পরুষ কণ্ঠে হরনাথ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "হতভাগাটার লজ্জাও কি করেনি! বুদ্ধিশুদ্ধির মাথা একেবারে খেয়ে ফেলেছে; নিজের মাথা খেয়ে বুঝি এমনি ক'রে প্রতিজ্ঞা রাখে? ব্যাটা একেবারে ভীষ্মদেব হ'য়ে উঠেছেন। ও-সব কলকাতার দোষ! ওকে একা পড়তে দেওয়াটাই আমার অন্যায় হয়েছিল। যাক্! আমি বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছি যদি সে সে-কাজ করে ত তাকে নিঃসন্দেহ ত্যাজ্যপুত্র করব—তার মুখও কখনো দেখ্‌বো না। আর যদি সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে চিন্তা মনে রাখে তো যেন এখনি আমার বাড়ী থেকে চলে যায়, আর যেন জেনে রাখে যে, সেই সঙ্গে আমার সঙ্গেও তার সকল সম্বন্ধ জন্মের মত চুকে যাবে।"

বধূ নীরবে ব্যজন করিতে লাগিল। আবার হরনাথ বাবু ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে বধুকে যেন সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিতে লাগিলেন, —"এত সাহস সে করবে না বোধ হয়। আমি তাকে আজই কলকাতায় গিয়ে মেয়েটীকে নিয়ে আস্‌তে বলে দিয়েছি। একটা পাত্র দেখে মেয়েটার বিয়ে দিলেই সব আপদ চুকে যাবে।"

সুরমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "তা আর হবার জো নেই বাবা—আপনি তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র হওয়া কি বিষয় থেকে বঞ্চিত করার ভয় না দেখালেই ভাল হ'ত।"

"সে কি? বল কি মা?"

"আপনার নিষেধের চেয়ে কি বিষয়ের দাম বেশী? ও ভয়টা না দেখালেই ভাল হ'ত বাবা।"

কর্ত্তা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিলেন, "যে সে সম্মান রাখে তার কাছেই ওটা খাটে মা!"

"সে সন্তান যে না রা:খ সে যা ইচ্ছা তাই করুক না কেন বাবা?"

"না মা, একথা তুমি এখন বল্‌তে পার বটে, কিন্তু যখন আমার মত হ'বে তখন বুঝ্‌বে, আজন্মের স্নেহের ধনকে কি তুচ্ছ মান অপমান নিয়ে এত বড় একটা ভুল কর্‌তে দিতে পারা যায় মা? সে যদি সমুদ্র দেখে শিশুর মত লাফিয়ে তাতে ঝাঁপ দিতে যায়, আমি কি তাবে প্রাণপণ বলে বুকে চেপে ধ'রে নিবারণ না ক'রে থাক্‌তে পারি? হয় ত সে সে-বেষ্টনে পীড়িত হচ্ছে, বেদনা পাচ্ছে, তবু আমি তাকে ছেড়ে দেবো না। আদর ক'রে না পারি, কাঁদিয়ে, ভয় দেখিয়ে তাকে ধ'রে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।"

সুরমা রুদ্ধস্বরে বলিল "বাবা, আমায়ও আপনি স্নেহ কর্‌তেন—"

"কর্‌তাম কি মা! এখনো কি করি না? তুমি যে এখন আমার তার চেয়েও বড়, তুমি অসুখী হবে বলেই তো আরও—"

"আমিও সেই জন্যই বল্‌ছি বাবা—মা নেই তাই এসব কথা আপনাকেই বল্‌তে হচ্চে—আপনার কথায় স্পষ্ট বোঝাচ্চে যেন আমিই প্রধান বাধা। আমি কি সত্যি এতই স্বার্থপর?"

"তোমায় যদি কেউ তা ভাবে বা বলে ত জান্‌ব সেই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থপর। বড় দুঃখ হচ্চে মা, আমি হয় ত তোমাকে এনে সুখী কর্‌তে পার্‌লাম না! তা যদি হয়—"

"কই আপনি কিছুই খেলেন না যে? মাছটা কি ভাল হয়নি? বাবা, ওটা আমি নিজে রেঁধেছি। একটুও খেলেন নি—ডালনাটাও ভাল লাগ্‌ল না?"

"এই যে খাচ্চি মা ! না, বেশ হ'য়েছে, কিন্তু শোন মা—"

"দুধটা নিয়ে আসিনি এখনো—হয় ত বেশী গরম হ'য়ে গেল।"

সুষমা উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। অনতিবিলম্বে দুগ্ধ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া হাস্যমুখে বলিল, "না, ঠিক আছে। বাবা, আপনাকে আজ দুধ খেয়ে বল্‌তে হবে, মিষ্টি দিয়েছি কি না।"

বধূর হাস্যোৎফুল্ল মুখ পুনঃ পুনঃ মলিন করিতে হরনাথ বাবুর আর ইচ্ছা হইল না। তিনি বুঝিলেন, সুরমা এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাহিতেছে। তিনিও কথাটা চাপা দিয়া দুগ্ধের বাটিতে চুমুক দিয়া বলিলেন, "নিশ্চয় আজ বেশী মিষ্টি দিয়েছিস্ বেটী ! জ্বালও বেশী দিয়ে ফেলেছিস্ নিশ্চয়।"

"না বাবা মোটে না, জ্বালও বেশী দিইনি।"

"তবে এত মিষ্টি আর ঘন হ'ল কি ক'রে ?"

"ঐ নতুন-কেনা গাইটার দুধ আপনার জন্যে জ্বাল দিতে নিয়েছিলাম।"

সহসা হরনাথ বাবু বলিলেন, "সে—সে বুঝি না খেয়েই কলিকাতায় চ'লে গেছে ?"

বধূ নীরবে রহিল। কর্ত্তা বাহ্যিক কোপভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "গ্রহ আর কি !"

কর্ত্তা আহারান্তে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। সুরমা ধীরে ধীরে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। হয় ত সেস্থান ভাল লাগিল না, অন্য একটা কক্ষে গিয়া রেশম, সূচ, মখমল প্রভৃতি লইয়া গবাক্ষের নিকটে বসিয়া নিবিষ্ট মনে সেলাই করিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে—সেদিন পূজার ষষ্ঠী তিথি; সুরমা ঠাকুরবাড়ীর একটি কক্ষে বসিয়া নিপুণভাবে বরণের ডালা সাজাইতেছিল। চারিধারে নানা আত্মীয়া, কুটুম্বিনীগণ নানা কার্য্যে ব্যস্ত। সকলেই সুরমার আজ্ঞাক্রমে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। মুক্ত বাতায়নের সম্মুখপথে অদূরস্থিত পল্লবপতাকাময় তোরণে মধুর শব্দে নহবতে আগমনী বাজিতেছিল। প্রাঙ্গনে মিষ্টান্নলোভী বালক-বালিকার হাস্য চীৎকারে কোলাহল উঠিতেছিল। ঠাকুরদালানে মালাকরে ও কুমারে ঘোর বিবাদ বাধিয়াছে। কুমারনন্দন সাড়ম্বরে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে, মালাকরের রাংতার আঁচলা ও গহনার শ্রীহীনতার জন্যই তাহার প্রতিমার কেমন 'খোলতাই' হইতেছে না। কুমারের এই মতে বাধা দিয়া মালাকর বলিতেছে, "আরে তুমি কেহে বাপু! তোমার বাপ আমায় চিন্‌ত। আমার 'ডাকে'র গহনা এ পৃথিবীতে না জানে কে?—চন্দরমালীর নাম এ সাতখানা গাঁয়ের মধ্যে কে না জানে! আর এই জমীদারবাড়ীর ঠাকুরুণ সাজিয়ে আমি, বুড়ো হ'য়ে গেলাম, তুমি কিনা এসেছ আজ দোষ ধরতে!" মাতব্বর মুরুব্বীরা মধ্যে পড়িয়া উভয়ের বিবাদভঞ্জন করিয়া দিতেছেন। পরিচারকেরা সামিয়ানার তলে ঝাড়লণ্ঠন লইয়া ব্যস্ত। কেহ টাঙ্গাইতেছে, কেহ তেল ভরিতেছে, কেহ সাফ্ করিতেছে। ঝাড়ের কাচময় ফসকের আন্দোলনের শ্রুতি-মধুর টুং টাং শব্দের মধ্যে কোন সর্দ্দার-খানসামার হস্ত হইতে কোন ছবি বা দেওয়ালগিরি পড়িয়া গিয়া 'ঝন্‌ঝনাৎ' শব্দটি কোমল সুরে-কড়িমধ্যমের মত মিশাইতেছে। কয়েকজন শুভ্র উপবীতধারী ভট্টাচার্য্য বৃহৎ বৃহৎ টিকি নাড়িয়া 'বারবেলা' লইয়া মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিয়াছেন। গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা কেহ বা বন্ধুগোষ্ঠীর

বাড়ীর যাত্রার আয়োজনের সাজসজ্জার বর্ণনা করিতেছেন, কেহ বা অন্যকে বলিতেছেন, "হাঁ হে, বলতে পার, এবার যাত্রা কেন আনা হ'ল না?" পুরোহিত রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে ওসব ত তামসিক ব্যাপার! উগ্ররূপে মহামায়ার ভোগ, পূজা, বলিদানাদি দেওয়াই হচ্চে সাত্ত্বিক পূজা! নাচ, গান ওসব তামসিক! তামসিক!" "আরে বলেন কি ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এ কি একটা কথা হ'ল? দেবী-পুরাণেই ত লিখছে 'বাদ্যভাণ্ড নৃত্যগীত'—" "আরে রাখ বাপু! যা বোঝ না, তাতে বাক্যব্যয় করতে যাও কেন?" একটা ধৃষ্ট যুবক বলিয়া ফেলিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাংসাহার করেন না কি? সেটা খুব সাত্ত্বিক, না?" তৎক্ষণাৎ তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ দেওয়ানজী আসিয়া তখন তাঁহাদের বিবাদভঞ্জন করিয়া দিলেন। একজন বলিলেন, "হ্যাঁ হে, অমরকে দেখছি না যে? সে কি আসে নি?" দেওয়ানজী জড়িত স্বরে বলিলেন, "পড়ার ক্ষতি হবে বোধ হয়। কর্ত্তাকে পত্র দিয়েছেন।"

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া সুরমাকে বলিল, "মা, কর্ত্তাবাবু ডাকছেন আপনাকে।"

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দাসীকে বলিল, "কেন বলতে পারিস্?"

"না।"

সুরমা ধীরে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বারান্দা ছাড়াইয়া সিঁড়ির নিকটে আসিতেই দেখিল সম্মুখে শ্বশুর। তাঁহার মুখ অন্ধকারময়; হস্তে একখানি পত্র। সুরমা চকিতভাবে বলিল, "বাবা!"

"এই পত্র প'ড়ে দেখ, বুঝতে পারবে।"

"পত্র আর কি পড়ব! আপনি বলুন।"

"না—না, প'ড়ে দেখ সে কুলাঙ্গার কি লিখেছে!"

শ্বশুরের ক্রোধকম্পিত হস্ত হইতে পত্র লইয়া সুরমা পাঠ করিল,—

"শ্রীচরণেষু, বিবাহ করা ভিন্ন আমি আর উপায়ান্তর দেখি না। আপনার আদেশ রাখিতে পারিলাম না, আমি এমন অধম। ইতি।—হতভাগ্য অমর।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া সুরমা শ্বশুরকে পত্রখানি ফিরাইয়া দিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল।

"কিন্তু সে হতভাগা মনে করে না যেন যে, আমি তাকে ক্ষমা করব। এই আগমনীতে আমার এই বিসর্জ্জন!" পত্রখানা শতছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়া হরনাথ বাবু সবেগে চলিয়া গেলেন।

সুরমা ধীর পদে ফিরিয়া গিয়া আপনার আরব্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অমরনাথ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। অনাহার, অনিদ্রা, ভাবনা, লজ্জা মিলিয়া তাহার মস্তক বিশৃঙ্খল ভাবে আলোড়িত করিতেছিল।

অমর হাবড়া হইতে গাড়ী করিয়া বাসাভিমুখে চলিল। বড়বাজারের মাড়োয়ারীদের দোকানে দোকানে তখন উজ্জ্বল

শোভা চক্ষু ঝল্সাইয়া দিতেছিল। বড় বড় জমীদার ও ভাগ্যবন্তের দ্বারে দ্বারে মঙ্গলকলস, আম্রপল্লবের মালা ও কদলী বৃক্ষ; কোথাও বা নহবতের সানহিয়ে মধুর আগমনীর সূচনা গাহিতেছিল। অমরনাথের মনে পড়িতেছিল তাহাদের সেই বৃহৎ পূজামণ্ডপ, পূজার সেই ধূমধাম, চারিদিকের সেই আনন্দ-কল্লোল। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত পুত্রের প্রতি পিতার সেই সস্নেহ ব্যবহার। যেদিকে যায় চারিদিকে কেবল সসম্ভ্রম প্রশংসা-পূর্ণ দৃষ্টি। শৈশবের খেলাধূলাও মনে পড়িতেছিল। পূজা আসিলে যাত্রার ধূমে আহার-নিদ্রাত্যাগ, সঙ্গিদল লইয়া মধ্যে মধ্যে প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া তাহার দোষ গুণের বিচার করা, রৌদ্রে রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইয়া পিতার সস্নেহ তিরস্কারলাভ। শৈশব জীবনের প্রতি তুচ্ছ কার্য্যগুলাও তাহার একে একে মনে আসিতেছিল। আর আজ? বাড়ীতে সেই পূজা, সেই পিতা; কেবল বাড়ীতে নাই সেই অমরনাথ! সেই পূজার মধ্যেই তাহার অপরাধের বিচার করিয়া তাহার দোষের স্ত্রীর মাথায় বাহুলী লইয়া তখনি তাহাকে চলিয়া আসিতে পিতার আদেশ হইল। দুই দিন তাঁহার দেরীও সহ্য হইল না।

নিশ্বাস ফেলিয়া অমরনাথ ভাবিতেছিল, কেন এমন হয়? নিজের প্রাণের সামান্য আহত হইলেই মানুষ তখনই আঘাত-কারীকে শতগুণ বলে আঘাত করিতে চায়। যাহাকে প্রাণাধিক বলিয়া ভাবি কই তাহার উপরেও ত সে আঘাতটা করিতে সঙ্কোচ বোধ হয় না? অকপট অসীম স্নেহও যখন প্রতিশোধস্পৃহার বিষে এমন জর্জ্জরিত হইয়া যায়, তখন জগতে কেবল বুঝি প্রতিশোধেরই

রাজত্ব। যখন মানবের আত্মাভিমান অক্ষুণ্ণ থাকে তখনই বুঝি সে ক্ষমা ও স্নেহের দৃষ্টান্ত দেখাইতে সমর্থ হয়।

নিজের কথাও মধ্যে মধ্যে মনে পড়িতেছিল। পিতা অসন্তুষ্ট হইবেন, এই মাত্র ভাবিতেই এক সময়ে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত, আর এখন পিতার বাহ্যিক ক্রোধাচ্ছাদনের ভিতরে তাঁহার দারুণ বেদনার চাঞ্চল্য দেখিয়াও কই অমরনাথ এখনও তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই! সেই পিতা, যাঁহার অধীনে থাকাতে, যাঁহার স্নেহে, আদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখাতে বালক অমরনাথের সুখদুঃখ কখনও নিজেদের অস্তিত্ব তাহাকে বুঝিতে দেয় নাই। আর আজ যুবা অমরনাথের সেই বৃদ্ধ পিতা, অন্তরে তিনি তেমনি স্নেহশীল, কেবল আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াই তিনি এমন কঠিন হইয়া উঠিয়াছেন, তথাপি সেই পিতাকে অতিক্রম করিয়া অমরনাথ, তাহার এখনকার সুখদুঃখে, বিদ্রোহ-পতাকা উড়াইতে ত কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নয়! হায় যৌবন! তুমিই কি এই জগতের সাধনার ধন? তাই কি মানুষ আজন্মের সঞ্চিত ভাণ্ডার শূন্য বোধে তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিয়া নব-জীবন-সমুদ্রের কূলে, আশালোকিত ঊষার প্রারম্ভে নূতন রত্ন সংগ্রহ করিতে উৎসুক হয়? জীর্ণ পুরাতন খাতা ফেলিয়া দিয়া নূতন বৎসরে নূতন খাতায় নূতন ব্যাপারীদের সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব খোলে? তাই কি সে হিসাব এত পরিষ্কার, এত প্রাঞ্জল? তাই কি তাহাতে মূলধন এত অজস্র? হয় ত পুরাতন খাতাটা টানিয়া বাহির করিলে সে মূলধনগুলা কাহারও দত্ত "হাতকর্জ্জা"র মধ্যে গিয়া পড়ে! তাই তাহার নূতন ব্যবসা খুলিতে হইলে সে পুরাতন খাতাখানা সর্ব্বাগ্রে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন।

হে যৌবন! এইই কি তোমার স্বরূপ? তোমার ফেণিলোচ্ছ্বাসে মন হইতে কর্ত্তব্যের কঠোর চিন্তা ধুইয়া মুছিয়া যায়, তাই কি তুমি এত সুখদায়ক? তোমারই তীব্র মাদকতায় মানুষ মাতাল হইয়া উঠে, দুঃখের অতল গর্ভে পড়িয়াও তোমারি নেশায় বিভোর থাকে! ত্রিলোকের তৃষিতহৃদয়-বাঞ্ছিত সুরা-সদৃশ হায় যৌবন! হায় একীভূত সুধা ও গরল!

অমরনাথ বাসায় পৌঁছিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়াই দেখিল, সম্মুখে বৃদ্ধা ঝি। "আঃ! বাবু এসেছেন, বাঁচা গেল, এমন ভাবনা হ'য়েছিল—"

"কেন বল দেখি? চারু কোথায়? সে ভাল আছে ত?"

"তাই ত বল্‌ছি বাবু, ভালই যদি থাক্‌বে তবে আর ভাবনা বল্‌ছি কেন?"

"কেন, কি হ'য়েছে?"

"জ্বর হয়েছে আর কি! এমন মেয়ে কিন্তু বাপু বাপের জন্মে দেখি নি। একি হাঁকা বাপু!—মাথার জান্‌লাটা খোলা আছে তা হুঁস নেই; রাত্রে না হয় বন্ধ কর্‌তে ভয় কর্‌ল—সকালে বন্ধ ক'রে রাখ, কি আমায় বল,—তা নয়। দুরাত্তির হিম লাগিয়ে জ্বর হ'য়েছে, মরি ভেবে। হ'রেকে দিয়ে নরেশ ডাক্তারকে ডেকে আনলু, ওষুধ দেয়ালু, আর আমি কি কর্‌ব?—"

"যাক্‌ যাক্‌, জ্বর ছেড়েছে ত? কবে জ্বর হ'ল?"

"কাল হয়েছে। ডাক্তার বল্লে ছাড়ে নি।"

অমরনাথ নিঃশব্দপদবিক্ষেপে চারুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। আরক্ত মুখে চক্ষু মুদিয়া চারু শুইয়া আছে, বোধ

হয় ঘুমাইতেছে। অমরনাথ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়িয়া গেল। এমনি আরক্ত মুখে সে জ্বরের ঘোরে অচেতন হইয়া সেই জীর্ণ গৃহে মলিন শয্যায় পড়িয়াছিল। এখন দেখিতে ও বয়সে তাহা অপেক্ষা বড় হইলেও সেই চারুই এই "পল্লবিনী লতেব" কিশোরী চারুলতা! কিন্তু এ গৃহ সে জীর্ণ গৃহ নয়, এ শয্যা মলিন নয়। এই ত্রিতলস্থ সজ্জিত কক্ষে, উচ্চ পালঙ্কে কোমল শুভ্র শয্যায় বসন ভূষণে সজ্জিতা চারু! কিন্তু সেই জীর্ণ গৃহের দীনা বালিকা চারু কি ইহার অপেক্ষা অনাথা, অধিক পরদয়া প্রত্যাশিনী, অধিক সহায়হীনা ছিল? যে অমঙ্গল-শঙ্কাকাতর অটুট স্নেহপূর্ণ মাতৃহৃদয় তাহার পার্শ্বে বসিয়া রুগ্ন মুখখানির পানে চাহিয়াছিল, সেই স্নেহকাতর দৃষ্টি কি তাহাকে বিশ্ব-ঐশ্বর্য্যের উপরে স্থানদান করে নাই? তিনি কি জানিতেন, তাঁহার স্নেহের ধন একজন নিঃসম্পর্ক কঠোরহৃদয় বিচারকের সম্মুখে অনাথা ভিখারিণীর ন্যায় দাঁড়াইবে, সে ইচ্ছা করিলেই ইহাকে পদদলিত করিতে পারিবে? অমরনাথের চক্ষে জল আসিল। আবার মনে পড়িল, কোথায় সে ক্ষুদ্র বনফুল বনে ফুটিয়া বাঁচিত কি ঝরিয়া পড়িত কে জানে? তাহাকে ছিঁড়িয়া এরূপে লোকালয়ে আনিয়া বিশ্বের সম্মুখে তাহাকে উপহসিত করার কারণ অমর স্বয়ং। যদি সে সেখানে না যাইত বা তাহাদের প্রতি ক্ষণিকের হৃদ্যতা না দেখাইত, তাহা হইলে ত তাঁহারা অমরের সম্বন্ধে এ আশা পোষণ করিতেন না। তাঁহাদের সাধ্যমত সুপাত্রে চারুকে তাহার মাতা নিশ্চয়ই সমর্পণ করিয়া যাইতেন। চারুর এ অবস্থার কারণ সে নিজে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে

অমরনাথ, জ্বর আছে কিনা জানিবার জন্য চারুর ললাট হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেই চারু চমকিতভাবে চাহিল। তাহাকে দেখিবামাত্র ত্রস্তে শয্যায় পাশ ফিরিয়া বলিল, "আপনি! কখন এসেছেন?" অমর গম্ভীর মুখে বলিল, "এখনি!"

"এখনি! গাড়ীর শব্দ কই পাই নি ত? আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"তোমার জ্বর হয়েছে শুন্‌লাম, কই জ্বর ত ছাড়ে নি?"

"আপনি যে পূজার পর আস্‌বেন বলেছিলেন, এখনি এলেন? আর যাবেন না ত?"

"যাব!"

"আবার যাবেন? তা'হলে কবে আস্‌বেন?"

"আমারি সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাবে চারু?"

"আপনাদের বাড়ী? আমায় নিয়ে যাবেন?"

"তোমায় নিয়ে যেতে বাবা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন"

হর্ষের আতিশয্যে চারু শয্যায় উঠিয়া বসিল।

"উঠোনা উঠোনা, এখনও খুব জ্বর রয়েছে।"

"ডাক্তার বলেছে শীগ্‌গির সেরে যাবে। কবে যাব আমরা সেখানে?"

"কাল গেলেই হবে। তোমার সেখানে যেতে আহ্লাদ হচ্চে চারু?"

"হ্যাঁ"

"কেন?"

"আপনাদের বাড়ী যে।"

"আমাদের বাড়ী হ'লেই কি তোমার পক্ষে সে জায়গা

সম্পূর্ণ নিরাপদ চারু? আমাদের বাড়ী ব'লেই তোমার সেটা আরও ভয়ের জায়গা।"

"ভয়ের জায়গা? কেন?"

"কেন? তুমি আমি সেখানে কত দোষী তা কি বুঝতে পার না?"

বিবর্ণ কম্পিত মুখে চারু বালিশের উপরে মাথা রাখিল। একটু থামিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমি ত বুঝতে পারছি না, তাঁরা কি আমায় খুব বক্‌বেন?"

"বক্‌বেন না হয় ত। হয় ত বেশ আদর ক'রেই জায়গা দেবেন।"

"তবে ভয় কিসের? আমি যাব।"

"যেও। আমার সমস্ত অপরাধ মাথায় ক'রে নিয়ে সেখানে অপরাধিনীর মত থাক্‌তে পার্‌বে ত? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি করতে পারবে ত চারু?"

"আমি কিছু বুঝতে পাচ্চি না। বড্ড ভয় করছে আপনার কথা শুনে। আপনি সেখানে থাকবেন ত?"

"আমি?" মনস্তাপব্যঞ্জক ক্ষীণ হাসি হাসিয়া অমর বলিতে লাগিল, "কিছুই কি বুঝতে পার না? জগতের কাছে এমন কৃপা আর অবহেলা পাবার জন্যই কি তুমি এমন হ'য়েছিলে? তুমি আমার কে যে তোমার কাছে আমি থাকব? আমি হয় ত সেখানে সচ্ছন্দে থাক্‌ব, কিন্তু তোমার সেখানে স্থান হবে না, তোমাকে অন্যের কাছে তাড়িয়ে দেবার জন্যেই ত সেখানে নিয়ে যাচ্চি।" অমরনাথ সবেগে চারুর নিকটস্থ হইয়া দুই হাতে চারুর মুখ তুলিয়া ধরিয়া, কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "যেতে

পারবে ত চারু? আমি মরে যাচ্চি—আমায় বাঁচাও—তুমি যেতে পারবে ত? তা'হ'লে বাবা আমায় ক্ষমা করবেন, জগতের চক্ষে আমি নিরপরাধ হ'তে পারব। তুমি অন্যকে বিয়ে করতে পারবে ত? অন্যের ঘরে যেতে পারবে ত?"

আবেগ ঈষৎ প্রশমিত হইলে অমরনাথ দেখিল, চারু নিস্পন্দ আড়ষ্টভাবে শয্যায় পড়িয়া আছে। চাহিয়া আছে কিন্তু চক্ষু স্পন্দহীন, বক্ষের স্পন্দন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, নাসাপথে হাত দিয়া দেখিল, অতিমৃদু বহুবিলম্বী শ্বাস পড়িতেছে।

"চারু—চারু—অমন ক'রে রইলে কেন? ভয় পেয়েছ? চারু—চারু!"

চারু তাহার পানে চাহিল। "বড় কি ভয় পেয়েছ?"

জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চারু ক্ষীণস্বরে বলিল, "হ্যাঁ।"

"ভয় কি! জ্বরটা এখনো ছাড়েনি। একটু ঘুমোও দেখি।"

চারু পাশ ফিরিয়া শুইল। অমরনাথ জানালার নিকটে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে ঝি আসিয়া বলিল, "বাবু খাওয়া হয়েছে ত?"

"খাওয়া? কই হয় নি ত।"

ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "ওমা এতক্ষণ এসেছ বাছা! তা খাওয়ার নামটি নেই? তুমিই বা কেমন মেয়ে বাপু, পুরুষ মানুষ কি এসব নিজে বলে? খোঁজ খবর নিতে হয়। এস বাছা খাবে এস। আহা মুখটি শুকিয়ে গেছে!"

আহার করিবার জন্য অমরনাথ কক্ষ হইতে বাহিরে যাইবামাত্র চারু ভয়ার্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমার একলা থাকতে বড্ড ভয় করছে, ঝিকে একটু ডেকে দিন।"

অনুতপ্তভাবে অমরনাথ তাহার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল, "একলা কই চারু?—এই ত আমি এসেছি, ভয় কি? আমি ব'সে আছি, তুমি ঘুমোও।"

"না, না, আপনি খেতে যান্"—বলিয়া চারু বালিশে মুখ লুকাইল। অমরনাথ নীরবে বসিয়া রহিল।

রাত্রে চারুর জ্বর ১০৫ ডিগ্রী উঠিল। য. . . চীৎকার করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অমরনাথ বিনিদ্র নয়নে তাহার শিয়রে বসিয়া মাথায় বরফ ও অডিকলোন সিঞ্চন করিল। ঝি সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া মাথায় বাতাস করিল। বালিকা মধ্যে মধ্যে আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিতেছিল, "আমি যাব না—আমি যাব না, তাহ'লে আমি ম'রে যাব।"

প্রভাতে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ'র বোধ হয় রেমিটেণ্ট ফিবারের ধা'ত। কা'ল এটা ভাল বোঝা যায় নি, কিন্তু আমি আশঙ্কা ক'রেছিলাম। আজ দেখ্‌ছি, যা আশঙ্কা ক'রেছিলাম তাই ঘটেছে।"

জ্বর কমিল না। উত্তরোত্তর নানা কুলক্ষণই প্রকাশ পাইতে লাগিল। অমরনাথ বৈকালে পিতাকে পূর্ব্বোক্ত পত্র লিখিল, তারপর অচেতন চারুর মাথা ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "চারু, চারু, আমি তোমায় বাড়ী নিয়ে যাব না—আর কোথাও যেতে হবে না। তুমি আমার,—তুমি আমার কাছেই থাক।"

চারু তাহা কিছুই শুনিতে পাইল না, সে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান, কিন্তু অমরনাথ পিতাকে পত্রখানা পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে তাহার শয্যার এক পার্শ্বে পড়িয়া কয়দিন পরে একটু ঘুমাইয়া

লইল। আজ তাহার মনে হইতে সমস্ত দ্বিধা, সকল দ্বন্দ্ব কাটিয়া গিয়াছে।

চতুর্দ্দশ দিন পরে চারুর জ্বর ত্যাগ হইল। বলকারক পথ্যের গুণে সে পরদিনই অমরনাথের সঙ্গে ক্ষীণস্বরে কয়েকটি কথা কহিল। ক্রমে সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ম্লান ওষ্ঠের ক্ষীণহাস্যে অমরনাথকে আশান্বিত করিল।

তারপর ঝি ও হরিচাকর রাত্রে পালাক্রমে জাগিবার ভার লইলে, অমর দুই দিন খুব ঘুমাইল ও তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিল। চারুর যা শুশ্রূষা তা, সত্য কথা বলিতে গেলে, তাহারাই করিয়াছিল, অমর কেবল নিজের চিন্তার ভার মাথায় লইয়া, অনাহার-অনিদ্রায় তাহার মুখের পানে চাহিয়া, বসিয়া থাকিত মাত্র। যাহাকে কখনও নিজের যত্ন করিতে হয় নাই সে অন্যের যত্ন করিবে কিরূপে!

ক্রমে চারু অন্নপথ্য করিল। বৈকালে অমরনাথ তাহার কক্ষে গিয়া দেখিল, চারু যথাস্থানে শুইয়া মুক্ত গবাক্ষপথে নীলোজ্জ্বল আকাশের পানে চাহিয়া আছে; মুখখানি বিবর্ণ, শুষ্ক; সায়াহ্ন-সূর্য্যের হেমাভ-রশ্মি তাহার রুক্ষ কেশে, ম্লান ললাটে পতিত হইয়া, বিবাহ-বাসরে নববধূর লজ্জাপাণ্ডু ললাটে সিন্দূরশোভার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। রাস্তার অপর পার্শ্বস্থ নিম্ববৃক্ষে পাখীগুলা তাহাদের যতদূর সাধ্য গোলমাল বাধাইয়াছে, নিম্নে, পথে জন-কোলাহলের বিরাম নাই। চারু এক মনে সেই সহস্র কণ্ঠোত্থিত বিচিত্র রাগিণী শুনিতেছিল। কঠিন পীড়ার পরে যেন মানুষ অন্য জগৎ হইতে ফিরিয়া আসে, চারিদিকের উচ্ছ্বসিত আনন্দ বা দুঃখের তরঙ্গ কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে

পারে না, সে যেন তখন সকলের অনেক উচ্চে থাকে; সবই শোনে, অথচ কিছুই তাহার ভাল বোধগম্য হয় না,—কেবল অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে মাত্র।

অমরনাথ মুগ্ধ নেত্রে দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "এখন কেমন আছ চারু? কোন অসুখ করছে না ত?"

"না, ভাল আছি," বলিয়া চারু তাহার পানে চাহিল। অমরনাথ নিকটে বসিয়া বলিল, "ডাক্তার বল্‌লে, ভাল করে সার্‌তে এখনো মাস খানেক লাগবে।"

চারু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, "এখন আমি সেরেছি ত, কিন্তু উঠ্‌লে মাথা ঘোরে—"

অমরনাথ সস্নেহ নেত্রে চাহিয়া বলিল, "যে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছ! ভাল হ'বে তা' কি আর আমার আশা ছিল! কটা দিন রাত্রি যে কি ভাবে কেটেছে তা জান্‌তেও পারিনি।"

চারু অনেকক্ষণ পরে, ভীত চক্ষু দুটি অমরের মুখের উপর রাখিয়া, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমার তখন মনে হ'ত, আপনি যেন আমায় এখানে একলা ফেলে রেখে বাড়ী চলে গিয়েছেন। তখন আপনি এখানে ছিলেন? যান্ নি?"

"সে কি চারু? তোমায় ব্যারামে ফেলে আমি চ'লে যাব,—তোমার কি তাই বিশ্বাস হয়?"

"তখন আমার তাই মনে হ'য়েছিল।"

অমরনাথ একটু সরিয়া আসিয়া, তাহার ক্ষীণ হাতখানি নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া, তরল কণ্ঠে বলিল, "এখনও কি তোমার সে ভয় আছে না কি?"

"একটু একটু আছে।"

"কেন লতা ?"

চারু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "সেদিন যেমন রাগ করেছিলেন আবার যদি তেমনি করেন !"

"রাগ ? রাগ নয় লতা,—তোমার ওপর কি রাগ হ'তে পারে ! তবে নিজের ওপর হয়েছিল। কেন আমি দুর্ব্বলতা-বশে নিজের কাছে রেখে, তোমার তরুণ মনে যে ভুল ধারণা ছিল তাকে আরও দৃঢ় ক'রে তুলেছি ! তখনি বাড়ী গিয়ে বাবার কাছে তোমায় দিলে তুমি কোন দিন আমায় ভুলে যেতে, সুখী হ'তে। তা না, নিজের দুর্ব্বলতায় চারিদিকে অশান্তির সৃষ্টি কর্‌লাম, বাবাকে কতখানি কষ্ট দিলাম. তোমায় ত মেরেই ফেল্‌ছিলাম।"

"আপনি বাড়ী যান, আমার যেতে বড় ভয় করবে, আমি যাব না।"

"এখনও তাই ভাব্‌ছ লতা ? আর আমি বাড়ী যাব না, তোমাকেও যেতে হবে না। যদি কখনও বাবা আমাকে তোমাকে একসঙ্গে মাপ করেন তবেই যাব, নইলে দুজনে এমনি সকলের পরিত্যক্ত হ'য়ে শুধু পরস্পরের হ'য়ে থাক্‌ব। লতা বুঝ্‌তে পার্‌লে ত ?"

"আমায় আর কোথাও পাঠিয়ে দেবেন না ?"

"পাঠিয়ে দেবো ? চিরদিন আমার কাছে এমনি ক'রে ধরে রাখ্‌ব,"—বলিয়া অমরনাথ চারুকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে অমরনাথ দেখিল, চারু তেমনি অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাতে হাতদুখানি তেমনি বদ্ধ। গম্ভীর স্নেহে

অমর, তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া, আস্তে আস্তে বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

এক মাসের মধ্যে চারু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহার পাণ্ডুর গণ্ডে রক্তের সঞ্চার হইয়া সে দুটিকে আবার পূর্ব্বের মত কোমল লোহিত আভায় শোভিত করিল। তাহার করুণ চক্ষু দুটিতে আবার পূর্ব্বের মত সুনীল হাসি ফুটিয়া উঠিল;—সহসা একদিন প্রভাতে উঠিয়া সে শুনিল তাহার বিবাহ!

* * * * *

বিবাহের পর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নিকটস্থ একটি গ্রামে অমরনাথ একটি ক্ষুদ্র বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়া, তাহাদের দিবারাত্রের মিলনকে মধুর ও অব্যাহত করিয়া তুলিল। সংসারের অশ্রান্ত কর্ম্মকোলাহল ও আনাগোনার মধ্যে এই নিভৃত নিশ্চিন্ত প্রেম যেন আশ্রয় পায় না। চারিদিক হইতে শ্রুতিকঠোর শব্দ আসিয়া সেই নীরব মৌন ভাষাকে সময়ে সময়ে প্রসঙ্গান্তরে চিন্তান্তরে লইয়া ফেলে। এই কর্ম্মহীন মিলনকে জড় বলিয়া উপহাস করিয়া, কর্ম্মরথ তাহার ঘর্ঘরনাদী রথচক্রের নির্ঘোষে সুখালস প্রাণকে চমকিত করিয়া দিয়া যায়। যে মিলন কেবল সুখের, যে মিলনের উপর সংসারের আশীর্ব্বাদ ও স্নেহদৃষ্টি ছাড়া কোন প্রকার বক্র দৃষ্টি পড়ে না, সে মিলনও যেন সংসারে এই কোলাহলের মধ্যে নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে না। তাহার মধ্যেও সময়ে সময়ে এক একটা ঘটনায় জানাইয়া দেয়, যেন সংসারে এমন মধুর মিলনও নিশ্চিন্তভাবে উপভোগ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে। সংসার তাহার তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া সময়ে সময়ে এমন তীক্ষ্ণ উপহাসের হাসি হাসিয়া, ভাবাবেশ

অভাবেও, কর্ণমূল ও গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠে। সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারকে বাদ দিয়া চলিবার উপায় নাই।

স্বজনবিচ্ছেদকাতর অমরনাথ, তাহার ক্ষুধিত হৃদয়ের নিবিড় বেষ্টনের মধ্যে চারুকে পাইবার জন্যই যেন, কলিকাতার কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া আসিল। এখানে, এই শব্দহীন নিভৃত নিলয়ের মধ্যে একটি সুর ছাড়া কেহ অন্য কোন কথা জানে না। শিশিরের স্নিগ্ধসলিলা গঙ্গা, নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে মধুর রাগিণী গাহিয়া উদ্যানের পশ্চাৎ দিয়া, দিবস রজনী এক ভাবেই চলিয়াছে। যায় কোথায় বলা যায় না, কিন্তু গতিরও শেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘন সন্নিবিষ্ট তরুরাজি,—তাহাদেরও কোন চাঞ্চল্য নাই। প্রভাতে যখন তরুণ দম্পতী উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়ায়, তখন দুই পার্শ্বে শ্যামদূর্ব্বাদলের শিশির বিন্দুগুলা একত্রে জমিয়া, শীতের নবোদিত নিস্তেজ সূর্য্যকিরণে, চারুর অভিমানাশ্রুর মতই ঝল্ ঝল্ করিতে থাকে। পরিষ্কার আকাশে উষার লোহিতচ্ছটা, তাহার শুভ্র কপোলের ভাবাবেগজনিত লোহিতরাগের মতই ফুটিয়া উঠে। নিহারাচ্ছন্ন কুন্দকলিকাগুলি তাহারই মত সরমসঙ্কোচে নত মুখে প্রাণপণে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ের দ্বারটুকু রুদ্ধ করিয়া রাখে, সূর্য্যের সোহাগতপ্ত উজ্জ্বল কিরণ অনেক চেষ্টায় তবে তাহাদের মুখ খুলে। মধ্যাহ্নের সার্সিরুদ্ধ রৌদ্রতপ্ত গৃহে তাহাদের মিলনগুঞ্জনই কেবল জাগিয়া থাকে। সন্ধ্যার, রাত্রে তাহাদের আলোকিত কক্ষে সে মিলন সম্পূর্ণ বাধাহীন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

বৈকালে খোলা বারান্দার একখানা লৌহাসনের উপরে বসিয়া চারু নিবিষ্ট মনে কি দেখিতেছিল। অমরনাথ তখন

নিকটে নাই, কক্ষের মধ্যে কি করিতেছিল ; চারু জানিত, এখনি অমর তাহাকে নিকটে না দেখিয়া বাহিরে আসিবে ; তাই সে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার জন্য, সন্নিকটস্থ টবের গোলাপ গাছের একটি কুঁড়ির উপরে মনোনিবেশ করিয়াছিল। পূর্ব্বাহ্নে অমরনাথের সহিত তাহার বড় ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।—বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, তথাপি অমরনাথ আসিল না। চারু ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া চুরি করিয়া পশ্চাতস্থ উন্মুক্ত দ্বারপথে, গৃহ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল ; কাহাকেও দেখা গেল না। তখন ধীরে ধীরে দ্বারের নিকটস্থ হইয়া গৃহের সমস্তটা দেখিবার জন্য উঁকি দিল,—ভয় হইতেছিল, যদি অমরনাথ এখনি লুকাইত স্থান হইতে বাহির হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

পশ্চাৎ হইতে কে একরাশ কুন্দফুল মাথার ও মুখের উপরে ফেলিয়া দিল। চারু চমকিত হইয়া ফিরিল,—পশ্চাতে অমরনাথ! অতর্কিত আনন্দে সমস্ত মুখটি হাসিয়া উঠিল, রাগ প্রকাশ করা আর ঘটিয়া উঠিল না।

"ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে কি দেখা হচ্ছিল ?"

"যাঃ-ও !"

"এখনো রাগ পড়ে নি বুঝি ?"

চারু মুখখানি ভারী করিয়া বলিল, "না"।

"দেখ কতগুলো ফুল তুলেছি। এস দুজনে দু'ছড়া মালা গাঁথি ; যার ভাল হ'বে তারই জিত ; যার ভাল হবে না তার হার ;—সে আর খুন্তের ওপরে রাগ করতে পাবে না।"

"আচ্ছা বেশ। আমায় কিন্তু ভাল ফুলগুলো দিতে হ'বে।"

"বাঃ তা দেব না। দাঁড়াও ছুঁচ সুতো আনি। ভালগুলো চুরি ক'রোনা যেন।"

"আমি বুঝি চোর ?"

"নয় ত কি ?" বলিয়া অমরনাথ হাসিতে হাসিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সূচ সূতা লইয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল, "আগে হ'তে মুখ ভার করলে চলবে না, মালা গাঁথা চাই।"

"আমি বুঝি তাতেই ভয় পাচ্চি ? আমার মালা নিশ্চয় তোমার চেয়ে ভাল হ'বে।"

"দেখা যাক্ !" তখন দুইজনে মালা গাথিতে নিযুক্ত হইল। উভয়েই প্রায় সমান শিল্পী, তবু অমরনাথ বয়সগুণে এক রকমে মালাটা গাঁথিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু চারুরই পূরা মুস্কিল। অনভ্যস্থ অঙ্গুলিতে সূচ কেবলই কাঁপিতে থাকে, কখনও হাতে ফুটিয়া যায়; যে ফুলটি বিদ্ধ হয় সেটি সূত্রের মধ্যে এড়ো হইয়া ঝুলিতে থাকে, পছন্দ হয় না কাজেই খুলিয়া ফেলিতে হয়। দুতিনবার খুলিতে খুলিতে পরাইতে পরাইতে ফুলগুলিও বেশীর ভাগ ম্লান ও ছিন্ন হইয়া যায়। অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল, তথাপি চারুর সূত্রে আটটির বেশী ফুল পরানো হইল না। অমরনাথ মাল্যের মুখে গ্রন্থি দিয়া হাস্যমুখে বলিল, "এইবার কার জিত হ'ল ? আর লাগ্‌বে আমার সঙ্গে ?" মালাগাছি দুই হস্তে ধরিয়া অমরনাথ একবার হাসিমুখে তাহার পানে চাহিয়া কি ভাবিল, তারপরে ঝুপ করিয়া চারুর মাথার উপরে ফেলিয়া দিল; মালা, মাথা গলিয়া গলায় পড়িল। চারু, অভিমানে মুখ অন্ধকার করিয়া, মালা খুলিয়া, অমরের গায়ে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "চাই নে।"

"হেরে আবার উল্টে রাগ? চাই নে নেই কি!" বলিয়া অমরনাথ তাহাকে বুকে টানিয়া লইল। তারপরে বাম হস্তে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অনাদৃত মালাটি কুড়াইয়া লইয়া, তাহার কণ্ঠে পুনরায় পরাইয়া দিয়া, লোহিত কপোল চুম্বন করিয়া বলিল, "এই শাস্তি।"

"যাও, আমি এ মালা নেব না।"

"কেন?"

"আমারটা তবে গেঁথে দাও।"

"কতক্ষণ ধরে যে কষ্টে একটা গাঁথলাম, আবার? তুমি এইটেই নাও,—তোমারি গাঁথা মনে ক'রে নাও।"

"তবে যাও, আমি নেবু না।"

"খুলে ফেল দিকিনি কত জোর আছে?"

উভয়ে টানাটানি করিতে করিতে মালগাছি ছিঁড়িয়া গেল। অমরনাথ হাসিয়া বলিল, "যাঃ আপদ গেল।" চারু অপ্রতিভ হইয়া সেই ছেঁড়া মালাটাই অমরনাথের গলায় জড়াইয়া দিল।

এমন সময়ে উভয়ে বর্ষীয়সী পরিচারিকাকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া সংযত হইয়া বসিল। বৃদ্ধা আসিয়া অভিভাবিকার স্থায় পরম গম্ভীর মুখে বলিল, "না বল্লেও ত নয় বাছা. বল্লে তুমি 'বেরক্ত' হও তাই আমি এতদিন কিছু বলিনি, বলি, মরুকগে চলছে যখন কোন রকমে তখন মাঝ থেকে ছেলেটাকে কেন ত্যক্ত করি, এরপরে আপনিই কিছু উপায় করবেই। তা খেলা করা ছাড়া তোমাদের ত আর কিছু করতে দেখিনে। ষষ্ঠী চেন আংটি যা যা দিয়েছিলে, হরিকে দিয়ে ——— বেচিয়ে

এতদিন চালানু। টাকা ক্রমে বই ত আর বাড়ে না বাছা, এখন যা হয় একটা উপায় কর।”

বেদনার স্থানে আঘাত পাইলে যেমন লোকে বিবর্ণ মুখে শিহরিয়া উঠে, অমরনাথ সেইরূপ চমকিত হইয়া উঠিল। বিশেষ চারুর সম্মুখে এ কথাগুলা হওয়ায় সে লজ্জা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। একথা শুনিয়া চারুর মুখ কিরূপ হইয়াছে চাহিয়া দেখিতেও তাহার সাহস হইল না, নতমুখে রহিল।

“হরির কাছে শুনমু বাছা তুমি বড়লোকের ব্যাটা, তা বাপ কি খরচ পত্র দেয় না? রাগারাগি করেছ বুঝি? তা অমন কত ঘরে হয়, দুটো খোসামোদ করলেই আবার সব মেটে, বাপের রাগ বইত নয়—”

“চুপ্‌কর, চুপ্‌কর ঝি। বাবাতে আমাতে সাধারণের মত রাগারাগি খোসামোদের সম্বন্ধ নয়। ওকথা নয়, তবে অন্য যদি কোন উপায় থাকে ত—”

“উপায় আর কি! ব্যাটা ছেলে, একটা কিছু চাকরী বাকরী করলেই ত পার।”

“চাকরী? আমি ত কিছুই জানি না, মেডিকেল কলেজে আরও একবছর পড়তে হ’ত!”

“চেষ্টা কর বাছা, চেষ্টা কর,—ঘরে বসে থাক্‌লে কি হয়?”

“তাহ’লে কল্‌কাতা যেতে হয়। চারুর কাছে কে থাক্‌বে?”

“কেন, আমরা থাক্‌ব, আর চাকরী করলে কি দিবে রাত্তিরই অফিসে থাকে?”

"আচ্ছা দেখি ভেবে চিন্তে। তুমি এখন যাও।"

ঝি চলিয়া গেল। অমরনাথ ক্ষণেক পরে চারুর পানে চাহিয়া দেখিল, সে নতমুখে দাঁড়াইয়া পা দিয়া মাটি খুঁটিতেছে। তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া অমর বলিল, "কি ভাবছ চারু?"

চারু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "তুমি একবার বাবার কাছে যাও।"

"বাবার কাছে? তিনি যে আমার ওপর রাগ ক'রে আছেন।"

চারু ক্ষণেক অপলক নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া, শেষে ক্ষীণ স্বরে বলিল—"তিনি রাগ করেছেন? কেন? তুমি তাঁর কাছে গেলেই হয় ত তাঁর সে রাগ কমে যাবে। তুমি যাও তাঁর কাছে।"

অমরনাথ ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল, "যদি না ক্ষমা করেন? আর আমিও কি তাঁর ওপর অভিমান করতে পারি না?" তার পরে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল,—"ঝি যা বললে তাই করব; শিগ্গির একটা চাকরীর চেষ্টাই দেখব। তাই ভেবেই কি ওকথা বলছ?"

চারু তাঁহার পানে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া বলিল, "ঝি কি বললে? বাবা হয় ত তোমার ওপর রাগ করেছেন, এই ত বললে সে। বাবা তোমার ওপর কেন রাগ করেছেন? কি এত দোষ করেছ তুমি?" বলিতে বলিতে চারুর গলার স্বর বুজিয়া আসিল।

অমরনাথ চারুকে তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝাইতে আর

ইচ্ছুক হইল না, বা পিতা যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন তাহাও তাহার জানাইতে ইচ্ছা হইল না। যে এত সরল তাহার মনে কেন আর গরল মাখানো! অমর সহজ স্বরে বলিল, "আমি যদি দিনকতকের জন্য বিদেশে যাই চারু—কল্‌কাতায় চাক্‌রী কর্‌তে পার্‌ব না—একটু দূরে যেতে হ'বে, কিন্তু তুমি একলা থাকতে পার্‌বে ত?"

চারু সত্রাসে বলিল, "আমি একা থাক্‌তে পার্‌ব না, আমাকেও নিয়ে চল।"

অমর একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, "কবে তোমার একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হবে চারু? যাক্‌, এখুনি যাচ্চি না, আর সে একাও বেশীদিন থাকতে হবে না, বুঝলে? তোমার ভয় নেই।"

চারু ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জমীদার হরনাথ বাবু তাঁহার সাবেক চাল সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। তাঁহার জীবনে যে কোন অশান্তির কারণ আছে, একথা বাহিরের কোন লোক ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিতে পারিত না। যেমন পূর্ব্বে রাত্রিশেষে উঠিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, সন্ধ্যাহ্নিকে তিন চারি ঘণ্টা কাটাইয়া, বেলা প্রায় আটটার সময় জমীদারী সেরেস্তায় আসিয়া বসিতেন, এখনও সেই নিয়মে কাজ চালাইতেছেন। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় যথারীতি স্নান করিয়া অন্দরে বধূ সুরমার নিকটে আহার করিতে বসেন। সেখানে সস্নেহ হাস্যে বধূর নিকটে অনেক আদর

আব্দার দেখাইয়া, তাহার রন্ধনের দোষগুণ বিচার করিয়া আহার করিতে পূরা এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগে! তার পরে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম ও একটু নিদ্রান্তে, বধূর সহিত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া, পুনর্ব্বার বহির্ব্বাটীতে চলিয়া যান। তখন অনেক বিদ্যালঙ্কার, তর্কালঙ্কার, নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক প্রভৃতি তাঁহার বৈঠকখানার শোভা বর্দ্ধন করেন। তর্কে তর্কে রাত্রি হইয়া যায়, খানসামা আসিয়া পুনঃ পুনঃ অন্দরের আদেশ জানাইয়া যায় যে, সন্ধ্যাহ্নিকের সময় অতীত হইতেছে। শেষে মীমাংসা-শেষে পণ্ডিতগণের একবাক্যে ধন্য ধন্য ধ্বনি ও আশীর্ব্বচনের মধ্যে, তাঁহাদের রজশূন্য পদের ধূলি গ্রহণ ও পণ্ডিতদের প্রণামী গ্রহণের মৃদু মধুর টুন্ টুন্ শব্দের মধ্যে হরনাথ বাবু সভা ভঙ্গ করেন। তখন পুনর্ব্বার সন্ধ্যাহ্নিকান্তে, বধূর মৃদু মধুর সস্নেহ অনুযোগতিরস্কারের মাঝে মাঝে নিজের বিলম্বের কারণ দেখাইতে দেখাইতে জলযোগ শেষ হয়, এবং অন্দরের শয়ন-গৃহে বিশ্রাম করিতে করিতে ধূমপানের সঙ্গে দেওয়ানের সহিত সংসারের নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথোপকথন হইয়া থাকে! বধূর প্রতিও সে সময় সেখানে নিত্য উপস্থিত থাকিবার আদেশ দেওয়া আছে।

সেদিনও হরনাথ বাবু সান্ধ্যজলযোগের পরে শয্যায় শুইয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। সম্মুখে প্রবীণ দেওয়ান শ্যামাচরণ রায় মোড়ার উপর বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন: তিনি বিষয়-কর্ম্মপোলক্ষে কলিকাতা গিয়াছিলেন, বৈকালে বাটী আসিয়াছেন। সেই কর্ম্মান্তর্গত বিষয়েরই আলোচনা চলিতেছিল। কর্ত্তার শয্যাপ্রান্তে একখানা পাখা হাতে লইয়া

সুরমা উপবিষ্ট। শুধু শুধু বসিয়া থাকাটা মেয়ে মানুষের পক্ষে অশোভন, অছিলার মত হাতে একটা কার্য্য থাকার দরকার। নহিলে বাতাসের তখন কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি সুরমা মধ্যে মধ্যে সেটা মৃদুভাবে নাড়িতেছিল।

হরনাথ বাবু বলিলেন, "যাক্, ওরা চিরদিনই জ্বালাবে,— উপায় নেই। আর আপিল টাপিল করবে না ত?"

দেওয়ান গম্ভীর মুখে বলিলেন, "এটায় আর ট্যাঁ ফুঁ কিছু করতে পারবে না বলেই বিশ্বাস, কিন্তু বসু মশায়ের নতুন একটা ছুতো খুঁজতে কতক্ষণ? আর ওদের জমীদারীর সীমানার ও আমাদের সীমানার সঙ্গে এমনি জড়াজড়ি বাধান যে নির্ব্বিবাদে চলবার জো'টি নেই। আপনি আর আমি এই দুটো বুড়োর অবর্ত্তমানে অন্য নতুন লোক হয় ত এসব ভাল করে বুঝেই উঠ্‌তে পারবে না। আমাদের কিন্তু উচিত আগে হতেই—"

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "তাইত মাকে এসব শোনাতে ইচ্ছে করি শ্যামাচরণ! আমরা থাক্‌তে থাক্‌তে না বুঝতে পারলে শেষে মাকেই ত কষ্ট পেতে হবে। সব বেশ মন দিয়ে শোন ত' মা? শুনে বুঝতে চেষ্টা ক'রো!"

শ্যামাচরণ রায় কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, হরনাথ বাবুও সজোরে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেওয়ান হরনাথ বাবুর পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমার ইচ্ছা করে আপনার সঙ্গে গোটাকতক কথা কই, যদি আপনি—"

"সে কি শ্যামা! তুমি এ রকম ভাবে ত আমার সঙ্গে কখনো কথা কওনা! ছোট ভাইয়ের অধিকার চিরদিন কি তোমার সম্মুখ নেই?"

"আছে; কিন্তু ভেবে দেখুন, ঈশ্বরদত্ত অধিকার যদি সামান্য মনোমালিন্যে লুপ্ত হয়, তা'হলে এ জগতে কোন্ অধিকারের গর্ব্ব থাকে?"

হরনাথ বাবু কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, শেষে বলিলেন, "অপ্রাসঙ্গিক কথা ছেড়ে দাও শ্যামাচরণ, মিছামিছি মনটা ওলট পালট করবার দরকার কি? তারপরে কলকাতায় তোমার বেয়াইয়ের বাড়ী গিয়েছিলে? তারা সব ভাল আছে?"

"আজ্ঞে হাঁ; কলকাতায় অনেক লোকেরই সঙ্গে দেখা হ'ল।"

হরনাথ বাবু আবার থামিলেন। অনেক ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "অনেক কে কে?"

"এই রাধাচরণ—শশিকান্ত—আমাদের অমরের সঙ্গেও দেখা হ'ল।"

হরনাথ বাবু প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন, তথাপি তাঁহার অবাধ্য কণ্ঠ হইতে মৃদুভাবে নির্গত হইল, "কি দেখলে?"

দেওয়ান মুখ অবনত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কি দেখ্‌বো? যা আপনারা দেখাতে ইচ্ছা করেন সেই রকমই দেখলাম।"

"বুঝতে পাল্লাম না শ্যামা—শরীর খুব খরাপ বুঝি?"

"শরীর যত না হোক্, অন্যান্য অবস্থা তাই। চাকরী খুঁজে বেড়াচ্চে দেখ্‌লাম।"

"চাকরী খুঁজে? আর পড়া হয় না বুঝি?"

"পড়বে কিসে? আর ত তাকে কিছু দেওয়া হয় না!"

হরনাথ বাবু সজোরে গড়গড়া টানিতে আরম্ভ করিলেন।

সহসা থামিয়া সুরমাকে বলিলেন, "মা পাখাটা রাখ, অত জোরে বাতাস দিও না।"

সুরমা কুণ্ঠিতভাবে পাখা রাখিয়া দিল।

"বোস, উঠ্‌ছ কেন মা?" আবার সে বসিয়া পড়িল।

হরনাথ বাবুকে নীরব দেখিয়া দেওয়ান একটু কাশিয়া পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন,—"এতে কিন্তু আপনার নিজেকে খর্ব্ব করা হচ্চে। আপনার স্নেহহারা হ'য়ে তার যে অনুতাপ না হয়েছে, হয় ত অভাবে তাই হবে। বোধ হয় আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে আস্‌বে। তার মূল কারণ কিন্তু সামান্য অর্থের প্রাধান্য!"

হরনাথ বাবু কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "তা ঠিক। সে কিছু বলেছে?"

"বলবে আর কি? আমিই বললাম যে 'চল আমার সঙ্গে, তিনি যদিই সম্পূর্ণ ক্ষমা না করেন তবু আংশিক ভাবে করতে পারেন হয়ত'। তাতে বললে যে, 'বাবা যদি আমায় ও রকম ক্ষমা করেন তা আমি চাই না। তা' যদি করি তবে আমি তাঁর কুপুত্র। তিনি যদি কখন তেমনি ক'রে অমর ব'লে ডাকেন তবেই তাঁর কোলে যাব, নইলে সে কোলের পরিবর্ত্তে তাঁর দয়া আমি চাই না'।"

হরনাথ বাবু ক্ষীণ হাসিয়া বলিলেন, "তেজটুকু খুব আছে?"

"সে আপনারই ছেলে। সেটুকু থাকা তার দরকার।"

"যাক। তবে যে বললে অর্থের জন্য সে ক্ষমা চাইবে?"

"ভবিষ্যতের কথা বলছি। আরও দেখুন, আপনার ছেলে হ'য়ে চাকরীর চেষ্টায় অনাহার অনিদ্রায় সেই কলিকাতার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় এটা আপনারি সম্ভ্রমের হানিকর। ঘরের বিবাদ পরকে জানাবার কি দরকার? সে আপনাকে উপেক্ষা করেছে এটা লজ্জারই বিষয়, বাইরে সেটা লোক-জানাজানি না ক'রে, নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তাকে উচিত মত সাহায্য ক'রে নিজের মান অক্ষুণ্ণ রাখুন। তার পরে তাকে আপনি মনে ক্ষমা না করতে পারেন, কখনও তার মুখ দেখবেন না। যে অধিকার সে চেয়েছে তা তাকে দেবেন না। এই ত তার উপযুক্ত শাস্তি! টাকা বন্ধ ক'রে তার মনে বেশী বেদনা দিতে পারবেন যদি ভেবে থাকেন, তবে সেটা ভুল করছেন। সে আপনারই ছেলে,—তার শাস্তি অন্য রকম।"

হরনাথ বাবু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কথায় কথায় রাত্রি অনেক হ'য়ে গেল, আর দরকার নেই। যাও তুমি একটু বিশ্রাম করগে,—পথশ্রমে ক্লান্ত আছ। বৌমা, আজ আর কিছু খাব না, তুমিও শোওগে মা। রামাকে একবার ডেকে দিতে বল, আলোটালোগুলো সরাবে।"

সুরমা দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কিছু খাবেন না? একটু দুধ?"

"না, আচ্ছা দাওগে রামাকে দিয়ে পাঠিয়ে। শ্যামাচরণ তোমার এখনও খাওয়া হয় নি হয় ত?"

"আজ্ঞে না, সেজন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি শোন।"

শ্যামাচরণ রায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হরনাথ

বাবু, সুরমাকে তখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন,— "যাও মা, খেয়ে দেয়ে শোওগে।" শ্বশুরের আদেশসূচক কণ্ঠস্বরে বধূ, আর বাক্যব্যয় না করিয়া, ধীর পদে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

হরনাথ বাবু ভৃত্যকে আলো সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ করিতে আদেশ দিয়া শয়ন করিলেন। যথাকর্ত্তব্যান্তে ভৃত্য চলিয়া গেল।

অন্ধকার কক্ষে শয্যার উপরে পড়িয়া, তিনি নিদ্রাদেবীর যথাসাধ্য উপাসনা করিলেন, কিন্তু নিদ্রাদেবী অদ্য নিতান্ত অকৃপা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিনিদ্র মুদিত চক্ষুর উপর দিয়া সেকালের অনেক চিত্র ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিতেছিল। নিজের প্রথম যৌবন, সেই অমল পত্নীপ্রেম, সে ভালবাসার মধ্যেও পুত্রাভাবের জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ এবং শেষে সেই স্নেহপ্রতিমার ক্রোড়ে সেই অমল শুভ্র স্নেহ পুতুলটির আবির্ভাবচিত্র যেন চোখের উপর জ্বল জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেদিনের সেই হর্ষোচ্ছ্বাসের স্মৃতি, আজও তাঁহার সর্ব্ব শরীর তেমনি কণ্টকিত করিয়া তুলিল। কোমল শয্যায় আপনাকে সম্পূর্ণ মগ্ন করিয়া দিয়া, হরনাথ বাবু, সেই প্রথম দিনের 'পুত্রগাত্রস্পর্শ' সংস্পর্শ যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

মানুষ স্মৃতি লইয়া এমনিই পাগল! হয় ত সেই সুখের বা দুঃখের খেলা কোন দিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ধূলা কাদা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া, সংযত ভাবে মানুষ তখন নিজের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে, নূতন জীবনের দেনাপাওনা-হিসাব-নিকাশের পরিষ্কার কারবার চালাইতেছে; তথাপি, সেই নূতন জীবনের মধ্যেই স্মৃতি তাহাকে কোনও সময়ে হাসিবার স্থানে হয় ত চক্ষে জল

আনিয়া দেয়, কোথাও বা কাঁদিবার সময় তাহাকে হাসাইয়া দর্শকের কাছে অধিক হাস্যাস্পদ করিয়া তুলে।

তার পরে মনে আসিতে লাগিল, সেই গভীর আনন্দের হিল্লোলে, কালচক্রের দুইবার আবর্ত্তন হইতে না হইতেই, প্রকাণ্ড এক প্রস্তরখণ্ড অকস্মাৎ আসিয়া, সবলে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল। মুহ্যমান তিনি, দ্বিগুণ আবেগে, মাতৃহীন শিশুকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইলেন;—এতদিন দুইজনে তাহার সুখদুঃখের ভাগ লইতেছিলেন, এখন হইতে তিনি তার একা, সেও তাঁহার একা। সেদিনের বেদনার স্মৃতিতে হরনাথ বাবু আজও তেমনি শয্যায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। বহু সাধ্য-সাধনার পর যে নিদ্রা আসিল, তাহাও স্বপ্নময়, স্বপ্নও সেই শিশুর বাল্যস্মৃতিময়।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। মধ্যাহ্নে যথারীতি আহার করিলেন। সুরমা, তাঁহার অসাধারণ গম্ভীর মুখ দেখিয়া, কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, যথা-কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া গেল। সমস্ত দিন তিনি কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিলেন না। দেওয়ানও সমস্ত দিন তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন না।

সন্ধ্যাকালে, নিয়ম মত সন্ধ্যাহ্নিক ও জলযোগান্তে, হরনাথ বাবু দেওয়ানকে ডাকাইলেন। আদেশ মত বধূও পাখা হস্তে শয্যাপ্রান্তে স্থান গ্রহণ করিল। দুই একটা অবান্তর কথা-বার্ত্তার পরে হরনাথ বাবু, দেওয়ানের পানে না চাহিয়া, একখানা খবরের কাগজ দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "আমি এখন ভেবে চিন্তে দেখ্‌লাম, নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে তাকে আমার মাসহারা দেওয়া উচিত।"

দেওয়ান, কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "বেশ, শুধু ঐটুকু মাত্র যদি কর্ত্তব্য বোঝেন, তবে তাই করুন। তার পরে সে স্বীকার হয় না হয় পরের কথা।"

"পরের কথা নয়; আমার সম্ভ্রমের জন্য তাকে বাধ্য হয়ে নিতে হবে। বৌমা, তোমার মত জানতে চাই, লজ্জা না করে স্পষ্ট কথা বল। মাসহারা দেওয়া ঠিক কি না?"

সুরমা, ধীরে ধীরে তাহার নতমুখ শ্বশুরের দৃষ্টির সম্মুখে উন্নমিত করিল; তার পরে স্থিরকণ্ঠে বলিল, 'না'।

"না? তাকে কিছু দেওয়া উচিত নয়? তুমি এমন কথা বল্‌বে, আমি এ আশা করি নি।"

"না বাবা, ক্ষমা যদি করতে পারেন তাই করুন। মনে করলেই ত আপনার পক্ষে তা সহজ।"

"ওঃ—তাই বলছ? না তত সহজ নয়। নইলে আমি কি তার এই রকমে আরও বেশী শাস্তির বন্দোবস্ত করতে চাইতাম?"

দেওয়ান বলিয়া উঠিলেন, "এটা আপনার মত বাপের ঠিক হচ্চে না।"

"আমার মত বাপেরই ঠিক হচ্চে, এ আমাতেই সম্ভব।" তার পরে বধূর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মা! তুমি তাকে ক্ষমা করতে পার? বল, তুমি তাকে ক্ষমা করেছ,—এখনি আমিও তাকে ক্ষমা করছি। কিন্তু মিথ্যা বলো না, যথার্থ যা সত্য তাই তোমায় বলতে বলছি।"

দৃঢ় পদবিক্ষেপে সুরমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। তাহার বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে 'না' শব্দটা ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

পর দিন অমরের নামে দেওয়ান একশত টাকা কলিকাতায়

প্রেরণ করিলেন। দিনচারেক পরে তাহা ফেরত আসিল। সেই সঙ্গে একখানা কার্ডে অমরের কয়েকছত্র হস্তাক্ষরও আসিল। অমর লিখিয়াছে, "কাকা, আপনার স্নেহ চিরদিন স্মরণ থাকিবে, আপনি আমার জন্য বাবার দ্বারা এই বন্দোবস্ত করাইয়াছেন বুঝিয়াছি। আপনাকে ধন্যবাদ, আমি এ স্নেহের অযোগ্য।" সজল চক্ষে দেওয়ান পত্রখানি কর্ত্তার হাতে দিলেন।

তৎক্ষণাৎ হরনাথ বাবু একটুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন,—আমি জমীদার হরনাথ মিত্র, আমার পুত্র তুমি, ইহা সকলেই জানে। কাজেই আমার সম্ভ্রম কতকটা তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। তুমি কোন ছোট চাকরী করিলে সে অপমান আমাতেও পৌঁছিবে। অতএব, যতদিন না তুমি তোমার অবস্থা সচ্ছল করিতে পারিতেছ, ততদিন তোমার খরচ কারণ একশত টাকা মাসে মাসে যাইবে এবং তুমি তাহা লইতে বাধ্য! ইহা ভিন্ন তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। ইতি

শ্রীহরনাথ মিত্র।

কয়েক দিন পরে হরনাথ বাবু অমরনাথের একখানি পত্র পাইলেন। আবেগ কম্পিত হস্তে, খুলিয়া পড়িলেন,—আপনার সম্মানের জন্য আমার মস্তকে যে শাস্তিভার প্রদান করিলেন, তাহা আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম। আপনার ত্যক্ত হইয়াও আপনার অর্থেই আমি এখনো পরিপুষ্ট হইতে থাকিব। ইতি

অমর।

পত্রখানি বহুবার পাঠ করিয়া, সযত্নে তাহা ক্যাস বাক্সের মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া, হরনাথ বাবু, বহুকালের শুষ্ক প্রশান্ত চক্ষু হইতে বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এক একজন মানুষের স্বভাব বড় অদ্ভুত ধরণের হয়। ভুল বা জেদের বশে একটা কার্য্য একেবারে করিয়া ফেলিয়া যখন সে তাহার অনুশোচনা বা গ্লানি ভোগ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে দেখিলে আর কাহারও মনে এ বিশ্বাস স্থান পায় না যে, এ ব্যক্তি আর কখনও উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে বা নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পারিবে। সে এমনি ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই লোকই যখন বিপরীত দিক্ হইতে আবার একটা ধাক্কা খায়, তখন এমনি সুবেগে একনিষ্ঠ হইয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যায় যে, দর্শকেরা অবাক্ হইয়া ভাবে, এই কি সেই ব্যক্তি!

অমরনাথও, সবেগে সতেজে দেড় বৎসর অতীত হইতে না হইতে, তাহার মেডিকেল কলেজের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাসেতু অতিক্রম করিয়া, কর্ম্মিষ্ঠ ও কৃতী লোকদিগের আসন-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। বাকী এখন তাহার শিক্ষা-উত্তীর্ণ জীবনকে কর্ম্মে নিয়োজিত করা।

চারু এখনও সেইরূপই আছে। তেমনি সরল, তেমনি অনভিজ্ঞ, তেমনি নির্ভরশীল। তাহাকে এক হস্তে বক্ষের নিকটে ধরিয়া রাখিয়া, অমরনাথ দ্বিতীয় হস্তে দৃঢ় একাগ্রতার সহিত নিজেকে ও তাহাকে সংসার-নদীর কূলের নিকটে টানিয়া আনিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল।

ইতিমধ্যে অমরনাথ ও চারুর এক নূতন আত্মীয় জুটিয়াছিল

তাহার নাম তারিণীচরণ, সে চারুর পিসতুতো ভাই। সে এই সংসার-অনভিজ্ঞ দম্পতির মাঝখানে আসিয়া পড়াতে, এক দিকে চারু তাহার তারিণী দাদার সাহায্য পাইয়া সংসারকর্ম্মে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছিল; অপর দিকে অমরনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের লেখাপড়ায় মন দিবার অবকাশ পাইয়াছিল।

সত্যের অনুরোধে ইহা বলিতে হইবে যে, তারিণীচরণ অমরকে বাস্তবিকই বহু সাহায্য করিয়াছিল। চারুরও সমস্ত সংসারের ভার নিজে লইয়া সে অমরনাথকে শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছিল। তারিণীচরণের সুনিয়মিত ব্যবস্থায়, অমরনাথ ও চারু এতদিন কোনও অভাব জানিতে পারে নাই। এই নিঃস্বার্থ বন্ধুতার জন্য অমরনাথ তাহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং তাহার অনেক খুঁটিনাটি দোষ সত্ত্বেও তাহাকে পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল, নহিলে অমরনাথের কলিকাতায় কলেজ যাওয়া ও পাঠের সময়, সে যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিরূপে কাটাইত, তাহা চারু ভাবিতেও পারে না।

মাঘ মাস গত হইয়া নবে ফাল্গুন, তাহার চঞ্চল অঞ্চলটিকে নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল ও বকুল-সৌরভে পূর্ণ করিয়া, সেই নিভৃত কাননের মধ্যে, পুষ্পিত অশোক ও পলাশ বৃক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া, আসন পাতিতেছিল। স্নিগ্ধ বাতাস, সদ্যপ্রস্ফুটিত বেলার কোমল গন্ধটি বহিয়া, তখনও সমস্ত কাননে বসন্তের আগমনসংবাদ জানাইয়া উঠিতে পারে নাই। গোলাপের আরক্ত কপোল তখনও ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন, অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কপোলে অনিলের স্পর্শজনিত ঈষৎ সরমসঙ্কোচাভাস সবে মাত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। মৌমাছির দলে গুঞ্জনধ্বনির বিরাম নাই; মুকুলিত আম্রশাখা

তাহাদের ভরে ঈষৎ অবনত, মধ্যে মধ্যে বৃন্তচ্যুত মুকুলগুলি ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বৃক্ষতলে খসিয়া পড়িতেছে। সেদিন একটু বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছিল। বহুকাল অনাবৃষ্টির পরে, ঈষৎবারিসিক্ত ধরণী হইতে একটি মধুর গন্ধ উঠিয়া গবাক্ষতল ভরিয়া দিতেছিল। পলাশগাছে শরীর লুকাইয়া, বসন্তের চাটুকার অনর্থক ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙিতেছিল—তথাপি তাহার সঙ্গিনী তাহাকে কিছুমাত্র সাড়া দিতেছে না। 'কু-উ'! গবাক্ষপথ হইতে একটি কোমল তরুণ কণ্ঠ তাহাকে ভেঙাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানি মধুর তরুণ মুখ গবাক্ষে দৃষ্ট হইল। কালো কোকিলটা, তৎপ্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া পূর্ব্বমত ডাকিল 'কু-উ'। আবার সেই কচি মুখখানির আরক্ত পেলব অধর তখনি, মধুর হাস্যে স্ফুরিত হইয়া, শব্দ করিল 'কু-উ'। এইবার কোকিলটা রাগিল! সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গস্বরও উচ্চে উঠিতে লাগিল। তাহার স্বর যতটা উচ্চে উঠিতে পারে ততটা উচ্চ সুর তুলিয়াও সেই দুর্ব্বৃত্ত মনুষ্যকে আঁটিতে না পারিয়া বেচারা কোকিল শেষে থামিয়া গেল।

পশ্চাৎ হইতে অমর আসিয়া, দুই হাতে চারুর গাল টিপিয়া ধরিয়া, সহাস্য মুখে বলিল, "কোকিলটাকে খেপিয়ে তুল্লে যে? একে ত ওর প্রিয়া এখনও সাড়া দিলে না, তার ওপর এই অত্যাচার!"

চারু, মুখ ছাড়াইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা সেই থেকে অমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মরছে কেন? এখন ত থামতে হ'ল?"

"তা চেঁচালেই বা, তোমার তাতে কি? ও ত তোমার

কুঞ্জতলে একাকিনী বিরহমলিনা দেখে, স্মরস্বরূপ সুতীক্ষ্ণ শরে, তোমার হৃদয় বিদীর্ণ কচ্চে না; আর তুমি দ্বিজুরায়ের বিরহিনীও নও যে, 'কান্ত বিনে ও পাখীর স্বরে তোমার জীবনটা ঠেকছে ফাঁকা ফাঁকা'? তবে এত রাগ কিসের?"

"কি অতগুলো বল্লে আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না। কিন্তু ও পাখীটে ভারী পাজী। তোমার সেই গানটা আমি কতকষ্টে মুখস্থ ক'রে মনে মনে বল্‌তে যাচ্চি, লক্ষ্মীছাড়া পাখীটে একশ'বারই কানের কাছে চেঁচিয়ে মরছে।"

"সখি! ভয় নেই ভয় নেই, ও পাখীটে বার' মেসে নয়, এই কটা মাস সহ্য কর; তারপরে বর্ষা এলেই ও চুপ করবে, বার' মেসে হলেও বা রায় কবির মতে, বাঁচাটা একটু মুস্কিল হতো।"

"মুস্কিল সত্যি। কোকিলকে ভেঙালে চোক্ ওঠে। যাঃ কি করলাম!"

অমরনাথ তাহাকে টানিয়া লইয়া একখানা কৌচের উপরে বসাইয়া, নিজে তাহার নিকটে বসিয়া বলিল, "কোন্ গানটা মুখস্থ কচ্ছিলে?"

"সেই যে তোমার সেই গানটা,—সেই 'নিশি নিশি কত-রচিব শয়ন' সেইটে।"

"ওটা আমায় বল্লে, এখুনি শ্রোতারা লাঠি নিয়ে আমায় তাড়া ক'রে আসবে।"

"আচ্ছা, ও গানটার ওপরে 'বিরহ' লেখা কেন? বিরহ্ কাকে বলে?"

"সেটাও জান না? হা হাতোস্মি! সত্যি জান না?"

চারু বুঝিল, এটা না জানা তাহার পক্ষে অতি লজ্জার কথা।

সঙ্কোচে ও লজ্জায় লাল হইয়া, মৃদু কণ্ঠে বলিল, "জানি না ত। বল' না কাকে বলে?"

"বিরহ কাকে বলে? এই—এই ধর আমি না থাকলে তোমার মন-কেমন করে না?"

"করে। তাতে কি?"

"সেই মন-কেমন-করার নাম বিরহ।"

"তাই বুঝি?" বলিয়া চারু, গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ ভাবিয়া, শেষে বলিল, "তবে ত বিরহ বড় খারাপ।"

"খারাপ কিসে? ঐ বিরহ নিয়েই যে আমাদের কাব্য ও সাহিত্যজগতের অর্দ্ধেক পুষ্টি। শুধু আমাদের বলে কেন, সমস্ত সভ্য সাহিত্যেরও ভালবাসার পরিপুষ্টি বিরহেই। যাক্, যা তুমি বুঝবে তাই, বলি,—দেখ না, রাধাকৃষ্ণের বিরহের গানগুলি যত মিষ্টি, অন্যগুলি কি তাই? বিরহ, অর্থাৎ কৃষ্ণ যখন রাধাকে ছেড়ে মথুরায় ছিলেন।"

চারু অনেক ভাবিল। শেষে সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা হোক্ গে, তা বলে বিরহ কক্‌খোনো ভাল নয়। আমি ও গানটা আর শিখব না।"

অমরনাথ হার মানিয়া, তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "তবে আমি একটা গান গাই শোন।"

"বল", বলিয়া চারু প্রফুল্ল ভাবে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "হার্ম্মোনিয়মটার কাছে গিয়ে ব'স, তাহ'লে আরও মিষ্টি লাগবে।"

"আচ্ছা", বলিয়া অমরনাথ হার্ম্মোনিয়মের সম্মুখে চেয়ার টানিয়া লইয়া দুই হস্তে বাজাইতে আরম্ভ করিল। শেষে গান ধরিল,—

"মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখি জাগো, জাগো !
মেলি রাগ-অলস আঁখি, সখি জাগো, জাগো !"

গান চলিতে লাগিল। চারু নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিল। সে কিছু না বুঝিলেও, অমরনাথের প্রেমপূর্ণ স্বর ও স্নিগ্ধ অনুরাগপূর্ণ চক্ষু, তাহাকে অনেক কথা বুঝাইয়া দিতেছিল। অমরনাথ, সেই প্রথম-মিলনের কিছুদিন মাত্র তাহার সঙ্গে এমনি ভাবে হাসি খুসী গল্প আমোদ করিয়াছিল, তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বিষাদের ছায়া পড়িত; তারপরে এত দিন ত অমরের নয়নের উপর দিয়া পৃথিবী, তাহার সমস্ত ঋতু ও সকল মোহজাল সঙ্কুচিত করিয়া, পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে। সহসা হয় ত কোনও রাত্রে শয্যাপার্শ্বে নিদ্রিতা চারুর কোমল মুখ, তাহার কর্ম্মক্লান্ত চক্ষুর উপরে একটি সরল স্নেহের সূক্ষ্ম মায়ার জাল ফেলিয়া দিত; কিন্তু আবার প্রভাতের নবীন সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর, কর্ত্তব্যের আহ্বানে, সকল মোহজাল ছিঁড়িয়া ফেলিত। সে তখন, দ্বিগুণ একাগ্রতার সহিত, পুনরায় নিজ কর্ত্তব্যে চলিয়া যাইত।

এখন কার্য্য শেষ হইয়াছে। মধুর বসন্তের সঙ্গে মধুর প্রেম, এখন নব অনুরাগে, তাহার 'যৌবননিকুঞ্জ'কে সুশোভিত করিতেছে। উহা এখন সুখের বংশীস্বরে ও কল্পনা-কোকিলের কুহু রবে মুখরিত। "বকুল যূথী জাতি"ফুলের সৌরভবাহী দক্ষিণপবন ফাল্গুনগীতে মুখরিত ও আকাশ বাসন্তীচন্দ্রের অচঞ্চল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত; সমস্তই প্রথম-মিলনের মতই আনন্দময়, আবেশময়, চাঞ্চল্যময়। তাই প্রেম, আকুল বাসনার সুখোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া, কম্পিতা ভীতা প্রিয়াকে জাগাইয়া তুলিতে

চাহিতেছে। নিজের বাসনা-বেদনার আবেগ তাহাতে সঞ্চারিত করিয়া, সুপ্তিমগ্না নবোঢ়া প্রণয়িনাকে বলিতেছে, 'সখি জাগো, জাগো, জাগো' !

গান একবার দুইবার তিনবার গাওয়া হইয়া গেল, তথাপি অমরনাথ গাহিয়া চলিয়াছে,—

"জাগো নবীন গৌরবে,
মৃদু বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয়-বীজনে
জাগো নিভৃত নির্জ্জনে !
আজি আকুল ফুল-সাজে,
জাগো মৃদুকম্পিত লাজে,
মম হৃদয় নিভৃত মাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে;
মম অন্তরে থাকি থাকি,—
সখি, জাগো, জাগো !"

এমন সময়ে দাসী আসিয়া একখানা পত্র কৌচের উপরে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। চারু পত্রখানি তুলিয়া লইয়া অমরনাথকে দিতে গিয়াই, বিস্মিতভাবে পত্রের পানে চাহিয়া রহিল। অমরনাথ তাহার সুখোচ্ছ্বাস হইতে সদ্য জাগ্রত হইয়া হার্মোনিয়মের একটা চাবী টিপিয়া ধরিয়া বেলো করিতে করিতে বলিল, "কি ?"

চারু বিস্মিত ক্ষীণ স্বরে বলিল, "এ কার পত্র ?"

"প'ড়ে দেখ না ? আমার কি তারিণীর হ'বে।"

"না, তা নয়। এতে আমার নাম লেখা রয়েছে। আমায় কে পত্র লিখ্‌লে !"

হার্ম্মোনিয়ম থামাইয়া অমরনাথ কৌতূহলাভাবে হস্ত বিস্তার করিয়া বলিল, "কই দেখি।"

চারু লেফাফাখানা স্বামীর হস্তে দিল। অমরনাথ পড়িল। সুন্দর পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—কল্যাণীয়া শ্রীমতী চারুলতা দাসী, কল্যাণীয়াসু!"

"তাই ত কে লিখ্‌লে? আচ্ছা খুলেই পড়া যাক্ না।" অমরনাথ লেফাফা ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিতেই, চারু ব্যগ্রভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "নামটা দেখ না আগে পড়ে, কে লিখলে, ঐ যে নাম লেখা রয়েছে—ওই যে—শ্রীসুরমা দাসী,—সুরমা দাসী কে?"

অমরনাথ চমকিত হইয়া বলিল, "কই? কোথায়?"

"এই যে দেখছ না—শ্রীসুরমা দাসী লেখা রয়েছে। ওপরে কি লেখা,—মাণিকগঞ্জ।"

অমরনাথকে বহুক্ষণ নীরব দেখিয়া, চারু উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "চুপ ক'রে রইলে যে? সুরমা দাসী—তিনি কে?—তুমি কি চেন?"

"তুমি কি চিন্‌তে পাচ্ছ না?"

"না। কে তিনি?"

"তিনি—তিনি—" বলিয়া অমরনাথ আর একবার পত্রের স্বাক্ষরটা দেখিয়া লইল। তারপর পত্রখানা চারুর হস্তে দিয়া বলিল, "পত্রখানা তুমিই পড়, পড়্‌লে বোধ হয় বুঝতে পার্‌বে।"

পত্র হস্তে লইয়া চারু শঙ্কিত মুখে বলিল, "প'ড়ে যদি না বুঝতে পারি?"

"তখন বল্‌বো।"

"পড়তে ভাল পারবে না হয় ত, তুমি পড়ে বল না?"

"পারবে। লেখা ত বেশ পরিষ্কার। চেষ্টা ক'রে দেখ। তোমারই পড়া উচিত।"

চারু নীরবে হস্তস্থিত পত্র পড়িতে লাগিল। অমরনাথ কিছুক্ষণ অন্যমনাভাবে নতমুখে বসিয়া থাকিয়া, চারুর পানে মুখ ফিরাইয়া দেখিল চারুর উদ্বিগ্ন মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কম্পিত হস্তে পত্রখানা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

অমরনাথ ব্যস্তভাবে নিকটে গিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল, "কি চারু কি?"

"প'ড়ে ছাখ, আমি হয় ত ভাল পড়তে পারলাম না।"

অমরনাথ চমকিত ভাবে বলিল, "বাবা ভাল আছেন ত?"

"তাঁর খুব অসুখ হ'য়েছে, প'ড়ে দেখ।"

অমরনাথ প্রথমটা সভয় দৃষ্টিতে পত্রের প্রতি বর্ণের উপর চক্ষু বুলাইয়া গেল। সহসা পড়িতে যেন সাহস হইতেছে না। শেষে ঈষৎ চেষ্টায় পড়িল,—

মাণিকগঞ্জ।

কল্যাণীয়া!

তুমি হয় ত আমাকে চিনিবে না। কিন্তু পত্র পড়িয়া, তোমার স্বামীকে সব কথা বলিলে, তোমরা আমাকে চিনিতে পারিবে, এবং উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারিবে। পিতাঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত। প্রায় এক বৎসর তাঁহার ব্যারাম আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণ তাঁহার অবস্থা সংশয়াপন্ন। তিনি নিজে না লিখিতে পারায়, অগত্যা আমি তোমাকে লিখিতেছি। তুমি

তোমার স্বামীকে বলিবে—পিতা অতিশয় পীড়িত। তিনি তোমাদের দেখিতে চান। তুমি ও তোমার স্বামী পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তোমরা বেশী উতলা হইবে না, তিনি অন্য দিন অপেক্ষা অন্য ভালই আছেন। তাঁহার জন্য কলিকাতা হইতে ভাল আঙুর ও বেদানা লইয়া আসিবে, এখানে ভাল পাওয়া যায় না। অধিক কি লিখিব। ইতি—

শ্রীসুরমা দাসী।

অমরনাথ স্তম্ভিতভাবে নীরবে বসিয়া রহিল। চারু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কি পড়লে ?"

"বাবার বড় অসুখ।"

চারু নীরবে রহিল। সহসা তাহাদের মৌনভাব ভঙ্গ করিয়া, অমরনাথ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "শীগ্‌গির ঠিক হয়ে নাও চারু,—বাড়ী যাব—বাবার অসুখ।"

"কি করব ?"

"আঃ, কতকগুলো কাপড় চোপড় গুছিয়ে নাও। তারিণী—তারিণী।"

তারিণীচরণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি ? এত ব্যস্ত কেন ?"

"রাত্রের ট্রেণে বাড়ী যাব। দরকারী জিনিষগুলো গুছিয়ে ঠিক ক'রে ফেল ত।"

তারিণী বিস্মিতভাবে বলিল, "হঠাৎ বাড়ী! কেন, কি হয়েছে ?"

"বাবার অসুখ।"

"কর্ত্তার অসুখ! তা তিনি আপনাকে যেতে বলেছেন ত ?"

অমরনাথ চটিয়া গেল। "কেন বল্‌বেন না? তাঁর অসুখ।"

"তা ত বুঝলাম। চটবেন না,—কথাটা মন দিয়ে শুনুন,—তিনি আপনাকে মাপ কর্‌লেন,এমন কিছু লিখেছেন?"

"মাপ কর্‌লেন"—বলিতে বলিতে অমরনাথ সহসা থামিয়া গেল। হঠাৎ তাহার বিগত জীবনের কথা মনে পড়িয়া গেল। সুরমার পত্র দেখিয়া বিস্মিত ভাবের মধ্যে, পিতার গুরুতর পীড়ার সংবাদ তাহাকে এমনি তন্ময় করিয়া দিয়াছিল যে, অমরনাথ সব কথা ভুলিয়া গিয়া, পিতৃগতপ্রাণ বহুদিনপ্রবাসী সন্তানের মত, পিতাকে দেখিতে ব্যাকুল ও তাঁহার ব্যারামের সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তারিণীচরণের এক কথায় এখন সব ঘটনা যেন চক্ষের সম্মুখে জল্ জল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। মনে পড়িল, এখন পিতা ডাকিয়াছেন বা তাঁহার অসুখ হইয়াছে শুনিলেই যে সে ছুটিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইবে, এ অধিকার তাহার আর নাই। এখন অনেকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তবে তাহাকে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। তারিণীর প্রশ্ন, শত বৃশ্চিকের ন্যায় শত পুচ্ছ বাহির করিয়া, তাহার ব্যাকুল প্রাণকে দংশন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি ক্ষমা করেছেন ত?" অমরনাথ ধীরে ধীরে ত্যক্ত কৌচে বসিয়া পড়িল।

তারিণী, তাহার ভাব দেখিয়া, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"পত্র কে লিখেছে? কর্ত্তা কি?"

"না।"

"তবে কে লিখেছে?"

অমরনাথ ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিয়া উঠিল,—"যেই লিখক—বাৎ ন'ন।"

তারিণীকে অপ্রতিভভাবে নীরব দেখিয়া, চারু বলিল—"আমার দিদি হ'ন্—তিনি লিখেছেন।"

তারিণী পুনর্ব্বার সূত্র পাইল। "বেশ, যদি অমরবাবু আমার কথা যুক্তিযুক্ত বোধ করেন তাহ'লে বলি,—উনি যান্ ত যান্, তুমি থাক।"

চারু নীরব হইয়া রহিল। অমরনাথ বলিয়া উঠিল—"সেই ভাল কথা চারু, তুমি তারিণীর কাছে থাক, আমি যাই—বাবা ডেকেছেন।"

তারিণী মৃদুকণ্ঠে বলিল,—আপনার স্ত্রী লিখেছেন—পিতা ত লেখেন নি?"

অমরনাথ উগ্রকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিল, "থাম তারিণী, বাবাই ডেকেছেন, তাঁর অসুখ,—নিজে কি ক'রে লিখবেন?"

"তিনি দেওয়ানকে দিয়ে বা অন্য কাউকে দিয়েও ত লেখাতে পাত্তেন? এটা স্পষ্ট আপনার স্ত্রীর অনুমতি,—এটুকু বুঝতে পারচেন না? আগাগোড়া এ সবই আপনার স্ত্রীর খেলা।"

অমরনাথ দুইহাতে মস্তক ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। দুঃখ, লজ্জা, অপমান অতি উগ্রভাবে তাহার মস্তক আন্দোলিত করিয়া তুলিল। ভাবিয়া ভাবিয়া স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "তবে ত বাবা ডাকেন্ নি,—তবে যাব না।"

"তাই বলছি অমরবাবু, বেশ বুঝে সুঝে কাজ করুন। ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ ক'রে বসে, শেষে সমস্ত জীবনটা অনুতাপ করবেন না। মনে করুন, আপনি গেলেন, বাপের রুগ্নাবস্থা দেখে চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আর তিনি হয় ত

আপনার সঙ্গে কথাই কইলেন না, মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আপনার স্ত্রী হয় ত—"

বাধা দিয়া অমরনাথ আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "চুপ কর তারিণী, আর না। তিনি হয় ত আমাকে ফিরিয়েই দেবেন, হয় ত কথা কইবেন না, তবু তাঁর অসুখ, আমি যাবই।"

"তবে আর কথা কি? কিন্তু চারু? চারুকেও কি নিয়ে যেতে চান? হয় ত আপনার স্ত্রী, আপনাকে দ্বিগুণ অপমানিত করবার জন্যে, এই ফন্দি করেছেন? আপনি যান, কিন্তু চারুকেও কি তার মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত মনে করেন?"

"চারু, তুমি তাহ'লে তারিণীর কাছে থাক।"

"আমি যাব।" সজলনয়নে স্বামীর নিকটে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ভগ্নকণ্ঠে চারু বলিল, "আমায় নিয়ে চল। আমায়ও দিদি যেতে লিখেছেন।"

"বাবা—বাবা যে লেখেন নি চারু!"

"বাবা বলেছেন—তিনিই ডেকেছেন—দিদি তাই লিখেছেন।"

অমরনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল। চারুর সরল বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে অনেকখানি বল দিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এটা কি এত অসম্ভব তারিণী?"

"দেখুন বিবেচনা ক'রে, যা ভাল হয় করুন, আমার ত কেমন ভাল ঠেকছে না।"

চারু ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "এর মধ্যে বিবেচনা করবার কি আছে? তারিণী দাদা, তোমরা কেন বুঝতে পাচ্ছ না?"

"যাক্! যা হবার হ'বে। তারিণী তুমিই বিপদে আমার একমাত্র বন্ধু। যদি অসাবধানে কিছু ব'লে থাকি ক্ষমা

ক'রো। তুমি বাসায় থাক; চারু আর আমি আজই বাড়ী যাব।"

তারপর একটু থামিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অমরনাথ বলিল, "আমার মনে হ'চ্চে—বাবাই আমায় ডেকেছেন—তিনি নিশ্চয় আমায় মাপ করেছেন।"

তারিণীচরণ, ক্রুর হাসি হাসিয়া, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে শুধু বলিল—"হুঁ।"

নবম পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাস্তাটা একটা দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়া, অমরনাথ চারুকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিল। পথে চারুর সঙ্গে সে বেশী কথাবার্ত্তা কহে নাই; স্বামীকে নীরব দেখিয়া চারুও চুপ্ করিয়া ছিল; অজ্ঞাত একটা ভয়ে সেও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। পথে অমরনাথ দুই তিনবার পত্রখানা খুলিয়া দেখিতেছিল—চারুর জন্য যত চিন্তা হইতেছিল, নিজের জন্য তাহার তত চিন্তা হয় নাই। পত্রখানার প্রতি বর্ণ সে মনে মনে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিল; তাহার মনে হইতেছিল, সমস্ত পত্রখানায় যেন একটা কি রকম ভাব মাখানো রহিয়াছে; যেন আজ্ঞাধীন ব্যক্তির উপরে প্রভুর বা অপরাধীর উপরে বিচারকের কঠোর দৃষ্টি পত্রখানা হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অমরনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, তাহাকে অবজ্ঞা বা অনুমতি করিবার সুরমার কি অধিকার? সঙ্গে সঙ্গে সুরমার

উপরে তার যেন একটা বিদ্বেষভাব মনের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। মানুষের অপরাধ যেখানে গুরুতর সেখানে সেই অপরাধের ভার অনেক সময় বিদ্বেষকেই জাগাইয়া তুলে। যদি তারিণীর কথাই সত্য হয়? পিতা না বলিয়া থাকেন ত তাহার এরূপ পত্র লিখিবার কি প্রয়োজন? যেখানে তাহারা যাইতেছে, সেখানে এখন সুরমারই ক্ষমতা অপ্রতিহত; তাহারই অনুমতিসূচক আহ্বানে তাহারই কাছে অনুগ্রহ-ভিখারীর মত, ক্ষমাপ্রার্থীর মত উভয়ে যাইতেছে? যে অমর সেখানকার অধীশ্বর, সেই অমর সেখানে আজ ত্যাজ্য, দূরীকৃত; অপরাধীর মত আজ্ঞা পাইয়া তবে সে সেখানে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। আর যে তাহাদের দণ্ড দিবে বলিয়া বিচারকের আসনে বসিয়া আছে, সে সেখানকার কে? আগন্তুক বৈ ত নয়? অভিমানে, ক্ষোভে অমরনাথের বক্ষ এক একবার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। পিতা হয় ত সুরমারই সম্মুখে তাহাকে অপমানিত করিবেন। চারু হয় ত তাহার প্রভুত্বব্যঞ্জক দৃষ্টির সম্মুখে শুকাইয়া উঠিবে। নিশ্বাস ফেলিয়া অমরনাথ ভাবিল, 'চারুকে আনা ঠিক হয় নি।' নিমেষের মধ্যে আবার মনে আসিতেছিল, পিতার পীড়া। অমরনাথ ব্যগ্রভাবে বারবার ঘড়ী দেখিয়া সময়ের পরিমাণ করিতে লাগিল।

ট্রেণ ত্যাগ করিয়া যখন উভয়ে শকটারোহণ করিল, তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। পথিপার্শ্বস্থ শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর ফাঁক দিয়া যখন অর্দ্ধক্রোশ দূরস্থিত গ্রামের গৃহ ও তরুশ্রেণী আবছায়াভাবে দেখা যাইতে লাগিল, তখন অমরনাথ আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। সেই দুধারের শস্যের ক্ষেত, বোসেদের ও তাহাদের

পাশাপাশি বাগানের বড় বড় গাছগুলি যেন পরস্পরকে স্পর্দ্ধা দেখাইয়া মাথা তুলিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। সেই বৃহৎ সাঁকো, দুধারে সেই উভয় পক্ষের 'বিবাদি' জলস্রোত, এখনও ক্ষীণভাবে বহিয়া যাইতেছে; সম্মুখের বৃহৎ বটগাছে রাখাল বালকেরা তেমনি করিয়া ঝুল খাইতেছে। অমরনাথের মনে পড়িতে লাগিল, এইখানে বাল্যকালে প্রত্যহ বেড়াইতে আসিত, ঐ সেতুর উপর হইতে জলে লাফাইয়া পড়িয়া কত সাঁতার দিত, ঐ বটগাছের 'নামনা'গুলির শ্রেষ্ঠটিতে তাহারই একাধিপত্য ছিল। ঐ পথের উভয় পার্শ্বের খড়ের ঘরগুলির অধিবাসীরা তাহার নিতান্ত পরিচিত। এখনও হরি, পুঁটে, হাপলারা হয় ত ঐ ঘরেই চিরদিনের সুখ দুঃখ লইয়া বাস করিতেছে, আর সে আজ দুই বৎসর এখান হইতে নির্ব্বাসিত।

ক্রমে গ্রামের সুউচ্চ সৌধ ও অনতিবৃহৎ গৃহগুলি দেখা যাইতে লাগিল। গ্রামের ভিতর শকট প্রবেশ করিলে, কি একটা লজ্জায়, অমরনাথ শকটের গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া দিয়া কৌতূহলী গ্রামবাসীর চক্ষু হইতে আপনাকে লুকায়িত করিল। ক্ষুদ্র পানে চাহিয়া দেখিল, চারু নীরবে বসিয়া আছে। অমরনাথ ক্রমে অসহিষ্ণুভাবে দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিল, ঐ দূরে বোসেদের উচ্চ অট্টালিকা ফেলিয়া আসিয়াছে, ঐ সম্মুখে নবীন পালের ডাক্তারখানা, ঐ বাঁড়ুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপ, পার্শ্বে গ্রাম্যস্কুল। ওধারে ঐ পোষ্টাফিস, পরে চাটুয্যে ঠাকুরদের পুরাতন কোটাবাড়ী, তারপরে ঐ তাহাদের শুভ্র অট্টালিকা বৃহৎ মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে ঐ সেই চিরপরিচিত বৃহৎ শ্বেতবর্ণ গেট। অমরনাথ, সজোরে দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া, মুখ বাহির করিয়া দেখিল

গেটের সম্মুখ হইতে একখানা গাড়ী তাহাদের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। অমরনাথ তাহার গাড়োয়ানকে বেগে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিল। পূর্ব্বোক্ত গাড়ীখানা নিকটস্থ হইবামাত্র, শকটোপরি উপবিষ্ট রহিমবক্স কোচম্যান, রশ্মি সংযত করিয়া, সেলাম করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, "বাবু, আপ্ আয়ে হেঁ?" অমরনাথের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, অমরের শকট তাহাকে অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিল। সম্মুখে রামচরণ খান্‌সামা, হস্তে কতকগুলা ঔষধের শিশি লইয়া যাইতেছিল;—অমরনাথকে, শরীরের অর্দ্ধেক বাহির করিয়া প্রায় ঝুলিতে ঝুলিতে যাইতে দেখিয়া, সে ছুটিয়া শকটের নিকটে গেল। "দাদাবাবু কখন এলেন? বাবুর যে বড্ড অসুখ, এতদিন—" অমরনাথ মুখ ফিরাইয়া লইল। খানসামাকে পশ্চাতে রাখিয়া গাড়ীখানা গেটের সম্মুখে পৌঁছিবা-মাত্র, অমরনাথ লাফাইয়া নামিয়া পড়িয়া, চিরপরিচিত লাল কাঁকড়ের পথ সবেগে অতিক্রম করিয়া, বৈঠকখানার প্রকাণ্ড সিঁড়ির ধাপে পদস্পর্শ করিবামাত্র, উপর হইতে স্নেহকোমলকণ্ঠে কে বলিল, "অমর—অমর—আস্তে, অত ব্যস্ত হ'ও না!" চমকিত হইয়া অমর মুখ তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ দেওয়ান শ্যামাচরণ রায়,—তাঁহার চারিদিকে কয়েকজন আমলা ও গ্রামস্থ কয়েকটি ভদ্রলোক উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। অমরকে থামিতে দেখিয়া, তিনি নামিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন, "ষ্টেশনে গাড়ী ত রাখা হয় নি—কষ্ট হয় নি ত? সময়টা ঠিক জানতে পারি নি। কর্ত্তাবাবুর বড়—" অমরনাথ বাধা দিয়া পূর্ব্ববৎ বেগে সোপান অতিক্রম করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আমি জানি! চুপ করুন—চুপ করুন কাকা!" বলিতে বলিতে

অমর সোপান অতিক্রম করিয়া বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিল। দেওয়ানজী হাঁকিয়া বলিলেন, "অমর, বাবু অন্দরের সম্মুখের দোতালার ঘরে আছেন।" অমর চলিয়া গেলে কর্ম্মনিষ্ঠ দেওয়ান সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন, "গাড়োয়ানটাকে বিদেয় করে দাও। ওরে 'নদে, কি জিনিসপত্র আছে নামিয়ে নিয়ে আয়।" নদে খানসামা জিনিস নামাইতে গিয়া, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, গাড়ীর মধ্যে কে রয়েছেন।" চমকিত হইয়া দেওয়ান বলিলেন, "তাই ত—আঃ—কি ছেলেমানুষী!" ত্রস্তে শকটের নিকটে গিয়া দেওয়ান বলিতে লাগিলেন, "এই গাড়োয়ান, ভেতরে নিয়ে চল্—গাড়ী ভেতরে নিয়ে চল্। এগিয়ে চল্, আরও খানিকটে চল্, ওই ওদিকের দুয়োরটার কাছে ভিড়ে দাঁড়াগে, ওরে নদে—এই হরে, বাড়ীর ভেতর খবর দে—বামা—ক্ষান্ত—যাকে হয় ডেকে নিয়ে আয়।" পরিচারকেরা ব্যস্তভাবে অন্দরে দৌড়িল।

আরোহীকে নামাইয়া দিয়া, গাড়ী যখন সম্মুখের বৈঠকখানার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দেওয়ানজী শান্তভাবে, একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া, চাকরকে তাম্রকূটের আদেশ দিলেন ও সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর সাক্ষাতে, কর্ত্তার ব্যারামের ডাক্তার-কথিত লক্ষণগুলি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সরকার গাড়োয়ানের সহিত ভাড়া লইয়া বচসা জুড়িয়া দিল।

দ্বিতলের সোপান সবেগে অতিবাহিত করিয়া, অমর হলের সম্মুখের বারান্দায় প্রবেশ করিয়া, সহসা থামিয়া পড়িল। মুক্ত গবাক্ষপথে হলের মধ্যে দৃষ্টি পড়ায় সে একটা শয্যার কতকাংশ দেখিতে পাইল; এবং তদুপরি শায়িত কোন মনুষ্যের আবৃত

দেহের অর্দ্ধাংশ দেখিতে পাইয়া, অমর বুঝিল, শায়িত ব্যক্তিই তাহার পিতা। একটা অজ্ঞাত ভয়ে কণ্টকিত দেহে সে স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার ভয় হইতেছিল পিতা যদি না বাঁচিয়া থাকেন! গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তি বোধ হয় অমরের আবেগব্যগ্র পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। সহসা সে শব্দ নীরব হওয়াতে গম্ভীর অথচ ক্লান্তকণ্ঠে গৃহমধ্য হইতে প্রশ্ন হইল, "কে?" অমরের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। 'বাবা—বাবারই গলা!' —ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, অমর অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইতে পুনর্ব্বার শুনিল, গৃহমধ্য হইতে বামাকণ্ঠে কে বলিতেছে, "আপনি স্থির হোন্,—আমি দেখি কে।"—অমরনাথ এবার সবেগে অগ্রসর হইল। মুক্ত দ্বারপথে সম্মুখেই পিতার রোগশয্যা দেখা যাইতেছে। উন্নত ললাট, শুভ্রগম্ভীর মুখশ্রী, স্নেহপূর্ণ নেত্রদুটি ক্লান্তিতে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে,—অমরনাথের রুদ্ধ বেদনার স্রোত বক্ষপঞ্জরের মধ্যে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। টলিতে টলিতে সে একনিশ্বাসে পিতার পদতলে শয্যাপ্রান্তে গিয়া, বসিয়া পড়িল। পুরু গালিচামণ্ডিত কক্ষে, সে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারেই প্রবেশ করিয়াছিল, তথাপি কি একটা অজ্ঞাত কারণে পীড়িতের হৃদয় বোধ হয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি, চক্ষু মুদিয়াই, মস্তকের নিকটে উপবিষ্টা রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কে, মা দেখ ত? কে যেন আমার পায়ের তলায় বস্‌ল,—শ্যামাচরণ কি?"

অমরনাথ মুখ তুলিয়া দেখিল, পিতা তখনও চক্ষু মুদিয়াই আছেন। তাঁহার মস্তকের নিকটে একটি রমণী—পরিচিতা সে—ধীরে ধীরে রোগীর মস্তকে হাত বুলাইতেছে। তাহার অকুণ্ঠিত,

দৃষ্টির সম্মুখে অমরের দৃষ্টি নত হইয়া গেল। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া, হরনাথ বাবু ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন, "মা!"

উপবিষ্টা রমণী তাঁহার মস্তকের উপরে একটু নত হইয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "বাবা!"

"আমার কি ঘুম এসেছিল?"

"কই না, আপনি ত জেগেই আছেন বাবা!"

একটা বদ্ধ নিশ্বাস সজোরে ত্যাগ করিয়া তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, যেন বোধ হ'ল, কে এসে আমার পায়ের তলায় বসেছে। শ্যামাচরণ এসেছিল কি? তার মত বোধ হ'ল না কিন্তু।"

"কার মত বোধ হ'ল?"

"কি জানি!—তারই মত হবে—না না, সে যে কলকাতায় আছে।"

পদতলে উপবিষ্ট অমরের রুদ্ধ আবেগ বক্ষের মধ্যে ফুলিয়া ঠেলিয়া, তাহার কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতেছিল। আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া, সে পিতার পায়ের উপরে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে লাগিল। তাহার স্পর্শে হরনাথ বাবু চমকিত হইয়া, ব্যাকুল-আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা—মা, আবার সেই রকম বোধ হচ্চে,—দেখ না কে?"

উপবিষ্টা রমণী পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল, "আপনিই দেখুন্ না কেন বাবা!—চেয়ে দেখুন্।"

"আমার ভয় করছে—যদি মিথ্যা হয়, তাই চাইতে পারছি না—সেই কি?"

অমরনাথ আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

যেন তাড়িতাহত হইয়া, হরনাথ বাবু চক্ষু উন্মীলিত করিলেন।

"অমর!"

"বাবা, বাবা" বলিতে বলিতে অমরনাথ, পিতার দুই পা সবলে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মধ্যে মুখ লুকাইল।

সহসা তাহার মস্তকে কোমল করস্পর্শ হইল;—"ম্যাথ ম্যাথ, বাবা অমন ক'রে রয়েছেন কেন!" বলিতে বলিতে সুরমা লুপ্তসংজ্ঞ রোগীর নিকটে সরিয়া গিয়া, তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া, কাতর রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "বাবা, বাবা!" অমরনাথ পিতার পা ছাড়িয়া দিয়া নীরবে শুধু চাহিয়া রহিল। কি করা কর্ত্তব্য তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সুরমা, তাহার পানে অশ্রুপূর্ণ চক্ষের ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিয়া, ত্বরিতকণ্ঠে বলিল, "এদিকে এসো, একটু বাতাস ক'রো, ভয় নেই—কেমন মোহের মতন হ'য়েছে—বড্ড দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন, তাই—"

অমরনাথ উঠিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মস্তকে মৃদু মৃদু ব্যজন করিতে করিতে, নীরবে সুরমার অশ্রান্ত ব্যাকুল শুশ্রূষা দেখিতে লাগিল। শেষে স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "কাকাকে একবার ডাকব কি?"

রোগীর ওষ্ঠে চামচে করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দিতে দিতে সুরমা বলিল, "না, এই সামলে উঠেছেন, আর ভয় নেই। বাবা—বাবা!"

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হরনাথ বাবু বলিলেন, "মা!"

সহসা বুকের উপরে কি একটা বেদনায় নিশ্বাস রুদ্ধ হই তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছিল। সুখ এবং দুঃখের যুগপৎ তী

আঘাতে দুর্ব্বল অন্তঃকরণ কিয়ৎক্ষণের জন্য নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে সে নিস্পন্দ ভাব অতিক্রম করিয়া, হরনাথ বাবু বলিলেন, "মা!" তারপরে অতি ধীরে ধীরে, পার্শ্বস্থিত পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, "অমর!" পিতার উদ্বিগ্ন নেত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে অমরনাথ দুই হাতে মুখ ঢাকিল, পিতার সে দৃষ্টি সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

পুনর্ব্বার ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হইল "অমর!"

অমর মুখ তুলিয়া দেখিল, পিতা তাহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। পিতার এই স্নেহময় ভাব দেখিয়া তীব্র বেদনায় অমরের হৃদয় শতধা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল। কম্পিত ব্যাকুল দুই হস্তে পিতার হস্তখানি মুখের উপরে চাপিয়া ধরিয়া, সে শয্যাপার্শ্বে মস্তক স্থাপন করিয়া, বসিয়া পড়িল।

পুত্রকে স্পর্শ করিয়া হরনাথ বাবুর বক্ষের যন্ত্রণা যেন শিথিল হইয়া আসিল। আর একখানি হস্ত পুত্রের মস্তকে রাখিয়া তাঁহার রুদ্ধ বেদনা, অশ্রু-আকারে ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া, ধারায় ধারায় উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। প্রবীণ হরনাথ বাবু বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ অশ্রুত্যাগের পর তিনি কিছু সুস্থ হইলেন। মস্তক ফিরাইয়া বধূকে ডাকিলেন, "মা!"

এই সময় সে এক কোণে গিয়া মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া, কি করিতেছিল, কে জানে! শ্বশুরের আহ্বানে সে নিকটে আসিয়া নতমুখে দাঁড়াইল।

"এইখানে ব'স। একটু বাতাস কর মা!"

সুরমা তাঁহার অপর পার্শ্বে গিয়া বসিয়া, নীরবে ব্যজন করিতে লাগিল। হরনাথ বাবু, কিছুক্ষণ তাহার ম্লান গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "মা, তোমায় আমার একটি অনুরোধ রাখ্‌তে হবে।"

সুরমা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বলুন।"

"মা, তুমি হয় ত অমরকে এখনও ক্ষমা ক'রো নি, কখন করতে পারবে কি না জানি না, সে অনুরোধ তাই আমি সহসা কর্‌তে পার্‌লাম না; কেন না আমার চেয়ে তোমার কাছে তার অপরাধ ঢের বেশী। মা, তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ, যে ক'দিন আমি থাকি, আমার সম্মুখে তুমি যেন তাকে ক্ষমা করেছ, এমনি ভাবে চল'।"

সুরমা নীরবে ব্যজন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া হরনাথ বাবু বলিলেন, "কখনো পার ত তাকে ক্ষমা ক'রো।"

সুরমা ধীরে ধীরে তাঁহার পদতলে গিয়া দাঁড়াইল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে দুই হস্তে তাঁহার পদযুগল ধরিয়া বলিল, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।"

"তুমি তা পারবে মা! আমি আশীর্ব্বাদ করলাম।"

অমরনাথ নীরবে নতমুখে বসিয়া ছিল। এ দৃশ্যে তখন আর তাহার নিজেকে অপমানিত জ্ঞান হইতেছিল না; অথচ পথে আসিতে আসিতে সে এই ঘটনার সম্ভাবনাতেই মনে মনে ক্লিষ্ট হইতেছিল। কিন্তু এখনি পিতার ক্ষমাপূর্ণ স্নেহময় মূর্ত্তি ও মধুর ব্যবহারে সে কেবল তাঁহার অপরিসীম স্নেহেরই

প্রমাণ দেখিতেছিল। অমর, সুরমার ব্যবহার বা সুরমাকে নিজের লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া, সে সম্বন্ধে উদাসীনভাবে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কেবল তাহার পানে চাহিতে একটু কেমন সঙ্কোচ আসিতেছিল মাত্র। সুরমার সম্মুখে তাহার এ সঙ্কোচটুকুতেও সে নিজের কাছে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। কিসের এ লজ্জা? যাহার সহিত অন্তরে বাহিরে কোনও দিন কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় নাই, তাহার কাছে এ কুণ্ঠা, এ লজ্জা কিসের? তাহাকে যদি একদিন এক মুহূর্তের জন্যও অমর স্ত্রীর অধিকার দিয়া আসিত, তবে না হয় এ লজ্জাকে তাহার সঙ্গত বোধ হইত। তাহা যখন হয় নাই, যখন সুরমা, অমরের চক্ষে, সম্পূর্ণ পরস্ত্রীর মত একজন স্ত্রীলোক মাত্র, তখন এ লজ্জাকে সে ত ক্ষমা করিতে পারে না।

নির্বোধ অমর বুঝিল না যে, ন্যায়ধর্ম্মের এবং সামাজিক সম্বন্ধের প্রভুত্ব মানবের উপরে কতখানি! তাহাদের বিচারাসন-তলে, অমরের মস্তক, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, আপনি নত হইয়া পড়িবেই।

হরনাথ বাবু, অমরের পানে চাহিয়া চাহিয়া, ডাকিলেন—"অমর, উঠে এখানে ব'স।" যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায়, অমরনাথ উঠিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল। চক্ষু দ্বারা যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্নেহমার্জ্জিত করিয়া দিয়া বলিলেন, "বড্ড রোগা হ'য়ে গিয়েছ।"

অমরের চক্ষু হইতে আবার ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সস্নেহে তাহার মস্তকের উপরে হস্ত রাখিয়া

বলিলেন, "কাঁদিস্ নে অমর! হাজার দোষ করলেও তোর ওপরে কি আমি রাগ করতে পারি?"

অমর একটি অনুতাপ-বাক্যও উচ্চারণ করিতে পারিল না! নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং পিতা ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অমর ক্রমে শান্ত হইল।

সুরমা একটা মেজর গ্লাসে খানিকটা ঔষধ ঢালিয়া, নিকটে আনিতেই হরনাথ বাবু বলিলেন, "আর ও ওষুধ খাব না মা, যদি ভাল হই, এতেই হব।"

"আপনি ত রোজই এমনই আপত্তি করেন?"

"আপত্তি করি ব'লে কি তুমি তোমার ছোট ছেলেটিকে রেহাই দাও মা?"

সুরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "শেষে কথা কবেন বাবা! আগে খেয়ে ফেলুন।" তাঁর পরে অমরনাথের পানে চাহিয়া বলিল, "বেদানা আনা হ'য়েছে ত?"

"ট্রাঙ্কের মধ্যে আছে" বলিতে বলিতে অমরনাথের মনে হইল যে, ট্রাঙ্কটা গাড়ীতেই রহিয়া গিয়াছে, নামান হয় নাই ত! আর চারুকেও ত সে গাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছে!

হরনাথ বাবু পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি একা এসেছ?"

অমরনাথ মৃদু কণ্ঠে বলিল, "না।"

"ছোট বৌমাকে এনেছ? কই, কোথায় তিনি?"

"গাড়ীর মধ্যে।"

হরনাথ বাবু ত্রস্তভাবে বলিলেন, "এখনও তোমার তেমনি,

স্বভাব আছে! বৌমাকে এতক্ষণ গাড়ীতে ফেলে রেখে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ! মা—"বলিতে বলিতে সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সহসা অমরনাথের পানে দৃষ্টি পড়াতে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথ বহু চেষ্টায়ও নিজের মুখের বিকৃত ভাব গোপন করিতে পারিতেছিল না। সুরমা তাহা বুঝিয়া, দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মানা একজন আত্মীয়কে ইঙ্গিতে বলিল, "তুমি যাও।"

আত্মীয়া উত্তর করিল, "ছোট বৌকে আমরা গাড়ী থেকে তুলে নিয়ে এসেছি। দাওয়ানজী বলে পাঠিয়েছিলেন।"

হরনাথ বাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও, আমি তাঁকে দেখে আশীর্বাদ করব।"

"এই যে, তাঁকে এই ঘরেই এনেছি।"

ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠিতা চারু কম্পিত পদে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। অমরনাথ গম্ভীর নতমুখে বসিয়া রহিল এবং সুরমা রোগীর পথ্য প্রস্তুত করণে নিবিষ্টভাবে মনোযোগ দিল। হরনাথ বাবু বলিলেন, "এস মা!"

চারু ধীরে ধীরে শ্বশুরের পদতলে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। হরনাথ বাবু স্নিগ্ধস্বরে ডাকিলেন, "এস মা, আমার কাছে এসে ব'স, এই পাশে এস।"

তাঁহার নির্দ্দেশ মত চারু, তাহার কম্পিত দেহকে কোন মতে টানিয়া লইয়া শ্বশুরের শয্যার অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

"লজ্জা কি মা, আমি যে তোমাদের বাবা, বসো!"

অবগুণ্ঠনের অন্তরালে চারু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। এত স্নেহবাক্য যেন সে কখনও শুনিতে পায় নাই। এইখানে

আসিতে সে এতক্ষণ অজ্ঞাত ভয়ে সঙ্কোচে থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল! সেই ভয়ের পাত্র কি এই স্নেহময় শান্তিময় পিতৃসম উদার-হৃদয় মহাপুরুষ!

চারু নিকটে উপবেশন করিলে হরনাথ বাবু তাহার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি মা, তোমার নিজের ঘরে তুমি এতদিন স্থান পাও নি। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি সুখী হ'বে।"

বহুক্ষণ সকলের নীরবে কাটিয়া গেল। সুরমা পথ্য লইয়া যেদিকে অমরনাথ বসিয়াছিল, সেইদিকে অগ্রসর হওয়ায় অমরনাথ উঠিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। সুরমা ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা, খাবারটুকু খান।"

"দাও মা।"

সুরমা পার্শ্বে বসিয়া নিপুণ হস্তে সযত্নে তাঁহাকে পথ্য সেবন করাইতে লাগিল। চারু, ইহার পূর্ব্বে দ্বারান্তরাল হইতে সুরমাকে চিনিয়াছিল এবং আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে তাহার প্রতিকর্ম্ম প্রশংসার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার উদারভাবব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, জলপূর্ণ আয়ত নয়ন, অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি, সর্ব্বোপরি তাহার সর্ব্বকর্ম্মনিপুণতা এবং স্নেহপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া, ভক্তিমিশ্রিত ভালবাসায় চারুর মন অভিভূত হইয়া আসিতেছিল। হরনাথ বাবু ও অমরের মিলনোত্থিত ক্রন্দনের সময় সুরমা যখন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ও তাহার জ্যোতিপূর্ণ কৃষ্ণতারক আয়তচক্ষু হইতে অশ্রুরাশি ছাপাইয়া উঠিয়া, উজ্জ্বল গণ্ডস্থল বহিয়া মুক্তার মত ঝরিয়া পড়িতেছিল, তখন দ্বারের অন্তরাল হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চারুরও কাঁদিতে ইচ্ছা,

হইয়াছিল। কিন্তু তাহা পারে নাই; কেবল মুগ্ধ নেত্রে এতক্ষণ সুরমার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত সপ্রশংস-দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। জীবনে মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে জানে নাই, জগতের অন্য কোন সম্বন্ধের সহিত সে মোটেই পরিচিতা নয়; তাই, সুরমার সহিত তাহার সম্বন্ধের জটিলতার কথা স্মরণ করিয়া সে যে তাহার চিত্তকে সুরমার গুণের দিক হইতে বিমুখ রাখিবে, এরূপ শিক্ষা সে কখনও পায় নাই এবং সেই জন্যই সে প্রথম হইতেই সুরমার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। চারুর মত সংসারানভিজ্ঞা সরলার পক্ষে ইহাই সঙ্গত। চারু সুরমাকে একজন আত্মীয়া জানিয়াই মনে মনে "দিদি" নামে অভিহিতা করিতেছিল।

কিন্তু সেই সুরমাকে এখন অত্যন্ত নিকটে পাইয়া চারু বিশুস্ত হৃদয়ে তাহার পানে চাহিবামাত্র ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সুরমার সে উদার স্নেহপূর্ণ মুখকান্তি যেন নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া কি এক রকম হইয়া উঠিয়াছে। আরক্ত মুখের আয়ত চক্ষুর্দ্বয়ের সুকৃষ্ণ বৃহৎ তারা হইতে অস্বাভাবিক জ্যোতি বাহির হইতেছে। সহসা যেন একটা দারুণ নিষ্ঠুর ভাব আসিয়া তাহার মুখখানা অধিকার করিয়াছে। ভীরুস্বভাবা চারু অজ্ঞাত ভয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

হরনাথ বাবুর পথ্য সেবন শেষ হইলে, সুরমা তাঁহার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। হরনাথ বাবু স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "একটু দাঁড়াও মা।—ছোট বৌমা, আমার এধারে একবার এস ত মা।" চারু তাঁহার আজ্ঞামত অপর পার্শ্বে গিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। সুরমার পানে তাহার আর

চাহিতে সাহস হইল না। হরনাথ বাবু ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করিয়া চারুর কম্পিত ক্ষুদ্র হস্তখানি এক হস্তে লইয়া, অপর হস্তে সুরমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া, তাহার উপরে চারুর হস্তখানি স্থাপন করিলেন। আর্দ্র চক্ষে সুরমার পানে চাহিয়া, গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "মা, আমি একে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। এ তোমার ছোট বোন। ছোট-বৌমা তোমার দিদিকে প্রণাম কর; ইনি দেবী।"

চারু ধীরে ধীরে কম্পিত বক্ষে প্রণাম করিয়া নতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, একখানি কোমল বাহু চারুর একখানি হস্ত বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইল। চারু বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল—করুণাময়ী স্নেহময়ী অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তিই বটে! চারুর ভীত সরল ক্ষুদ্র মুখখানির উপরে তাহার সেই উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় এখন যেন অজস্র স্নেহধারা বর্ষণ করিতেছে। চারু বিগলিত ভাবে সুরমার বুকে ধীরে ধীরে যেন নিজের অজ্ঞাতেই মস্তক ন্যস্ত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দিদি!"

* * *

অমরনাথের অশ্রান্ত চেষ্টা ও সুরমার ক্লান্তিহীন যত্নসত্ত্বেও হরনাথ বাবু আর বেশী দিন তাঁহার নবগঠিত স্নেহের সংসারের আনন্দভোগ করিতে পারিলেন না। যে কয়দিন ছিলেন, সেই কয়দিনেই যেন ভিতরে ভিতরে তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় ব্যাকুল, যে ক'টি স্নেহকাতর প্রাণ, আপনাদের দাবী দাওয়া সব ত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল, প্রশান্ত চিত্তে পরস্পর পরস্পরের উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল, তাঁহার গমনের বিলম্বে পাছে তাঁহারা ধৈর্য্যহীন

হইয়া, তাঁহার সম্মুখেই নিজেদের গণ্ডির রেখা ভগ্ন করে, এই ভয়ে যে কয়দিন ছিলেন; তাহাই তাঁহার দীর্ঘ বলিয়া মনে হইয়াছিল। অমর সহজে সুরমার সঙ্গে কথা কহিত না। সে সম্মুখে বা নিকটে থাকিলে প্রথম প্রথম ঈষৎ তটস্থ হইয়া পড়িত; কিন্তু সুরমা যখন তাহার সঙ্গে অসঙ্কোচে শ্বশুরের চিকিৎসা ও সেবা সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা করিত, তখন অমরনাথ যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত এবং সহজ সরলভাবে তাহার উত্তর দিত। হরনাথ বাবু সে সময়ে মনে মনে সুরমাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতেন। মৃদুকণ্ঠে বলিতেন, "আমি এখন সুখে যেতে পারব।" শেষদিনে অমর সকলের সম্মুখে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমায় প্রতি আপনার কোন আজ্ঞা থাকে ত বলুন।"

হরনাথ বাবু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "আজ্ঞা? কৈ না।"

"বলতে আপনি সঙ্কোচ করবেন না, বাবা! কাকার কাছে শুনেছিলাম, আপনি আপনার জ্যেষ্ঠা বধূকে সমস্ত বিষয় দেবেন বলেছিলেন।"

সুরমার মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া, হরনাথ বাবু স্নেহগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "যখন আমার মাকে বুঝিনি তখন বলেছিলাম। বড়-বৌমা যে আমার মা, তাঁকে কি আমি মনঃপীড়া দিয়ে লজ্জা দিতে পারি?"

অমরনাথ উভয় হস্তে পিতার পদতল স্পর্শ করিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তাহলে আমায় আপনি ক্ষমা করেছেন বাবা?"

"তোকে ক্ষমা? তোর উপরে কি আমি রাগ করতে পেরেছিলাম অমু? কেবল তোমার যেটুকু ন্যায্য প্রাপ্য সেই দণ্ডটুকুমাত্র আমি দিয়েছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "আর না অমু, এখন আমি এসব কথা আর বেশী ক'ব না। ভেবো না যে আমি এখন মনে কোন ক্ষোভ নিয়ে গেলাম, আমি এখন বড় সুখী। তোমার স্থানে তোমাকেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখে গেলাম। তুমি বড়-বৌমার ওপরে যে অন্যায় করেছ, আমি তোমায়, সে অন্যায়ের প্রতিফলটুকু, আমার বিচারমত ভোগ করিয়েছি। কিন্তু তবু তুমি আমার সেই অমরই আছ এবং থাকলে। আমার মায়ের—আমার বড়-বৌমার সম্বন্ধে আমি তোমায় কিছু বলব না, আমি জানি তাঁর স্থান তিনি নিজে রক্ষা করবেন, তুমি তাঁকে এখনো চেনো না।"

বৈকালে পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হরনাথ বাবু শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। অমরনাথ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল; চারু কয়েক দিন মাত্র শ্বশুরের স্নেহাস্বাদ পাইয়া, পুনর্ব্বার পিতৃমাতৃহীনা বালিকার ন্যায় এক কোণে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্যামাচরণ রায় উভয়কে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। একজন মাত্র ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তির মত, নীরবে শ্যামাচরণ রায়ের উপদেশ অনুসারে যথাকর্ত্তব্য কর্ম্মে সহায়তা করিতেছিল, অথচ অব্যক্ত যাতনায় তাহার হৃদয় যে জর্জ্জরিত, তেমন আর কাহারও নহে; তাহার সেই সাধারণের-অজ্ঞাত চিরআত্মনির্ভরশীল হৃদয়ের যে কতখানি শূন্য হইয়া গিয়াছে, তাহা সেই বলিতে পারে;—সে সুরমা।

দশম পরিচ্ছেদ

হরনাথ বাবুর মৃত্যুর পর কয়েক দিন কাটিয়া গেল। অমর ক্রমে সান্ত্বনা লাভ করিতে লাগিল। চারুর জন্য তাঁহাকে আরও চেষ্টা করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে হইল। চারু এখানে এই অপরিচিত স্থানে সম্পূর্ণ একা; স্বামীর কাছেও সে স্বেচ্ছায় বড় একটা ঘেঁসে না, এক কোণে একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। হরনাথ বাবুর মৃত্যুর পরদিন হইতে সুরমা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। অগত্যা অমরনাথই চারুর সঙ্গী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

শ্যামাচরণ রায় একদিন সুরমাকে বলিলেন, "মা, তোমার হাতেই কর্ত্তা অমরকে দিয়ে গিয়েছেন, সে এখনো সংসারের কোনো কাজ শেখেনি, শিখতে চেষ্টাও করে না; কাজ কর্ম্মের দিকে একবারও ঘেঁসে না; তুমি ইচ্ছা করলে হয় ত তাকে এসব দিকে দৃষ্টি দেওয়াতে পারে।"

সুরমা কিছুক্ষণ নীরবে রহিয়া, শেষে ক্ষীণ হাস্যের সহিত বলিল, "না কাকা, বাবা যদি থাকতেন ত অবশ্য আমি আপনার কথা রাখতাম, এখন কোনো বিষয়ে আমার কথা না কওয়াই ভাল। নিজেই দুদিন পরে বুঝে চলতে শিখবেন।"

"মা রাগ ক'রো না। দেখতে পাই, তুমি ছোট-বৌমা বা অমরের ত তত্ত্বাবধান তত্ত্ব নাও না এখন। এখন ওরাও শোকার্ত্ত, ওদের নিজের বাড়ী হলেও ওরা এখানে নবাগত

অতিথি। আমি আশা করেছিলাম মা, তুমিই একলা সব বুক পেতে নেবে।"

"নিতে চেষ্টা করব কাকা, বাবার আশীর্ব্বাদ আছে; কিন্তু এখন আমায় কিছু বল্‌বেন না।"

শ্যামাচরণ রায় ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন—"সম্পূর্ণ মন দিয়ে যদি না পাব, মুখে আত্মীয় ভাব প্রকাশ করে, তাদের যাতে ভাল হয় সে চেষ্টা করা তোমার কি উচিত নয়?"

"না কাকা, আমি তা মোটেই পারব না। মনে যদি না পারি ত মুখেও আত্মীয়তা করতে পারব না। মনে এক ভাব রেখে মুখে আর এক রকম ব্যবহার সে আমি পারব না। সেটা পারি না বলেই আপনাদের কাছে কতদিন আমি নির্লজ্জের মত কত ব্যবহার করেছি। মনও আমার সর্ব্বদা এক রকম থাকে না, কাকা! কখনো মনে হয়, আমারই সব, আবার তখনই মনে হয়, আমি এখানকার কেউ নই। বাবা থাকৃতে আমি যে-রকমে চলেছি, সেই সব কথা মনে করে হয় ত আপনি ওকথা বল্‌চেন; কিন্তু বাবার স্নেহের অধিকারে তখন আমার মনে তেমন কিছু ক্ষোভ ছিল না—এ আপনাকে সত্য বলছি। বাবা যখন তাদের আমার হাতে হাতে দিলেন, তখন আমার মনে হয়েছিল,...যাক্ এখন সে সব কথা,...আমার মন বড় খারাপ। বাবা চলে যাবার পর থেকে আর আমি ওঁদের কাছে মোটেই এগুতে পারি না আমার যেন মনে হয়, আমার সব কর্ত্তব্য ফুরিয়ে গিয়েছে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, শ্যামাচরণ রায় নীরব হইলেন।

মহা সমারোহে ও বহু অর্থব্যয়ে স্বর্গীয় হরনাথ মিত্রের শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শত্রুপক্ষ বন্ধুদিগকেও স্বীকার করিতে হইল, 'হ্যাঁ, তাঁর উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে বটে!' অত্যধিক ব্যয় হওয়াতে অমরনাথের কিছু ঋণও হইয়া পড়িল। শ্যামাচরণ রায়ের এত ব্যয় করার ইচ্ছা ছিল না, কেননা কর্ত্তা অত্যন্ত মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া নগদ তেমন কিছু রাখিয়া যান্ নাই। কেবল অমরনাথের ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে এরূপ কার্য্য হইল। প্রতিবাদ অনুচিত বুঝিয়া, শ্যামাচরণ রায় ও সুরমা কেহই উচ্চবাচ্য করিলেন না।

কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন দেওয়ান অমরনাথকে ডাকিয়া, যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিতে এবং সমস্ত বিষয়কর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অমরনাথ বিস্মিতভাবে বলিল, "কাকা,—এর মানে কি? আপনি থাকতে আমার ত এসব জানবার তত দরকার নেই?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "বাবা, দাদা এগিয়ে চলে গেলেন, আমারও ত প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত। আমি কাশী যাব স্থির করেছি।"

অমরনাথ ম্লানমুখে বলিল, "ওঃ! বুঝলাম দ্বিতীয়বার আমায় পিতৃহীন হ'তে হবে।"

শ্যামাচরণ রায় তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অমরনাথ কোনও উত্তর না দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। অগত্যা শ্যামাচরণ সুরমার নিকটে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সুরমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না কাকা, আপনি এখন কোনোমতেই যেতে পাবেন না।"

"মা তুমি বুদ্ধিমতী হ'য়েও এই কথা বলছ!"

"না বলে কি বলব? এই সেদিন বাবা গেলেন, এরই মধ্যে আপনিও গেলে সত্যিই মিত্তির বংশ উচ্ছন্ন যাবে।"

"সে কি কথা মা! অমর বিষয়কর্ম্ম বোঝে না বটে, কিন্তু সে বড় ভাল ছেলে, তাকে তুমি চেন না মা। যাক্—আমি বলছি, তুমি অনেক জান শোন, যদি দরকার পড়ে তুমিই তাকে পরামর্শ-টরামর্শ দিও। এরকম ক'রে পাশ কাটিয়ে থেক না, মা!"

সুরমা ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া, মুখ নত করিয়া বলিল, "আপনি বারে বারে এই কথাই বলেন কাকা! আমি ত পাশ কাটাই নি। যিনি এখন কর্ত্তা তিনি কি কোন কাজে আমার সাহায্য চান্ যে আমি—"

"সে ছেলেমানুষ; আর সেও ত কোনো কাজই নিজের হাতে নেয় নি; তুমি আপনা হ'তে কেন নিজের ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্চ মা? কাল সরকারের কাছে শুনলাম, তুমি আর হিসাবপত্র কিছুই আর দেখ না; ভাঁড়ারী বল্লে, মা আর কোন হুকুম দেন্ না, সরকার আমার কথা শোনে না,—এসব কি মা?"

সুরমা ক্ষণেক পরে মৃদুস্বরে বলিল, "আমি ছুদিন অবকাশ নিয়েছি কাকা।"

শ্যামাচরণ রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান মুখে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "এসব ভাল লক্ষণ নয়, তাই আমি আগেই যেতে চাচ্ছি।"

সুরমাও এবার গম্ভীর ম্লানমুখে বলিল, "তা হবে না কাকা, আমরা আপনার সন্তান, আমরা যদি খানিক ভুল করে হাসি

কাঁদি, আপনি কি তাই ব'লে আমাদের বিপদের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে যাবেন? আমায় কিছুদিন মাপ করুন। আপনি এতে কেন ক্ষুণ্ণ হচ্চেন? যাঁর সংসার তিনি ত এসবের কিছু খোঁজ রাখেন না!"

বৃদ্ধ দেওয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, ক্ষোভের স্বরে বলিলেন, যা ভাল বোঝ কর মা।"

"তা যাই হোক কাকা, আপনার এখন যাওয়া হবে না। অন্ততঃ বছর খানেক ত নয়। আমি যাই করি—এতে অবশ্য তাঁর ক্ষতিও কিছু নেই—কিন্তু আপনি তা বলে তাঁকে ত্যাগ করতে পাবেন না। বাবা তাহ'লে স্বর্গ থেকে ক্ষুণ্ণ হবেন কাকা।"

দেওয়ানজী চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "তুমি হাল ছেড়ে দিয়েছ, অমরও ত কিছু দেখ্‌বে না, কাজকর্ম শেখাব বলে কাছারীতে ডেকেছিলাম, কিছু না শুনেই সে উঠে চলে গেল। তোমরা সবাই সমান দেখছি। আচ্ছা, না হয় নাই গেলাম, জান্‌তে বুঝতে দোষ কি? আমি একা বুড়ো মানুষ কদিন এতবড় ভার বইতে পারব?"

"আপনি যদি না পারেন কাকা, তবে তার কেউ পারবে না।—এখন বেলা হ'ল স্নান করতে যান্।"

কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। অমরনাথ বিরক্ত ভাবে একদিন দেওয়ানকে ডাকাইয়া বলিল, "এখনকার চাকর বাকরদের কোনো কাজের কিছু বন্দোবস্ত কি নেই কাকা? সবই দেখি অপরিষ্কার, অনিয়ম। বিশেষতঃ বাড়ীর ভেতরে সবই গোলমাল। শোবার ঘরগুলো অতি অপরিষ্কার, বিছানাগুলো

ততোধিক। বাড়ীতে আলো দেয় না, ঝাঁট পড়ে না। এসব কি কারুর তত্ত্বাবধানে থাকে না?"

দেওয়ান গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ওসব বাড়ী ভিতরের কাজ চাকরাণীরাই ত করে।"

"সেগুলোর এখন হ'য়েছে কি? আজ ভাগ্নী বিরক্তি ধরেছে। আমি ত ওসব কিছু লক্ষ্যই করি না, তবু আমারই আজ অসহ্য বোধ হয়েছে।"

সরকার চণ্ডী ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিল; সে বলিল, "চাকরাণীরা আপনা আপনির মধ্যে ঝগড়া করাতে বামা ক্ষান্ত চলে গিয়েছে, তারাই ওপরের ওসব কাজ করত। রান্নাবাড়ীর চাকরাণীগুলো ত আমাদের দফা সারলে! কোঁদলের চোটে কাল নারাণ ঠাকুর জবাব দিয়ে চলে গেলেন, বলে গেলেন যে, মা আর ঝিগুলোকে শাসন করেন না—আর এখানে থাকা নয়। কাল রাত্রে মরি শেষকালে বামুন খুঁজে, শেষে তেওয়ারিকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া গেল।"

"এসব এমন অবন্দোবস্ত কেন কাকা? আপনি এসব দেখেন না কেন?"

"আমার কি ওসব দেখবার অবকাশ থাকে অমর? বাড়ীর একজন কর্ত্তা বা প্রধান চাই, বিশেষ করে একজন গিন্নি না হলে কি সংসার চলে? তোমরা ত কিছুই দেখবে না।"

"এসব কি আমার দেখার কথা কাকা? আমি সকল কাজ ছেড়ে কি ঝি চাকর চরিয়ে বেড়াব? বাবা থাকতে এসব কে দেখত?"

দেওয়ান কিছু বলিলেন না। সরকার বলিল, "আজ্ঞে

মা-ঠাকরুণই দেখ্‌তেন। তাঁর শাসনে কি চাকরাণীগুলোর একটু জোরে কথা কবার বা কাজের একটু ইদিক্‌ উদিক্‌ কর্‌বার জো'টি ছিল? কাল হারাণি মাগী কল্লে কি—"

বাধা দিয়া অমরনাথ বলিল, "বাবা যেন চলে গিয়েছেন—তিনি দেখ্‌তেন তিনি ত আছেন—তিনি এখন এসব ছাখেন না কেন?"

শ্যামাচরণ নীরবেই রহিলেন। চণ্ডী ঘোষ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "তিনি আর এসব কিছুই দেখেন না। ক'টাকা গোলমাল হ'ল বলে' দাওয়ানজী মশায় আমায় বক্‌লেন—তা উনি ছাখেন না, মা-ঠাকরুণ দেখেন না, কাজেই গোল হল; এতে আর আমার দোষটা কি—"

অমরনাথ চণ্ডী ঘোষের কথায় ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা তোমার হাতে খরচ, দোষটা কাকারই হওয়া উচিত! কাকা, এর একটা বন্দোবস্ত করুন, নইলে ত এখানে প্রাণ নিয়ে তিষ্ঠনো দায় দেখ্‌ছি!"

"আমি আর কি, বন্দোবস্ত করব বাবা, বড়মাই এসব দেখ্‌তেন।"

"তিনি এখন এসব ছাখেন না কেন?"

"তুমি তাঁকে কোনো দিন ভার দাওনি ব'লে বোধ হয়।"

অমরনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এ যে অন্যায় কথা কাকা! এতদিন কি আমি ভার দিয়েছিলাম?"

"তখন যিনি কর্ত্তা ছিলেন, তিনি দিয়েছিলেন। এখন তুমিই কর্ত্তা!

"কর্ত্তা হওয়ার অনেক দোষ দেখতে পাই। এখন আমায়

কি কর্ত্তে বলেন?—আমায় কি তাঁকে গিয়ে বলতে হবে নাকি?"

"বলা উচিত। গৃহিণী না হ'লে এসব কাজ সুনিয়মে চলে না। যে রকম গৃহস্থালী, তাতে সেই রকম ভাল গৃহিণীর প্রয়োজন। এসব কাজ পুরুষের নয়। ছোট-বৌমা এখনো ছেলেমানুষ আছেন বোধ হয়, নইলে—"

অমরনাথ ক্ষণেক ভাবিয়া নতমুখে বলিল, "সে যেমনই হোক্, প্রধান যিনি তাঁরই এসব দেখা উচিত। বাবা তাঁকেই ত এ সংসারের প্রধান ক'রে রেখে গেছেন। তাঁর সে অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করে নি, অনর্থক তিনি এরকম করছেন কেন?"

"তোমার রাগ করা উচিত নয় অমর। তুমি যখন কর্ত্তা, তখন তোমায় একটু সহ্য করে, সাবধানে তাঁর ভ্রম ভেঙ্গে দিতে হবে।"

"আমি ত কর্ত্তা হতে চাই না কাকা!—এসব আমার ভাল লাগে না।"

সহসা অমরনাথের মনে হইল যে, পিতার মৃত্যুর পর হইতে সুরমা তাহার বা চারুর নিকটেও আর বসে না, দাঁড়ায় না। পিতার ব্যারামের সময় সুরমা চারুকে যেভাবে নিকটে টানিয়া লইয়াছিল, তাহাতে অমরনাথ চারুর নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। চারুর হৃদয় যে কত সরল তাহা সে জানিত। বুঝিয়াছিল যে এই সঙ্গলাভ করিয়া চারু কিছুমাত্র ক্লিষ্ট হইবে না; সুরমার সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধের উত্তাপ চারু অনুভব করিতেই পারিবে না। সুরমা সেই সময় চারুকে সঙ্গীর মত পার্শ্বে

লইয়া এই অপরিচিত স্থানে তাহাকে যেটুকু সাহায্য করিল, তাহাতেই অমর খুসী হইয়া উঠিয়াছিল; সুরমার সম্বন্ধে সে আর কিছু ভাবিবার অবকাশও পায় নাই, ভাবিতে ইচ্ছাও করে নাই। জীবনের গ্লানিকর সংগ্রাম এখন মিটিয়া চুকিয়া গিয়াছে। পিতা তাহাকে আন্তরিক স্নেহপূর্ণ ক্ষমা করিয়া স্বর্গে গিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। চারিদিকের কর্ত্তব্যের কঠিন রণ সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল শান্তি ও বিশ্রামের সময়। এই নিশ্চিন্ত নীরব আরামপূর্ণ জীবনের প্রথম সূত্রপাত আরম্ভ হইতেই এ কি বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল! এখন একজন সম্পূর্ণ নূতন লোক, যাহাকে এ পর্য্যন্ত কখনও মন-রাজ্যের দ্বারেও কোন দিন উপস্থিত করা হয় নাই, সেই লোক কিনা কতকগুলা তুচ্ছ ঘটনা লইয়া সেখানে অত্যন্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়া, সময়ে সময়ে একটা অনুশোচনার সূক্ষ্ম অথচ সুদীর্ঘ রেখাপাতে অন্তরাকাশ ভেদ করিয়া দিতেছে! সময়ে সময়ে মনে হইতেছে, এটা সুরমার পক্ষে অন্যায় নাও হইতে পারে; এ বিদ্রোহ করার অধিকার তাহার আছে। তখন তাহার মনে হয়, "যাই হোক্, একটা মুখের কথা বল্‌লে সকল ঝঞ্ঝাট যদি মেটে ত এটা মিটিয়ে ফেলাই উচিত। সে এতদিন যেমন ছিল তেমনি ত আছে; আমি ত তার অধিকারে কোনো রকমে হস্তক্ষেপ করি নি, করতে ইচ্ছাও রাখি না—এইটুকু বুঝিয়ে দিলে যদি গোল মেটে ত সেটা তাকে আমার বুঝিয়ে বলা উচিত।"

সে দিন সে সুরমার উদ্দেশ্যে, কক্ষের বাহির হইয়া বারান্দায় পৌঁছিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা দুর্ণিবার সঙ্কোচের হস্ত হইতে নিজেকে কিছুতেই সে মুক্ত করিতে পারিতেছিল না।

বহু চেষ্টায় সেটাকে যদি সরাইয়া ফেলিল, অমনি আবার মনে হইল, কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করা যাইবে ?

নিজেকে একটু চোখ রাঙাইয়া অমরনাথ ভাবিল, 'এত সঙ্কোচই বা কিসের ! আমি ত কোনো অন্যায় কাজ করিতেছি না।' তখন সাধ্যমত সহজ পদবিক্ষেপে, অমরনাথ সুরমার কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। সুরমা তখন নিবিষ্টমনে গবাক্ষের নিকটে বসিয়া, পশমের কি একটা সেলাই করিতেছিল। পদশব্দে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে অমরনাথ ! সুরমার মনে হইল হঠাৎ চকিত হইয়া না চাহিলে অনেকক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকা চলিত, চোখোচোখি হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ত চলে না, একটা কথা—'এসো' 'ব'সো' না বলিলে বড় অসঙ্গত বোধ হয়। অমরনাথ নিশ্চয়ই অগ্রে কথা কহিবে না, সুরমাকেই প্রথমে একটা কিছু বলিয়া বা করিয়া ফেলিতে হইবে। বিপদ্‌গ্রস্তা হইয়া সুরমা ত্রস্তহস্তে পশমগুলা কাঠের বাক্সের মধ্যে পূরিয়া উঠিবার উদ্‌যোগ করিল।

সুরমাকে আশ্বাস দিয়া অমরনাথই প্রথমে কথা কহিল, "একটা কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা কর্ত্তে চাই।"

সুরমা মনে মনে বলিল, "তা জানি।" তথাপি সে একটু বিস্মিত হইল—অমরনাথ না জানি কি কথা বলিতে আসিয়াছে ! সুরমা স্থির অকুণ্ঠিত দৃষ্টি অমরনাথের মুখের উপর স্থাপন করিয়া, পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "কোনো কাজের কথাই বোধ হয় ?"

অমরনাথের আর একদিনের কথোপকথন মনে পড়িল। এ কথাটারও ভঙ্গীতে অমরনাথের মন ঈষৎ গরম হইল। সুরমা

যেন জানিয়া রাখিয়াছে যে, অমরনাথ কেবল তাহাকে কাজের কথাই বলিতে আসে। এ কি রকম ব্যঙ্গ! কিন্তু বিরক্তিটুকু মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া অমরনাথ বলিল, "হ্যাঁ, কাজের কথাই বটে। কথাটার শেষ বোধ হয় শীগ্‌গির হবে না, একটু বসা যাক্।" বলিয়া অমরনাথ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

সুরমা বুঝিল, অমরনাথ নিজের সঙ্কোচ কাটাইবার নিমিত্তই এত উদ্‌যোগ করিয়া ব্যবহারটা সহজ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। ঈষৎ হাসি তাহার বদ্ধ ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল। সেও সহজ সুরে বলিয়া ফেলিল, "তুমি যদি শীগ্‌গির শেষ কর, তবে আমি দেরী কর্‌ব না।"

অমরনাথ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "কাকা বল্‌লেন, তুমি আর সংসারের কিছু দেখ-শোন না; সত্যি কি?"

সুরমাও ক্ষণেক নীরব থাকিল। তারপরে অমরের পানে চাহিয়া বলিল, "কে বলেছে একথা? কাকা নিজ হ'তে বলেছেন, তা' ত বিশ্বাস হয় না?"

অমর ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কাকা বলেছেন ঠিক্ তা নয়—আমিই বলছি।"

"তুমি?"

"হ্যাঁ। এটা এমন কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয় ত—"

সুরমা ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "আশ্চর্য্যের কথা একটু বটে বৈ কি। আমি কি করি বা কর্‌তাম, তুমি তার কি জান?"

"জানি না—এতদিন জান্‌বারও প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু যখন

তোমার কাছেই আমাদের আশ্রয় নিতে হ'ল, তখন মিছামিছি একটা গণ্ডগোলের প্রয়োজন কি? তুমি যেমন ছিলে তেমনি ত আছ। বাবা তোমায় সকলের ওপর প্রধানের পদ দিয়েছিলেন, আমিও তোমায় সেই রকমই জানি, আমি তোমার সে প্রাধান্যের ওপরে হস্তক্ষেপের অধিকারও রাখি না, এবং তা করতে ইচ্ছাও করি না। তুমি যেমন ছিলে তেমনই সংসারের প্রধান হ'য়ে যেমন চিরদিন সংসারের অপর পাঁচজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে আসছ, আজও তেমনই কর, আর সেই সঙ্গে আমাদেরও স্বস্তিতে থাকতে দাও।"

"আমি কি তোমাদের স্বস্তিতে কোন বাধা দিয়েছি?"

"বাধা না দাও, তোমার এসব কর্তৃত্ব ত্যাগ করারই বা মানে কি?"

সুরমা মনে মনে গুমরাইতে লাগিল। কি একটা কথা বলিবার ভয়ানক ইচ্ছা হইতে লাগিল, তথাপি সে কথা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "সব কাজেরই কি অর্থ থাকে? আর থাকলেই বা তা কে কাকে ব'লে থাকে?"

"বেশ, তুমি না বল, আমার তোমায় একথা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করা উচিত, তাই বললাম। কাকাও বললেন যে, আমার তোমায় বুঝিয়ে বলা কর্তব্য।"

"কি বুঝোবে?"

অমরনাথ একটু থামিয়া গেল। তারপরে গলাটা ঝাড়িয়া বলিল, "তুমি, বাবা বর্তমানে এ গৃহের গৃহিণীপদ নিয়েছিলে, এখন তা ত্যাগ করবে কিসের জন্যে? তুমি যেমন ছিলে, তেমনই ত আছ?"

এবার সুরমার আপনাকে সামলান দায় হইল। তথাপি সে ধীর কণ্ঠেই বলিল, "আমি যদি ভাবি তা' নেই?"

"কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। তোমায় কি কেউ অসম্মান করেছে?"

"না।"

অমরনাথ একটু নীরব থাকিয়া, পরে প্রসন্ন মুখে সুরমার পানে চাহিয়া বলিল, "তবে? আমরা যখন কোনো অপরাধ করিনি নিজেই স্বীকার করছ, তখন তুমি নিজের পদ আবার নেবে ত?"

"না।"

অমরনাথ নীরব হইয়া রহিল। উত্তর ক্ষুদ্র হইলেও তাহার সুস্পষ্টতায় সহসা নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া, অমরের কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। সে ক্রোধ সম্বরণ করিতে চেষ্টামাত্রও না করিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "বেশ! আমার এতে স্বার্থ বেশী এমন কিছুই নেই, কেবল যে যেমন ছিল তাকে আমি সেই রকমই রাখতে চাই, স্বার্থ এইটুকু মাত্র। তোমায় আমার কোনো উপরোধ শোনাতে আসিনি। আমার কর্ত্তব্য আমি করে গেলাম।"

সুরমা ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া ফেলিল, "তা আমি জানি তোমার নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যের অনুগ্রহে আমি সুখী হলাম।"

অমরনাথ সক্রোধ-পদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়া, উদ্যানে কিছুক্ষণ একাকী বেড়াইল। পরে অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে আলোক জ্বলিয়া উঠিল দেখিয়া, চেতনা পাইয়া সহসা তাহার মনে হইল, চারু একলা আছে। তখন সে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অমরনাথ চলিয়া গেলে সুরমা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে, কিছুই যেন হয় নাই এমনি ভাবে, সে সেলাইয়ের বাক্সটা খুলিয়া পুনরায় পশম ও কার্পেটখানা লইয়া গবাক্ষের নিকটে গিয়া বসিল।

বিশেষ মনোযোগের সহিত শেলাই করিতে চেষ্টা করিলেও অনেক কথাই তাহার মনে আসিতেছিল। আর একদিনের নির্জ্জন কক্ষের কথোপকথনের এক একটা কথা মনে পড়িতেছিল। সেদিনও উপসংহার হইয়াছিল কলহে, আজও তাই! স্বামী স্ত্রীতে তাহাদের বাক্যালাপটি বড় নূতন ও সুন্দর রকমেরই হয়! পশম লইয়া নিতান্ত কার্য্যাসক্তভাবপ্রকাশের চেষ্টাকে বিফল করিয়া তাহার নির্ব্বাক ওষ্ঠে একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের কঠিন হাসি নিঃশব্দে ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, "স্বামী স্ত্রী! ঠিক, তাই ত!"

স্বামীর সেদিনের তাচ্ছিল্য বাক্য একটি একটি করিয়া তাহার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সেদিন সে যে পূর্ব্বে কিছু না জানিয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে স্বামীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং স্বামী তাহাকে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, সেই অপমান বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মনে জাগিয়াছিল। আর, আজ! আজ তিনিই নিজে হইতে তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে বাধ্য হইয়াছেন সুরমা এত ক্ষুদ্র নয় যে, সে তাহার ক্ষমতাটুকু প্রত্যাহার করিলে, কাহারো

কোনো ক্ষতিবৃদ্ধির কারণ হয় না। এ সংসারে সেও অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে।

যে স্থান সে অমরের তাচ্ছিল্যে ত্যাগ করিয়াছে, সেই স্থানই অমরকে আজ নিজে সাধিয়া দিতে আসিতে হইয়াছে। অমরকে যে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া সে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে, ইহা মনে করিয়া একটা বিজয়ানন্দে সুরমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে মনে করিল, আরও যদি তাহার কাছে কোনো ক্ষমতা থাকে, তাহা প্রয়োগ করিয়া অমরকে অধিকতর উৎপীড়িত, চঞ্চল এবং পরাজিত করিতে পারিলে না জানি তাহার কত আনন্দই হইবে!

শ্রান্তি ও বিরক্তি বোধ হওয়ায় সেলাইটা রাখিয়া দিয়া, সুরমা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। কয়েকদিন হইতে শুধু কার্পেটের ঘর গুণিয়া ও সূচে পশম পরাইয়া তাহার অশ্রান্ত কর্ম্মরত হৃদয় কেমন ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। চেষ্টা করিয়াও উহার মধ্যে নিজেকে সে আর নিবিষ্ট রাখিতে পারিতেছিল না। তাই অন্যমনে সে বাহিরে আসিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখেই তাহার সম্পূর্ণ নিজ অধিকারের ও কর্তাদিগের যত্নে নিয়ন্ত্রিত গৃহস্থালী। এ কয়দিন সে চক্ষু মেলিয়াও ইহার পানে চাহে নাই, বা মুহূর্তের জন্যও ইহার বিষয়ে চিন্তা করে নাই। আজ অমরের আহ্বানে তাহার অভাবে তাহার গুছানো গৃহস্থালীর কতখানি ক্ষতি হইয়াছে, দেখিবার জন্য তাহার চক্ষুও কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

সুরমা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুঃখে আনন্দে দেখিতে লাগিল—চারিদিকে অব্যবস্থা, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা! নূতন নিয়োজিত ভাণ্ডারী, যথানিয়মে কতকগুলা দ্রব্য বাহির করিয়া দিয়া,

চাবী লইয়া কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে। রন্ধনশালার উঠানে মাহাল হইতে আনীত কতকগুলা মাছ রাশীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। দাসীর মধ্যে কেহ বা কাহাকেও তিরস্কার করিতেছে, "মাছগুলা যে প'চে উঠ্‌ল, কুট্‌বি কি না ?" দ্বিতীয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি এখন ব'লে মর্‌ছি নিজের জ্বালায়, আমি মাছ কুট্‌বো ? মাছ কুটেই বা কি হ'বে ? নতুন বামুনঠাকুর যে ক'রে রাঁধছে, মাগো ! ভূতেও তা খেতে পাবে না ! কতকটা কাঁচা থাকে কতক যায় পুড়ে। আর তেল বার করে দেবেই বা কে ? মাহাল থেকে যে সব প্রজা মাছ নিয়ে এসেছে, তাদেরই বা চাল ডাল বার করে দেয় কে ? ভাঁড়ারীটা গিয়েছে কোন চুলোয় ?"

তৃতীয়া ঝি বলিল, "কে জানে, কোথায় কোন্ তামাসা হচ্চে, তাই দেখ্‌তে রাতের মত সে গিয়েছে।"

সহিস বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "কয় রোজসে দানামে শ্রেফ কম্‌তি পড়্‌তা হ্যায়; আউর পানসের দানা চাহি—হো ভাণ্ডারীজী !"

একজন ঝি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে মলোরে মিন্সে ! ভাণ্ডারী এখানে কাঁহা ? খুঁজে নিগে, হিঁয়া সে নেই। তোদেরও দানা চুরী কর্‌বার বড় ধুম পড়ে গিয়েছে, না ?"

"হাঁ হাঁ, হাম্‌লোগ দানা চোরী কর্‌তে হেঁ, আউর তুম্ খালি পূজাপর রহতে হো ? দেখো তো কেয়া মুস্কিল ! হর্‌রোজ এইসা হোতা হ্যায়।" সহিস বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

খানসামা রামচরণ আসিয়া সগর্জ্জনে মুখ চোক্ ঘুরাইয়া বলিল, "কেবল মাগীগুলো কোঁপল্ দালালী কর্‌তেই জানিস ! বাবু

বাইরে আজ কত বকলেন, দাওয়ানজী মশায় আবার আমাকে বকলেন। মাগীরা ওপরগুলো ঝাঁট পাট দিস্‌নি কেন বল্‌তো ?"

চাকরাণীরা তখন সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আ গেল যা !" উনি এলেন সরফর্দ্দাজি কত্তে। আমরা নীচের কাজ করি, এতেই আমরা সবসব পাইনে। বামা, ক্যান্ত, তারাই ত ওপরের কাজ করত।"

"তাদের ত তোরাই ঝগড়া করে তাড়িয়েছিস্‌! নতুন ঝিটেকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিস্‌নে কেন! ছোট-বৌমা আছেন, আমি যে ওপরে যেতে পারি না! কিছু পারবে না—খালি ঝগড়া!"

"হ্যাগো হাঁ তুমি ভারী কম্মা। বামাকে আমি তাড়িয়েছি? সে করল ঝগড়া, বদ্‌নাম আমার? এই চল্লাম আমি, এত নাক্‌নাড়া কিসের? যে বাড়ীতে "বিচের" নেই, কত্তা গিন্নি নেই, সে বাড়ীতে আবার লোকে থাকে?"

"যা মাগী বেরো—তোর মতন ঝি ঢের পাওয়া যাবে। ভাঁড়ারীখুন্দো আচ্ছা মজা করলে। সরকারকে ডেকে এনে তালা ভাঙ্‌তে হবে দেখছি। নইলে লোকগুলো কি না খেয়ে থাকবে? বাপ্‌রে! আমিও ত আর পারি না।"

সুরমা বারান্দা হইতে অপসৃত হইল। তাহার মনে হইল, অমরনাথ একবার এইগুলো দাঁড়াইয়া দেখিলে তবে তাহার যথার্থ আনন্দ বোধ হইত। যাহার ক্ষোভের জন্য এত আয়োজন করা হইয়াছে, সে সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহা উপভোগ না করিলে সকলই ব্যর্থ; ব্যর্থ চেষ্টা নিজের অঙ্গেই আসিয়া বিঁধে!

তখন রাত্রি হইয়াছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুরমা ক্ষণেক কি ভাবিল, তার পরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

দেখিল সম্মুখেই অমরনাথের শয়নকক্ষের দ্বারে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। অস্পষ্টালোকেও সুরমা বুঝিল সে চারু,— চারু যেন তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ অগ্রসর হইতেছে বোধ হইল। অমনি সুরমা ফিরিয়া যেন কোনো কার্য্যব্যপদেশে একটু ত্বরিত-পদে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার বোধ হইল, চারু যেন তাহাকে তিরস্কার করিতেই অগ্রসর হইতেছিল। সুরমা আর পশ্চাতে চাহিতে পারিল না।

সম্মুখেই দ্বিতলারোহণের প্রশস্ত সোপানশ্রেণী। কে একজন উপরে উঠিতে উঠিতে অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, 'আঃ'। সুরমা বুঝিল, সে অমরনাথ। ত্রস্তপদে সুরমা কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তারপর শুনিতে পাইল, অমর নিরুপায় ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উচ্চকণ্ঠে 'রামচরণ' 'রামচরণ' বলিয়া ডাকিতেছে। বহুক্ষণ ডাকাডাকির পরে পরিচারক আসিয়া আলোক দেখাইলে অমরনাথ নিজ কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল। তারপরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শোনা গেল নূতন ঝির সঙ্গে বহু কলরব করিয়া রামচরণ তাহাকে যেখানে যেখানে যে যে আলোক দিতে হইবে, সে বিষয়ে উপদেশ দিতেছে। কিছুক্ষণ পরে নূতন ঝি আলোক লইয়া তাহার কক্ষদ্বারে আসিয়া আঘাত করাতে অগত্যা সুরমাকে উত্তর দিতে হইল যে, আলোকে তাহার আজ কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

প্রভাতে যখন সুরমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ শার্সিবদ্ধ গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মোমীলিত চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছিল। পূর্ব্বাভ্যাস মত সুরমা সচকিতে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ওঃ! এত বেলা হ'য়ে গিয়েছে।"

তার পরে মনে পড়িল, এখন বেলা হউক না হউক সমান কথা। সে নিজে হইতেই আপনাকে এই অলসতার মধ্যে টানিয়া আনিয়া নিজেই নিজেকে এই শয্যায়, এই গৃহে আবদ্ধ করিয়াছে, নহিলে তাহার দ্বারে এতক্ষণ কতবার আঘাত পড়িত। সুরমা নীরবে কিছুক্ষণ শয্যার উপরে বসিয়া রহিল। এই কর্ম্মহীন কর্ত্তব্যহীন প্রভাত তাহার কাছে একান্ত আনন্দহীনরূপে প্রতিভাত হইল।

কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুরমা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া অন্য মনে একটা থামের গা খুঁটিতে লাগিল। সুরমা ভাবিতেছিল, এমন কর্ম্মহীন অলসতায় ত তাহার দিন কাটিবে না, একটা কিছু তাহাকে করিতে হইবেই। অথচ কোথা হইতে তাহার পুনরারম্ভ এবং কাজটাই বা কি, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। নীচে চাহিয়া দেখিল, চাকরাণীমহলে তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে, তখনও বসিয়া বসিয়াই কেহ হাই তুলিতেছেন, কেহ চোখ রগড়াইতেছেন, কেহ বা পা ছড়াইয়া বসিয়া গতরাত্রের মশার দৌরাত্ম্যে অনিদ্রার বর্ণনা করিতেছেন; শয্যাত্যাগ সবে আরম্ভ হইয়াছে, বাসী কাজ সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে। অত্যন্ত বিরক্তিভরে সুরমা রেলিং হইতে মুখ বাহির করিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "বিন্দি"। সঙ্গে সঙ্গে চাকরাণীমহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া, যে যাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে লাগিয়া গেল। বিন্দি সভয়ে উপর পানে চাহিয়া বলিল, "আজ্ঞে, ওপরে যাব কি মা?" "কি, হচ্চে কি তোদের? এত বেলা হয়েছে—" পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া সুরমা চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, অমরনাথ। লজ্জায় সুরমার দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, —ছিছি অমরনাথ ত, তাহার এই দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইয়াছে!

অমরনাথ কোনও কথা না বলিয়া যেমন যাইতেছিল, তেমনি ভাবে নীচে চলিয়া গেল। তথাপি তাহার নিকট ধরা পড়ার লজ্জার হাত এড়াইবার জন্ত সুরমা অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, কিরূপে অমরনাথের নিকট হইতে এ লজ্জাটা ক্ষালন করা যায়।

সম্মুখেই অমরনাথের শয়নকক্ষের মুক্ত দ্বার। দেখা গেল, পালঙ্কে তখনও কে শুইয়া রহিয়াছে। সুরমা থমকিয়া দাঁড়াইল, বুঝিল, চারু শুইয়া আছে। নিঃশব্দে ফিরিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, চারু ক্লান্তভাবে পাশ ফিরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বলিল "মা-আঃ"। সুরমা চলিয়া যাইতেছিল, পা দুটী কিন্তু থামিয়া গেল। মনটা ধীরে ধীরে বলিল, "অসুখ করেছে বোধ হয়। দেখা উচিত নয় কি? দেখে আর কি করব? তার স্বামী আছে, তার চেয়ে দেখবার লোক আর কে থাক্‌তে পারে! আমি দেখে আর কি কর্‌তে পার্‌ব? তার চেয়ে বরং যাই কাজ দেখিগে। কিন্তু কাজই বা আর কি আছে? কই স্বামী ত বেরিয়ে গেলেন, কোনো উদ্বিগ্ন ভাব ত দেখ্‌লাম না, জানেন না নাকি?—নাঃ দেখেই আসি।"

সুরমা নিঃশব্দ-পদক্ষেপে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল ম্লান বিষণ্ণ মুখে চারু নিমীলিত নেত্রে শুইয়া রহিয়াছে। যন্ত্রণার চিহ্ন ক্ষুদ্র ললাটে ফুটিয়া উঠিতেছে, ভাসা ভাসা চক্ষের নীচে কালো দাগ। রুক্ষ অযত্ন-রক্ষিত চুলগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মুখখানি যেন অতি শিশুর মত, দেখিলেই মায়া হয়, আদর করিতে ইচ্ছা

করে। সুরমা নতনেত্রে তাহার মুখের উপর চাহিয়া ভাবিতেছিল, "আহা, অসুখ করেছে!"

আবার চারু ভ্রূটি একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "মাগো—ওঃ।" সঙ্গে সঙ্গে ললাটে-শীতল করস্পর্শ হইল। স্নিগ্ধ স্পর্শে সুচকিতভাবে চারু চাহিল,—চাহিয়া দেখিল নিকটে সুরমা দাঁড়াইয়া আছে। মাথার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া চারু এতক্ষণ তাহার মৃতা জননাকে মনে মনে ভাবিতেছিল, চক্ষু মেলিয়াই প্রথমে মনে হইল, মা বুঝি। তারপরে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, তাঁহারি মত স্নেহ ও করুণাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া কে একজন তাহার উত্তপ্ত ললাটে শীতল হস্ত বুলাইতেছে। "দিদি" বলিয়া চারু উঠিয়া বসিয়া সুরমার হাত ধরিয়া নিকটে টানিবার চেষ্টা করিতেই সুরমা তাহার নিকটে উপবেশন করিল। চারু তখন সুরমার আরও নিকটস্থ হইয়া তাহার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "দিদি"।

সুরমার ভিতরটা যেন কি রকম করিয়া উঠিল। একটি আত্মসমর্পণকারী নিরুপায় শিশু যদি করুণনেত্রে মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে নিকটে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে স্নেহাবেগে যেমন সজোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিবার ইচ্ছা করে, চারুর এই শিশুর মত ব্যবহারে সুরমার অন্তরটা তেমনি করিয়া আন্দোলিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বাসটা কতকটা দমন করিয়া সুরমা চারুর মাথা আপনার কোলে লইয়া তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে তাহার ললাটে হস্তমার্জ্জনা করিতে করিতে মৃদুস্বরে বলিল, "এত জ্বর হয়েছে? মাথা ধরেছে কি তোমার?"

চারু কাতর নেত্রে চাহিয়া বলিল, "বড্ড।"

সুরমা ধীরে ধীরে মাথা টিপিয়া দিতে দিতে বলিল, "একটু সোয়াস্তি হচ্চে কি ?"

"আঃ! তোমার হাত বেশ ঠাণ্ডা দিদি। বড্ড ভাল লাগ্‌ছে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুরমা চারুর চিবুক স্পর্শ করিয়া সস্নেহ কণ্ঠে বলিল—"কবে থেকে অসুখ হয়েছে চারু ?"

"আজকে রাত্রে জ্বর হয়েছে। কাল দুপুর থেকে বড্ড মাথা ধরেছিল।"

"মাথা ধরেছিল তা কাল আমার কাছে যাওনি কেন, আমায় ডাকনি কেন ?"

"সন্ধ্যেবেলায় তুমি যখন দালানে দাঁড়িয়েছিলে, তখন যাচ্ছিলাম। তুমি আমায় দেখ্‌তে পাওনি দিদি, তুমি চলে গেলে।"

অনুতাপের আবেগে সুরমা বলিয়া ফেলিল, "দেখ্‌তে পাব না কেন, দেখেও চলে গিয়েছিলাম—আমি তখন যে একেবারে—" বলিতে বলিতে সুরমা হঠাৎ থামিয়া গেল।

"আমার অসুখ হয়েছে তখন ত জান্‌তে না, নয় ত কি আমায় না দেখে তুমি চলে যেতে পারতে ?—কখ্‌খনো না।"

সুরমা মনে মনে ভাবিল, "তা আমায় বড় বিশ্বাস নেই। ভাগ্যে সে রাগের সময় চারু বেশী সাহস করে কাছে যায়নি, গেলে হয় ত কি বলে বস্‌তাম।"

চারু সুরমার হাতখানি তুলিয়া কপালের উপর রাখিয়া বলিল, "আঃ, ভারী ঠাণ্ডা।"

"এখনো কি তেমনি মাথা ধরে আছে চারু ?"

"হ্যাঁ দিদি।"

"একটু ওডি-কলোন দিলে ভাল হ'ত"—বলিতে বলিতে সুরমা উঠিয়া পড়িল। টেবিলের উপরে, সেলফের উপরে, নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া, শেষে গ্লাশকেসের দিকে চাহিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "গেল কোথায়? আলমারীতে, টেবিলে ৩।৪টে শিশি ছিল যে।"

চারু ঈষৎ মাথা তুলিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিল, "মধ্যে মধ্যে মাথা ধরে, তাই খরচ হয়ে গেছে বোধ হয়।"

"কার মধ্যে মধ্যে মাথা ধরে?"

চারু শয্যায় মুখ লুকাইয়া মৃদু স্বরে বলিল, "তাঁর।"

"তা ফুরুলে বুঝি আনিয়ে রাখতে নেই? আর কখনো দরকার পড়বে না বুঝি? খুব গোছাল মানুষ ত! শিশিগুলোও উড়ে গেল নাকি?"

"বাক্সের পাশে টাশে পড়ে আছে বোধ হয়।"

"একটা ও-ডি-কলোনের দরকার হ'ল যে। বিন্দিকে ডেকে বলি।"

"না দিদি, তুমি যেও না, তোমার ঠাণ্ডা হাতেই মাথা সেরে যাবে, যেও না।"

"পাগলী আর কি! উঠিস্‌নে, আমি এই এলাম ব'লে।"

সুরমা চলিয়া গেল। অনতিবিলম্বে একটা ও-ডি-কলোনের শিশি ও খানিকটা নেকড়া হাতে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চারু প্রত্যাশিত নয়নে দ্বারের পানে চাহিয়া আছে। সুরমা তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুভাবে তাহার গাল দুটি টিপিয়া দিল। আহ্লাদে এক মুখ হাসিয়া চারু বলিল, "আমার ভয় করছিল, হয় ত তুমি আস্‌বে না।"

সে কথার উত্তর না দিয়া সুরমা বলিল, "কাঁচের গ্লাস কি বাটি কিছুই দেখছি না; যে রকম গুছোন ছিল, সব উল্টে পাল্টে গেছে! আলমারীর চাবী কই?"

"চাবী! আমি ত জানিনে দিদি! হয় ত, বিছানার তলায়—"

"ব্যস্ত হ'য়ো না, আমিই খুঁজে নিচ্ছি।"

সুরমা শয্যার চারিধার খুঁজিল, চাবী মিলিল না। ইহাতে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিরক্তিটা অমরনাথের উপরেই সম্পূর্ণভাবে পড়িল। ভাবিল, মানুষ এত অমনোযোগী কিরূপে হয়? সহসা নিজের কথাও যে না মনে পড়িল তাহা নয়। মনে হইল, মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হইলে অতি কার্য্যকুশলীও এইরূপ নিষ্কর্ম্মাই হইয়া থাকে।

মাথায় ও-ডি-কলোন দেওয়ার ব্যাপার শেষ হইলে, চারুর মাথা বালিশের উপরে রাখিয়া, মৃদু মৃদু বাতাস করিতে করিতে সুরমা বলিল, "এখন একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর দেখি। ডাক্তার ডাকতে বলেছি, একটা ওষুদ দিলেই জ্বরটা ছেড়ে যাবে এখন।"

"আমি কিন্তু তেতো ওষুধ খাব না দিদি। নরেশ ডাক্তারের বড় বিশ্রী ওষুধ।"

"নরেশ ডাক্তার কলকাতার বুঝি? এ কালীপদ ডাক্তার, হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করে। ওষুধ জলের মত খেতে। ঘুমোও দেখি একটু।"

চারু, দিদির আজ্ঞামত ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "না দিদি, ঘুম আসছে না। তার চেয়ে এস গল্প করি।"

"এখন বকা ঠিক নয়; ঘুমোও। আচ্ছা তোমার যে জ্বর হয়েছে, উনি কি জানেন না না কি?"

"জানেন না বোধ হয়। বেশী রাত্রে জ্বরটা এসেছে কিনা।"

"সকালে যখন উঠে গেলেন, তখনো জানেন নি?"

"আমি তখন ঘুমুচ্ছিলাম।"

"মাথা ত কাল দুপুর থেকে ধরেছে। তাও কি জানেন না?"

"তা জানেন বোধ হয়। হ্যাঁ, বিকেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলেছিলাম।"

"তা' আর কোনো খোঁজখবর নেই? কলকাতায় তোমাদের কি এমনি ক'রে দিন কাটত? সেখানে অসুখ হ'লে কে কাকে দেখ্‌ত?"

"তারিণী দাদা ছিলেন যে। বেশী অসুখ হ'লে উনিও দেখ্‌তেন।"

"বেশী ব'কে কাজ নেই আর; একটু ঘুমোও।"

চারু চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল। সুরমা বুঝিল অমরনাথ আসিতেছে। সে ত্রস্তে শয্যা হইতে নামিয়া পার্শ্বস্থিত দ্বার খুলিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। অমরনাথ কি একটা কাজে ঘরে আসিয়া দেখিল চারু পালঙ্কে ঘুমাইয়া আছে। এমন অসময়ে তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া অমরনাথ সন্তর্পণে একবার তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল। এমন সময় একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, ডাক্তার আসিয়াছে। অমরনাথ, তাড়াতাড়ি অথচ সন্তর্পণে বাহিরে গিয়া ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

ডাক্তার চারুর হাত দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কবে জ্বরটা হ'য়েছে ?"

অমরনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ঠিক জানি না, কালই হয়েছে হয় ত। ডেকে জিজ্ঞাসা করব কি ?"

"না তাতে কাজ নেই। সাধারণ জ্বর, তবে একটু বেশী রকম বটে। চিন্তার বিষয় কিছুই নেই। আমি এখন যাই, ওষুধটা বার কত খেলেই সেরে যাবে। কিন্তু যেন নিয়মমত খাওয়ান হয়।"

ডাক্তার চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে চারুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়াই ডাকিল, "দিদি—"

অমরনাথ সস্নেহে তাহার ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিল, "এত জ্বর কখন হ'ল ?"

"তুমি ? তুমি কখন এলে ? দিদি কোথায় গেলেন ? দিদি !

অমরনাথ বিস্মিতভাবে বলিল, "কাকে ডাকৃছ ? ঘুমোও দেখি আবার। এমন জ্বর হয়েছে, কই সকালে ত আমায় কিছু বলনি।"

"আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। কাল রাত্রে জ্বর হয়েছে। তোমায় কে বল্লে ?"

"তোমায় অসময়ে ঘুম্যেতে দেখে গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, গা খুব গরম। তারপরে ডাক্তারও এল। ডাক্তারকে ডাকাবার সময় আমায় জানাওনি কেন চারু ?"

চারু বিস্মিতভাবে বলিল, "কই আমি ত ডাক্তারকে ডাকাইনি।"

"তুমি ডাকাওনি ? তবে কে ডাকালে ? বোধ হয় ঝিরা,

কেউ বুদ্ধি ক'রে ডাকিয়েছে। সকালে আমাকে ডাকিয়ে জ্বরের কথা বলা তোমার উচিত ছিল, চারু!"

চারু অপ্রতিভভাবে বলিল, "কাকে দিয়ে ডাকাব?—দিদি বারে বারে ঘুমুতে বল্লেন—"

বাধা দিয়া অমরনাথ বলিল, "দিদি কে? বারে বারে কাকে ডাকছিলে?"

চারু বিস্মিতভাবে বলিল, "দিদি আবার কে, আমার দিদি! তিনি যে এখানে ছিলেন।"

অমরনাথ এতক্ষণে বুঝিল। একটু থামিয়া পরে বলিল, "কই না, কেউ ত ছিল না, তুমি ত একা ঘুমুচ্ছিলে।"

"তবে বোধ হয় তুমি আসবার আগেই তিনি চলে গিয়েছেন।"

"তুমি হয়ত স্বপন দেখেছ। মাথা কি ধরেছে? ও-ডি-কলোন দিয়েছিলে বুঝি?"

"এখন কমে গেছে, আর নেই বল্লেও হয়। তুমি বল্লে দিদি ছিলেন না, স্বপন দেখেছি। এই দ্যাখ তিনিই মাথায় এটা দিয়ে দিয়েছিলেন, কত বাতাস কল্লেন, তবে মাথাটা কম্‌ল। নইলে যে মাথা ধরেছিল—উঃ!"

কক্ষান্তরে সুরমা চারুর উপর রাগিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। "আঃ, চারুটা যেন কি! এমন বোকা ত দেখিনি! ছিছি, বারণ করে দিতেও ভুলে গেলাম।"

অমরনাথ বলিল, "তা হ'বে। এখন

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন আর সুরমা চারুর নিকটে ঘেঁসিল না। বৈকালে চারু ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে বলিল, "কই, দিদি ত সমস্ত দিনেও এলেন না ? তুমি তাঁকে একবার ডাকৃতে পাঠাও না ?"

"কেন, তোমার কি কিছু অসুবিধা হচ্চে চারু ? আমি ত আজ সমস্ত দিন বাইরে যায়নি ; এইখানেই আছি। কি চাই বল না ?"

চারু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না তা নয়, চাইনে ত কিছু।"

"একখানা বইটই কিছু পড়্‌ব ?"

"না, তুমি এমনি গল্প কর।"

রাত্রে চারুর জ্বর ছাড়িয়া গেল। সমস্ত রাত্রি চারু বেশ ঘুমাইল। প্রভাতে অমরনাথ বলিল, "আর ত এখন কিছু অসুখ নেই ? এই বইখানা নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়। আমি বাইরে চল্লাম। দশটার সময় এসে আর একটা পিল দেব। কিছু অসুখ বোধ কল্লে ডেকো।"

চারু অভিমান করিয়া বলিল, "আমি বুঝি কাল তোমায় সমস্ত দিন ধরে রেখেছিলাম ?. যাওনি কেন বাইরে ? আমি ত ডাকিনি।"

চারুর অভিমানস্ফুরিত গণ্ডে একটা মৃদু টোকা মারিয়া অমরনাথ চলিয়া গেল। চারু শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ পারিল পড়িল। মধ্যে মধ্যে এক একবার সচকিতভাবে দ্বারের পানে চাহিতেছিল,—যদি কেহ আসে।

বহুক্ষণ পড়িয়া মাথা ব্যথা করিতে লাগিল। তখন পুস্তক ফেলিয়া চারু চারিদিকে চাহিতে লাগিল। নিকটে কেহই নাই। যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠে একবার ডাকিল, "দিদি"। কেহ আসিল না। অভিমানে চারুর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

বিন্দি ঝি কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ছোট-বৌদি, ডাকছ? বার্লি কি এখন এনে দেব?" চারু একটু বিস্মিত হইল, কেন না ঝিদের এত কর্ত্তব্যবুদ্ধি এতদিন ত কই দেখা যায় নাই। বলিল, "আমি বার্লি খাব না।"

"খাবে না, সেকি? না খেলে কি হয়! আনি গে।"

"না, আমি খাব না। যাও তুমি, আমার কাছে কাউকে আসতে হবে না।"

অপ্রস্তুত ও রুষ্টভাবে ঝি চলিয়া গেল। চারু বইখানা আবার টানিয়া লইয়া পড়িতে গেল, পারিল না, বড় মাথা ব্যথা করিতেছিল। এক হাতে মাথা টিপিতে টিপিতে অন্য হাতে বই খুলিয়া চারু পড়িবার চেষ্টা পাইতে লাগিল; একা সে যে থাকিতে পারে না। "মাথা ধরেছে তাও বই পড়া হচ্চে?" চারু সচকিতে মুখ তুলিয়া দেখিল, গৃহমধ্যে বার্লির বাটী হাতে করিয়া প্রসন্নহাস্যে শোভান্বিতা সুরমা দাঁড়াইয়া আছে। দেখিবামাত্র চারুর অভিমান দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। বইখানা দুই হাতে ধরিয়া, তাহার অন্তরালে যথাসাধ্য মুখ লুকাইয়া ফেলিল।

"আবার বই পড়ছ? রেখে দাও। ওতেই আরও মাথা ধরে।"

চারু পূর্ব্ববৎ রহিল। সুরমা ব্যাপার বুঝিয়া তাহার নিকটে

আসিয়া বইখানা টানিয়া লইয়া বলিল, "রাগ হয়েছে বুঝি? বার্লিটুকু খাও দেখি।"

"না, আমি খাব না।"

"আর রাগে কাজ নেই। ওঠ, জুড়িয়ে হিম হয়ে যাবে। ওঠ,—"

চারু উঠিয়া বসিয়া ভাল মানুষের মত সুরমার আজ্ঞা পালন করিল। মুখের জলটা মুছাইয়া দিয়া সুরমা তাহার পানে চাহিয়া সস্নেহ হাস্যে বলিল, "এত রাগ করেছিলে কেন? কি হ'য়েছে?"

চারু মুখ ভার করিয়া রহিল।

"বলবে না?"

"কাল সমস্ত দিন তুমি আসনি কেন?"

"ওঃ, এই জন্যে? আমি বলি না জানি কি!"

সুরমাকে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিতে দেখিয়া চারুর অভিমান আরও বাড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ডাগর চক্ষে অশ্রু ছাপাইয়া উঠিয়া, ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সুরমা দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "সত্যি সত্যি কাঁদ্‌লি চারু?"

চারু মুখ সরাইয়া লইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। বিস্ময়ের কয়েক মুহূর্ত অতীত হইলে, সুরমা জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া পালঙ্কে চারুর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। অন্যমনস্কভাবে উজ্জ্বল আয়ত চক্ষে গবাক্ষপথে চাহিয়া কত কি যে ভাবিতে লাগিল, তাহা সেই বলিতে পারে। একবার অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "এমন কিন্তু কখনও দেখিনি—ভাবতেও পারিনি!"

অনেকক্ষণ অতীত হইল। কেহ কাহারও সহিত কথা

কহিল না। চারু কয়েকবার চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, সুরমা ম্লান গম্ভীর মুখে গবাক্ষপথে চাহিয়া আছে। তাহার মনে হইল, নিশ্চয় দিদি রাগ করিয়াছে। ধীরে ধীরে নিকটে সরিয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি!"

অন্যমনস্কভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া সুরমা উত্তর দিল, "কেন?"

"রাগ করলে দিদি?"

সুরমা মুখ ফিরাইয়া উজ্জ্বল চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "কেন করব না? আমাকে এ রকম অপদস্থ করা কি তোমার উচিত? তোমার কি একটু বোঝা উচিত নয়? তোমার একি ছেলেমানুষী—এ কি খেলা? আমি তোমার কে তা কি তুমি জান না? আমাকে—" সহসা সুরমার উত্তেজিত স্বর থামিয়া গেল। দেখিল, চারুর ম্লান মুখশ্রী একেবারে পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে; ভীত দুর্ব্বল চারু এক হাতে খাটের রেলিং চাপিয়া ধরিয়া, অন্য হাতে সুরমারই স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সুরমা তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিল। পাখা লইয়া ত্রস্তে বাতাস করিতে করিতে ভীতকণ্ঠে ডাকিল, "চারু, বোন্।"

চারু ক্রমে নিজেকে সামলাইয়া লইল। চোখ বুজিয়া উত্তর দিল, "দিদি!"

"আমি বড় খারাপ লোক। আর বকব না, চারু। আর তোমায় কিছু বলব না।"

বালিকার মত কাঁদিয়া ফেলিয়া চারু বলিল, "তুমি কেন রাগ করলে দিদি? আমি ত কোন দোষ করি নি।"

চারুর চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধস্বরে সুরমা বলিল, "চুপ কর্—চুপ কর দিদি!—তোমার দোষ? দোষ তোমার কাছে কখন ঘেঁস্‌তেও পারে না। দোষ আমার—আর কার বল্‌ব? নইলে তোমার সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধ কেন হ'ল!"

"কি সম্বন্ধ দিদি?"

"কিছু না। তুই এখন একটু ঘুমো দেখি।"

"ঘুমুলে তুমি উঠে পালাবে না?"

"না। তোর সঙ্গে আমার কিছুদিন থাকার দরকার দেখ্‌ছি। তোর কাছে থাকলে, আমার মনের এ কয়লাকালোও বোধ হয় ফর্সা হয়ে উঠবে! যতদিন তা না হয় তোকে আমি একটা কথা বল্‌ব, তা রাখিস্ যদি তবেই আমি সব সময় তোর কাছে থাকব—বল রাখ্‌বি?"

"রাখ্‌ব।"

"নিশ্চয়?"

"নিশ্চয়ই।"

সুরমা একটু থামিয়া, একবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কখনো স্বামীর—তোর স্বামীর কাছে আমার সম্বন্ধে কোন কথা গল্প কর্‌তে পাবি নে।"

"তোমার সম্বন্ধে কি কি কথা?"

"যে কথাই হোক না কেন, যাতে আমার সংশ্রব আছে। যেমন, আমি তোর সঙ্গে কি কথা কই, কি ব্যবহার করি, কখন তোর কাছে আসি, বা তুই কখন আমার কাছে থাকিস্। এই সব?"

চারু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন দিদি?

"সে যে কেউই হোক না—তুই এখন আমার কথা রাখ্‌বি কি না ?"

নিতান্ত ক্ষুণ্ণস্বরে চারু বলিল, "আচ্ছা।" তার পরে একটু ভাবিয়া বলিল, "যদি তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করেন ?"

সুরমা বলিল, "কখনো তা জিজ্ঞাসা করেছেন কি ?" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চারু ভীতভাবে বলিল, "না।"

"তবে কখনো করবেন না। যদি কখনো করেন ত তখন যা করা উচিত তা ভেবে দেখা যাবে। যাক, এখন শুয়ে শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি। আমি এখন যাই।"

চারু ব্যস্তভাবে বলিল, "না দিদি, ব'স না কেন ?"

"তোর বর যে এখনি আসবে।"

"[illegible]নই বা।"

"এই বুঝি তোমায় এতক্ষণ ধরে বোঝালাম ? ঐ বুঝি আসছেন !"

চারু ব্যস্তভাবে বলিল, "যদি জিজ্ঞাসা করেন, কাছে কে ছিল ?"

সুরমা অন্য কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বলিস্ বিন্দি। না হয় কিছু বলিস্ নে, সে জিজ্ঞাসা করবে না।"

"যদি করেন ? ও-দিদি, বলে যাও—দিদি,—"

দিদি ততক্ষণ সে মহল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। অমরনাথ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে ?"

চারু নীরবে রহিল। ভয় হইল, যদি স্বামী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন !

"কেমন আছ? মাথাটা ধরে নি ত আর?" বলিতে বলিতে অমরনাথ তাহার শীতল ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল। "না বেশ ঠাণ্ডা আছে।" একটা পিল লইয়া অমরনাথ চারুকে সেবন করাইয়া বলিল, "আমি এখন নাইতে যাচ্ছি। বিন্দিকে ডেকে দিয়ে যাব নাকি?"

অমরনাথ বেশী তত্ত্বানুসন্ধান না করায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চারু বলিল, "বিন্দি ঝিকে?—আচ্ছা দাও?"

অমরনাথ চলিয়া গেলে অনতিবিলম্বে, বিন্দি ওরফে বৃন্দাবলী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। "বাতাস করব কি বৌদিদি?"

"না, তুমি ব'স। আমি গল্প করব। দিদি কোথায় গেলেন জান?"

"রান্নাবাড়ীর দিকে গেছেন হয় ত।"

"কখন আস্‌বেন?—তুমি ততক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প কর্‌না।"

"কি গল্প বল্‌ব? শোলোক?"

"না, তোমাদের দেশের গল্প কর।"

"আমাদের দেশের কিই বা গল্পের মত আছে বৌদিদি। তার চেয়ে তোমাদের কল্‌কাতার গল্প কর। তুমি কল্‌কাতার মানুষ—এখানে কি মন বসে, না ভাল লাগে।"

"না বিন্দু ঠাকুঝি—সেখানের চেয়ে আমার এইখানেই ভাল লাগে। সেখানে আর কেই বা ছিল, সেখানে ভাল লাগ্‌বার মত কিছুই ছিল না।"

"ওমা সেকি! এই বলে মস্ত সহর, তা মানুষ নেই? এই আমাদের এখানে কর্ত্তাবউ ঝি সব দোপোর বেলায় বড় বৌদির কাছে আস্‌ত, গল্প কর্‌ত, তাস খেল্‌ত।"

"কই আমি এসে ত কিছুই দেখতে পাই নে? আর বুঝি তারা আসে না?"

"আর কার কাছে আসবে? যার কাছে আসত, তিনি আর-ওসবে মেশেন না, কাজেই আসে না।"

"কেন, মেশেন না কেন? তুমি তাদের আসতে ব'লো, আমিও তাহ'লে দিদির সঙ্গে তাদের সঙ্গে বসে খেলা করব। তারা আসবে না?"

বিন্দি ঘাড় কাত করিয়া বলিল, "আসবে বই কি, বল্লেই আসবে।"

"দিদিকে তোমরা খুব ভালবাস, না? তিনি আমায় ভারি আদর করেন, কত ভালবাসেন। তিনি বড্ড ভাল লোক, না ঠাকুঝি?"

বিন্দি তুমুল আড়ম্বরে আরম্ভ করিল, "বড়-বৌদির কথা বলছ ছোট-বৌদি! ওঁর কতটুকুই বা তোমরা জান। আমরা ওঁকে বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেছি, সেই থেকে ওঁর বুদ্ধি, বিবেচনা, দয়ার কথা কত বা একমুখে বলব। কর্ত্তাবাবুর ত উনি প্রাণ ছিলেন। তিনি ত 'মা' 'মা' করে একেবারে গলে যেতেন। ওঁরই কর্ত্তাবাবুকে বা কত ছেদ্দা ভক্তি। ঠিক ছেলের মতন যত্ন করা। এমন কেউ পারবে না।" এইরূপ কথা বহুক্ষণ চলিতে লাগিল। চারুও সাগ্রহে একান্ত মনোযোগের সহিত তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত আরাম বোধ করিতে লাগিল। সুরমার কখনও শান্ত স্নিগ্ধ স্নেহপূর্ণ, কখনও তীব্র তেজঃপূর্ণ এবং নিতান্ত নিঃসম্পর্কের মত ব্যবহার, মাঝে মাঝে চারুকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। কখনও বা তাহার

উদার ও একান্ত সহানুভূতিময় ব্যবহার, করুণা-উৎসের ন্যায় তাহার মুখ ও স্নেহকণবর্ষী আয়ত চক্ষু দেখিলে, চারুর তাহাকে নিতান্ত আপনার জন এবং জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদের মত জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করিত; আবার, কখনও তাহার গম্ভীর অস্বাভাবিক জ্যোতিপূর্ণ চক্ষু দেখিলে অকারণেও ভীত হইয়া পড়িতে হইত। এ প্রহেলিকা চারুর নিকট অত্যন্ত নূতন। একটা মানুষ যে ক্ষণে ক্ষণে এমন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহা তাহার সংস্কারের বহির্ভূত। অসন্তুষ্ট হইলে মানুষ বড় জোর মুখ ভার করিয়া পাশ ফিরিয়া বসে, এই পর্য্যন্ত তাহার ধারণা। রাগ না হইলেও লোকে যে কিরূপে এত গম্ভীর হয় এবং গম্ভীরই বা কেন হয়, ইহা তাহার বুদ্ধির অতীত। সুরমাকে অমরনাথের পরই পৃথিবীতে একমাত্র তাহার আপনার জন বলিয়া চারুর ধারণা হইয়াছে এবং তাহার মত সরলা এবং সাংসারিক বুদ্ধিলেশ-মাত্রহীনার এ ধারণা হওয়াও স্বাভাবিক। সুরমাকে দিদি জানিয়া মাণিকগঞ্জে আসিবার সময় হইতে তাহার স্নেহাকাঙ্ক্ষী মন তৃষিত হইয়াছিল। তাহার পরে শ্বশুরের সস্নেহ আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সুরমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করায়, সেও একান্ত বিশ্বস্ত চিত্তেই সুরমার উপরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। চারু ও অমরের সেখানে পদার্পণ করার পরে, তাহাদের ও শ্বশুরের প্রতি ক্লান্তিশূন্য আন্তরিকতাপূর্ণ যত্নে চারুর নিকটে সুরমা সত্যই দেবীর আসনে বসিয়াছিল। সুরমার প্রতি শ্বশুরেরও শ্রদ্ধাসূচক বাক্যে চারুর সে ভক্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কার্য্যকুশলা, স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, করুণাময়ী যে তাহার আপনার জন, ইহা মনে করিয়া তাহার অত্যন্ত

আহ্লাদ হইত। তাই সময়ে অসময়ে, কাজে অকাজে, কারণে অকারণে বড় আনন্দে সে ডাকিত—'দিদি'।

কিন্তু শ্বশুরের দেহান্তের পর সুরমার ব্যবহারে চারু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একি! কাল যে এমন সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছে, আজ তাহার একি পরিবর্ত্তন! কিসে এমন হইল ভাবিয়া চারু ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে স্বামীকে সে কারণ জিজ্ঞাসা করিত, স্বামী গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকিতেন। চারু অগত্যা নীরব হইয়া পড়িত এবং সুরমার নৈদাঘ মেঘের মত মুখকান্তি দেখিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইতেও সাহস হইত না।

আজ চারু তাই তাহার দিদিকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সুরমার অদ্যকার ব্যবহারও যেন অধিকতর নূতন। এতখানি স্নেহ যে তাহার মধ্যে আছে ইহা যেন চারুও আর আশা করিতে পারিতেছিল না। তাই তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করিতেও তাহার অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ হইতেছিল। বিন্দির মুখে তাহার শ্বশুরের সময়কার সংসারের সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে তাহার মানস-নেত্রে যে একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল, সে চিত্র শুধু সুখময়, শান্তিপূর্ণ ও অনাবিল স্নেহমাখা। চারু জ্ঞানে নিজের পিতাকে দেখে নাই এবং পিতার কন্যাস্নেহ বা পিতাকে কন্যায়ও কতখানি ভালবাসিয়া থাকে, তাহা সে জানে না; তাই এই চিত্র তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল। আবার এই চিত্রের মধ্যে সুরমাই যেন প্রধান দর্শনীয় ব্যক্তি! চারু গর্ব্বে, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "দিদি আমায়ও খুব ভালবাসেন, বিন্দু ঠাকুঝি।"

সেই সময়ে অমরনাথ কক্ষে প্রবেশ করায় চারু মাথার কাপড় টানিয়া দিল। অগত্যা বিন্দি দাসী বাক্যস্রোত বন্ধ করিয়া ব্যজনী রাখিয়া উঠিয়া গেল। অমরনাথ সহাস্য মুখে বলিল, "এত গল্প হচ্চে কিসের? বিন্দুর সঙ্গে বেশ ভাব করে নিয়েছ দেখ্‌ছি যে।" চারু উৎফুল্ল মুখে সাগ্রহে বলিল, "আমরা দিদির গল্প কচ্ছিলাম।" অমরনাথ প্রথমটা নীরব রহিল। কিন্তু বারে বারে একজনের কথা সম্মুখে উত্থাপিত হইলে সব কথার মধ্যে উদাসীন থাকাও যায় না, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমরনাথ বলিল, "গল্প কর্‌বার মত এত ভাল কথা নাকি?"

"সে গল্প নয়। এমনি কত কি কথা। দিদি বড় ভাল লোক, নয়?"

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি তা কেমন করে জানব?"

"সবাই জানে আর তুমি তা জান না? দিদিকে সবাই খুব ভালবাসে। বাবা ভারী ভালবাসতেন, দিদিকে তিনি মা ব'লে ডাক্‌তেন।"

অমরনাথ ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পরে মৃদুস্বরে বলিল, "তা জানি।"

"দিদির বাবা দিদিকে কতবার নিতে এসেছেন, তা বাবার কষ্ট হবে বলে, আর পাছে সংসার বিশৃঙ্খল হয় বলে, তিনি দুদিনের জন্যেও কোথাও যেতেন না।"

অমর অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু হাসিয়া বলিল, "আমি বলি, না জানি কত নিরীহ দৈত্য দানবদের ঘাড়ে যত

আজগুবি কাণ্ডের দায়িত্ব চাপিয়ে কত নতুন নতুন ঘটনাই শুনছি—"

চারু সে কথা কানে না তুলিয়া পূর্ব্বের মত বলিয়া যাইতে লাগিল, "দিদি চাকর চাকরাণীদের পর্য্যন্ত খুব ভালবাসেন। বিন্দু ঠাকুঝি কত যে গল্প কচ্ছিল। আর তাঁর মতন সংসারের হিসেব রাখতে, সকলকে যত্ন করতে, কাজ কর্ম্ম করতেও কেউ জানে না।"

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তবে আমার চেয়েও তুমি বেশী জান বল। আমি ত দেখ্‌ছি তার সম্পূর্ণ উল্টো। এখন তুমি কেমন আছ বল দেখি? কোন অসুখ বোধ হচ্চে না ত?"

"না, বেশ ভাল আছি। তুমি উল্টো কি দেখলে বল্‌লে?"

"থাক্, আর ওসব কথায় কাজ নেই। কি পড়লে দেখি?"

"না তা হবে না। কাকে উল্টো দেখ্‌লে বল?"

"এই তোমার দিদির কথা যা বল্‌ছিলে। আগে তিনি ঐ রকমেই ছিলেন—চারিদিকে শুন্‌তে পাই, কিন্তু চাক্ষুষে যা সব দেখছি তাতে উল্টোই ত বোধ হয়।"

"চাক্ষুষে কি দেখছ? বল না, বল্‌তেই হবে তোমায়, নইলে বই কেড়ে নেব।"

অমরনাথ পুস্তকে মন দিবার চেষ্টা করিতেছিল। পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "তিনি এখন ত কোন কিছুই দেখেন না! সংসারের সঙ্গে সম্পর্কই ছেড়ে দিয়েছেন।

সেজন্যে সংসারের ভারী বিশৃঙ্খলা হয়েছে। কাকা তাঁর বুঝিয়ে বল্‌তে বলাতে আমি সেদিন বল্‌তে গিয়েছিলাম, তা—"

"তা—কি? দিদি কি বল্লেন?"

"সে সব তুমি ছেলে মানুষ বুঝবে না। মোট কথা এই যে, তিনি মনে করেন, এখন আর তাঁর সঙ্গে কারুর—অর্থাৎ সংসারের কোন সংশ্রবই নেই। সংশ্রব রাখ্‌তেও তিনি অনিচ্ছুক।"

চারু বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। আবার তাহার নিকটে সরমা অত্যন্ত প্রহেলিকা হইয়া উঠিতে লাগিল। জোর করিয়া সে ভাবটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চারু বলিল, "তা হোক, আমায় তিনি কিন্তু খুব ভালবাসেন।"

অমরনাথ মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতভাবে রহিল। নিতান্ত অসঙ্গত স্থানে বেমানান কোন কথা শুনিলে লোকে যেমন থম্‌কিয়া যায়, সেই ভাবে কিছুক্ষণ বাক্‌হীনভাবে থাকিয়া শেষে ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "তা' হবে!"

চারু বুঝিল না। উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমার মাথা ধরেছিল বলে কত মাথা টিপে দিতে লাগ্‌লেন, বড্ড নরম হাত, আর কত ঠাণ্ডা। তাঁর কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে আমার মাথা যেন তখনি ছেড়ে গেল। আমিও আমার দিদিকে খুব ভালবাসি।"

অমরনাথ মনে মনে সত্যই বিস্ময়ান্বিত হইয়া উঠিতেছিল—এ কি রহস্যচিত্র তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে! এ যে নিতান্তই আরব্য-উপন্যাসের গল্প! অমরনাথ জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার কাছে ত আমিও তোমায় খুব

ভালবাসি। তোমার মতন লোককে ভালবাসা বোঝান যা শক্ত তা আমার বেশ জানা আছে।"

"কেন আমি কি কিছু বুঝতে পারি নে? এত বোকা আমি?—আচ্ছা সত্যি কি তুমি আমায় খুব ভালবাস না? সত্যি ক'রে বল।"

অমরনাথ একটু গম্ভীরভাবে রহিল। তারপর সপ্রেম হাস্যে চারুর গাল দুটি টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "এই যে দিব্যি বুদ্ধি হয়েছে দেখছি। কথা বলতেও শিখে ফেলেছ।"

"আমি ভালবাসাটাও বুঝতে পারব না, তুমি এত বোকা ভাব আমায়?—আমি নিশ্চয় বলতে পারি, দিদিও আমায় খুব ভালবাসে।"

"তোমার মত লোকই সুখী চারু। তুমি কখনো দুঃখ

"কেন?"

"অতি সহজে সবাইকে আপনার করে নিতে পার।"

"তবু বলবে? আমি বুঝতে পারি কি না; তোমায় শোনাচ্ছি দাঁড়াও। এই শোন, দিদি কিন্তু তোমার ওপরে একটু রাগ ক'রে আছেন।"

অমরনাথ উচ্চ হাস্যে বলিল, "সত্যি নাকি? বড্ড আবিষ্কার করেছ যাহোক্ এবার। না, তোমার বুদ্ধি আছে তা আর অস্বীকার করবার যো নাই।"

"কেবলি ঠাট্টা। নইলে দিদি তোমায় কেন ওরকম বল্লেন, বলতে পার?—" বলিতে বলিতে চারুর সহসা মনে পড়িল, সুরমা তাহাকে কি নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। একদিনও সে

তাহার দিদির কথাটা যে রাখিতে পারিল না, ইহাতে চারু সহসা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও ভীত হইয়া পড়িল।

অমরনাথ ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিল, "কথাটা কি?"

চারু ভীতস্বরে বলিল, "আর বল্‌ব না। দিদি শুন্‌লে, আমারি ওপরে হয় ত খুব রাগ করবেন।"

"তা ত করবেনই। আমায় যদি কিছু বলে থাকেন তিনি, তা শোনবার আমার এমন জরুরি দরকার ছিল না, কিন্তু তুমি আজ এই সব কথা ছাড়া আর যে কোন কথা কিছু কইবে, এমন সম্ভাবনা ত দেখ্‌ছি না—"

চারু বাধা দিয়া বলিল, "না তা নয়, তোমায় কিছু বলেন নি দিদি, তাঁর নিজেরই কথা—"

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে অমরনাথ বলিল, "আর না চারু, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। দুটো একটা অন্য কথা বল। একটু হার্ম্মোনিয়মটা বাজাই শোন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অমরনাথ নিজ সংসারের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে না পারিয়া এবং কতকটা সুরমার উপর অভিমান করিয়া তারিণী-চরণকে ডাকিয়া সংসারের ভার দিল। তারিণীচরণের কর্ম্ম-কুশলতার প্রতি তাহার অগাধ বিশ্বাস। তারিণী আসিয়া কর্ত্তার শ্যালকের উচ্চ পদবীর পূরা অধিকার জাঁকাইয়া তুলিয়া

কাজে লাগিয়া গেল; এবং তাহাতে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সংসারের চাকর দাসী আত্মীয়স্বজনরা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কারণ তারিণী অতিশয় রাশভারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও মজবুত লোক।

ভিতরে এইরূপ গণ্ডগোল। সহসা একদিন সুরমা শুনিল, বৃদ্ধ শ্যামাচরণ রায় হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া অমরের নিকট বিদায় লইয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন। সুরমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিয়া যান নাই। স্তম্ভিতা সুরমা ভাবিল, "আর নয়, কর্ণধারহীন নৌকা এইবার ডুবিবে।"

অমর কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, তারিণীর সাহায্য চাহিলে তারিণী বলিল, "ভয় কি? আমি এসব কাজ খুব ভাল পারি। যত পুরোণো লোকগুলো একদিক থেকে তাড়াতে হবে। অনেক দিন ধরে ক্ষমতা হাতে থাকায় তাদের ভারি আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে।"

সন্দিগ্ধচিত্তে অমর বলিল "তাইত"। কিন্তু প্রভাতে তারিণী আসিয়া সংবাদ দিল যে, নূতন ব্যবস্থা জারি করিতে গিয়া সে দেখিয়াছে, সব বিষয়ের উপরে বড়বধূঠাকুরাণীর নাম-আঁকা পতাকা উড়িতেছে। সহসা আজ বড়বধূঠাকুরাণী সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্বের ভার হাতে লইয়াছেন। তবে আর তাহাকে দরকার কি?

কিন্তু এ নালিশে উল্টা ফল হইল। অমর সাগ্রহে বলিল, "সত্য নাকি? তিনি ভার নিয়েছেন? আঃ, বাঁচা গেল, পুরুষে গৃহস্থালীর কি জানে ভাই—আর তুমিও ত নতুন লোক।"

অভিমানে ফুলিয়া তারিণী বলিল, "তবে বিষয় কাজেও ত তাই।"

এমন সময়ে সুরমাকে সহসা সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সুরমা অসঙ্কোচে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "তুমি নতুন লোক, এখনকার কিছু জান না সত্য, কিন্তু তবুও তুমি আপনার লোক; তুমি স্বচ্ছন্দে দাওয়ানের পদ নাও, যদি কিছু সাহায্য দরকার হয়, আমি বলে দিতে পারব। বাবা কাকা আমায় বিষয় কাজের সমস্ত জানাতেন, সেজন্য আমি অনেকটা জানি।"

স্ত্রীলোকের কর্ত্তৃত্বের অধীনে তাহাকে দেওয়ানি পদ গ্রহণ করিতে হইবে? তারিণী বিরক্তভাবে অমরের পানে চাহিল। অমর কিন্তু যেন অধিকতর বিস্মিত, আনন্দিত ও ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, "তা'হলে তারিণী আর তোমার কোন আপত্তি নেই?"

সুরমা তারিণীকে বলিল, "তোমার আপত্তি আছে কি কিছু এতে?"

তারিণী মাথা নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "না", কিন্তু মনে মনে বলিল, "তোমার ক্ষমতা কিছু কমানো দরকার।"

সুরমা চলিয়া গেল। তারিণীও কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করিল। অমরনাথ সহসা সুরমার এই পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইয়াছিল। ভাবিল, "এর অর্থ কি?"

সংসার বেশ সুনিয়মে চলিতে লাগিল। বিষয়কার্য্যে তারিণী সাহায্য চাহিত না, তথাপি সুরমা অযাচিতভাবে তাহাকে উপদেশ দিত। নিরুপায় তারিণী নীরবে সহ্য করা ভিন্ন উপায় দেখিল না।

চারু এখন যেন বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার সাজসজ্জা হইতে

গৃহসজ্জা পর্য্যন্ত সমস্তই যেন নূতন রুচির পরিচয় দিতেছে। নূতন নূতন শিল্পশিক্ষা, লেখাপড়ার চর্চ্চা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নূতন কার্য্যে সে একান্তমনে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে। অমরনাথ দাতব্য চিকিৎসায় নিজের অধীত বিদ্যার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে বন্দুক লইয়া শিকার করিয়া আসিয়া চারুকে তাঁহার কার্য্য হইতে যে সময়ে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়, সে সময়টিই চারুর যা বিশ্রামের কাল। সুরমা অমরের সঙ্গেও পূর্ব্বের মত আর নিঃসম্পর্কের ন্যায় ব্যবহার করে না। তবে চারুর নিকটে সে যেমন অকুণ্ঠিতভাবে আপনাকে ছাড়িয়া দেয়, সেখানে সেরূপ নয়। যখন বৈষয়িক কোন গোলমাল উপস্থিত হয়, কোন বিশৃঙ্খলা হয় বা অবশ্যজ্ঞাতব্য কোন বিষয়ে তাহার মতের প্রয়োজন হয়, সেই সময়ে মাত্র সুরমা অকুণ্ঠিতভাবে অমরের সহিত সে বিষয়ের আলোচনা করে। অন্যথা গৃহিণীপণা ও চারুকে লইয়াই তাহার সময় কাটে। বিষয়েরও ক্রমশঃ উন্নতিই দেখা যাইতেছিল। যে ক্ষণেকের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে এতবড় সংসারযন্ত্রের উচ্ছৃঙ্খল গতি নিপুণ কর্ণধারের মত ফিরাইতে পারে, তাহার ক্ষমতা এমন কোন অন্ধ ব্যক্তি নাই যে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে। বিশেষতঃ অমর যে সর্ব্ব বিষয়ে অক্ষম। তাই সুরমাকে এখন সে মনে এবং বাহ্যতঃও অত্যন্ত মান্য করিয়া চলে। অমর কিছুদিন পূর্ব্বে সুরমার সম্বন্ধে যে মনোভাব পোষণ করিয়াছিল, তাহা মনে পড়িলেও এখন সে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।—সুরমার উল্লেখমাত্রে তাহার মস্তক এখন সসম্মানে অবনত হইয়া আসে। যেখানে আত্মগ্লানি, সেখানে শ্রদ্ধাও তদনুপাতে অনেকটা বেশী হয়।

দ্বিপ্রহরের বিরামসুখের অবসরে চারু ও সুরমা দুইজনে বসিয়া নিপুণভাবে শিল্পকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল। নিকটে দোল্‌নায় ফুল্লকুসুমতুল্য শিশু ঘুমাইতেছিল। চারু অল্প দারি মাস হইল একটি পুত্র প্রসব করিয়াছে।

সুরমা বলিল, "আর পারিনে, চারু তুই এটুকু শেষ কর।"

"না তা হবে না দিদি—তা'হলে হয় ত ভাল হবে না।"

"বেশ হবে। খোকা উঠেছে, আমি ওকে নি।"

"আঃ, একটু কাঁদুক না দিদি, শেষটুকুতেই তোমার যত আলিস্যি।"

সুরমা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিল। চারু অভিমানে বলিল, "তবে আমিও কর্‌ব না।"

"আচ্ছা রেখে দে, কাল হবে। খোকাকে একটু মাই দে দেখি।"

"তুমি কেবল আমায় একটা-না-একটা ফরমাস্ কর্‌বেই।"

"আচ্ছা তবে বল্‌ব না, যাও তোমার ঘরে যাও।"

চারু হাসিয়া ফেলিল, "তাই বুঝি? তিনি শিকারে গেছেন।"

সুরমাও মৃদু হাসিয়া বলিল, "একবার শিকারে ত এই হরিণটি ধরে এনেছেন, এবার কি ধরে আনবেন?"

"আমি বুঝি হরিণ? তবে এবার একটা বাঘ ধরে আন্‌বেন হয় ত।" নিজের কথায়, চারু নিজেই অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। সুরমা একটু গম্ভীরভাবে বলিল, "বাঘ ত ঘরেই আছে, একটা ফেউ হলে ঠিক হ'ত।"

চারু বুঝিতে পারিল না। "বাঘ? ও—চিড়িয়াখানার বাঘটা বুঝি? তা ফেউ কি হবে? সে বাঘ ত কাউকে

কিছু বলে না। মানুষকে আর জন্তুকে সতর্ক করতেই না ভগবান ফেউ করেছেন ?"

"তাকে যে খাঁচায় পুরে রেখেছ—নইলে সে শিকারীর ঘাড় ভাঙ্ত হয় ত।"

"তা সে বাঘটাকে ত আমাদের শিকারী ধরে নি, সেটা যে কেনা বাঘ।"

"তা বটে।" বলিয়া সুরমা খোকাকে আদর করিতে লাগিল। চারু আলস্যে শুইয়া পড়িয়া বলিল, "কিছু ভাল লাগ্‌ছে না দিদি! সেই ভোরে গেছেন, শিকার কি ফুরোয় না ?"

সুরমা নিদ্রিত শিশুকে পুনরায় শয্যায় শোয়াইয়া বলিল, "এখনি কি! আগে সন্ধ্যা হোক্, না খেয়ে নাড়ী চুঁইয়ে যাক্, মুখময় কালীর দাগ পড়ুক, তবে ত।"

"দেখ দেখি অন্যায় দিদি! তুমি একটু বারণ কর না কেন ?"

"এইবার ঠিক্ কথা বলেছ—সে বারণ একেবারে অকাট্য!"—বলিয়া সুরমা সেলাইটা পুনর্ব্বার হাতে তুলিয়া লইল। এইবার সুরমার কথার শ্লেষটা চারু বুঝিতে পারিয়া মনে মনে দুঃখিত হইল। কিন্তু কি বলিবে উত্তর না পাইয়া নীরবেই রহিল। চারুকে নীরব দেখিয়া সুরমা হাসি-মুখে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "রাগ কল্লে নাকি ?"

"তুমি মধ্যে মধ্যে এরকম দুঃখ দিয়ে এক একটা কথা কেন বল দিদি ?"

"কি জানি? আমার ওটা স্বভাব চারু! আমি চিরকাল কুঁদুলে।"

"আমি কি তাই বল্‌লাম ?"

"না বলিস্‌ দেখ্‌তে পার্সনে? এই তোর সঙ্গে এক প্রস্তুত হয়ে গেল। আমি ছোটবেলায় আমার বাবার সঙ্গে কি করে ঝগড়া করতাম শোন।"

"তোমার বাবা! আচ্ছা দিদি, তোমার বাপের বাড়ী যাবার জন্যে মন কেমন করে না ?"

"না।"

"আমার যদি কেউ থাকৃত, তা'হলে আমার কিন্তু করত দিদি।"

"বলেছিই ত আমি এক রকমের মানুষ। এখন ঝগড়ার কথা শোন্।" চারুকে ব্যথা দিয়াছিল বলিয়া অনুতপ্তা সুরমা গল্পটাকে নানা রকমে ফেনাইয়া তাহার ক্লিষ্ট মনটিকে উৎফুল্ল করিতে চেষ্টা করিল। বর্ণনার ধূমে চারু হাসিয়া গড়াইতে লাগিল।

"ব্যাপার কি—এত হাসি—" উভয়ে আত্মসংবরণ করিয়া দেখিল, সম্মুখে অমরনাথ। চারু চকিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, কখন এলে ?"

"খানিক আগে। এত হাসির কারণটা কি ? সিঁড়ি থেকে হাসি শোনা যাচ্ছিল, ব্যাপার কি ?"

"ও এমনি একটা গল্প শুনে। দিদি, উঠ্‌ছ কেন ?"

"খাওয়াটার বুঝি দরকার নেই ?"

বাধা দিয়া অমর বলিল, "খাওয়া যথেষ্ট হয়েছে; এখন আর কিছু খাব না।"

"তবে আর কি,—ব'স দাদা।"

অমর ও চারুর এরূপ গল্পগুজবের মধ্যে সুরমা কখনও বসিত না এবং তাহারাও অনুরোধ করিতে সাহস করিত না। আজ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সুরমার একটা অতর্কিত কথা উচ্চারণে চারু ব্যথিত হইয়াছিল, এখন সহসা সে এই অনুরোধ করায় আবার তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে সুরমার মন উঠিল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনও এমন অসতর্ক-ভাবে থাকিবে না। চারু অমরকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "বোস না।"

সুরমার বিপন্ন ভাব অমর বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সেও ইতস্ততঃ করিতেছিল। এক্ষণে চারুর কথায় উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা বসিয়া পড়িল। সুরমা ঘুমন্ত শিশুকে টানিয়া কোলে লইল।

"কি শিকার কল্লে? দিদি বল্‌ছিল ফেউ ধরে আন্‌বে।"

"ফেউ!"—ঈষৎ হাসিয়া অমর বলিল, "কি রকম? ফেউ কেন?"

"আমি নাকি হরিণ! খাঁচার বাঘটি যদি কাউকে ধরে, তাই ফেউটা নাকি আমাদের সতর্ক করে দেবে।"

"তুমি হরিণ আর আমি? বরাহ টরাহ নাকি?"

"তুমি ত শিকারী।"

"তা সে বাঘটা খাঁচায় আছে, তাকে এত ভয় কেন হঠাৎ?"

বিপদ দেখিয়া সুরমা ত্রস্তে বলিয়া ফেলিল, "না না, সে কথা হয় নি? চারু এক বুঝ্‌তে আর বোঝে। শিকারের কি হ'ল?"

অমর একটু খুসী হইয়া একেবারে সুরমার পানে চাহিয়া বলিল, "গোটাকত হাঁস আর বটের, দেখবে?"

অমরের এই অসঙ্কোচ দৃষ্টিপাতে সুরমা মুখ নত করিল। চারু বলিল, "না ও আমাদের ভাল লাগে না; আহা, বেচারারা কি দোষ করে যে ওদের মার?"

অমর বলিল, "তা মাছটাও ত শিকার করেই খেতে হয়।"

সুরমা শিশুকে শোয়াইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

"উঠ্‌লে কেন দিদি? এস না শেলাইটা শেষ করি।"

"তুমি কর। আরও কাজ আছে—"

সুরমা কথা শেষ করিতে না করিতে অমর উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "একটু জিরুতে হবে—বড় গা ব্যথা কচ্চে।" সুরমার সে সভায় বসিতে অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়াই যে অমরনাথ চলিয়া গেল, সুরমা তাহা বুঝিল।

চারু বলিল "দুজনেই যাচ্চ আর আমি একা বসে থাক্‌ব বুঝি?"

"আয় তবে শেলাইটা শেষ করি।"

"বেশ তাই এসো।" উভয়ে কার্য্যে নিবিষ্ট হইল; কিছুক্ষণ পরে খোকা কাঁদিয়া উঠায় সুরমা চারুর হস্ত হইতে শেলাই কাড়িয়া লইয়া বলিল, "তুই ওকে নে, আমি এটা শেষ করে আনি গে।"

"আমি একা থাকব?"

"একা কেন—ওদিকে যাও না।"

"তবে আমি যাব না।"

"ঠাট্টা নয়—যাও, যদি কোন দরকার হয়, দেখগে। আর খাওয়ার কথাটাও ব'লো।"

"আচ্ছা" বলিয়া চারু উঠিয়া গেল।

শেলাই হাতে লইয়া সুরমা ভাবিতে বসিল। সে কেন এরূপ ব্যবহার করিয়া অমরনাথকে বিপন্ন করে? এই সঙ্কোচে কি অমরের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ আছে, তাহাই অমরের মনে জাগাইয়া দেওয়া হয় না? অমর যে সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলিয়াছে, অমরের মনে তাহাই জাগাইয়া দেওয়ার অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি আছে! জগতে সুরমার পক্ষে ইহার অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কিছুই নাই! সে কথা দূর হোক্, সে চারুর স্বামী। চারুর স্বামীর মনে এরূপ একটা গ্লানি জাগাইয়া দেওয়া কি তাহার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত? যে সরলা তাহাকে তাহার স্বামীর সঙ্গে একটু আত্মীয়ভাবে মিশিতে দেখিলেও আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, সেই চারুর সর্ব্বস্ব যে স্বামী, তাহার মনে মুহূর্ত্তের জন্যও লজ্জা বা অনুতাপের আকারে অন্য ভাব আসিতে দেওয়া সুরমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। যদিও অমর তাহার কাছে যে অপরাধ করিয়াছে, সে অবহেলার ইহাই প্রতিশোধ, তথাপি চারুর স্বামীর উপরে যে সে অন্যায়ের প্রতিশোধ লওয়া তাহার ভাগ্যে নাই। নহিলে সে আবার নিজ কর্ত্তব্যবুদ্ধি চারুর সংসারে নিয়োজিত করিল কেন? প্রতিশোধ লইব না, মনে করিয়াও এটুকু জুয়াচুরী করা কি তাহার উচিত হইতেছে? দিদির কর্ত্তব্যটুকু সে কেন যথাযথভাবে করিয়া উঠিতে পারে না? এ দুর্ব্বলতাটুকু তার আর কতদিনে যাইবে?—সুরমা শেলাই ফেলিয়া উঠিল। কক্ষান্তরে গিয়া থালে খাদ্যদ্রব্য গুছাইয়া লইয়া একেবারে চারুর শয়নকক্ষের দ্বারে উপস্থিত

হইল। মুক্ত দ্বারপথে গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তিদিগকে দেখা যাইতেছিল। চারু শিশুকে কোলে লইয়া স্বামীর বক্ষে হেলিয়া রহিয়াছে। অমরনাথ শয্যার উপরে অর্দ্ধশায়িতভাবে উপবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে উভয়কে চুম্বন করিতেছে।

নিঃশব্দে সুরমা সরিয়া আসিল। সে সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আত্মীয়ের উপযুক্ত ব্যবহারে চলিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে,—তাই কি ভগবান তাহাকে এমন পরীক্ষার মধ্যে ফেলিলেন? পা যে আর চলে না!

কিন্তু তাহার অন্তরে কি এতটুকু শক্তিও সঞ্চিত হয় নাই? জীবনের প্রথম যৌবনের আকুল বাসনার পুষ্পগুলি পরার্থপরতার দীপ্ত হোমানলে ভস্ম করিয়া ফেলিয়া তাহার হৃদয় কি একটুও বলিষ্ঠ হয় নাই? জীবনের স্নেহ, ভালবাসা, আশা, তৃষ্ণা এতগুলি জিনিষ এক নিমেষে পান করিয়া তাহার মৃত্যুঞ্জয় কঠিন প্রাণ কি এখনও এত দুর্ব্বল? না, এ প্রাণকে সবল করিতেই হইবে।

রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সুরমা ডাকিল, "চারু।" ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারু বলিল, "কে, দিদি?" ব্যস্তে সে খোকাকে শয্যার উপর ফেলিয়া দিল। খালি-হাতে অসময়ে অপ্রত্যাশিত-রূপে সুরমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অমরনাথও বিস্ময় দমন করিতে পারিল না। সেও শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। খোকা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরমাও অত্যন্ত বিপদগ্রস্তা হইয়া পড়িল। একে নিজেকে সামলাইতেই তাহার অনেকখানি বলের প্রয়োজন হইতেছে, তাহাতে আবার তাহাদের এই বিস্মিতভাব তাহাকে আরও বিচলিত করিয়া তুলিল। তথাপি সুরমা, চাঞ্চল্য সম্বরণ করিয়া,

অতি কষ্টে ভূমিতে থালা রাখিয়া, ম্লান মুখে হাসিয়া বলিল, "খাওয়ার কথা মনে নেই বুঝি ?"

চারু বলিল, "মনে ছিল, তা খেতে যে চান্ না—আমি কি করব ?"

রোরুদ্যমান বালককে শয্যা হইতে বক্ষে তুলিয়া লইতে লইতে মৃদুস্বরে সুরমা বলিল, "তবে খাওয়ার দরকার নেই ?"

"তুমি একবার বলে দ্যাখ।"

অমরনাথ তাড়াতাড়ি বলিল, "খাচ্চি, খিদেটা ছিল না—তাই বলেছিলাম।"

সুরমা দেখিল, অমরনাথ তাহাকে বিপন্ন করিতে চাহে না। নিজের অক্ষমতাকে ধিক্কার দিয়া অমরনাথের উপর ঈষৎ কৃতজ্ঞ-ভাবে চাহিয়া সুরমা বলিয়া ফেলিল "খেতে বস্‌লেই খিদে পাবে।"

অমরনাথ আর বাক্যব্যয় না করিয়া আসনে বসিয়া পড়িল। চারু পাখা লইল দেখিয়া বলিল, "না না, ওতে দরকার নেই।" চারু সুরমার ইঙ্গিত পাইয়া বারণ শুনিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে চারু বলিল, "খিদে ছিল না বলেছিলে যে ?"

"খেতে বস্‌লে খিদে পায় এখন দেখ্‌ছি।"

তবু সুরমা ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেছিল না। বালককে লইয়া অন্যমনে খেলাই করিতে লাগিল। চারু বলিল, "আর কিছু খেলে না ?"

"আর খাব না।"

সুরমা বলিল, "খিদে নেই বলে বেশী খেতে লজ্জা হচ্চে।"

অমরনাথ হাসিয়া ফেলিল। সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সেটা বোকামির লক্ষণ।"

চারু মধ্য হইতে বলিল, "তুমিই বা বুদ্ধিমানের লক্ষণ কই দেখাচ্চ?"

"দেখালাম না? খাব না বলেও এতটা খেয়েছি।"

সুরমা পুনর্ব্বার বলিল, "খাবার ঘরে এল তাই ত, নইলে—"

চারু বলিল, "নইলে আলিস্যির জন্যে অমনি থাকতেন—এত বুদ্ধি!"

"বুদ্ধি নয়? অধ্রুবের পেছনে কে এত দৌড়য়? কিন্তু যেটা ধ্রুব এসে পৌঁছয় সেটাকে যে অনাদর করে সেই বোকা।"

সুরমা এবার নিতান্ত সহজভাবে অমরনাথের পানে চাহিয়া সহাস্য মুখে বলিল, "অন্ততঃ ওর অর্দ্ধেকটা শেষ করলে ওকথা মানি।"

"বেশ" বলিয়া অমরনাথ নিরাপত্তিতে আহার শেষ করিয়া উঠিল। দ্বারের নিকটে দাসী দাঁড়াইয়া ছিল, ভুক্তাবশিষ্ট পরিষ্কার করিয়া লইয়া গেল। অমরনাথ পান খাইতে খাইতে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। চারু টেবিলের উপরটা গুছাইতে লাগিল। এখন সুরমা কি ছলে গৃহ ত্যাগ করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, "চারু, খোকাকে দুধ খাওয়ানো হয়েছে?"

"এখনও সময় হয় নি দিদি।"

"তোমার ত সময়ের ঠিক কত! খিদে পেয়েছে বোধ হচ্চে।"

শিশুকে লইয়া সুরমা চলিয়া গেল। চারু বলিয়া ফেলিল, "দিদির ছুতোর অভাব হয় না। ও এখন দুধ খাবে না, তবু চলে গেলেন।"

অমরনাথ নীরবেই রহিল। ক্ষণপরে চারু বলিল, "কি ভাবছ?"

অমরনাথ জড়িত কণ্ঠে বলিল, "কই এমন কিছু নয়, তোমার দিদি যে বড় মিশুনে হয়েছেন হঠাৎ। এমন ত কখনও দেখা যায় নি।"

"মিশুনে আবার উনি কবে নন? তবে তোমার সঙ্গে মেশেন না বটে। কি জানি, হঠাৎ হয় ত মনটা ভাল হয়েছে।"

"তাই ত দেখ্‌ছি। আচ্ছা দ্যাখ চারু, তোমার দিদি লোকটা বড় নূতন ধরণের, না? কখন কি রকমে যে চলেন, তা বোঝা যায় না।"

"বোঝা যাবে না কেন? আমি ত ওঁকে এই রকম চিরদিনই দেখে আস্‌ছি। তবে আগে মধ্যে মধ্যে এক রকম 'পর পর' ব্যবহার কত্তেন বটে। তা তখন আমি নতুন। আর তুমি যে আমার চেয়েও পরের মতন ছিলে।"

বাধা দিয়া অমর বলিল, "আমিও কবে না নতুন? আমার সঙ্গে কবে কোন সম্বন্ধ ছিল?"

চারু গম্ভীর মুখে কি ভাবিল। তার পরে মৃদুস্বরে বলিল, "অন্যায়টা কি তাঁরই? তাঁর সমালোচনা করার চেয়ে নিজের অন্যায়ের—"

অমর তাড়াতাড়ি চারুকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল, "হয়েছে হয়েছে গুরুমশায়, বক্‌তে হবে না বেশী।—সে অন্যায়ের ফল যদি এই হয়, ত আমি তাতে অনুতপ্ত নই।"

চারু নিজেকে টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি বড় দুষ্টু।"

অমর মুখে স্বীকার করিল না বটে, কিন্তু সে কথা কি সত্যই কখনও তাহার মনে জাগিত না? সুরমার সকলের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে অমরনাথের কি একবারও মনে হইত

না যে, সে কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ় অথচ স্নেহে কোমল কত বড় একটা হৃদয়ের প্রতি কত বড় অবিচার করিয়াছে? চারুর প্রতি তাহার অকপট স্নেহে অমর কি বিস্মিত হইত না? শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিস্ময়ের সঙ্গে একটা অতি সূক্ষ্ম অথচ তীব্র অনুতাপব্যথা সময়ে সময়ে কি তাহার মনে ফুটিয়া উঠিত না? উঠিত। তবে সে-ভাবকে অমরনাথ সাহস করিয়া বেশীক্ষণ হৃদয়ে স্থান দিতে পারিত না। বড় বেগগামী সেই ভাবের প্লাবন, যেন বন্যার মত। তাহার আভাস মাত্রে তাই অমর কাঁপিয়া উঠিত, সজোরে সে ভাবটাকে আটকাইয়া ফেলিয়া অমর ভাবিত, চারু—চারু—চারুই তাহারি স্ত্রী, চারুই তাহারি একমাত্র, চারুই তাহার সব। সুরমার কাহারও সহিত বিবাহ হয় নাই, হইতে পারে না, কেন না পৃথিবীর কেহ কি সে? না। সে দেবী, শুধু স্নেহ দিবার জন্যই সে সংসারের সহিত আবদ্ধ। অমরের সহিতও তাহার ঐটুকুমাত্র সম্বন্ধ, আর কিছু না। আর কোনও কথা যাহাতে তাহার মনে না জাগে, সেজন্য অমর প্রাণপণে সচেষ্ট থাকিবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বৎসর ঘুরিয়া গেল। সুরমা দিনে দিনে অমর ও চারুর সুখস্রোতের মধ্যে নিজের জীবনস্রোত মিশাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। চারুর খোকা ক্ষুদ্র অতুল তাহার হৃদয়ের ধন; চারু তাহার খেলার পুতুল। অমরেরও বৈষয়িক কার্য্যে,

সংসারের মন্ত্রণায়, আমোদ-প্রমোদে, হাসি-গল্পে সে এখন একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গী। সে বুঝিয়াছিল, যত দিন অমরের নিকটে সে সঙ্কুচিত থাকিবে, তত দিন অমরও হয় ত তাহাদের উভয়ের সম্বন্ধের কথা মনে করিয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি সে সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলিয়াছে, তাহার মনে নিমেষের তরেও সে কথা জাগিতে দেওয়া আপনাকে খর্ব্ব করা। তাই সুরমা প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে তাহাদের একজন কুশলাকাঙ্ক্ষী অকৃত্রিম বন্ধু করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিল। সুরমার যে কোন দাবী দাওয়া আছে, তাহা নিমেষের জন্যও যাহাতে কাহারও মনে না পড়ে, সেজন্য সুরমা সর্ব্বদা এমনি হাস্য ও আনন্দে মগ্ন থাকিত যে, তাহাকে দেখিলে সহজেই মনে হইত, বুঝি বিশ্বের তৃপ্তি তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ফলে সে কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। চারু ত বহুদিন তাহার সরল হৃদয় সুরমার নিকটে অতি বিশ্বস্তভাবে ধরিয়া দিয়াছে। তাই এখন অমরও তাহার অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যবহারে আশ্বস্ত হইয়া নিতান্ত স্নেহশীল আত্মীয়ের মত, ক্রমশঃ সুরমার সকল কার্য্যের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে। অন্তঃরঙ্গ বন্ধুর মত সুরমাকে তাহাদের সংসারের ছোট বড় কার্য্যে, আলাপে, অবসরে, হাস্যামোদে আন্তরিকতার সহিত যোগ দিতে দেখিয়া অমর অনেক দিন হইতেই তাহাকে মনে মনে দেবী-সম্মান দিয়াছিল। পূর্ব্বে সুরমার স্বভাবজাত গম্ভীর দুর্ব্বোধ্য ভাবে অমর মধ্যে মধ্যে একটা অনির্দ্দিষ্ট অনিষ্টাশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিত। সুরমার তখনকার কুটিল অথচ রহস্যময় অন্তর্ভেদকারী দৃষ্টিতে সময়ে সময়ে বিচলিত হইয়া সে ভাবিত,

"না জানি এর মনে কি আছে?" সুরমা ইচ্ছা করিলে যাহা খুসী তাহাই করিতে পারে, এমনি একটা সংস্কার পূর্ব্বে অমরের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল; কিন্তু এখন সে কথা মনে পড়িলেও অমর নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হইয়া পড়ে। এখন স্নেহময় আত্মীয়ের মত সুরমার চিন্তা মনে কেবল একটা আনন্দের, কেবল একটা তৃপ্তির সঞ্চার করে। তাহার সম্বন্ধে গ্লানিটুকু পর্য্যন্ত অমরের মন হইতে সুরমা এইরূপে ধীরে ধীরে পলে পলে মুছিয়া দিতেছিল।

সেদিন সন্ধ্যাকালে সুরমা নিজ কক্ষে বসিয়াছিল। কয়েক দিন হইতে সে শোকাকুল হইয়া আছে। তাহার পিতার একমাত্র বংশধর, তাহার বৈমাত্র ভ্রাতাটির মৃত্যু-সংবাদ সে পাইয়াছে। পিতার অবস্থা কল্পনা করিয়া সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সুরমার বিমাতা ইতিপূর্ব্বেই লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন।

চারু কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "দিদি!" উত্তর না পাইয়া নিকটে গিয়া সুরমার স্কন্ধে হাত দিয়া দাঁড়াইল।

"কি? একলা আছ চারু? খোকা কোথায়?"

"খোকা ঘুমুচ্চে। এস না দিদি ছাতে গিয়ে একটু বসিগে।"

"আর একজন মানুষকেও ডাকাও না, তিনি কি বাইরে না কি?"

"একলাটি থেকো না দিদি—তাতে বেশী মন খারাপ হয়; চল না ডাকাইগে।"

"তুমি যাও, ডেকে পাঠাও, আমি একটু পরে যাব চারু।"

"তবে আমিও বসি, এইখানেই গল্প করি।"

অমর আসিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইল। সুরমা তখন হাসিয়া বলিল, "ডবল পেয়াদা যে!" সুরমাকে উঠিতে দেখিয়া চারু তাহার অনুসরণ করিল। তিন জনে ছাদে গিয়া বসিল। জ্যোৎস্নালোকে নীচে ফুলবাগান যেন হাসিতেছে। বায়ু চারিদিকে, মৃদু সৌরভ ছড়াইয়া বহিতেছিল। সুরমা চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "এর মধ্যে এতখানি জ্যোৎস্না হয়েছে? আজ কি তিথি?" তাহার ক্লিষ্ট স্বরে চারু ও অমর ব্যথিত হইল। অমর মৃদু স্বরে বলিল, "ত্রয়োদশী।"

"তুমি যে এ-ক'দিন ছাতে আসনি দিদি, তাই বেশী আলো বোধ করছ।"

সুরমা বলিল, "তা হবে।" তারপরে অমরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? চারু যে ভূতের ভয়ে এ-ঘরে পালিয়ে এসেছিল।" অমর হাসিয়া বলিল, "ভূতের ওপর হঠাৎ এত বিরাগ?"—বাধা দিয়া চারু বলিল, "বাঃ দিদি! তুমি এমন কথা বানাতে পার, ভূতের ভয় আমি কখন করলাম?" অমর হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা তোমার সে ভয়টি নিতান্ত অসঙ্গত বটে। তোমার অপরিচিত নয় ত সে। যাক্ সে কথা, আমি যে আজ তারিণীকে নিয়ে পড়েছিলাম।"

"তারিণীকে নিয়ে? কেন? কোন নতুন ঝঞ্চাট ছিল না কি?"

"নতুন আর কি, দক্ষিণের যে মহালটা সে প্রথমে পত্তনি বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিল, তা তুমি না কি বারণ কর—সেখানে প্রজারা সব ধর্ম্মঘট করেছে।"

"সত্যি না কি?" তার পরে মৃদু হাসিয়া সুরমা বলিল, "এ রকমে বেশী দিন চলবে না।"

"কোন্ রকমে ?"

"এই মেয়ে মানুষের হুকুম মত কাজে। তুমি যদি বল ত আমি আর তাকে কোন পরামর্শ দিই না, তা'হলে কাজ ভাল চল্‌বে। সে এতে অপমান বোধ করে।"

অমর বলিল, "তাও কি হয়? তার মনে যা ইচ্ছা আছে তাই করুক।"

"কিন্তু তুমি এখন যদি শিকার আর খেলা, এই সব কমিয়ে এসব দিকে একটু মনোযোগ কর ত আমি নিস্তার পাই।"

নিরুদ্বিগ্নভাবে অমর বলিল, "নিজের ক্ষতি করে কে কবে পরকে নিস্তার দেয় ?"

চারু বাধা দিয়া বলিল, "দিদি বুঝি পর ?"

"আপনা ভিন্ন পৃথিবীতে সবাই পর।"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "নিতান্ত স্বার্থপরের কথা।"

"মানুষ সবাই স্বার্থপর, স্বার্থ ভিন্ন আর কি আছে জগতে?"

সুরমা বলিল, "সবাই স্বার্থপর ?"

"এক রকম তাই বই কি। চারু কি বল ?"

"সবাই স্বার্থপর ? কখনই নয়। বোকার মত কথা।"

"বুঝছ না চারু, আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। আমি নিজে স্বার্থপর, তাই সারা সাংসারকে স্বার্থপর দেখি।"

চারু হাসিয়া বলিল, "তুমি তা'হলে স্বার্থপর ? মান্‌লে ত ? আমরা কিন্তু তা নই, আমরা পরার্থপরের জাত।"

"ইস্! তোমরা ? তুমি ছাড়া। তুমি ত নওই।"

"আচ্ছা বেশ! আমি ছাড়া আর যে আছে তাকে ত মানতে হ'লো?"

"অগত্যা। না মেনে আর কি করি। ভক্তিতে না হোক, ভয়ে মানতে হবে।"

"স্বার্থপর নয় শুধু—ভীরু।—একটা সত্যি বলতে পর্য্যন্ত সাহস নেই। ভয় ভক্তি দুটো স্বীকার করলেও যাহোক্ বুঝতাম।"

সুরমা গম্ভীর হইয়া উঠিল। রহস্যের ভাবেই কথাগুলা বলিয়া অমর ও চারু হাসিতেছিল, কিন্তু সুরমা যে রহস্যের মধ্যেও সাধারণের সঙ্গে তুলনীয় নয়, সর্ব্বসময়েই তাহার স্থান যে একটু স্বতন্ত্র, অমরের এ সম্ভ্রমসূচক দূরত্বের ভাবটুকু সহসা আজ যেন সুরমাকে বিঁধিল। নতমুখে সে বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল। সুরমা কেন অসন্তুষ্ট হইল বুঝিতে না পারিয়া অমর ও চারু বিস্মিত হইল।

চারু শেষে থাকিতে না পারিয়া বলিল, "কি দিদি, স্বার্থপর নও শুনে কি রাগ হ'ল?"

সুরমা মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। তার পর বলিল, "হ্যাঁ।"

"তোমার সবই উল্টো। আমরা মন্দ বললে রাগি, তুমি ভাল বললে রাগ।"

"ভগবানের সেটা গড়বার দোষ, আমার নয়।"

অমর বলিল, "সেই সব চেয়ে ভাল কথা। নিরীহ আমায় বাদ দিয়ে দোষটা যেখানে হোক্ পড়ুক।"

সুরমা বিস্মিতভাবে বলিল, "তোমার ওপর কেন দোষ পড়বে? অপরাধ?"

"অপরাধ হয়েছে কিছু, বোধ হচ্ছে।"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "তবে চারুর কাছে ক্ষমা চাও, আমার ত প্রশংসাই করা হয়েছে।"

অমর ক্ষণেক নীরব রহিল। তার পরে মৃদু স্বরে বলিল, "অপরাধ জ্ঞানকৃত নয়—অসাবধানে—কথার মাত্রায় শুধু।"

সুরমার কর্ণ পর্য্যন্ত লোহিত হইয়া উঠিল। কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিতে গিয়া সে স্বভাবের বহির্ভূত একটু উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "মন্দ নয়, কাউকে ভাল বলেও অপরাধ করা হয় না কি ?"

চারুও হাসিয়া বলিল, "তোমরা দুজনেই নতুন ধরণের।" সুরমা চাহিয়া দেখিল, অমর ঈষৎ অন্যমনস্ক। বুঝিল, তাহার স্তোভ বাক্যে অমর ভোলে নাই। জীবনে এই প্রথম আত্মপরাজয় স্বীকার করিয়া লজ্জার ক্ষোভে সুরমা মস্তক নত করিল।

পরদিন বৈকালে সহসা সকলে শুনিল, সুরমার পিতা তাহাকে লইতে আসিয়াছেন। সুরমার সহিত বহুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর যখন তাহার পিতা বহির্বাটীতে গেলেন, তখন চারু উদ্বিগ্নচিত্তে সুরমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুরমা নত মুখে কি ভাবিতেছে। "দিদি!" চারুর স্বরে উদ্বেগের আভাস পাইয়া সুরমা সস্নেহ হাস্যে বলিল, "কেন চারু ?"

"কি ঠিক্ করলে ? বাবাকে কি বল্লে ?"

"এ সময়ে কি যাব না বলা উচিত, চারু ?" চারু ম্লান মুখে বলিল, "উচিত নয় তা বুঝি। কিন্তু তুমি খোকাকে ছেড়ে যেতে পারবে ?"

"আমি কি না পারি চারু। তুই ত বলিস্, আমি অদ্ভুত লোক।"

কাতর কণ্ঠে বাধা দিয়া চারু বলিল, "এ সময়ে ওসব ঠাট্টার কথা কোন্ প্রাণে বল্‌ছ দিদি? সত্যি কি আমি তোমায় তাই বলি?"

সুরমার বহু চেষ্টার প্রতিরোধ না মানিয়া অশ্রু আসিয়া তাহার চক্ষু ভরিয়া দিল। চারুর স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "আবার আস্‌ব ত!"

অমর কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গবাক্ষের নিকটে উভয়কে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া নীরবে দাঁড়াইল। সুরমা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একি, গুপ্তচর নাকি?" চারুও চোখ মুছিয়া ফিরিল।

"গুপ্তচর বটে, কিন্তু সংবাদ কিছুই জানে না—"

"সেকি? তবে চর কিসের?"

"এই রকমই। ওকথা যাক্—কি ঠিক হ'ল?"

"যাব।"

অমর নীরব হইল। ক্ষণকাল পরে বলিল, "উনি যে আজই যাবেন?"

"আজই? তাহ'লে তাই যেতে হবে।"

অমর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কত দিনের জন্য?"

সুরমা সহসা উজ্জ্বল চক্ষে অমরের পানে চাহিল। মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বলিল, "তা ত আগে বলা যায় না। চিরদিন হ'লেই বা ক্ষতি কি!"

চারু দুই হস্তে সুরমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, "তোমার মুখে এমন কথা, দিদি?"

সুরমা তখনও আত্মস্থ হইতে পারে নাই। পিতার সস্নেহ

অথচ তাহার পক্ষে মর্ম্মভেদী আত্মসম্ভ্রমনাশী বাক্যগুলা তখনও তাহার মনে জ্বলিতেছিল। সত্যই ত! সে কে? কিসের জন্ম সে এখানে পড়িয়া থাকিতে চায়? কি সুখের মোহে সে পিতার সস্নেহ ক্রোড় ত্যাগ করিতে চায়? স্বপত্নী প্রণয়ে? অবিচারক স্বামীর সংসার-সুখ বজায় রাখিতে? ছি ছি! লোকে যে উপহাসের হাসি হাসিয়া অধীর হইতেছে। তাহার এই অশ্রান্ত আত্মযুদ্ধ, এই আত্মবিস্মরণ, তাহার পুরস্কার কি এই উপহাস? সংসার হইতে বহির্ভূত হইয়াও তাহার তীরে বসিয়া যেটুকু স্নিগ্ধ বায়ুতে সে জীবনের অশেষ তাপ জুড়াইতে চায়, সেটুকু কি লোকের চক্ষে এত হাস্যাস্পদ?

সুরমা দেখিল, চারু নীরবে তাহার বক্ষে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। অমর নীরবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। না জানি তাঁহার মনে কি জাগিতেছে! দাসী শুভ্র স্নেহপুত্তলী অতুলকে লইয়া তাঁহাকে দিতে আসিতেছে। স্নেহব্যগ্রবাহু বিস্তার করিয়া বালক তাহার ক্রোড়ে আসিবার জন্ম উৎসুক। হায় অবোধ সে, তাহার একি কম পুরস্কার!

সুরমা বাহু বিস্তার করিয়া শিশুকে বক্ষে লইয়া, চারুর মস্তক তুলিয়া ধরিয়া আবেগে তাহাকে চুম্বন করিল। অমরের উপস্থিতি যেন তাহার মনেই ছিল না। কিন্তু আবার অমরের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই, সে নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। অমর নীরবেই রহিল।

সুরমা মৃদু কণ্ঠে বলিল, "কাঁদ্‌ছিস্ কেন চারু, আমি ত বলেছি—আবার আস্‌ব। শীগ্‌গিরই আস্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। আমি অতুলকে ফেলে থাক্‌তে পার্‌ব—এইটে তোর বিশ্বাস?"

চোখ মুছিতে মুছিতে চারু ভগ্ন কণ্ঠে বলিল, "তবে কেন চিরদিন বল্‌লে ?"

"তোকে ত বলি নি।"

"আমায় বল নি—ওঁকে ত বল্‌লে ? কেন এমন কথা বল্‌লে দিদি ?"

"ঠাট্টা করে বলেছি, চারু।"

"এমন অলুক্ষুণে কথা ব'লে ঠাট্টা ?"

"আমায় ত জানিস্।" তার পরে অমরের পানে চাহিয়া কুণ্ঠিত মুখে বলিল, "যাবার দিন অন্যায় কথা বলে ফেলেছি, মাপ কর।"

অমর নীরবেই রহিল। চারু মধ্যস্থলে বলিল, মাপ কিসের ? শীগ্‌গির এসো তা'হলেই সব মাপ, নইলে মাপ নেই জেনো।"

সুরমা হাসিল। তার পরে বলিল, "তোমায় কে মধ্যস্থতা কর্‌তে বলছে ?"

"বলেছে বই কি। যাঁর কাছে মাপ চাইলে, তাঁর হয়েই আমি বল্‌লাম !"

সুরমা সস্মিত মুখে অমরের পানে চাহিল। "এই নিয়মে মার্জ্জনা নাকি ?"

অমরকে বিচলিত করার পর লজ্জিতা সুরমা কেরূপে আপনার ত্রুটি সারিয়া লইবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। অমর চারু নয় যে এক কথায় ভুলিবে। তবু সুরমা তাহাকে পূর্ব্বের মত প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

অমর তখনও খুসী হইতে পারে নাই। তথাপি একটা

উত্তর না দিলে ভাল দেখায় না; তাই বলিল, "আমি বল্‌লে যখন এমন অনর্থ উপস্থিত হয়, তখন আমার কোন কথা না বলাই উচিত।" সুরমা পুনর্ব্বার অপ্রতিভ হইয়া নীরবে রহিল।

চারু বলিল, "তোমার এক অন্যায়, যাবার দিন ব'লে মাপ চাইলে কে ক্ষমা না করে থাকে?"

"যদি যাবারই দিন হয়, তবে ক্ষমার প্রয়োজন ?"

"সে রকম যাবার দিন নাকি ? তোমরা সবাই সমান। এ ত দুদিনের বিদায়।"

অমর আবার সুরমার পানে চাহিল। প্রশ্ন বুঝিয়া সুরমা চারুর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "তা দুদিনের জায়গায় চার দিন হবে না, এমন কথা বল্‌তে পারি না।"

চারু বলিল, "ও ত একই কথা, মোট কথা শীগ্‌গিরই ত ?"

"হ্যাঁ।"

অমর প্রফুল্ল হইয়া বলিল, "তবে আর মাপ চাওয়ার দরকার নেই।"

সুরমাও হাসিয়া বলিল, "দেখো শেষে যেন আবার দো‍ষের টেনো না।"

আবার পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যালাপ চলিতে লাগিল। অপরাধী সুরমা যত দূর পারিল, তাহাদের মন হইতে মালিন্যের শেষ রেখাটি পর্য্যন্ত মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল। ফলে সে কৃতকার্য্যও হইল।

সেই দিন রাত্রে অতুলকে শত শত চুম্বন ও চারুকে বহুবিধ সান্ত্বনা দিয়া, অমরকে তারিণী সম্বন্ধে সতর্ক হইবার উপদেশ দিয়া,

এবং অমর যাহাতে বিষয়কার্য্য নিজে কিছু কিছু আলোচনা করে তাহার বিষয়ে অনেক উপরোধ করিয়া, সুরমা পিতার সহিত চলিয়া গেল।

কয়েক দিন চারুর বড় কষ্টে কাটিতে লাগিল। অমরের শিকারে যাওয়া বা দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। অতুলকে লইয়া সে সামলাইতে পারিত না—অতুল এখন বড় দুষ্ট হইয়াছে। দুগ্ধপানে তাহার নিতান্ত অনিচ্ছা, দাসীরা বা চারু কেহই তাহাকে শাসনে আনিতে পারে না। সুরমা ভিন্ন সে কাহারও বাধ্য ছিল না। চারুর বিপদ দেখিয়া অমর তাহাকে বহু প্রকারে সাহায্য করিলেও রাত্রে যখন অতুল 'মা' বলিয়া কান্না ধরিত, তখন সে কান্না কেহই থামাইতে পারিত না। বিরক্ত হইয়া অমর ছাতে গিয়া বসিত; চারু রাগিয়া বলিত, "দিদি কি আস্‌বেনই না নাকি? লক্ষ্মীছাড়া যে আমায় জ্বালিয়ে খেলে।" অমর হাসিয়া বলিত, "সে তুমি জান, আর তোমার দিদি জানে, আমি কি জানি?"

"আমি আর পার্‌ব না। তুমি গিয়ে দিদিকে নিয়ে এসো।"

"তার চেয়ে তুমি যাও, আমি অতুলকে নিয়ে থাক্‌ছি।"

চারু রাগিয়া বলিল, "বেশ যা'হোক্, সব তাতেই তোমার ঠাট্টা।"

অমর হাসিয়া বলিল, "আর যা কর্‌তে হুকুম কর, অম্লান বদনে কর্‌ছি, কেবল ঐটি বাদ, কি কর্‌তে হবে, বল?"

"তুমি আবার কি কর্‌বে?"

"বটে? আমি তোমার কাছে এখন এম্‌নি হয়ে গেছি নাকি?

এতটা ধর্ম্মে সইবে না চারু, পুরানো বন্ধুকে একটু একটু মনে রেখো।"

"আঃ কি বক? আমি দিদিকে পত্র লিখে দিচ্চি।"

"সে ভাল কথা, আমি একটু বেড়িয়ে আসি এই অবসরে।"

চারু পত্র লিখিতে বসিল,—"দিদি আর কত দেরী করবে? এক মাসের ওপর হয়ে গেল যে। তোমার অতুলকে আর আমি সাম্‌লাতে পারি না, বড় দুষ্ট হয়েছে। তুমি এসো, আর দেরী ক'রো না।"

কয়েকদিন পরে উত্তর পাইল। "অতুলকে আর কিছু দিন সাম্‌লে রেখো লক্ষ্মী বোনটি আমার। বাবা বড় শোকাকুল, এখনও যাবার কথা আমি তাঁকে সাহস করে বল্‌তে পারিনি।"

কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার পত্র পাইল। "বাবাকে যাব বলাতে তিনি বড় কাঁদছেন, কি করি বোন্! আমার উভয় সঙ্কট হয়েছে।"

চারু চিন্তিত মনে অমরকে পত্রখানা দেখাইল। অমর পড়িয়া বলিল, "তাই ত, আসাটা এখন সত্যিই সঙ্কট বটে।" চারু বাধা দিয়া বলিল, "তাই বলে কি আস্‌বে না না কি?"

"কি করে বল্‌ব বল? না এলেই বা উপায় কি? কেন চারু, আর যদি সে না আসে, আমার কাছে কি তুমি থাক্‌তে পার না? কলকাতায় আর কে ছিল?"

"অমন কথা বলো না। ওতে আমার বড় কষ্ট হয়।"

অমর ক্ষণেক গম্ভীর মুখে কি ভাবিল? মুখ হইতে অস্পষ্ট ভাবে নির্গত হইল, "আশ্চর্য্যই বটে!"

"কি আশ্চর্য্য !"

"আশ্চর্য্য এমন কিছু নয়।—হ্যাঁ, তা এমন যদি মন খারাপ হয়ে থাকে, চল চারু আমরা একবার কোনো দিকে বেড়িয়ে আসি।"

"না না, দিদি শীগ্‌গিরই আস্‌বেন, তিনি এলে যাব।"

পরদিন সুরমার পত্র আসিল, তাহার পিতা পীড়িত। পিতা আরোগ্য না হইলে সে আসিতে পারিবে না। চারু যেন রাগ না করে।

চারু উত্তর দিল, "রাগ আর কি ক'রে করি দিদি! তবে ভুলো না যেন, বাবার অসুখ সারলেই এসো!"

ক্রমে চারি মাস কাটিয়া গেল। সুরমার পত্রে তাহার পিতার পীড়ার উপশম সংবাদ পাওয়া গেল না। কাজেই সে আসে নাই। এক দিন এই সব কথা লইয়া অমর ও চারুতে কথোপকথন হইতেছিল। অমর বলিল, "আমার মনে হয়, শ্বশুরের অসুখ ওটা ছল।"

চারু সবিস্ময়ে বলিল, "না না, তা কখনো হতে পারে না।"

"হতে পারে না কি চারু—সেইটাই বেশী সম্ভব।"

"কেন? কিসে সম্ভব?"

অমর নীরব রহিল। ক্ষণেক পরে বলিল, "তুমি কি কিছু বুঝতে পার না? সত্যি বল দেখি, আমাদের সুখে তার জীবনের কি সার্থকতা?"

চারু বিষণ্ণভাবে রহিল। তার পরে বলিল, "তাহলেও দিদি সত্যি আমাদের সুখে আন্তরিক সুখী হন্। তুমি যাই বল, এ আমার আন্তরিক বিশ্বাস।"

অমর একটু হাসিয়া বলিল, "তোমারি কি এটা একা বিশ্বাস চারু? আমিও ত তাকে এই রকম বলেই জানি। তবে ও কথাটা কি তার মনে একবারও আসে না? আর যদি নাও আসে, তবু তার বিষয়ে আমাদের কুণ্ঠিত হবার কি যথেষ্ট কারণ নেই? সে যদি নিজে ইচ্ছে করে না আসে' তা'হলে তার ওপরে কি জোর করা চলে?"

"কেন চল্‌বে না, আমি তাকে জোর করেই আন্‌ব।"

অমর হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা তাই আনো, তোমার ক্ষমতা বোঝা যাক্‌।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আরও দুই মাস কাটিয়া গেল। নিতান্ত বিরক্ত চিত্তে অমর যেদিন পশ্চিম গমনের উদ্যোগ করিতে চারুকে আদেশ করিবে ভাবিতেছে, সেই দিন চারু আসিয়া হাসি মুখে বলিল, "আমার ক্ষমতাটা একবার দেখে যাও।"

"কিসের ক্ষমতা?"

"কেন দিদিকে আনার।"

অমর সবিস্ময়ে বলিল, "বটে? এনেছ?"

"দেখেই যাও"—বলিয়া চারু ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিস্মিত অমরনাথ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দেখিল, তাহাই বটে! —সুরমা!—সুরমা অভিমানী বালক অতুলকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে। অতুল, বহু দিন পরে মাতাকে দেখিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া এককোণে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার

কৃশ গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুরমা তাহাকে আদর করিতেছে, এবং তাহার চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝড়িয়া পড়িতেছে। অমর নীরবে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাট্টা করিয়া একটা বাক্যবাণে সুরমাকে বিঁধিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। চারু হাসিতে হাসিতে বলিল, "দিদি, শুধু অতুলের রাগ ভাঙ্লে চল্‌বে না, অনেকেরই ভাঙ্‌তে হবে। আমার এ রাগ কিন্তু এ জন্মে ভাঙ্‌তে পার্‌বে না।"

সুরমা চোখ মুছিতে মুছিতে হাসিয়া বলিল, "তোর রাগে আমি পিপ্‌ড়ের গর্ত্তে সুকুবো।"

"আচ্ছা আমায় যেন গ্রাহ্য কর না—আর একজনের ?"

বিমুখ বালককে সন্তুষ্ট করিয়া বক্ষে তুলিয়া লইয়া সুরমা বলিল, "সেজন্যেও আমার ভাবনা নেই, সে রাগ—" অমরকে দেখিয়া বাক্য সম্বরণ করিয়া লইল। তার পরে হাসিয়া বলিল, "যাক্ এক জায়গায় একেবারে রাগগুলোর শেষ হ'লেই ভাল।"

চারু স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, "অমন লোকের সঙ্গে কথা কয়ো না।"

স্বামী কিন্তু তাহার কথা রাখিল না। বলিল, "রাগ কিসের ?"

"চারু যে আমায় ভয় দেখিয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ করে তুলেছে। বলে কেউই নাকি আমায় ক্ষমা কর্‌বে না। অতুল ত যা'হোক্ থেমেছে।"

"তুমি তোমার কর্ত্তব্য কাজে গিয়েছিলে, এতে যে রাগ করে, সে পাগল।"

"যাক্ বাঁচ্লাম, এখন্ চারু কি বলিস্ ?"

"আমি আর কি বল্ব দিদি, সত্যি বড় রাগ হয়েছিল, এখন আর নেই।"

"এর মধ্যেই ক্ষমা কর্‌লি ? ছাখ্, অতুল এখনো ফোঁপাচ্চে ; আমি যে ওকে ফেলে গিয়েছিলাম, ও এখনো, সে বেদনা ভোলেনি, ওরই টান আন্তরিক। তুই কেবল আমার ওপর মুখের রাগ করিস্।"

"মুখের রাগ দিদি ? রাগ কর্‌লে কি তুমি খুসি হও ?"

"হই বই কি, তুইই ত রাগ করে করে আমায় রাগের মর্ম্ম শিখিয়েছিস্।"

"কেন ?"

"যার তার ওপরে কি কেউ রাগ কর্‌তে পারে চারু ? এখন রাগারাগির কথা থাক্।" তার পরে অমরের পানে চাহিয়া বলিল, "বাবা এখন বেশ ভাল আছেন। তোমাদের চমকে দেব বলে খবর না দিয়েই এলাম।"

"তিনি আস্‌তে দিলেন ?"

"না দিয়ে আর কি করেন।"

"এখন আর যাওয়ার দরক ধ হয় ?"

"না।"

"তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন না ?"

"হলেন বই কি। তাঁকে পুষ্যিপুত্তুর নিতে বলেছি।"

বিস্মিত অমরনাথ বলিল, "সে কি ? এ কাজ কি ভাল কর্‌লে ?"

"না করে কি করি, বল, তোমরা যে আমায় থাকতে দিলে না।"

"তোমার স্বার্থে আঘাত করে, এমন অন্যায় অনুরোধ আমি একবারও করি না।"

"আমার বলার ভুল হয়েছে, চারু আমায় থাকতে দেয় নি।"

"সে একই কথা, এই সামান্য অনুরোধে কি তুমি অত বড় সম্পত্তি ত্যাগ করলে?"

"হয় ত সামান্য অনুরোধ, কিন্তু আমার তাই যে বেশী বোধ হ'ল। বল ত ফিরে যাই?" চারু সুরমার হাত ধরিয়া বলিল, "দিদি।" সুরমা উত্তর না দিয়া বলিল, "কি বল?"

অমর ক্ষণেক নীরবে রহিয়া বলিল, "তোমার স্বার্থ দেখতে গেলে, তোমায় ধরে না রাখাই উচিত। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"কিন্তু, বলেছি ত জগতে সবাই স্বর্থপর। আমরা যদি আমাদের স্বার্থের জন্য তোমায় ধরে রাখি, জগতের চোখে নূতন কোন দোষে ত দোষী হব না।"

চারু বাধা দিয়া বলিল, "ও সব কথায় আর কাজ নেই দিদি, এস হাত পা ধোবে।" চলিতে চলিতে সুরমা বলিল, "আমারও কিছু স্বার্থ আছে, আমি যাচ্ছি না।"

তার পরে পূর্ব্বের মত দিন চলিতে লাগিল। তারিণী ইতিমধ্যে সুযোগ পাইয়া চারিদিকে বেশ মামলা মোকর্দ্দমা বাধাইয়া তুলিয়েছিল। সুরমা বুঝিল, অমরের অমনোযোগিতাই ইহার কারণ। তাঁহাকে অনুযোগ করিলে লজ্জিত অমরনাথ বিষয় কর্ম্মে মনোযোগ দিল। মামলা মোকর্দ্দমা মিটাইতেই

অমরের বেশী সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। চারু এক দিন দুঃখ করিয়া বলিল, "আর এখন তখনকার মত গল্প গুজবের সময় পাওয়া যায় না।" সুরমা তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "তাই বলে কি আর সব ভাসিয়ে দিতে হবে?"

কিন্তু এখন আর মনোযোগে কিছু ফল হইল না। চির-শত্রু বসুগোষ্ঠী এমন সুযোগ উপেক্ষা না করিয়া, তলে তলে, তারিণীকে হস্তগত করিয়া, রীতিমত পাকা করিয়া মোকর্দ্দমা জুড়িয়া দিল। বড় বড় মহালগুলা তারিণীর অত্যাচারে ক্ষেপিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া তুলিয়াছে। দুই তিনটা খুন জখম লইয়া প্রজা-বর্গ ও জমিদারে তুমুলকাণ্ড বাধিয়াছে। অমর-সুরমা কোন দিকে কোন উপায় না দেখিয়া প্রমাদ গণিল। উকিল ব্যারিষ্টার ও সাক্ষীতে অজস্র অর্থ বন্যার স্রোতের ন্যায় ব্যয়িত হইতেছে। সম্মুখে লাট—রাজস্ব দিতে না পারিলে বিষয় যায়। অনুপায় দেখিয়া সুরমা বলিল, "কাশীতে কাকাকে শীগ্‌গির টেলিগ্রাম্ কর।"

কয়েক দিন পরে দেওয়ান শ্যামাচরণ রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "এ বুড়োকে কি তোমরা মলেও নিস্তার দেবে না?"

"না, তা'হলে কি আমরা বাঁচি?"

বিপদের উপর বিপদ। অতুলের হঠাৎ টাইফয়েড জ্বর হওয়ায় সকলে দ্বিগুণ বিব্রত হইয়া পড়িল। শ্যামাচরণ রায় সুরমাকে বলিলেন, "বিষয়ের যা ভাগ্যে থাকে হবে, আমি দেখছি, তুমি এ দিকে দেখো।" সুরমা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রুগ্ন বালককে লইয়া বসিল। আহার নাই, নিদ্রা নাই,

সুরমার অশ্রান্ত শুশ্রূষা এবং বিখ্যাত বিখ্যাত ডাক্তারদের চিকিৎসায়ও অতুলের ব্যারামের সমতা হইল না। শেষে বালক বাঁচে না বাঁচে। চারু বড় কিছু বুঝিত না, সকলের স্তোক-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কেবল ম্লান মুখে পুত্রকে দেখিত, সুরমার আশ্বাসে বিশ্বাস করিত, আবার সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করিত, "দিদি, খোকা ভাল হবে ত ?"

সুরমা আশা দিত, "বালাই, ভয় কি ?"

অমরকে ডাকিয়া চারুকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক রাখিতে অনুরোধ করিত। অমর ম্লান মুখে বলিত, "কত আর আশ্বাস দেব বল, ওর কি চোখ নেই ?"

রাত্রে ব্যারাম বড় বাড়িয়া উঠিল। বালক কেবল হাঁপাইতে লাগিল, অন্যান্য অবস্থাও খারাপ হইতে লাগিল।

সুরমা পার্শ্ব-কক্ষস্থিত অমরকে ডাকাইয়া বালকের অবস্থা দেখাইয়া বলিল, "চারুকে ডেকে নিয়ে এসো।"

ভগ্নকণ্ঠে অমর বলিল, "তাকে আর ডেকে কি হবে সুরমা, সে ঘুমুচ্চে ঘুমুক।"

"যদি তার সর্ব্বস্বধন আমি না রাখ্‌তে পারি ? সে, বিশ্বাস করে, আমার কোলে দিয়ে গেছে, তাকে ডাকো; তার ধন তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই। আমি হয় ত রাখ্‌তে পারব না।"

"যদি রাখ্‌তে পার ত তুমিই পারবে। কেন এত উতলা হচ্ছ, ভগবানে নির্ভর করে মনস্থির করে বসো, দ্যাখ তিনি কি করেন। আমার জন্য নয়, হয় ত তোমার জন্যই অতুলকে তিনি দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন—"

উন্মাদের ন্যায় অমরের হাত ধরিয়া সুরমা বলিল, "দেবেন কি? তিনি কি অতুলকে আমায় দেবেন? বল, তোমার কথায় আমার আশা হচ্চে। আমার এটুকুও তিনি হরণ কর্‌বেন কি?"

"না। আমার তাই দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার প্রাণে তিনি কখনো এম আঘাত করবেন না—আমাদের কর্‌তে পারেন, তোমায় নয়।"

সুরমা একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া বসিল। সযত্নে বালককে বক্ষের নিকটে লইয়া ডাকিল, "অতুল—বাবা!" বালক উত্তর দিল না। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। উভয়ে নির্নিমেষ চক্ষে তাহাকে দেখিতেছিল। রাত্রি শেষে বালক যেন একটু সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। অমর টেম্‌প্যারেচার্ লইল; জ্বর দুই ডিগ্রী কমিয়া গিয়াছে। আশ্বস্ত হইয়া সুরমা আগ্রহভরে বলিল, "ঠাকুর! অতুলকে যে একটু স্বস্তি দিলে, এও তোমার অসীম দয়া।"

অমর তখন বলিল, "তুমি একটু শোও না, আমি খানিক—বসে থাকি।"

"আমি।" মৃদু হাসিয়া সুরমা বলিল, "কারুর কাছে ওকে দিয়ে আমার এখন বিশ্বাস হবে না। চারু কি করে থাকে? ও বড় ছেলেমানুষ।"

অমর বলিল, "তাই সে সুখী, নির্ভর করাই মানুষের সুখের মূল।"

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সুরমা বলিল, "সত্যি; তুমি এখন শোওগে।" কিছুক্ষণ পরে অমর উঠিয়া গেল। নিদ্রাহীন

চক্ষে বালকের মুখপানে চাহিয়া সুরমা বসিয়া রহিল। রাত্রিটা কাটিয়া গেলে সে যেন বাঁচে।

প্রভাতে অমর বলিল, "ত্যাখ, ডাক্তারের চিকিৎসায় আর আমার ভরসা নেই। এক মাস হ'য়ে গেল, কিছু হ'ল না। বল ত আমি একবার ওষুধ দিয়ে দেখি।"

ক্ষণেক ভাবিয়া সুরমা বলিল, "ভগবান যা করেন, তুমিই ওষুধ দাও। ডাক্তারে আর আমারো বিশ্বাস নেই।"

অমর নিজে প্রজ্ঞামত ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলে 'সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ' বলিয়া সকলে তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ করিল; অমর শুনিল না। লোকের কথায় বিচলিতা চারু সুরমাকে বলিল, "দিদি, সবাই বল্‌ছে—আপনার লোকে ঠিক ওষুধ ধর্‌তে পারে না; অমন সাহস কি ভাল হচ্চে?" সুরমা সাহস দিয়া বলিল, "ডাক্তারে কি কর্‌লে? ভগবান হয় ত এঁতেই ভাল কর্‌বেন।"

ক্রমশঃ বালক যেন একটু একটু করিয়া সুস্থ হইতে লাগিল। অমর ও সুরমার মনে আশা হইল, চারুর মুখে হাসি দেখা দিল। জ্বর কমিয়া কমিয়া ক্রমশঃ বালক বিজ্বর হইল, কিন্তু বড় দুর্ব্বল; সমস্ত রাত্রি তাহাকে লইয়া তেমনি ভাবে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। দণ্ডে দণ্ডে বেদানার রস ও অন্যান্য পথ্য তাহার মুখে দিতে হয়, নহিলে গলা শুষ্ক হইয়া, নির্জীব বালক কখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়ে এই ভয়। চারু সময়ে সময়ে সুরমাকে বলিত, "দিদি আমায় খানিক করে অতুলকে দিয়ে তুমি শোওনা, রাত জেগে জেগে তোমার কি দশা হয়েছে ত্যাখ দিকি?—আবার কি তুমি ব্যারামে পড়বে, তা'হলেই চিত্তির!"

"চিত্তির কি চারু? বেশ ত। তোমরা কি আমার একটু সেবা কর্‌তে পারবে না?"

"তোমার মত? মরে গেলেও না।"

"আমার এখন কিছু হবে না, তোমার জ্যাঠামি কর্‌তে হবে না, ঘুমোও।" আরও দুই একবার অনুরোধ করিয়া চারু সেইখানেই শুইয়া ঘুমাইল। বালক জাগিল, ডাকিল, "মা!" সুরমা মুখ নত করিয়া উত্তর দিল "বাবা!" অধরে বেদানা-রস সিঞ্চনে বালকের পিপাসা নিবৃত্তি পাইল। ক্ষীণ হস্ত সুরমার স্কন্ধে দিয়া তাহাকে একটু আদর করিয়া ডাকিল, "মা-মণি।"

"অতুমণি! কি বলছ ধন? আর খাবে?"

"না।"

"তবে ঘুমোও।" দুই হস্তে সুরমার হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া বালক নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেল। অনবরত দেড় মাস রাত্রি জাগিয়া সুরমার শরীর ক্লান্ত ও ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। চক্ষু ও মস্তিষ্ক অবসন্ন। আলস্য ও অবসন্নতা এতদিন মনের উদ্বেগের দরুণ দূরে ছিল, এখন আর তাহারা শরীরকে অবসর দিল না। ভাই অনিচ্ছায়ও সুরমা দেওয়ালের গায়ে হেলিয়া পড়িল, চক্ষু দুইটি মুদিয়া গেল। কতক্ষণ সে এরূপ ছিল জানে না, সহসা যেন বোধ হইল, কে তাহার ক্রোড় হইতে বালককে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতেছে। চমকিয়া সুরমা জাগিয়া বলিল, "কে?" চাহিয়া দেখিল, অমর।

"আমি। খোকাকে দাও শুইয়ে দি, বেশ ঘুমুচ্ছে।"

"না না, হয় ত এখনি জাগ্‌বে—গলা শুকিয়ে যাবে, কোলেই থাক্।"

"তবে আমার কোলে দাও। তুমি একটু শোও।"

"রাত জেগো না। অসুখ করবে। তাতে এই অসুখের ছোঁয়া নাড়া।"

"সে ভয়টা তোমার উপরেই বেশী খাটে। বেশী অত্যাচার করা উচিত নয়, অনর্থক রাত জাগায় ফল কি? শোও, তোমার শরীর বড় খারাপ হয়েছে।"

বেশী আপত্তি করিতে সেদিন সুরমার ক্ষমতা ছিল না। অমর শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেই সুরমা সেইখানেই ঢুলিয়া পড়িল। মাথাটা মাটিতে পড়িল, তুলিয়া লইবার সাধ্য নাই। বোধ হইল যেন কে মস্তকটা টানিয়া লইয়া উপাধানের উপরে রাখিল। সুরমার তখন চাহিবারও সাধ্য নাই, অতিরিক্ত পরিশ্রমে সে মৃতের ন্যায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাতে বেলা অধিক হইলে, চারুর আহ্বানে সুরমা জাগরিত হইয়া দেখিল, চারু অতুলকে লইয়া বসিয়া আছে। "ওঠো দিদি! স্নান পুজো করে কিছু খাওগে।"

সুরমা লজ্জিত হইয়া উঠিয়া বসিল, "এত বেলা হয়েছে? বড্ড ঘুমিয়েছি ত।"

চারু হাসিয়া বলিল, "ঘুমের বড় অপরাধ কি না, খাও।"

"যাচ্ছি, অতুল কেমন আছে?"

"বেশ আছে, কথা কচ্চে, দুতিন বার মেলিন্স ফুড খাইয়েছি।" সুরমা বালকের নিকট সরিয়া গিয়া ডাকিল, বালক উত্তর দিল।

"খিদে পেয়েছে?"

"না।"

চারু বলিল, "তুমি যাও দিদি, নাও গে।"

"যাচ্চি—ওষুধ ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়ানো হচ্চে ত? আমি যেন আজ কুম্ভকর্ণ হয়েছিলাম। কাল তুমি কি অতুলকে আমার কাছ থেকে নিয়েছিলে?"

"না, উনি বোধ হয়। সকালে দেখলাম উনি রয়েছেন, তোমায় ডাকতে বারণ করেছিলেন।" সুরমা একটু লজ্জিত হইল,—বালকের এত নিকটে সে শুইয়াছিল, আর অমর এত নিকটে ছিল। লজ্জাটা জোর করিয়া মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সুরমা উঠিয়া পড়িল।

বালক ক্রমশঃ রোগশূন্য হইতে লাগিল। শয্যার উপরে উঠিয়া বসিতে পারিল। এদিকে শ্যামাচরণ রায় বিষয়েরও অনেক গণ্ডগোল মিটাইয়া আনিলেন। তারিণীর কারসাজি চারিদিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। শ্যামাচরণ বলিলেন, "ব্যাটাকে জেলে দেব।" সুরমাও তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, বাধা দিল না। চারুও সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিল না। অমর কেবল বাধা দিল, "না না, তাও কি হয়, যা করেছে করেছে, এখন ছেড়ে দিন।" কিছুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পরে অমরের কথাই রহিল। তারিণী তাড়িত হইল।

সুরমা দেখিল, অমর ক্রমশঃ যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িতেছে। কোন কার্য্যে আর তাহার মন নাই, চিকিৎসালয়ে বা শিকারে যাওয়ার আর মোটে স্পৃহা নাই, চারুর সহিতও আর সে তেমন করিয়া হাস্য-পরিহাসে মগ্ন হয় না। সুরমার সহিত ক্রমশঃ বাক্যালাপ বা ঘনিষ্ঠতা একেবারে ত্যাগ করিয়াছে। সুরমা সম্মুখে পড়িলেও সময়ে সময়ে অমর তাহার সহিত কথা বলে না।

ডাকিয়া কথা কহিলেও যেন শুনিতে পায় নাই, এমনি ভাণ করিয়া দূরে সরিয়া যায়। সুরমা চিন্তিত হইল, এর মানে কি, শরীরের ভাবান্তর না, মনেরই ভাববিপর্য্যয়?—মনেরই নিশ্চয়। কিন্তু মনে এমন কি হইতে পারে যে, চারুর সহিতও তেমনি হাসি গল্পের স্রোত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? অন্য কেহ হইলে তার সম্বন্ধে একটা যা তা ভাবিয়া লইতে পারা যাইত, কিন্তু অমরের সম্বন্ধে সে চিন্তা ভ্রমেও সে মনে স্থান দিতে পারে না। চারুর প্রতি তাহার একনিষ্ঠ প্রেম সে বিশেষরূপেই জানিত। তবে এ পরিবর্ত্তনের অর্থ কি?

অর্থ যাই হোক্, অমরের ভাবান্তর দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে ছিল। ক্রমশঃ চারু পর্য্যন্ত তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দিদি, উনি অমন ধারা হয়েছেন কেন?" সুরমা সুযোগ পাইয়া বলিল, "কি রকম?" "কেন দেখতে পাও না? আর সন্ধ্যেবেলা গল্প করতে আসেন না"; 'দেবের ফুল বঞ্চিত' হ'ত তবু আমাদের সন্ধ্যেবেলার সভা না বস্‌লে চলত না, কিন্তু এখন খেতে বসে পর্য্যন্ত একটা ভাল করে কথা কন্ না! শরীরটাও যেন কি রকম, জিজ্ঞাসা করলেও ভাল করে উত্তর দেন না।"

"বোধ হয় কিছু অসুখ করে থাকবে। একটু ভাল করে জিজ্ঞাসা করিস্ দেখি।"

"কেন, তুমি কি কথা কওনা না কি?"

সুরমা একবার কি বলতে গেল। আবার থামিয়া বলিল, "তুমি জিজ্ঞাসা করলে ক্ষতি কি?"

"আচ্ছা, করবো।"

সায়াহ্নে ছাদে বসিয়া সুরমা ও চারু এই সব কথার আলোচনা করিতেছিল। অতুল দাসীর কাছে ছিল।

বিন্দু আসিয়া ডাকিল, "ছোট-বৌদি বাবু ডাক্‌ছেন।"

চারু বলিল, "এইখানে আস্‌তে বল।" অবিলম্বে অমরকে আসিতে দেখিয়া বলিল, "কি ভাগ্য! আজ ছাতেরই ভাগ্যি কি আমাদেরই ভাগ্যি তাই ভাবছি।"

অমর সুরমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। আসিয়া পড়িয়াছে আর ফিরিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না, অগত্যা নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধীরে ধীরে আসিয়া বসিল। সুরমা সহাস্যে বলিল, "আজ কি পুরোণো স্মৃতিটা আবার জাগ্‌ল না কি?

অমর বলিল, "কি রকম?"

"এই, গল্প করতে ইচ্ছে হয়েছে, না কোন কাজের কথা আছে?"

অমর জড়িত স্বরে বলিল, "কাজের কথাই একটা আছে।"

"তবে আমি আসি, দেখি অতুল কি কচ্চে।"

বাধা দিয়া চারু বলিল, "ও কি দিদি, তোমরা আজ নূতন অভিনয় করছ যে। তুমি উঠে যাবে তবে কথা হবে? বল না কি কথা? দিদিকে উঠে যেতে হবে?"

অমর নীরবে রহিল। সুরমা বুঝিল, তথাপি কথাটা জানিবার অদম্য ইচ্ছায় সে উঠিল না।

চারু বলিল, "বল না কি কথা, তুমি ওরকম হয়েছ কেন? শরীরে কি কোন অসুখ হয়েছে?"

যথাসাধ্য চেষ্টায় সঙ্কোচকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অমর বলিল, "হাঁ,

শরীরটা আমার বড় ভাল লাগছে না, দিনকতক পশ্চিমে বেড়াতে যাব, অনেক দিন থেকে মনে করছি। চল, যাবে ?"

চারু বিস্মিতভাবে বলিল, "আমি একা ?—দিদি যাবে না ?"

অমর জড়িত কণ্ঠে বলিল, "কাকা বললেন, সবাই গেলে চলবে না।"

চারু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "তবে আমি যাবনা।"

সুরমা বাধা দিয়া বলিল, "না, যাও, অতুলের শরীরটা ভাল হয়ে আসবে।"

"তুমি একা থাকবে ?"

"একা কিসের ? কাকা রইলেন।"

"না দিদি, তুমিও চল। তুমি না গেলে আমি কি তার যত্ন করতে পারবো ? আর ওঁরও ত ঐ শরীর দেখছ ? তোমার হাতের যত্নের আগে দরকার।" সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পাগল আর কি ! তুমি ওদের দেখো, সংসার দেখবারও ত লোক চাই।" সুরমা চলিয়া গেল। চারু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "তুমি দিদিকে একটু অনুরোধ কর।"

অমর বলিল, "বেশী গণ্ডগোলে আমার ইচ্ছা নেই। কেন ? শুধু আমাতে তোমাতে কি আর আমরা থাকতে পারি না চারু ? কলকাতায় যেমন আমি তোমা ভিন্ন জানতাম না, তেমনি সমস্ত মনে প্রাণে আমি তোমায় আবার অনুভব করতে চাই। চল চারু, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।"

চারু বিস্মিত হইল। ভাবিল, অমরের মাথা খারাপ হইয়াছে। তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া সে বিশ্বাস দৃঢ় হইল। সভয়ে বলিল "চল, যেখানে তুমি ভাল থাক, সেইখানেই চল।"

পরদিন একটি মাত্র চাকর ও একজন দাসী লইয়া অমর ও চারু পশ্চিম যাত্রা করিল। যাইবার সময় চারু সুরমাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে। আশীর্ব্বাদ কর দিদি, যেন অতুল আর, ওঁর কোন অসুখ না হয়।"

সুরমা সস্নেহে তাহাকে ও অতুলকে চুম্বন করিল, তার পরে মনে মনে বলিল, "ভগবান কি করবেন জানি না, কিন্তু আমা হতে তোমার অমঙ্গল চিন্তা আস্‌বে না; তাই এও আমি সহ্য করব।" রোরুদ্যমান এবং গমনে অনিচ্ছুক অতুলের মুখ তাহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, সুরমা ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

যখন দ্বার খুলিল, তখন রাত্রি হইয়াছে; চারিদিকে অন্ধকার। প্রাণের মধ্যেও সমস্ত যেন অন্ধকার। অন্তরে বাহিরে কোথাও কি একটু এমন জিনিস নাই, যাহা আজ সে প্রাণের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে? কিছু না—কিছু না। তাহার জীবনের সমস্তটা একটা খরচেরই তালিকা—যাহার জমার ঘর একেবারে খালি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মুঙ্গেরে একখানি সুন্দর বাঙ্‌লায় অমরনাথ ডেরা ডাণ্ডা গাড়িল। নিম্নে উত্তরবাহিনী গঙ্গা, সম্মুখে সুন্দর পুষ্পোদ্যান। নিশ্বাস ফেলিয়া অমর ভাবিল, জীবনের সেই নবাগত দুশ্চিন্তাকে বঙ্গদেশের কোন এক পল্লীগ্রামে একটা অন্ধকার কক্ষের মধ্যে

ফেলিয়া আসিয়া সে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় এখন স্বাধীন ও অবাধগতি হইয়াছে। স্ফূর্তিতে অমরনাথ প্রভাতে গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া বেশী করিয়া সন্তরণ করিতে লাগিল, বৈকালে চারু ও অতুলকে লইয়া পীরপাহাড়, সীতাকুণ্ড, করণচৌড়া, ফোর্ট প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। নূতন স্থানে আসিয়া এবং স্বামীর পূর্ব্বের মত প্রফুল্লমূর্ত্তি দেখিয়া চারুও আনন্দিতা হইল। বেশী যত্ন করিতে না পারিলেও স্থানের গুণে অতুলও দিন দিন শরীরে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। চারু সুরমাকে পত্রে সব লিখিল এবং আরও লিখিল যে, সুরমা যেন কাজ মিটিলে কাহাকেও সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে আসে, নহিলে সে অত্যন্ত দুঃখিত হইবে। সুরমা লিখিল—কাজ মেটে নাই, শীঘ্র মিটিবে এমন আশাও নাই, কাজেই তাহার এখন যাওয়া হইবে না; চারু যেন অতুলকে সাবধানে রাখে, ইত্যাদি। ক্রমে মুঙ্গের দেখার সখ মিটিল। একদিন চারু অমরকে বলিল, "বাড়ী কবে যাবে ?"

"এখনি কি ?"

"তবে কতদিনে যাবে ?"

"যবে ইচ্ছা হবে।"

"না, আমার আর ভাল লাগ্ছে না, বাড়ী চল।"

"আর কিছু দিন যাক্। আমার কপালটায় হাত দিয়ে দেখ ত।"

চারু স্বামীর ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, "তাই ত। এ যে জ্বর হয়েছে! কেন বল দেখি গঙ্গায় অত করে নাও ?"

"তাই ত! জ্বর হবে তা কি বুঝতে পেরেছিলাম ? কপালটা বড্ড টন্‌টন্ কচ্চে। রাত্রে কিছু খাব না। তুমি অতুলকে সাবধানে রেখো।

পরদিন সকালে থার্ম্মমিটার দিয়া অমর দেখিল যে, জ্বর ১০৪ ডিগ্রী হইয়াছে। সমস্ত শরীরে ও বুকে ভয়ানক বেদনা। মাথায় যন্ত্রণাও বড় বেশী রকম। অমর চারুকে বলিল, "এ ভাল বোধ হচ্চে না, চারু! ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাও, বাড়ীতে টেলিগ্রাম কর, কাকা আসুন। বিদেশ, তুমি একা।"

চারু কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "কি হবে? কেন দিদিকে সঙ্গে নিয়ে এলে না? অতুলেরও গা যেন গরম গরম বোধ হচ্চে।"

"সর্ব্বনাশ! অতুলেরও গা গরম হয়েছে?—একা তুমি কি কর্‌বে?"

"টেলিগ্রাম করে দেওয়া যাক্, দিদি শীগ্‌গির আসুন।"

অমর সবেগে বলিয়া উঠিল, "না—না!"

বিস্মিতা চারু স্বামীর আরক্তিম মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "তোমার হয়েছে কি,—দিদি না এলে এ বিপদে কি উদ্ধার হ'তে পার্‌ব আমরা? এখনি তাঁকে টেলিগ্রাম কর্‌ছি।"

"না চারু, না! তুমি কি আমায় দেখতে পার্‌বে না? খুব পার্‌বে, মনে সাহস ধর। কাকাকে খবর দাও, তিনি আসুন।"

"আচ্ছা তাই হবে। তুমি আর বকো না ত।"

"বক্‌তে আর পাচ্চি কই! ক্রমশঃ যেন সব গোলমাল হয়ে আস্‌ছে।"

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল "টাইফয়েড্ জ্বরের বীজ শরীরে ছিল, অত্যাচারের দরুণ আক্রমণ কর্‌তে সুযোগ পেয়েছে। খুব সাবধানে থাকতে হবে, তবে চিন্তা নাই" ইত্যাদি। অমর

তখন জ্ঞানরহিত। রাত্রি কাটিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি সমস্ত দিন চারু অমরের পার্শ্বে বসিয়া রহিল এবং মাথায় ও-ডি-কলোন ও বরফ দিতে লাগিল। অতুল শরীরের অসুস্থতায় দাসীর ক্রোড়ে কাঁদিতেছিল। চারু মধ্যে মধ্যে তাহাকেও ক্রোড়ে টানিয়া লইতেছিল। প্রবাসে একা, চারু আকুল মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। দুশ্চিন্তায় দুই দিনে চারুকে যেন কত দিনের রোগীর মত দেখাইতেছিল। বেলা আটটা বাজিলে দ্বারে গাড়ীর শব্দ হইল। ছুটিয়া গিয়া চারু ডাকিল, "দিদি"—কিন্তু শ্যামাচরণ রায়কে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া আসিল। শ্যামাচরণ রায়ের পশ্চাতে সুরমা গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার নিকটে গেলে চারু আবার উচ্ছসিত কণ্ঠে ডাকিল, "দিদি!" সুরমা বাধা দিয়া বলিল, "বিছানায় একা ফেলে রেখে এসেছ কেন?"—

"একা নয়, ঝি আছে!"

"অতুল কেমন আছে?"

"ভাল।"

শ্যামাচরণ রায় রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চারু সুরমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কি হবে দিদি!"

"ভয় কি চারু! কোন ভয় নেই। আয়, দেখি গে কেমন আছেন।"

উভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিল। শ্যামাচরণ রায় অমরের নিকটে বসিয়া ডাকিলেন, "অমর!"

প্রভাতে অমর একটু সুস্থ হইয়াছিল; শ্যামাচরণের ডাকে চক্ষু মেলিয়া বলিল, "কাকা? এসেছেন? চারু টেলিগ্রাম করেছিল?"

"হ্যাঁ, এখন কেমন আছ অমর?"

"মাথায় বড় যন্ত্রণা, কথা কইতে কষ্ট বোধ হচ্চে, ভাল নেই।"

অমর চক্ষু মুদিলে, শ্যামাচরণ চাকরকে ডাক্তার ডাকিতে আদেশ দিয়া বাহিরে গিয়া বসিলেন। অমর জল চাহিলে সুরমা নিকটে গিয়া জল দিল এবং ললাট স্পর্শ করিয়া জ্বরের উত্তাপ দেখিল। তারপরে চারুকে মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি কিছু খেয়ে একটু ঘুমোও গে, আমি বসে রইলাম।"

"তুমি? এখনো যে নাও নি, মুখে জল দাও নি দিদি!"

"আমি নিজের সময় বুঝে ঠিক্ করে নেব। বিন্দি এসেছে, তাকে কাকার স্নানের আর খাওয়ার উদ্যোগ করতে বল গে, তোমার চোখ মুখ দেখে বুঝছি, একটু না ঘুমুলে দাঁড়াতেই পারবে না। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও গে যাও।"

চারু চলিয়া গেল। অমর মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "মাথা কি টিপে দেব?"

"কে?"—চমকিত হইয়া অমর চাহিল। সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি? কখন এলে?"

"কাকার সঙ্গে এসেছি।"

"কাকার সঙ্গে? কই দেখিনি ত।" সুরমা উত্তর দিল না। একটা উত্তেজনার আকস্মিক আঘাত কাটিয়া যাওয়ার পর নিশ্চিন্ততার একটা শান্ত ছায়া অমরের রুগ্ন মুখে ক্রমে

উঠিল। ক্ষণেক পরে অমর বলিল, "আমি ভেবেছিলাম হয় ত তুমি আসবে না।"

"কেন ?"

অমর আর উত্তর দিল না। কিন্তু সুরমাকে দেখিয়া তাহার প্রাণে যে মূর্ত্তিমতী আশার উদয় হইয়াছিল, ভরসার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা চাপিতে পারিল না, বলিল, "চারু তোমায় দেখেছে ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কতক্ষণ বসে আছ ?"

"বেশীক্ষণ নয়।"

অমর চোখ বুজিয়া ধীরে ধীরে যেন নিজের মনে বলিল, "মনে হচ্চে শীগ্‌গিরই সেরে উঠব।" সুরমা উত্তর দিল না, নীরবে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

ডাক্তার আসিয়া বলিল, "কোন ভয় নেই, তবে এ জ্বরের যেমন ধরণ তেমনি একটু ভোগাবে, হয় ত একুশ বাইশ দিনের কম জ্বরটা ছাড়বে না। শুশ্রূষার একটু বেশী দরকার। ঘণ্টায় ঘণ্টায় যেন ঔষধগুলো ঠিক ঠিক পড়ে, পথ্য নিয়মমত দেওয়া হয়।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "সেজন্য আপনি ভাববেন না।"

কয়েক দিন ব্যারাম বৃদ্ধির মুখেই চলিল। জ্বরের বিরাম নাই, এক ডিগ্রী কমিলে তখনি দুই ডিগ্রী বাড়িয়া উঠে। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, দিন রাত্রি নিদ্রা নাই, কেবল যন্ত্রণা ও ক্লান্তির জন্য সর্ব্বদা তন্দ্রার মত একটা মোহ রোগীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সুরমা—তাহার যেমন ধরণ—আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীকে লইয়া দিবা রাত্রি কাটাইতে

লাগিল। চারুকে অতুলের বিষয়ে সাবধান থাকিতে পুনঃপুনঃ বলিয়া দিল। অগত্যা চারু অতুলকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত। বিন্দু ঝি অন্যান্য সকলের তত্ত্বাবধান করিত।

রাত্রি প্রায় বারোটা। সমস্ত দিন সুরমার সাহায্য করিয়া ক্লান্ত শ্যামাচরণ রায় অন্য একটা কক্ষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। বাহিরে ভৃত্যের হস্তে টানাপাখার দড়ি শিথিল হইয়া গিয়াছে। সুরমা দেয়ালে হেলান দিয়া অমরের মুখের নিকটে নীরবে বসিয়া আছে। কক্ষে কেবল ঘড়ীর টিক্ টিক্ ধ্বনি গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অতুল বায়না লইয়া চারুকে এতক্ষণ অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাও নীরব হইয়াছে। সুরমা নীরবে বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল; তাহার নিশ্চেষ্ট নয়নযুগল ক্রমশঃ তন্দ্রার ভরে ঢুলিয়া পড়িতেছে, আবার সচকিতে জোর করিয়া চাহিয়া, সে এক একবার রোগীর তপ্ত মস্তকে হাত বুলাইতেছে ও চক্ষু পরিষ্কার করিয়া ঔষধ দিবার সময় হইল কি না জানিবার জন্য ঘড়ীর দিকে চাহিতেছে।

সহসা একটা শব্দে সুরমার তন্দ্রার ঝোঁক একেবারে কাটিয়া গেল—দেখিল অমর শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়াছে। ত্রস্তে সুরমা রোগীর বাহুযুগল দুই হাতে ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল, "ওকি, কোথা যাচ্ছ?"

অমর জড়িত স্বরে বলিল, "গঙ্গায় স্নান করব, ছেড়ে দাও, চারু!"

"শোও, শোও, মাথায় বরফ দিচ্ছি, বাতাস করছি, শরীর ঠাণ্ডা হবে এখনি, শোও।"

"বরফ? বাতাস? না, গঙ্গায় নাইব, ছাড়।" বাধা

প্রাপ্ত হইয়া অমর সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "চারু—ছাড়, ছাড় বল্‌ছি আমায়। আমায় আটকাচ্ছ, কি হয়েছে আজ তোমার?"

"তোমার কি হয়েছে, আমার কথা শুন্‌ছ না কেন? চারু কাকে বল্‌ছ?"

"কেন তোমায়? কে তবে তুমি? তুমি কে?" সুরমা নিঃশব্দে শুধু অমরের চক্ষের পানে চাহিয়া তাহাকে বাধা দিয়া রাখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল, ব্যারামের অপ্রকৃতিস্থতা ছাড়াও অমরের চক্ষে যেন আরও একটা কি ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। সুরমা অমরকে তেমনি ধরিয়া রাখিলেও তাহার চক্ষু কেমন আপনিই নত হইয়া পড়িল। অমর যেন একটু দম লইয়া বলিল, "তুমি? আমার রোগের পাশেও সেই তুমিই! সেই তেমনি করে যত্ন দিয়ে সেবা দিয়ে প্রাণপাত করে আমায় সুস্থ করবে—স্বাচ্ছন্দ্য দেবে আমায়? কিন্তু কেন? কেন তা দাও তুমি, আর আমিই বা তা কোন অধিকারে নিই? কোন্ সম্বন্ধে, কি অধিকারে তোমার কাছ থেকে আমি এত নেব? আর তুমিই বা কেন—কেন—" সুরমা জোরের সহিত অমরকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া এক হাতে মাথার উপর বরফের ব্যাগ চাপিয়া ধরিল এবং অন্য হাতে সবেগে বাতাস করিতে লাগিল। ক্ষণেক চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া অমর মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল—"চারু—চারু—এস আমার কাছে। বাতাস দাও, কাছে বস আমার। ছি তোমার একটুও বুদ্ধি নেই চারু! কার কাছ থেকে আমায় এত নেওয়াচ্ছ—নিজে দিচ্ছ, তাকি

বুঝ্‌তে পার না? যাকে কিছু দিই নি, তার ঋণ—চারু—চারু—আমার আর ঋণ বাড়িও না, তুমি আমার সেবা কর—তুমি এস!" সুরমা চকিতে একবার দ্বারের পানে চাহিয়া দেখিল, সে যে ভয় করিতেছিল তাহাই ঘটিয়াছে, অমরের উত্তেজিত কণ্ঠে জাগ্রত হইয়া চারু গৃহদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া সেইখানেই অচল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুরমা লজ্জায় চারুর পানে চাহিতে না পারিয়া মাথা নামাইল। ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া অমর নীরব হইলে, সুরমা আবার দ্বারের পানে চাহিয়া দেখিল, চারু তদবস্থাতেই মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সুরমা মৃদু স্বরে ডাকিল, "চারু।" চারু মৃদুপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া সুরমার পশ্চাতে দাঁড়াইল। সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "অতুল আর কাঁদে নি? ঘুমুচ্চে?"

"হ্যাঁ।"

"উঃ! যে ভয় পেয়েছিলাম এখনি চারু।" চারু জিজ্ঞাসু নেত্রে সুরমার পানে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "অসুখ কি খুব বেড়েছে তবে দিদি? নইলে তোমায় কেন এত—" বলিতে বলিতে দারুণ লজ্জার ভরে চারু মাথা নীচু করিল।

সুরমা আশ্বাস দিয়া বলিল, "মাথায় অনেকক্ষণ বরফ দেওয়া হয় নি, তাই মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল হঠাৎ, আর কিছু না।" কক্ষান্তরে অতুল কাঁদিয়া উঠায় সুরমা মৃদুস্বরে বলিল, "চারু তুমিই একটু পাখা কর, আমি ওকে থামিয়ে আসি।" হঠাৎ যেন অপ্রত্যাশিত আঘাতে ব্যথিত

হইয়া দীন করুণ চক্ষে চাহিয়া চারু বলিল, "দিদি, ওঁর এই সময়ের কথাতেও তুমি কান দেবে ?"

চারুর নির্ভরতা ও সলজ্জ ব্যাকুলতাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে মুহূর্ত্তে সুরমার আত্মকর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, কয়েক নিমিষের দুর্ব্বলতা এক মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইল। সুরমা বলিল, "তবে তুইই যা,—ঘুম এসেছে দেখ্‌ছি একটু—কান্নার শব্দে ভেঙ্গে যাবে।"—চারু তেমনি নিঃশব্দ পদে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে শ্যামাচরণ আসিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া সুরমাকে বলিলেন, "নাড়ীটা একটু পরিষ্কার বোধ হচ্ছে। মা, তুমি একটু শোবে না ?"

"আমি ব'সে বসেই মধ্যে মধ্যে বেশ ঘুমিয়ে নিচ্ছি—এ রকমে ঘুমুতে আমার একটুও কষ্ট হয় না, আপনি আর একটু শুনগে। দিনে আপনার বড্ড বেশী পরিশ্রম হচ্চে, এর ওপর রাত জাগলে সইবে না।" শ্যামাচরণ চলিয়া গেলেন। তথাপি কথোপকথনের মৃদু গুঞ্জনে অথবা অতুলের ক্রন্দনের স্বরে অমর আবার জাগিল। আরক্ত চক্ষে সুরমার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "তবু ?—তবু এসেছ ?—পালিয়ে এলাম তবু নিস্তার নেই ? দয়া কর—দয়া কর আমায়। আমার কাছে এস না—পারছি না আমি আর। যাও যাও, নয় ত আমায়ই যেতে দাও।"

অমরকে আবার অত্যন্ত বেগের সহিত শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া, সুরমাকে এবার তাহার সমস্ত বলটুকুই প্রয়োগ করিয়া অমরকে শয্যায় চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হইল। বাতাস করিবার বা মাথায় বরফ ব্যাগ ধরিবার উপায় রহিল না;

কেননা সেই চেষ্টায় দুই হাত ত নিযুক্ত হইয়াই ছিল, উপরন্তু রোগের সে বিকারজনিত অস্বাভাবিক বল প্রতিরোধ করিতে রোগীর উপরে তাহার শরীরের ভরও কতকটা দিতে হইয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল, ধীরে ধীরে অমর আবার নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল, আবার তেমনি মৃদু মৃদু কয়েকবার উচ্চারণ করিল, "যেতে দিলে না? তবে তুমিও থাক—তবে আর যেয়ো না, আর যেতে পাবে না, এমনি থাক তবে!"

অমর সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইলে সুরমা যখন আবার এক হস্তে বরফের ব্যাগ্ এবং অন্য হস্তে পাখা লইয়া রোগীর শিয়রের নিকটে সরিয়া বসিল, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। রোগের প্রাবল্যেই রোগীর প্রলাপ দেখা দিয়াছিল, তাহা বুঝিলেও সুরমা তাহার দেহ মন কেন যে এমন করিয়া কাঁপিতেছে তাহা সে নিজেই কিছুক্ষণ ধরিয়া যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। প্রলাপ অথচ প্রলাপ নয়—না জানি এ কিসের উত্তেজনা!

সুরমা শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া মাথায় হাতে মুখে শীতল জল দিল এবং গৃহস্থিত আলোকরশ্মিও ঈষৎ কমাইয়া তাহার পরে ভৃত্যের হস্তের টানাপাখার শিথিল রজ্জুটায় সজোরে একটা টান্ দিল। তাহার কার্য্য সম্বন্ধে গৃহমধ্য হইতেই নিঃশব্দে তাহাকে সচকিত করিয়া দেওয়ায় বহির্দ্দেশস্থিত অপ্রস্তুত ভৃত্যের সবেগ রজ্জু-আকর্ষণে গৃহমধ্যে হু হু শব্দে বায়ু চলিতে লাগিল। সুরমা আবার নিঃশব্দে পূর্ব্বের মতই অবিচলিত ভাবে অমরের শিয়রে স্থান গ্রহণ করিল।

ক্ষণ পরে চারু আবার আসিয়া নীরবে শয্যার একপার্শ্বে বসিল। তখনো তাহার মুখের পাণ্ডুবর্ণ ঘুচে নাই; চারুর দীন ভীত চক্ষু

দেখিয়া সুরমা একটু ব্যথিত হইল, বুঝিল পূর্ব্বের মত ব্যবহারে না চলিলে চারুর এ লজ্জার বেদনা মুছিবে না। বিকৃতমস্তিষ্ক রোগীর এ ক্ষণিক উত্তেজনাটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনাই উচিত—এবং সে সময়ও এখন নয়। সুরমা আবার অবিচলিতভাবে আপনার কর্ত্তব্যে মন দিল। অমরের ললাট অল্প অল্প ঘামিতেছে দেখিয়া রুমাল দিয়া মুছাইয়া দিতে দিতে দেখিল, অমর জাগিয়া উঠিয়া চাহিতেছে, চক্ষের দৃষ্টি অনেকটা পরিষ্কার। তখন গবাক্ষ পথের ছিদ্র দিয়া তরুণী উষার আলো গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। সুরমা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "এখন কেমন আছ ?"

"ভাল বোধ হচ্চে। তুমি কি একাই সমস্ত রাত ব'সে আছ ?"

সুরমা মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "না, চারুও রয়েছে,—ওদিকে কাকা এসেছিলেন। মাথাটা একটু ভাল বোধ হচ্চে ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্চে—কথা কইতে পাচ্চি না।"

সুরমা তাহার ললাটে হস্ত রাখিয়া বলিল, "তবে কথা কয়োনা—আরও একটু ঘুমোও।"

অমরের প্রকৃতিস্থ কথাবার্ত্তায় এবং সুরমারও ভাবের কোন ব্যত্যয় না দেখিয়া নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া চারু গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেল এবং সুরমাও অন্তরে অন্তরে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। অমরের রাত্রির সেই সকল অসম্বদ্ধ কথাবার্ত্তায় তাহার কেমন একটু ভয় হইয়াছিল। সেগুলা কেমন যেন লাগিয়াছিল। এখন বুঝিল—সেগুলা রোগের প্রলাপ মাত্রই বটে। অমরের পূর্ব্বভাবের কোন ব্যতিক্রম না দেখিয়া সুরমার সে বিশ্বাস দৃঢ়তরই হইল।

সুরমার আদেশ মত অমর পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিলে সুরমা উঠিয়া জানালা দরজা খুলিয়া দিল। দীপ নিভাইয়া দিয়া শয্যার উপরে আসিয়া বসিয়া দেখিল, অমর পুনর্ব্বার ঘামিতেছে, সুরমা রুমালে অমরের ললাট মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে পাখা নাড়িতে লাগিল। তখন তাহার নিজের চক্ষুও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। সুরমা সহসা পাখাটায় ঈষৎ আকর্ষণ অনুভব করিয়া চাহিয়া দেখিল, অমর কম্পিত হস্তে পাখা আকর্ষণ করিতেছে। সুরমা বলিল, "কেন ?"

"তুমি বোধ হয় সমস্ত রাত জেগেছ—আর বাতাসে দরকার নেই।" সুরমা পাখা রাখিল। "সমস্ত রাত একা কেন জাগ? আর কাউকে খানিক খানিক ভার দিও। আমি এখন বেশ আছি—তুমি শোও গে।"

সুরমা চক্ষু পরিষ্কার করিয়া বলিল, "এখন কি আর শোওয়া হয়—বেলা হয়ে গেছে।" তার পর ঔষধ ঢালিয়া সেবন করাইয়া টেম্‌পারেচার লইয়া দেখিল, জ্বর অত্যন্ত কম। শ্যামাচরণকে ডাকাইয়া ডাক্তারকে ডাকিতে বলিল। ডাক্তার আসিয়া বলিল, "আর চিন্তা নাই—শীঘ্রই বিজ্বর হবেন। কিন্তু আজ বেশী সাবধান থাকতে হবে। ঠিক সময় মত পথ্য ঔষধ যেন পড়ে।" রাত্রে চারু বা অন্য কাহাকেও জাগিতে আদেশ দিয়া অমর ঘুমাইল। শ্যামাচরণ ও চারু উভয়েই সুরমাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিল। সুরমা বলিল, "আজ কোন মতেই নয়। কাল থেকে হবে।"

ক্রমশঃ অমর আরোগ্য হইতে লাগিল। শ্যামাচরণ সুরমাকে বলিলেন, "জান ত মা, কি রকম অবস্থায় সব ফেলে এসেছি।

এখন সে সব দেখার দরকার হবে। আর কোন ভয় নাই, নিয়ম যত্নের কথা তোমায় কি শিক্ষা দেব। এখন যদি বল আমি বাড়ী যাই।" সুরমা ও অমর উভয়েই সম্মতি দিলে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তিনি দেশে চলিয়া গেলেন।

ব্যারামে অমর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কিছু দিন শয্যা হইতে উঠিতেই পারিত না। অতুল ও সংসার লইয়া চারু ব্যস্ত, সময়ে সময়ে এক একবার অমরের নিকট আসিয়া বসিত মাত্র। চিরদিনই সে সুরমার উপরে সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। রোগীর পরিচর্য্যায় সে নিজেকে অত্যন্ত অক্ষম জ্ঞান করিয়া দূরে থাকিত।

প্রবাসে সেই সঙ্গীহীন ক্লান্ত অবসন্ন রোগশয্যায় অমরনাথের একমাত্র সঙ্গী সুরমা। পরিচর্য্যা করিতে, শুশ্রূষায় যন্ত্রণা নিবারণ করিতে, রোগক্লান্ত প্রাণে আনন্দসঞ্চার করিতে, অবসন্ন হৃদয়ে উৎসাহের অঙ্কুর রোপণ করিতে, মিষ্ট আলাপে সঙ্গীহীনতা দূর করিতে, অমরনাথের তখন সুরমাই একমাত্র আশ্রয়। প্রাণ যখন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন মানুষের অন্তরে অপরের স্নেহ লাভ করিতে, স্নেহময় আত্মীয়ের সঙ্গসুখ উপভোগ করিতে ঐকান্তিক ইচ্ছা জন্মে। তখন যে ভালবাসা অন্যসময়ে কখনো চক্ষেও পড়ে না বা মনের কোণেও আসে না, সেই ভালবাসা বা স্নেহও যেন অন্তরে অন্তরে শত শাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠে। চিরদিনের অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে পতিত স্নেহবীজও এই হৃদয়ধারা সিঞ্চনে সহসা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে থাকে। সংসারের জটিল পথে, সুস্থ সবলতার দিনে যে স্নেহ শ্রদ্ধা বা ভক্তি, হৃদয়ের গুপ্ত গুহায় জন্মিয়া, সেইখানেই অপ্রকাশ্যরূপে বাস করে; এই পরম

দুর্ব্বল অবস্থায়, এই রুগ্নশয্যায়, এই সম্পূর্ণ পরমুখপ্রেক্ষিতার দিনে, তাহা যেন শত স্রোতে নির্গত হইয়া সেই শ্রদ্ধেয় বস্তুটিকে বা প্রীতির পাত্রটিকে নিষিক্ত করিতে চায়; আশ্রয় স্থানটিকে ব্যগ্রবাহু বিস্তার করিয়া ধরিয়া নিজের হৃদয়ের স্নেহ-ব্যাকুলতা ও আশ্রয়-প্রার্থী ভাবটি বুঝাইয়া দিতে চায়। দুর্ব্বল মন স্নেহ পাইতেও যেমন ব্যগ্র, স্নেহ জানাইতেও তেমনি ব্যাকুল হইয়া উঠে।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মুক্ত বাতায়ন দিয়া পুষ্পের মৃদু সৌরভ কক্ষটি আমোদিত করিতেছিল। অমরনাথ শয্যায় শুইয়া আছে, সুরমা এক পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে কৃষ্ণকান্তের উইল পড়িয়া শুনাইতেছে। সম্মুখস্থ টি-পায়ার উপরে আলোক জ্বলিতেছে। অমর নিবিষ্ট মনে শুনিতেছে। সে যে এ পুস্তক পড়ে নাই তাহা নয়, তথাপি শক্তিহীন ক্লান্ত মস্তিষ্কে অনন্যোপায় অবসরে বহুবার-পঠিত পুস্তকও অত্যন্ত মিষ্ট লাগিতেছিল। চারু ক্ষণেক শুনিয়া বলিল, "আর পড়ো না দিদি, শুনতে বড় কষ্ট হয়।" সুরমা পুস্তক নামাইল। অমর বাধা দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "না না, আর একটু।"

"তবে তোমরা পড়, আমি অতুলের কাছে যাই, এত দুঃখ আমি ভালবাসি না।" চারু উঠিয়া গেল। সুরমা পড়িতে পড়িতে চাহিয়া দেখিল, অমরের চক্ষে আলোক লাগাতে সে হাত দিয়া চক্ষু আড়াল করিতেছে। কিন্তু এমনি তন্ময় অবস্থা যে আলো সরাইতে বলিতেও মনে হইতেছে না। সুরমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "চোখে আলো লাগছে, সেটাও বুঝি অন্যে টের করিয়া দেবে? বলতে মনে হয় না?"

অমর হাসিল। সুরমা আলোক সরাইয়া লইয়া বলিল,

মাথায় বেশীক্ষণ একদিকে মন রাখা ভাল নয়। আজ পড়া ক্ষান্ত থাক্ না।"

"আর একটু পড়।"

সুরমা পড়িতে আরম্ভ করিল। হৃদয়দ্রাবী রচনায় তাহার কঠিন চক্ষেও জল আসিয়া পড়িল, তখন চোখ মুছিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সুরমা বলিল, "আজ থাক।"

অমরও চোখ মুছিয়া বলিল, "তবে থাক্।"

"রাত্রি আটটা বাজে, অন্যমনস্কে এখনো জানালা বন্ধ করি নি" বলিয়া সুরমা উঠিতে গেল, অমর সহসা তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল, "আর একটু খোলা থাক্, বড় সুন্দর গন্ধ আসচে। একটু গল্প কর।"

"কি গল্প কর্‌ব?"

"যা হয়—তা বলে বাঘের শেয়ালের নয়।"

"তা ভিন্ন আমাদের বিদ্যার আর কতটুকু দৌড় বল? তাই শোনো ত বল্‌তে পারি।"

"আচ্ছা আর একটা গল্প বল। আজ তোমার বাবা পত্র লিখেছেন—কি লিখেছেন?"

"সে অনেক কথা—আমি তাঁর কাছে এখনো যেন ছেলেমানুষ। নানা রকম লিখেছেন, শেষে বলেছেন, আরও কিছুদিন তোমার অপেক্ষা করব।"

অমর ক্ষণেক নীরবে বসিয়া বলিল, "কি উত্তর দেবে ভাব্‌ছ?"

"এখনো ভাবিনি, পরামর্শ দাও না, কি উত্তর দেব?"

"দেখ—আমার বাবার উপায় নেই।"

সুরমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কথা। যদি বলেন হাত পা সবই আছে—উপায় নেই কেন?"

"হাত পা ত সবারি আছে, তাই বলে কি যাওয়া যায়? চারু কি এখন যেতে পারে?"

সুরমা হাসিল। "চারু আর আমি? এ যে নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কথা।"

"ছেলেমানুষের মত কথা নয়—অতুলকে ফেলে, আমাদের ফেলে এখন তুমি যেতে পার?" সুরমা মস্তক অবনত করিল। এ কথার উত্তর দেওয়া উচিত কি না ক্ষণেক ভাবিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া অমর পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "যেতে পার?"

সুরমা একটু হাসিল। "তুমি কি বল? যেতে পারি, কি পারি না?"

অমর একটু ভাবিয়া বলিল, "পার।"

"তবে পারি।"

অমর হাসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু আন্তরিক বলি নি, তুমি কি বল বুঝ্‌তে বলেছি।"

"এতেও আন্তরিক মৌখিক আছে না কি? যাক্, এখন ত বুঝ্‌লে?"

"বুঝেছি।"

"কি বুঝ্‌লে?"

"ঠিক বল্‌ব?"

"বল।"

"যেতে পার না।"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "কেন?"

কেহই আসিল না দেখিয়া অমরও গৃহের দিকে চলিয়া গেল, এবং ধীরে ধীরে সুরমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুরমা একখানা পত্র লিখিতেছে। অমর নিঃশব্দে পশ্চাৎ হইতে কলম টানিয়া লইল। চমকিত হইয়া সুরমা ফিরিল, হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "ওকি ?"

"আমরা হাঁ করে বসে রয়েছি, আর ঘরে এসে আরাম করে বসে পত্র লিখছেন, বেশ লোক ত !"

"কাজের চিঠি। পত্র লেখবারও ত সময় চাই ?"

"কেন, আমি কি তোমার সব সময় জুড়ে বসে থাকি ? অন্য সময়ে লিখলেই হয়।"

"আচ্ছা, কাল থেকে তাই হবে। আজ যাও।"

"তুমি লেখ, আমি বস্‌ছি।"

"না তা হবে না !"

"কাকে লিখছ ?"

"কাকাকে।"

"দেখি", বলিয়া অমর পত্রখানা টানিয়া লইল এবং সুরমার ক্রোধমিশ্রিত বারণ উপেক্ষা করিয়াও পড়িয়া ফেলিয়া গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সুরমা রাগ করিয়া বলিল, "পরের পত্র পড়া ভারি দোষ।"

"দোষ হোক্—আমায় বাড়ী যেতে লিখ্‌তে কাকাকে এত অনুরোধ কেন ? এখানে তোমার এত কি অসুবিধা হচ্চে ?"

সুরমা অপ্রতিভ হইয়া নীরবে রহিল।

"কি অসুবিধা অনুগ্রহ করে বল্‌লেই পার। বল না কি অসুবিধা ?"

"অসুবিধা কিছুই নয়।"

"তবে বাড়ী যেতে এত আগ্রহ কেন?"

"এমনি।"

"এমনি নয়। আমি বুঝেছি।"

সুরমা অমরের মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "কি?"

"আমার উপর রাগ করেছ।"

ক্ষীণ হাসিয়া সুরমা বলিল, "তবু ভাল।"

"তবু ভাল নয়। তোমার যদি অপছন্দের কাজ কিছু করে থাকি, বারণ কর না কেন? আমি তখনি সাবধান হই।" কথাটা এমন কিছু নয়—অতি সাধারণ কথা, কিন্তু অমরের কণ্ঠস্বরে সুরমার যেন উত্তর দিবার শক্তি কমিয়া আসিতে লাগিল। অমর পুনর্ব্বার বলিল, "তুমি যে ভাবছ আমি বুঝিনি তা নয়, বুঝেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার এতে ক্ষতি কি? আমরা যদি এই তুচ্ছ আমোদে খানিক তৃপ্তি পাই এটুকু যদি আমাদের এতে ভাল লাগে, তোমার তাতে এত অনিচ্ছা কেন?" সুরমা কি উত্তর দিবে? তাহার মাথা কেমন করিতেছিল, চিরদিন আত্মসম্বরণে অভ্যস্ত হইয়াও আজ আর তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। এরূপ প্রশ্নে কি কোন কঠিন উত্তর দেওয়া যায়! অমর সহসা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি আজ ক' দিন হ'তেই তোমায় একথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। বল, উত্তর দাও। আমি ত বেশী কিছু চাই না, বা চাইবার অধিকারও রাখিনি—এতটুকু ঘনিষ্ঠতা বা এ সঙ্গটুকু ত দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ও পেতে পারে, তাহ'লেও কি আমি পর? আমায় কি

সেটুকুও দেওয়া চলে না? এটুকু পাবারও কি যোগ্য নই আমি?" এই ত সেই উন্মত্ততা—সেই প্রলাপ, যাহা সেই রোগশয্যায় অমরের চক্ষে দেখিয়া ও মুখে শুনিয়া সুরমা দেহমনে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আবার কি সেই বিকার সুস্থ অমরকেও আজ অধিকার করিয়াছে? কিন্তু না, অমরের চক্ষে, ব্যবহারে, বাক্যে, সেই রকমেরই একটা জিনিষের আভাষ যেন সে কিছুদিন হইতেই পাইতেছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, পূজা, আগ্রহ এবং তাহারও অতীত কি একটা যেন! কি—এ? এ কি তবে তাহাই? এই অসময়ে, প্রত্যাশিত অযাচিতভাবে এ কি তাহাই আসিল? কিন্তু কেন? ছি ছি—কেন আর? সুরমা দেখিল আর চুপ করিয়া থাকা চলে না। তথাপি হাতখানা টানিয়া লইয়া যথাসাধ্য প্রকৃতিস্থভাবে বলিল, "পাগল হয়েছ নাকি?"

অমর অগ্রসর হইয়া আবার তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "হাঁ হয়েছি। উত্তর দাও।"

সুরমা হাত টানিয়া লইয়া এতক্ষণে সরিয়া দাঁড়াইল। গ্রীবা উন্নত করিয়া, স্থিরোজ্জ্বল চক্ষে অমরের পানে চাহিয়া, অকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "না, তোমায় সেটুকুও দেওয়া চলে না, পর হতেও তুমি পর। জান না কি যে, নিকটতম দূরে গেলে সবচেয়ে পর হয়? কিন্তু তবু যে আমি তোমায় স্নেহ মমতা করি, তা জেনো কেবল অতুল আর চারুর জন্মে। তারাই আমার সব।"

"জানি—জানি তা!—তবু—তবুও—আমি কি কিছুই প্রত্যাশা করতে পারি না? বিন্দু—বিন্দুমাত্রও? আমি যাই হই—যত বড় পাপিষ্ঠই হই—তবুও তোমায় আমায় যে সম্বন্ধ

তা কি উল্টাতে পার্‌বে কেউ? তবে কেন আমি আমার সে দাবীটুকু—না না, তা বল্‌নি। আমি বল্‌তে চাই যে, অতি দূরস্থ লোকের সঙ্গেও যেটুকু ঘনিষ্ঠতায় দোষ হয় না, আমি কি তারও অযোগ্য?"

"হ্যাঁ তারও অযোগ্য। শুধু চারুর জন্যে তোমার সঙ্গে আমার এ ঘনিষ্ঠতা। আমি ত দূরেই যেতে চেষ্টা করেছি, তা কি বোঝ নি? কেবল সেই আমায় টেনে এনেছে। জগতে তোমার চেয়ে পর আর আমার কেউ নয়।"

অমর মুহ্যমানভাবে পুনর্ব্বার সুরমার নিকটস্থ হইল। পুনর্ব্বার তীব্র দৃষ্টিতে তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া সুরমা সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সুরমা নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসিল। তাহার প্রতি অদৃষ্টের এ কি উপহাস? পূর্ব্বে একদিন সে তাহার উন্মুখ তরুণ হৃদয়ে আঘাত পাইয়া, পূর্ণবলে অমরকে প্রতিঘাত করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তখন ত তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই;—কিন্তু আজ এ কি হইল! আজ যে সে বাসনাতাপহীন অম্লান হৃদয়ের ঐকান্তিক স্নেহই অমরের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। আজ আবার এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনা কেন ঘটিল? প্রথম যৌবনের ব্যাকুল বাসনা ত কোন্ দিন অমরের প্রস্তর কঠিন নির্ম্মম ব্যবহারে প্রতিহত হইয়া হৃদয়ের গুপ্ত অন্ধকারে লুকাইয়াছে। আজ এতদিন পরে সেই রুদ্ধ গৃহে এ আঘাত কেন? আঘাতকারীই বা কে? সেই ব্যক্তি, অথচ সে নয়, সুরমার সে যে এখন স্নেহাস্পদ আত্মীয়! ভগ্নীর অধিকারে যে তাহার বুক জুড়িয়া বসিয়াছে, সে যে তাহারই স্বামী।

লজ্জায় সুরমার আপাদমস্তক রঞ্জিত হইল। এ কি বিড়ম্বনা!

উত্তর কি দেওয়া চলিত না? বলা কি যাইত না যে, "আজ তুমি আমায় যাহা দিতে আসিয়াছ, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোথায় ছিল? আমার নবীন বাসনাময় তরুণ যৌবনের প্রথম আগ্রহ যে অন্ধের মত চাহিয়া দেখে নাই বা দেখিতে ইচ্ছা করে নাই, সেই তুমি! সেই অবিচারক তুমি! তোমার কি আজ এ প্রগল্‌ভতা সাজে? আমার জীবনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? যাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্যের চরণতলে উপহার দিয়াছিলে, তাহাই আবার আজ আমায় দিতে চাও? ছি ছি! তোমার লজ্জা করে না? যাহার প্রথম জীবন এমন সঙ্কটে কাটিয়া গিয়াছে, আজ এতদিন পরে আবার তাহাকে আশ্রয় করিতে তোমারও কি সঙ্কোচ হয় না? সে এখন আত্মনির্ভরশীল, আপনার নূতন পথ সে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে—তোমায় আর ত তাহারও আবশ্যক নাই। তুমি যাও।" কতবার এ উত্তর সুরমার কণ্ঠে আসিয়াছিল, কিন্তু সে ওষ্ঠে আসিতে দেয় নাই। সে বুঝিত, এ উত্তরেও কতখানি বিষ মিশ্রিত আছে। যখন সে আকাঙ্ক্ষা নাই, তখন তাহার উল্লেখ আর কেন? আর কাহার উপরে এ বিষ প্রয়োগ? এই সরলা বিশ্বস্তহৃদয়া মমতাময়ীর সর্ব্বস্বের উপর। তাই সে অমরকে এ বিষ দিতে পারে নাই।

ছি ছি, চারু যদি বুঝে! সুরমা ললাটের ঘর্ম্ম মুছিল। ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা সুরমার আর নাই। চারুর স্বামীর উপরে আর ত সুরমার অভিমান নাই, রাগ নাই,

তাহাকে আঘাত করিতে আর ত তাহার হাত উঠে না। তবে আজ এ কি বিড়ম্বনা? সে ত, চারু এবং অতুলের সঙ্গে অমরকেও স্নেহবেষ্টনে টানিয়া লইয়াছিল। আজ তাহার বিশ্বস্ত হৃদয়ে আবার অমরের এ কি দংশন! চারু যদি মনে করে ইহা সুরমার ইচ্ছাকৃত! সুরমা আসনের উপর শুইয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

সমস্ত রাত্রি সে চিন্তার মর্ম্মভেদী দংশন সহ্য করিতে লাগিল। উপায় কি? উপায় কি? পলাইলে যদি চারু সন্দেহ করে? অমরেরও সে যেরূপ অধীরতার আভাষ পাইয়াছে, তাহাতে পলাইলেও হয়ত চারু অবিলম্বে তাহা বুঝিবে। সে সম্মুখে না থাকায় হয় ত বিকৃত ভাবেই বুঝিবে। যাওয়া হইবে না, নিকটে থাকিয়াই যাহাতে এ লজ্জা ক্ষালিত হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। রাত্রিশেষে ক্লান্ত সুরমা ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু স্বপ্নেও সে এ চিন্তার হাত হইতে নিস্তার পাইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সকলে মুঙ্গের হইতে দেশে ফিরিয়াছে। নিজ স্থানে গিয়া সুরমা যথাসাধ্য সাবধান হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বুঝিল, তাহার বুঝিবার ভুল হইয়াছে, দূরত্ব রাখাই উচিত। অমরের সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা রাখিলে, বা স্নেহ প্রকাশ করিলে হয় ত এখন বিপরীত ফল ফলিবে। সম্পর্কই যে

মন্দ, তাহা এতদিন তাহার মনে হয় নাই। সুরমার নিয়তির নির্দ্দেশে সর্ব্বদা তাহাকে অসরল পথেই চলিতে হইবে, একা একা জগতের নিকট হইতে স্বতন্ত্র হইয়াই থাকিতে হইবে, ইহাই তাহার বিধিলিপি। ইহাতে আরও একটা আশার কথা এই যে, তাহার পূর্ব্বের মত কুটিল ব্যবহারে অমর হয় ত নিজের এই ক্ষণজাত দুর্ব্বলতা সংশোধিত করিয়া লইতেও পারে। সুরমা দৃঢ়সঙ্কল্প হইল।

সুরমা অমরের সহিত বাক্যালাপ বা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। চারুর সহিতও আমোদে বা তাহাদের দ্বিপ্রহরের অবসরের মিষ্ট আলাপে তেমন যোগ দিত না। সমস্ত দিন নূতন নূতন উদ্ভাবিত গৃহকার্য্যে তাহার দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। কেবল অতুল যখন গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিত, তখনি সে আত্মবিস্মৃত হইতে বাধ্য হইত। চারু সর্ব্বদা তাহাকে এজন্য অনুযোগ করিত। সুরমা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিত, "বেশী মনোযোগ না দিলে সংসার ভাল টিকে না।" শ্যামাচরণ তাহাকে কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "আমায় ওর মধ্যে আর টানবেন না, যা পারেন করুন, না পারেন পড়ে থাক্।" সুরমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে বুঝিয়া, তিনি আর কিছু বলিতেন না, যাইতেও পারিতেন না।

সুরমা মনে মনে অমরকে ঘৃণা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, ইহা অতিশয় নির্লজ্জ হৃদয়ের কাজ। যাহার চরিত্রে দৃঢ়তা নাই সে মানুষ কিসের? যে চারুর জন্য পূর্ব্বে অমর কতদূর পর্য্যন্ত সহ্য করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই চারুর সঙ্গে এখন তাহার এই কপটতা! কপটতা নয় ত কি? অনন্যহৃদয়া পত্নীর

চিন্তার পরিবর্ত্তে ক্ষণেকের জন্যও যদি অমরের মনে অন্যের চিন্তা উদিত হয়, তাহা কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? অমরের মূর্ত্তি মনে মনে সম্মুখে আনিয়া সুরমা সভ্রূভঙ্গে তাহাকে বলিল—ছি ছি, তুমি এত হীন!

প্রথম যৌবনের দুর্দ্দম আবেগে মানুষ কেবল এক দিকে লক্ষ্য রাখে, জীবনের তৌলদাঁড়ির এক ধারে ঝোঁক দেয়, কিন্তু সেই তুলাদণ্ডধারী কালপুরুষের হস্তে একদিকে সামান্য একটি তিলও বেশী যাইবার উপায় নাই। সেই একটি তিলের পরিবর্ত্তে অন্য দিকে অপর তিলটি সঞ্চিত হইতে মুহূর্ত্তও দেরী হয় না। অন্ধ মানব, জীবনের প্রথম আবেগের বশে, সদ্যোজাত একটা মনোবৃত্তির সফলতাকেই তখন জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করে; কিন্তু এমন সময় আসে, যখন বুঝিতে পারে, যাহা সে অতি তুচ্ছ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে, তাহা তত তুচ্ছ নয়। হয় ত, এক সময়ে আবার সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুই জীবনের সর্ব্বোত্তম প্রার্থনীয় বস্তু বলিয়া দরকার হইয়া পড়ে। অমরনাথের যদিও আত্মকার্য্যে ততখানি গ্লানির সময় এখনও আসে নাই, চারুর প্রতি তাহার সেই স্নেহপূর্ণ ভালবাসার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই, তথাপি বিধাতার তৌলদাঁড়িতে সে যে একদিন এক দিকে অন্যায় ভর দিয়াছিল, তাহার সমতার কাল আসিয়াছে। ইহা ঈশ্বরের প্রতিশোধ, মানবের ক্ষমতার বহির্ভূত।

ভাবিয়া দেখিতে গেলে, অমরই কি ইহাতে এত বেশী অপরাধী? সুরমারও কি ইহাতে কিছু দোষ নাই? সুরমার আত্মক্ষমতা না জানাই যে তাহার একটা অপরাধ। সে সুন্দরী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী এবং সর্ব্বোপরি উদারহৃদয়শালিনী—ইহাই যে

মুক্তির পথ দিল না। সেই বিষেই সে আপাদমস্তক জর্জ্জরিত হইল। এখন আর মুক্তির আশা নাই, সে স্পৃহাও নাই ;—কেবল পাছে চারু প্রতি দিনে দিনে অন্যায় করিয়া বসে, সেই আশঙ্কায় সে তাহাকে লইয়া দূরে যাইতে চায়। চারু কিন্তু সম্মত হইল না।

অমর বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল। পশ্চাৎ হইতে ডাক শুনিল,—"শোন।"—ফিরিয়া দেখিল সুরমা। সুরমা বলিল, "এদিকে এস, গোটাকতক কথা আছে।"

অমরের বুকের সমস্ত রক্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়া নাসিকা কর্ণ গণ্ডকে অস্বাভাবিক আরক্তিম করিয়া তুলিল। কষ্টে সে উচ্ছ্বাস দমন করিয়া অমর সুরমার অনুসরণ করিল।

সুরমা বলিল, "তুমি চারুকে নিয়ে দূরে যেতে চাও?"

মুখ নত করিয়া অমর উত্তর দিল, "চাই।"

"এ পরামর্শ মন্দ নয়। তাই যাও। কিন্তু গোটাকতক কথা আছে।"

অমর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া একবার প্রত্যাশিত নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিল, আবার দৃষ্টি নামাইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "বল।" সুরমা তখন নতমুখে ভূমির পানে দৃষ্টি করিয়াছিল, অমরের বাক্যে চকিত হইয়া বলিল, "বলি।" তার পরে একটু থামিয়া বিশাল নয়নে অমরের পানে স্থিরোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তার পরে? যখন আবার আমার সম্মুখে আসবে, তখন তোমায় শুদ্ধ পবিত্র দেখব ত?"

অমর উত্তর দিল না, দৃষ্টি আরও নত হইয়া গেল।

"বল—আমি উত্তর চাই। যদি তা না আসতে পার ত এ দূরে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বল, পারবে ত?"

অমর মুখ তুলিল। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সত্য সুরমা—দূরে যাওয়া আমার বিড়ম্বনা মাত্র, আমি সেজন্যে দূরে যাচ্ছি মনে ক'র না।"

"তবে? তবে কেন যাচ্ছ?"

"পাছে চারুর প্রতি অন্যায় করি, সেই ভয়ে।"

সুরমা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আর, এ কি তার প্রতি ন্যায় করছ? কান্ত তুমি তারই হয়ে নিমেষের জন্যও যদি অন্য চিন্তা মনে আন, জেনো সে তোমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ।"

অমর স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "তার কাছে এপাপ অমার্জ্জনীয়? আর তোমার প্রতি যা করেছি তা কি মার্জ্জনীয়?"

"কিন্তু আমি তোমায় মার্জ্জনা করেছি।"

অমর রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন করেছ? আমি ত তোমার এমন মার্জ্জনা চাই নি! আমি এখন তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তোমায় সে অবসরটুকু আমায় দিতে হবে—আমি তোমার নিকটস্থ হতে চাই নে—দূরে থেকে কেবল আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তাই আজ তোমায় আমার বলবার কোন অধিকার নেই জেনেও বলছি, এই প্রায়শ্চিত্ত—এই শাস্তি, আমি আগ্রহের সঙ্গে, সমস্ত হৃদয়ের সঙ্গেই বহন করতে চাই, সুরমা! এই শাস্তিতেই আজ আমার সুখ! এইটুকু সুখ, এইটুকু অধিকার আমাকে তোমায় দিতে হবে!"

"এক অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে আবার একটা অন্যায়াচরণ? ভ্রমেও মনে কর না, এ প্রায়শ্চিত্তের আমি সুযোগ দেব। জান, কেন তোমায় মার্জ্জনা করেছি? তুমি বলে তোমায় মার্জ্জনা

করি নি, তোমায় মার্জ্জনা করেছি, চারুর জন্যে। তুমি এখনো আমার কেউ নও, কখন কেউ ছিলেও না।"

স্তম্ভিত অমরের পদতল হইতে যেন মৃত্তিকা সরিয়া যাইতেছিল; এত বড় আঘাত সে জীবনে কখনো পায় নাই। অতিকষ্টে কেবল এইটুকুমাত্র সে উচ্চারণ করিল, "মুখের উপর এতবড় নির্দ্দয়তা কেউ করে না। তুমি আর যা কর, কেবল এই ভিক্ষা—"

"একটু নরম করে বলুব? বড় বেশী কড়া হচ্চে কি? লাগছে কি? আমার প্রথম জীবনকে তুমি এ দয়াটুকুও দেখিয়েছিলে কি? এমনি সামান্য কথার আঘাতে যে কতখানি লাগে, সেটুকুও একবার ভেবে দেখেছিলে কি? একবার এক নিমেষের জন্যেও আমার কথা মনে করেছিলে কি? না করে ভালই করেছিলে, সেজন্যে তোমায় আমি শ্রদ্ধা করতাম; জানতাম তুমি চরিত্রবান, একনিষ্ঠ, চারুকে ভালবাস, তাই আমায় স্ত্রী ভাবতে পারলে না। আর আজ? আজ আমার সে শ্রদ্ধাটুকুও চূর্ণ করছ?"

মুহ্যমান অমর ধীরে ধীরে একটা আসনের উপরে বসিয়া পড়িলে সুরমা কতক্ষণ নিস্পন্দলোচনে তাহাকে দেখিতে লাগিল। তার পরে সহসা নিকটস্থ হইয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা কর, আমি অনেক অন্যায় কথা বলেছি। এ আঘাত আমি তোমায় দিতে আর মোটে ইচ্ছা করি নি। আমার অদৃষ্টের দোষ, স্বভাববশে আমি কথা বোধ করতে পারি না, ক্ষমা কর। আমি তোমায় আত্মীয় বলে জানি, বিশ্বাস করি, ভরসা রাখি, বন্ধু ভাবি —চারুর স্বামী তুমি, তোমায় আমি দুঃখ দিতে ইচ্ছা করি না।"

অমর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "যথেষ্ট, যথেষ্ট, আর না, এ দয়া আর না, ক্ষমা কর।"

সুরমা শান্ত হইল না। "আমি তোমায় আগের মত অনন্যপরায়ণ চারুগতপ্রাণই দেখতে চাই, আমি সেই ক্ষোভের বশে তোমায় এত কটু বলছি, প্রতিশোধ নেবার জন্যে নয়।"

"নিষ্ঠুর! এইটুকুও কি স্বীকার করতে পার না? এইটুকু কি বলতে পার না যে, আমার ন্যায্য প্রাপ্য আমি পাই নি, তাই আজ তার শোধ দিচ্ছি, তাই আজ তোমারও ন্যায্য প্রাপ্য বিন্দুমাত্র পাবার অধিকার নেই তোমার। আমি কি একথা-টুকুরও অযোগ্য? তোমার এটুকু অভিমান পাবার অধিকারও কি নেই আমার—কিম্বা এক দিনও কি ছিল না? সেই দিনের কথা মনে করেও—"

"তোমার উপর আমার কিসের অভিমান? কোন দিন তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না।"

অমর উঠিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

হঠাৎ সকলে শুনিল, সুরমা পিত্রালয়ে যাইতেছে। সকলেই বুঝিল, ইহা চিরদিনেরই নিমিত্ত। শ্যামাচরণ বলিলেন, "সে কি মা!"

"কেন কাকা, অতুলের বিষয় পরকে দিই?"

সুরমার স্থিরপ্রতিজ্ঞ মুখ দেখিয়া তিনি নীরব হইলেন। অমরকে বলিলেন, "তাহলে আমার কাশীবাস তোমরা উঠিয়ে দিতে চাও?"

অমর বলিল, "না কাকা, আপনি যান, আমি এখন সব শিখেছি। আপনার পরকালের কাজে বাধা দেবো না। জগতে কারও কোনো কাজে বাধা দেবার আমার অধিকার নেই।"

চারু আসিয়া দুই হাতে সুরমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

কথা কহিল না, কেবল নীরবে অশ্রুজলে সুরমার বুক ভিজাইতে লাগিল। সুরমা এবার চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "চারু—দিদি আমার—আমায় ক্ষমা কর্—এমন করে আমায় কাঁদ্‌স্‌ নে।"

"দিদি? তুমি সেই দিদি? তুমি এত নিষ্ঠুর!"

দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে সুরমা বলিল, "তুমি এমন কথা বলো না চারু, জগতে আমাকে অতি হীন দুর্ব্বল যার যা ইচ্ছা মনে করুক, নিষ্ঠুর বলুক—কেবল তুমি বল্‌লে আমার বুক ফেটে যাবে।"

চারু পুনর্ব্বার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তবে কেন যাচ্চ দিদি?—যেও না।"

"এ অনুরোধ ক'র না চারু—রাখ্‌তে পারব না, কেবল মনে হলেও অসহ্য কষ্ট হবে।"

"কেন তোমার এমন ইচ্ছে হ'ল দিদি? বাপের কাছে ত এতদিন যাও নি।"

"ভগবান করালেন চারু—কেন যাচ্চি তিনিই জানেন! ভেবে দ্যাখ বাবার আর কে আছে? আর অতুলের বিষয় পরকে কেন দেব?"

বাধা দিয়া চারু বলিল, "অতুলের অভাব কিসের? তোমায় ছেড়ে সে কি থাকৃতে পার্‌বে?"

"কি করি বোন্, নিরুপায়।"

"তবে কবে আস্‌বে?"

"অতুলের যখন খোকা হবে, তখন ভাগ নিতে আস্‌ব।"

"দিদি—দিদি! থাকৃতে পার্‌বে? তোমার প্রাণ এত কঠিন?"

সুরমা ক্ষীণ হাসি হাসিল।

"দিদি সাহস করে কখনো বল্‌তে পারি নি, আজ বলি—স্বামীও কি তোমার কেউ নয়?"

সুরমা হাসিয়া চারুর গাল 'টিপিয়া' ধরিয়া বলিল, "কেউ নয় কেন, বড় আদরের—তোর বর।"

"তাঁর প্রতিও কি কিছু কর্ত্তব্য তোমার নেই?"

"না, তা তোকে দিয়েছি।"

"দিদি মাপ করো—এ কথা তোমায় এক দিনও বল্‌তে পারি নি—তোমরই স্বামী, তুমি নিজের অধিকারে কেন বঞ্চিত থাক দিদি? তোমার কাছে যে দোষ তিনি করেছিলেন—জানি আমি, তুমি তাঁকে ক্ষমা করেছ, কেন তবে আজ নতুন করে আমাদের ত্যাগ করছ? তুমি নিজের স্থান নিজে নিয়ে আমায় তোমার স্নেহের ছায়ায় আর তাঁর ভালবাসার ছায়ায় রাখ—আমি এই ইচ্ছা করি—আমাদের ত্যাগ করো না।"

"চারু, যদি আমার ওপর তোর এতটুকুও ভালবাসা থাকে, আর বাধা দিস্‌ নে। চিরদিন দিদি বলে এসে, আজ যাবার দিন সতীন কেন ভাব্‌লি বোন্‌। আমি তোর শুভার্থিনী দিদি—সতীন নই।"

"মাপ কর দিদি—অবোধ আমি—মাপ কর।"

"তবে আর থাক্‌তে বলিস্‌ নে।"

যাইবার দিন আসিল। অতুলকে শত শত চুম্বন করিয়া, বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, অশ্রুজলে ভিজিতে ভিজিতে সুরমা বলিল, "বড় হয়ে আমার কাছে যাস্‌ অতুল।"

চারু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এখনি নিয়ে যাও না দিদি।"

"না, আর একটু বড় হোক। তবে যাই চারু—"

চারু দুই হাতে মুখ ঢাকিল। দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া, কপোলে স্নেহাশ্রু বর্ষণ করিয়া, মস্তকে হাত দিয়া মনে মনে সুরমা আশীর্ব্বাদ করিল। গাড়ীর জনে জনের নিকটে সে বিদায় লইল। সকলেই প্রাণ ফাটিয়া কাঁদিল। হায়! সে যে গৃহের লক্ষ্মী!—সংসারের সম্পদ! কাহার অভিশাপে সে আজ অতল জলে নির্ব্বাসিত হইতেছে!

যাইবার সময় সুরমা অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আমি চললাম।"

অমর তাহার মুখের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীর স্বরে বলিল, "যাও।"

সুরমা একবার কি ভাবিল, বলিল, "অনেক দোষ করেছি, পার ত ক্ষমা করো।"

সুরমা কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই অমর ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল। "শুধু সেইটুকু স্বীকার করে যাও, শুধু সেইটুকু। এখন নয় যদিও, তবু একদিন 'তুমি আমার ছিলে। তোমাকে আমার বলবার অধিকার একদিন ছিল আমার। আর কিছু চাই না, শুধু এইটুকু বল যে, একটু—একটু স্নেহ কর এখনো আমায়। প্রতিজ্ঞা করছি এ জন্মে আর আমি তোমায় মুখ দেখাব না, আর কিছু চাইব না, শুধু একবার এইটুকু স্বীকার কর।"

নির্নিমেষ চক্ষে স্বামীর পানে চাহিয়া সুরমা উচ্চারণ করিল "না।"

সুরমা ধীরপদে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। বিস্তৃত অট্টালিকার

অংশ, উদ্যানের প্রাচীর, এবং এক ক্রমে ক্রমে যখন তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে ছায়াবাজির মত অপসৃত হইয়া গেল, তখন সহসা গাড়ীর আসনের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া সুরমা রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—"স্বীকার করছি, স্বীকার করছি—আর অস্বীকার করব না—আমি বলছি—সে অধিকার ছিল তোমার একদিন—আর—এখনো—এখনো.......... "

দিদি

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কালীগঞ্জের পাদধৌত করিয়া ভাগীরথী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিতা হইতেছেন। নদীতীরে জমিদার রাধাকিশোর ঘোষের বিস্তৃত অট্টালিকা, সজ্জিত পুষ্পোদ্যান এবং তাহার প্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণ গেটের উপরে দুইটা মৃণ্ময় সিংহ লোলিহান রসনায় উপবিষ্ট হইয়া দর্শকদিগকে ভীতি প্রদর্শনের বৃথা চেষ্টায় দ্রংষ্টা বিকাশ করিয়া রহিয়াছে। অট্টালিকার ধবল কান্তি অস্তমান সূর্য্যকিরণে ঈষদারক্ত আভা ধারণ করিয়াছে। দ্বিতলস্থ একটি সজ্জিত কক্ষের বাতায়নে যে সুন্দরী বসিয়া, একান্ত মনঃসংযোগে অতি নিপুণতার সহিত মখমলের উপর জরির ফুল তুলিতেছিল, সে সুরমা। তাহার আলুথালু কেশ-গুচ্ছের উপরেও সূর্য্যের সেই রক্তিম কিরণ পড়িয়া সেগুলাকে সন্ন্যাসিনীর পিঙ্গলবর্ণ জটার মত দেখাইতেছিল, অর্দ্ধমলিন পরিধেয় বস্ত্রখানিও গৈরিকের ন্যায় আভা ধারণ করিয়াছিল।

সুরমা নিজমনে কার্য্য করিয়া যাইতেছিল, অন্য কিছুতে যে এখন তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, এমন সম্ভাবনা সেখানে কিছু উপস্থিত ছিল না। সহসা একটি কিশোরী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত গোলমাল বাধাইল। মধুর কলকণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল, "মা গো মা! আজ কি আর ওটা ছাড়বে না?"

সুরমা মুখ না তুলিয়াই একটু হাসিল। বালিকা সাহস পাইয়া মখমলখানা ধরিয়া একটা টান দিল। সুরমা ব্যস্তভাবে বলিল, "কি করিস্ পাগ্‌লি, ফুলটা নষ্ট হবে।"

"হলেই বা।"

"নাই বা হলো। যা কষ্ট করে করছি, তা কি নষ্ট করা যায়?"

"যায় না? খুব যায়। দেখ এখনি আমার উলের গোলাপটা নষ্ট করে ফেল্‌ছি।"

সুরমা মুখ তুলিয়া বালিকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, তাহার অমল শুভ্র রুচি মুখখানির সরল হাসি দেখিতে দেখিতে, নিজের অজ্ঞাতেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বালিকা বলিল, "ও কি, নিশ্বাস ফেল্‌লে যে?"

"এমনি।"

"কেন এমনি, বল।"

"আচ্ছা, তুই ত উলের গোলাপ ছিঁড়তে পারিস্—আদত একটা ভাল ফুল পারিস্ কি?"

"খুব ভাল? যেমন বাগানে ফোটে?"

"হ্যাঁ।"

বালিকা একটু ভাবিয়া বলিল, "মায়া হয়।"

সুষমা যেন নিজমনে বলিল, "তবে বিধাতার মায়া হয় না কেন ? তিনি কি মানুষের চাইতেও নিষ্ঠুর ?"

বালিকা বলিল, "কি বলছ ?"

"কিছু না" বলিয়া সুষমা পুনর্ব্বার নিজ কার্য্যে মনঃসংযোগ করিবার উদ্যোগ করিতে গেলে, বালিকা একেবারে চেঁচাইয়া উঠিল, "আবার বুনবে ? ও মাসিমা ?"

"উমা !"

"ভুলে গেছি, ভুলে গেছি, আর বুনো না, মা !"

সুষমা তখন বাক্সের মধ্যে বুনানি ও তাহার আসবাব আদি চাপা দিয়া বালিকার পানে ফিরিয়া বসিয়া বলিল, "কি বলবি বল ?"

"বলবো না কিছুই। কতক্ষণ ধরে বুনছ বল দেখি ? ভাল লাগে ?"

"লাগে বই কি।"

"কক্খোনো লাগে না। মানুষ না কি কথা না কয়ে অতক্ষণ থাকতে পারে ? ওকথা আমি মানি না।"

সুষমা বালিকাকে নিকটে টানিয়া লইয়া তাহার এলো চুলগুলা গুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "সবাই কি তোর মত পাগ্‌লি যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গল্প করবে ? কত জন মনে মনে গল্প করে; তখন হাতে একটা কিছু কাজ না রাখলে লোকে তাকে তোর মত পাগ্‌লি বলে, জানিস্ ?"

"কার সঙ্গে মনে মনে গল্প কর ?"

"নিজের মনের সঙ্গেই।"

"তাও না কি হয় ? ওকথা আমি মানি না। আমি এতক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে গল্প কচ্ছিলাম।"

"প্রকাশ বাড়ীর মধ্যে এসেছে না কি?"

"এসেছিল, কতক্ষণ গল্প করলে—তুমি ত গেলে না—বাইরে চলে গেল।"

"কি গল্প করছিলি?"

"কত কি।"

"আচ্ছা উমা, তুই প্রকাশকে সুধু প্রকাশ বলিস্ কেন?"

"তবে কি বলবো?"

"প্রকাশ দাদা, কি প্রকাশ বাবু।"

"কই আমায় তা ত কেউ শেখায় নি। দিদি যে প্রকাশ বলতেন, তাই আমিও বলি।"

"ছোট মা? তাঁর যে প্রকাশ সম্পর্কে দেওর হতো।"

"তবে তোমার ত কাকা হয়, তুমি কেন নাম করে ডাকো?"

সুরমা একটু হাসিয়া বলিল, "ছোটবেলায় যে আমরা একসঙ্গে খেলা করেছি। প্রায় এক বয়সী আমরা—অনেক দিন একসঙ্গে ছিলাম না, এই যা; তাই নতুন করে কাকা বলতে লজ্জা হয়।"

"তবে? আমার বুঝি লজ্জা হয় না?"

"তুই ত বলতে গেলে সেদিন এখানে এসেছিস্। মোটে দু বৎসর—না উমা?"

"হ্যাঁ, মা মারা যাওয়ার পরেই দিদি নিয়ে আসেন।"

"আর শ্বশুরবাড়ী থেকে মার কাছে কবে গিয়েছিলি?"

"কবে গিয়েছিলাম? সে—" বলিয়া বালিকা হাসিয়া ফেলিল।

সুরমা অনিমেষ নয়নে তাহার অমলিন হাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল—"সে একটা কাণ্ডর পরে।"

সুরমা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাও ?"

"আমি বিধবা হ'লে পরে।"

সুরমা নীরবে রহিল। উমা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পরে আবার হাসি-মুখে বলিল, "আচ্ছা মা, একটা কথা—"

সুরমা উদ্গত নিশ্বাস দমন করিয়া বলিল, "কি বল ?"

"না বল্‌ব না—ভয় কচ্চে !"

"ভয় কি ? বল।"

"আচ্ছা ঐ কথাটার জন্যে তুমি অত বিমর্ষ হলে কেন? দিদিও অমনি হ'তেন, মা ত ঐকথা বলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মরেই গেলেন—" বলিতে বলিতে বালিকার শোভন চক্ষু দুটি জলে পূরিয়া আসিল। "কেন মা, এতে এমন দুঃখ কি ? কই আমার ত কিছুই মনেও আসে না ! কিসের জন্য কষ্ট হবে ?"

সুরমা বস্ত্রাঞ্চলে বালিকার চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দিতে লাগিল। উমা সান্ত্বনাকারিণীর পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার চক্ষুতেও জল টল্ টল্ করিতেছে। উমা সহসা দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। বুকে মুখ রাখিয়া বলিল, "কেন কাঁদ মা ? এতে কি এত দুঃখ ?" সুরমা তাহাকে কি বলিবে! সংসার-জ্ঞানশূন্যা বালিকাকে কি বলিয়া তাহার শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা বুঝাইবে !

সুরমা ক্ষণেক পরে কণ্ঠের জড়তা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "উমা ওঠ্, চিরুণী নিয়ে আয়। চুলটা ভাল করে দি'।" ইতিমধ্যে দাসী আসিয়া কক্ষে আলোক দিয়া গেল।

উমা বলিল, "থাক, রাত্রি হয়েছে।"

"হোক্, নিয়ে আয়।"

"আচ্ছা মা, হরিদাসী বলছিল, যে বিধবা হয়, তাকে না কি চুল বাঁধ্‌তে নেই, গয়না পর্‌তে নেই। সত্যি না কি?"

সুরমা ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁ। কিন্তু সে যারা বড় হয়ে বিধবা হয়, তাদেরই নেই; তোর মত আট বছরের বিধবার জন্যে এ ব্যবস্থা নয়।"

"বাঃ! আমি ত এখন চৌদ্দ বছরের।"

"তা হোক্। তুই বড় দুষ্ট হয়েছিস্ উমা! তোর দিদি কিম্বা মার কাছে কি এসব কথা বলতে পারতিস্? তোর দিদি তোকে এই রকম দেখ্‌তে ভাল বাস্‌তেন—আমি কোন প্রাণে অন্য রকম করব? যদি অন্যায়ও হয়, তবু আমি তা পারব না।

"কি করতে পারবে না?"

"কিছু না—আয়, চুল বেঁধে দি'।"

কেশবন্ধন সমাপ্ত হইলে সহসা উমা বলিল, "মা, প্রকাশ কেমন মস্ত একটা ফুলের তোড়া আমায় দিয়েছে, দ্যাখ"—বলিয়া ছুটিয়া গিয়া কক্ষান্তর হইতে একটা সুগন্ধি বৃহৎ ফুলের তোড়া লইয়া আসিল। সুরমা অন্য মনে কি ভাবিতেছিল। উমা ডাকিল, "মা"! চমকিত হইয়া সুরমা ফিরিয়া বলিল, "কি"? উমা বিস্মিত হইয়া বলিল, "চমকালে যে?"

"না।"

"হ্যাঁ, চমকালে কেন বল—বল না?"

"তোর গলা ঠিক যেন তার মত।"

"কার মত? বল না মা—কার মত?"

"আমার অতুলের মত।"

"অতুল? তোমার, ছেলের? হ্যাঁ মা, তোমার না কি সতীনের ছেলে—তুমি যে বল তোমার ছেলে?"

"চুপ কর রাক্ষসী—আমার ছেলে—তাদের মানুষ করতে দিয়ে এসেছি।"

"কাদের?"

"আমার বোন আর—আর তার স্বামীকে।"

"মাগো! হরিদাসী মাগী যেন কি! এত ক্যাটক্যাটে কথাও কইতে পারে। মা, এই গোলাপটা আমার মাথায় পরিয়ে দাও না।"

সুরমা একবার উমার মুখের প্রতি চাহিয়া যেন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু মুখে আসিয়া বাধিয়া গেল। ফুলটা হাতে লইয়া বলিল, "এত বড় ফুল কোথায় পেলি?"

"প্রকাশ দিয়েছে।"

"প্রকাশ হঠাৎ আজ তোকে ফুল দিল কেন? কিছু বলেছিল?"

"হ্যাঁ, মাথায় পরতে।"

সুরমা সহসা একটু অন্যমনা হইল। মুখে যেন একটা অন্ধকার ছাইয়া আসিল। ফুলটা তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল, দেখিয়া উমা সেটা তুলিয়া, পুনর্ব্বার তাহার হাতে দিয়া বলিল, "পরিয়ে দাও না মা।" সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল, মৃদুস্বরে বলিল, "বিধবাকে ফুল পরতে নেই উমা—ফুল পরো না।" "পরতে নেই?" বলিয়া উমা সহসা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তবে ফুলদানীর উপর রেখে দি।" "না, ওটা ফেলে দাও।" "ফেলে দেব? কেন?" ক্ষুব্ধ চিত্তে বালিকা সুরমার মুখ-পানে চাহিল। সুরমা বলিল, "তুমি যে এখনি বললে, গোলাপ ছিঁড়তে পার?" "পারি কিন্তু কষ্ট হয়।" "তা হোক,

দেখি তুমি কেমন কথা রাখতে পার। ফুলটা ছেঁড়ো, না হয় ফেলে দাও।" "তবে ফেলে দে, আর কেউ পায় ত নিক্। ছিঁড়তে বড় মায়া হয়"—বলিতে বলিতে জানালা গলাইয়া উমা ফুলটা উদ্যানে নিক্ষেপ করিল। সুরমা ব্যথিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। উমা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "প্রকাশ যদি জিজ্ঞাসা করে, তাহ'লে কি বলব ?"

"বলো, বিধবাকে ফুল পর্‌তে নেই, তাই ফেলে দিয়েছি।" "আচ্ছা" বলিয়া উমা দ্বার অভিমুখে চলিল। "কোথায় যাস্ ?" "মার জন্যে মন কেমন করছে।" সুরমা উঠিয়া উমাকে টানিয়া আনিয়া নিজের ক্রোড়ে তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটি তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমি তোর মা। আমার কাছে ঘুম।" বালিকা নীরবে শুইয়া রহিল। চক্ষের দুই বিন্দু অশ্রু শুকাইতে না শুকাইতে অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। "মা! অতুলকে আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে।" "দেখাবি, সে বড় হোক্—আন্‌বো।" এমন সময় একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "সুরমা"। সুরমা ত্রস্তে ব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বাবা ?"

"সন্ধ্যাবেলা দুজনে ঘরে বসে বসে কি গল্প করছিস ?"

সুরমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "এই পাগলিটার সঙ্গে পাঁচ কথা কচ্ছিলাম।" রাধাকিশোর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "পাগ্‌লা ভাবই ওর বটে। ওকে পেয়ে তোর তেমন একলা বোধ হয় না, না ?"

"না, একলা কিসের ? ওকে নিয়েই ত আমি থাকি।"

উমা উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তাই বই কি—কেবল বোনা আর বোনা—আমার সঙ্গে ভারি কথা কও।" উভয়ে হাসিল। সহসা

পিতা কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন, "মা! এমন রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন বল দেখি? তোমার কি এখানে মন টিকৃছে না?"

সুরমা সহসা উত্তর দিতে পারিল না। রাধাকিশোর বাবু বলিতে লাগিলেন,—"তুমিই এখন আমার একমাত্র অবলম্বন। তোমারও বা আমি ভিন্ন কে আছে মা? কার কাছে তোমার অসুবিধের কথা বলবে? যখন যা মনে হয় তোমার তা আমায় সব বলা উচিত নয় কি?"

"সে কি কথা বাবা! আমার কি অসুবিধে হবে? আপনার কাছে—আমার নিজের ঘরে—কি কষ্ট হতে পারে? ও' কথা বলবেন না।"

"তবে এমন হয়ে যাচ্ছ কেন? কই চুলও তোমার বাঁধা দেখতে পাই না? এই রকম কাপড়!—এই ছ'মাস এনেছি—কই একদিনের জন্যেও—"

"বাবা, কেন অমন ক'রে বলছেন? ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। আমি কি এত সুখে ছিলাম যে আপনার এই স্নেহের কোলে এসে অসুখে থাকব?"

"তা ত সত্য মা—তা সে সবই আমার অদৃষ্ট—যাক্ গতস্য শোচনা ক'রে আর কি হবে। আমি আহ্নিক করতে চল্লাম। মা, আমার অনুরোধ, ওরকম ক'রে থেক না, ওতে আমার মনে হয়, হয় ত তোমার মনে কিছু কষ্ট আছে। আমরা বুড় মানুষ, বুঝেছ মা—বাইরেরটাই আগে আমাদের চোখে পড়ে।" —বলিতে বলিতে পিতা প্রস্থান করিলেন। সুরমা নীরবে নতমুখে রহিল। ক্ষণেক পরে উমা উঠিয়া বসিয়া বলিল, "মা, আমি তোমার চুল বেঁধে দেবো—বাঁধবে মা?"

"না রে পাগলি।"

"কেন মা ?"

"যার মেয়ের ফুল পরবার নেই, তার মার কি চুল বাঁধতে আছে ?"

উমা একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে যেদিন এলে, সেদিনও এলো চুলে এলে কেন ? তখন ত তোমার এ মেয়ে জোটে নি ? শ্বশুরবাড়ী থেকে এলে, তবু যেন সন্নিসীর মত।"

"দূর খেপি তা কেন—বুড় হয়েছি, আমাদের কি অত সাজসজ্জা ভাল দেখায় ?"

উমা হাসিয়া বলিল, "তা বই কি ? বলব—কেন ?"

"বল দেখি ?"

"তোমার অতুলকে মা-হারা করে রেখে এসেছ বলে—তাদের কাঁদিয়ে এসেছ বলে—নয় ?"

সুরমা সহসা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "উমা—উমা চুপ কর।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুরমা প্রায় ছয় মাস হইল পিত্রালয়ে আসিয়াছে। নূতন গৃহে নূতন লোকের মধ্যে সম্পূর্ণ নূতনভাবে জীবন আরম্ভ করিতে হইলে, অন্য লোকে নিশ্চয় কিছুদিন অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত এবং বিশৃঙ্খলভাবে চলে, কিন্তু সুরমা সে প্রকারের মানুষ নয়। সে যে অবস্থায় যখন পতিত হয়, তখনই তাহার মত হইয়া

চলিতে চিরজীবন ধরিয়াছে অভ্যাস; তাহার সম্পূর্ণ স্ববশ মন তখনই সে অবস্থাকে অন্তরে গ্রহণ করিয়া তুলিয়া লয়। সুখ দুঃখ অবস্থাবিশেষে তাহার কাছে সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা পূর্ব্বে কখন সে চিন্তাতেও আনে নাই সেই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনাতেও সে কখন বেশী বিচলিত হইত না। তখনই, ইহাই তাহার সংসারের নিকট প্রাপ্য, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলে নিজের কাছেই যে সে নিজে বেশী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, একথা সে সেই মুহূর্ত্তেই ভাবিয়া লইতে জানিত।

তবে ইহার মধ্যেও একটা কিন্তু ছিল। যদি আর দুই বৎসর পূর্ব্বে সে এইরূপে স্বামীগৃহ বর্জ্জন করিয়া পিতৃগৃহে আসিয়া বসিত, তাহা হইলে কোনই কথা ছিল না। স্বচ্ছন্দে সে এই বাল্যের পরিচিত গৃহকে শেষজীবনের দ্বিধাহীন আশ্রয় করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু এখন তাহার নিজের কার্য্যের অনুশোচনাই তাহাকে অন্তরে অন্তরে দংশন করিয়া অধীর করিয়া তুলিতেছিল। চারুর সহিত সেই বিমল সখিত্ব স্থাপন করিয়া, চারুকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর অকপট স্নেহের চক্ষে দেখিয়া বা ক্ষুদ্র অতুলের নিকটে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, নিজের জন্য ত সে ক্ষুব্ধ নয়, সে নিজে চারু বা অতুলকে ভাল বাসিয়াছিল বলিয়া বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নয়। চারুর নির্ভরময় "দিদি" ডাকে সে যে স্বেচ্ছায়ই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। অতুল ত তাহারই জীবন্ত মাতৃহৃদয়ের স্নেহের ফল। কিন্তু তাহাদিগকে সে কেন এমনভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিতে দিল? তাহারা কেন সুরমাকে এমন করিয়া আপনাদের অস্থিতে মজ্জায় গাঁথিয়া ফেলিল? তাহারা কে? সকলে কি বলে? সপত্নী ও

সপত্নীপুত্র! পরস্পরের সাথে পরস্পরে কি বিরোধী সম্পর্কেই তাহারা আবদ্ধ!—অথচ তাহারাই কি না সুরমার জন্য তৃষিত, বুঝি ব্যথিত! আর সুরমা?—ছি! ছি! ইহা অপেক্ষা হাস্যাস্পদ ব্যাপার আর পৃথিবীতে কি আছে!

সুরমা কি অমরের কথা কিছু ভাবিত না? ভাবিত বই কি। তাহাকে সুরমা এখন তাহার জীবনের সুখস্বর্গ হইতে ভ্রষ্টকারী দুরদৃষ্ট বলিয়া, জীবনের সর্ব্ব জ্বালাযন্ত্রণার মূর্ত্তীভূত রুষ্ট কুগ্রহ বলিয়া, জন্মের সুখদুঃখের নিয়ন্তা, জন্ম-কেন্দ্রস্থিত দুষ্ট নক্ষত্র বলিয়া মনে করিত। অমরের দুর্ব্বলতার কথা মনে করিয়া এখন আর সে আপনাকে ক্লিষ্ট হইতে দিত না, মনে করিত, অমর এতদিনে নিশ্চয় সমস্ত ভুলিয়াছে বা আর কিছুদিন পরে ভুলিবে। কেবল তাহার জীবন একটা দীর্ঘ জটিলতার মধ্য দিয়া চলিল, ইহার গতি পরিবর্ত্তন করিবার কোন উপায় নাই, ভুলিবার কোন পথ নাই। আসিবার আগে কিছুদিন ধরিয়া নিজের যে একটা ভ্রম কিছুকালের জন্য মনের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বহিয়া গিয়াছিল, তাহাকেও ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাবে ক্লিষ্ট করিয়া সুরমা মনের কোন্ কোণায় সরাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। ভালবাসি কাহাকে? অন্যের স্বামীকে? ছি ছি! ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও ঘৃণার কথা আর কি আছে! বরঞ্চ তাহাকে অভিশাপ দেওয়াই উচিত—ঘৃণা করা উচিত। বিদায়কালে তাহার মনে অমরের প্রতি যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সে ভাবটা যে বিচ্ছেদাশঙ্কা কাতর মনের একটা ক্ষণজাত দুর্ব্বলতা তাহাতে তাহার সংশয় ছিল না। নিজেকে

সেজন্য সে আর অনুতপ্ত কাঁদিতে চাহিত না। যদি কখন মনের মধ্যে নিমিষের জন্য সে ভাব উঁকি মারিত ত অমরের স্কন্ধে সে দোষটুকু আরোপ করিয়া সুরমা নিশ্চিন্ত হইতে চাহিত। অমরের বিসদৃশ ব্যবহারেই তাহার এরূপ ভ্রম হইয়াছিল। পুরুষ যদি অতখানি ভুল করিতে পারে ত সে রমণী, তাহার সে ভুলটুকু মার্জ্জনীয়।

সুরমা ভাবিত এ সমস্ত তাহার গতজীবনের স্মৃতি; এখন সে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। নূতন ব্যক্তি ও নূতন ভাবনাই এখন তাহার চিন্তার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত। সে সাধ্যমত গত জীবনের স্মৃতিগুলি দূর করিতে চেষ্টাও করিত, কিন্তু ভূতগ্রস্তের নিকট ভূত যেমন মধ্যে মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে, তেমনই সুরমার দুষ্ট চিন্তা ভূত মনের মধ্যে উঁকি মারিতে ছাড়িত না।

পিতার সহিত সেদিনের কথোপকথনে সুরমা বুঝিল, তাহার ব্যবহারে, তাহার চিরকালের স্বভাবজাত বেশভূষার অনাশক্তিতেও পিতা এখন অন্যরূপ ভাবিয়া থাকেন। লজ্জিতা হইয়া সে মনে মনে ভাবিল, "ছি ছি, লোকে এ রকম কেন ভাবে? চুলবাঁধা আর গয়না-পরাটা বুঝি মেয়েমানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে? ভগবান এমন পরাধীন জাত কেন সৃষ্টি করেছেন, যাদের সামান্য বেশভূষাতেও লোকে কি ভাব্‌বে, ভাব্‌তে হয়?" বেশভূষায় কি রস আছে, তাহা সে কখনই জানিত না, তাহা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। এক্ষণে পিতার বাক্যে লজ্জিতা ও দুঃখিতা হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ অর্দ্ধজটাজালসমাচ্ছন্ন কেশগুলাকে আঁচড়াইয়া খুব টানিয়া টুনিয়া বাঁধিল এবং একখানা ফর্সা কাপড় বাহির করিয়া পরিয়া উমাকে গিয়া বলিল, "ছাখ উমি—ভাল দেখাচ্ছে না?"

উমা একমুখ হাসিয়া বলিল, "মাগো! ওকি ঢং—ছাই দেখাচ্চে! ওর চেয়ে তোমার এলোচুল ভাল মা।"

"তা হোক্, বাবা খুসী হবেন।"

"তুমি খুলে ফেল, আয়না দিয়ে দেখ, কি রকম দেখাচ্চে।"

সুরমা হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

সরলা উমাই এখন সুরমার চিন্তার প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। জগতের চক্ষে প্রকাশ ও উমার মধ্যে কোন সম্বন্ধসূত্র গ্রথিত না থাকিলেও, কোন অতীন্দ্রিয় জগতের এক সূক্ষ্ম অথচ দুশ্ছেদ্য যোগসূত্র যে তাহাদের পরস্পরকে পরস্পরের সহিত বাঁধিয়া দিতেছে, তাহা সুরমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু হায়, এ বন্ধন যে উদ্বন্ধন স্বরূপ। উমা যে বিধবা। সুরমা ভাবিয়া দেখিল, প্রকাশের এরূপ সঙ্গ উমার পক্ষে মঙ্গলের নয়। উমা কিম্বা প্রকাশ, দুজনের মধ্যে কাহাকেও স্থানান্তরিত করা উচিত। নহিলে যে বন্ধনসূত্র এখনও পুষ্পমাল্যের আকারে আছে, হয় ত তাহা লৌহশৃঙ্খলের ন্যায় দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠভাবে জগতের প্রলয়-ঝঞ্ঝাবাতও উপেক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। প্রকাশ পিতৃমাতৃহীন এবং শৈশব হইতেই তাহার পিতার দ্বারা প্রতিপালিত। দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা হইলেও রাধাকিশোর বাবু তাহাকে নিজ ভ্রাতার ন্যায় পালন করিয়া আসিতেছেন। উমাও এখন তাঁহার অবশ্য প্রতিপাল্যের মধ্যে, তাহারও অন্য আশ্রয় নাই এবং তাহার মত সাংসারিকবুদ্ধিহীনা বিধবা বালিকাকে সুরমা প্রাণ থাকিতে নিজের কাছ ছাড়া করিতেও পারিবে না। সুরমা প্রকাশকে স্থানান্তরে পাঠান ছাড়া অন্য উপায়

দেখিতে পাইল না। সুরমা শ্বশুরালয়ে শ্বশুরের বিষয়কার্য্যের একজন প্রধান মন্ত্রী ছিল; পিতার নিকটে সহজেই নিজস্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। একদিন পিতার কাছে সেইসব বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে কৌশলে কথাটা পাড়িল। প্রকাশের উন্নতির জন্যই তাহাকে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য তাহা পিতাকে বুঝাইল, কেন না প্রকাশ এখন পিতার সহকারী, দেওয়ান; পিতা অবর্ত্তমানে প্রকাশই যে প্রধান কর্ম্মচারী হইবে; পিতা শীঘ্রই তীর্থবাসী হইতে ইচ্ছুক, পিতার এ অভিপ্রায় সে জানিত। সেই কারণেই তিনি প্রকাশকে এণ্ট্রেন্স পাশ করাইয়াই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে টানিয়া আনিয়াছেন। দেওয়ান তিনি কখনও রাখিতেন না, নিজেই সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। দেওয়ান গোমস্তার দৌরাত্ম্য তিনি সহ্য করিতে অক্ষম ছিলেন। কতকগুলা বিদেশীয় বিদ্যা-শেখা অপেক্ষা নিজেদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে জানাই তিনি যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। সুরমা বুঝাইল, প্রকাশের জমীদারীগুলি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত। কোথায় কিরূপ আদায়, কোথাকার প্রজা কিরূপ, কোন জমী পতিত বা খাস আবাদে আছে, কোথায় লোকসান বা লাভের সম্ভাবনা আছে, এই সব তাহার ভালরূপে দেখার দরকার।

সেই দিনই রাধাকিশোর বাবু প্রকাশকে আদেশ করিলেন, জমীদারী তাহেরপুর অত্যন্ত গোলমেলে, প্রকাশকে সেখানে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া যাইতে হইবে এবং কিছুকাল থাকিয়া সমস্ত নূতন করিয়া বন্দোবস্ত করাইতে হইবে।

প্রকাশের যাত্রার দিন আসিল। সুরমা কৌশলক্রমে উমাকে এমনি চোখে চোখে রাখিল, যেন প্রকাশের সহিত অন্যের অসাক্ষাতে তাহার সাক্ষা না হয়। কি জানি, বালিকার সরল মনে যদি কোন দাগ ধরিয়া যায়। প্রকাশ সুরমাকে সম্ভাষণ করিতে আসিয়া দেখিল, উমা ও সুরমা দুইজনে মহা ব্যস্ত; সুরমা উমাকে কয়েক প্রকার সন্দেশ প্রস্তুত করিতে শিখাইতেছে। ঘৃতের ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দে ও ঝাঁঝরার ঝন্ ঝন্ বাদ্যে উমার উৎসাহের সীমা নাই। কোমরে কাপড় জড়াইয়া চুল উঁচু করিয়া বাঁধিয়া সে মহা ব্যস্তভাবে একবার এটা একবার সেটায় বসিয়া যাইতেছে। সুরমা কেবল বসিয়া ক্ষীর ছানাগুলা মাড়িতেছিল, আর ফরমাইসের ধূমে উমাকে মাথা চুলকাইবার অবকাশ দিতেছিল না। ম্লানমুখ অনিন্দ্য-তরুণকান্তি বিদায়োপযোগী-বেশে সজ্জিত প্রকাশকে নীরবে দাঁড়াইতে দেখিয়া সুরমা স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে বলিল, "এস প্রকাশ।" উমা ঝাঁঝরার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া চাহিল। "ওকি! তুমি কোথায় যাবে—তাহেরপুর বুঝি? আজই?" প্রকাশ উত্তর দিল না। সুরমা ত্রস্ত হইয়া বলিল, "আজ কি? এখনি। রেকাবিটা আন্। প্রকাশ উমার হাতের সন্দেশ খেয়ে যাও, ব'স।" প্রকাশ আপত্তি করিল, "এই খেয়ে উঠেছি, মুখে পান রয়েছে, এখন না।" "এখনি যাচ্চ, কখন খাবে? উমা তা'হ'লে দুঃখিত হবে, তা'হবে না? ওকি উমা! তোল্, ও চাড়টা নষ্ট হয়ে গেল যে।" অপ্রস্তুত হইয়া উমা তাড়াতাড়ি কার্য্যে মন দিল। সুরমা বলিল, "প্রকাশ খাও, উমা বল্।" উমা লজ্জিত নতমুখে বলিল, "আমি আবার কি বলব—খাও না প্রকাশ।" প্রকাশ রেকাবীর নিকটে বসিল। একটা সন্দেশ ভাঙিয়া মুখে

দিয়া বলিল, "আর না।" "ভাল হয় নি বুঝি?" "না না, ভাল হবে না কেন?—এখন কি খাবার সময়?"

"তবে কখন খাবে—এখনি চলে যাচ্ছ যে"—সবল স্নিগ্ধ চক্ষে উমা প্রকাশের পানে চাহিল। প্রকাশ সে দৃষ্টি চকিতের মত দেখিয়া একটু বিস্মিত একটু ব্যথিত হইল। নীরবে অন্যমনে কখন সন্দেশ ক'টা শেষ করিয়া ফেলিল জানিতেও পারিল না। হাত ধুইয়া উঠিয়া বলিল, "সময় যাচ্ছে—তবে যাই।" সুরমা বাধা দিল—"যাই বল্‌তে নেই।" প্রকাশ একটু হাসিল—সে হাসি বড় করুণ। "সুরমা তবে আসি—আসি উমা।" উমা নতমুখে মস্তক হেলাইল। সুরমা বলিল, "বাবাকে সময়মত পত্রটত্র লিখো।" সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া প্রকাশ চলিয়া গেল। মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুরমা ভাবিল, "বড় অকরুণের ব্যবহার—কি করব, উপায় নেই।" তাহার অন্যায়-অসহিষ্ণু হৃদয় সব দুঃখ, সব কষ্ট সহিতে পারে, কেবল যাহা অন্যায় তাহার কখনও পোষকতা করিতে পারে না, তাহাতে যত কষ্টই হউক সে দ্বিধাহীন হৃদয়ে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। উমাকে অন্যমনা করিতে সুরমা বলিল, "এই রেকাবীটায় ভাল ভাল দেখে সন্দেশ সাজা, বাবাকে ডাক্‌তে পাঠাই।" উমা তাহার আদেশ পালন করিতে করিতে বলিল, "মা, প্রকাশ কবে আস্‌বে?" "কি জানি! যেখানে গেল সেখানে তার উন্নতি হবে, ভাল করে কাজ কর্ম্ম শিখতে পারবে—এতবড় জমীদারীটার সব ভারই ত প্রায় ওর হাতে, ভাল করে না শিখলে নিজের উন্নতি করতে পারবে কেন?" "ওঃ" বলিয়া উমা নীরব হইল। ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল, "এক মাস দুমাস হ'তে পারে, নয় মা?" "তা পারে

বই কি। বাবা আস্‌ছেন, আসন পাতি, তুই বাকি এই কটা ভেজে নে।" উমা আবার ঝাঁঝরা হাতে লইয়া টুলের উপরে গিয়া বসিল ও ঘৃতের উষ্ণতা এবং সন্দেশ গঠনের ত্রুটি সম্বন্ধে মনোযোগ দিয়া তাহার নিখুঁত সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিল।

রাধাকিশোর বাবু যখন খাইয়া বলিলেন, "খুব ভাল হয়েছে—উমা খুব ভাল সন্দেশ করতে শিখেছে ত!" তখন উৎফুল্ল-হৃদয়া বালিকা ভাবিল, তার মাতার প্রতি ইহাতে একটু অবিচার হইতেছে—তাহাকেও একটু এ প্রশংসার ভাগ দেওয়া উচিত। বলিল, "মা কিন্তু এক একবার আমায় দেখিয়ে দিয়েছে—একা আমারই সব করা নয়" বাধা দিয়া সুরমা বলিল, "ওটুকু কি ধরার মধ্যে? আমার—আমাদের চারুকে ত দশ দিন সমস্ত হাতে হাতে শিখিয়েছি, তবু সে একদিনও ভাল পারেনি।" "তোমার বোনকে? সে বুঝি আমার চেয়েও অকর্ম্মা?" সুরমা পিতার সাক্ষাতে তাহাদের নাম উত্থাপিত করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ব্যস্তে সে কথা উল্টাইয়া লইয়া বলিল, "এ সন্দেশ ক'টা আরও ভাল হবে—দেখিস রসে ফেলবার সময় অন্যমনস্ক হয়ে ছেড়ে দিস্‌ নে যেন।" রাধাকিশোর বাবু আহারান্তে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "প্রকাশ বড় ভাল ছেলে—আপত্তি মাত্র করলে না—সব বিষয়ে সে আমার ওপরই নির্ভর করে। তার শেষে ভাল হবে।" উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া বৃদ্ধ কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন। উমা সানন্দে বাড়ীর সকলকে তাহার সন্দেশ খাওয়াইতে চলিল। সুরমা তখন বিষণ্ণ মনে তরণীস্থ প্রকাশের ম্লান বিমর্ষ মুখকান্তি—তাহার নিঃসঙ্গ অবস্থা

ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, বুঝি সকলের প্রীতিপূর্ণ সরল হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করিতেই তাহার জন্ম। তাই কি? সুরমা শিহরিয়া উঠিল।

ক্রমে এক মাস দুই মাস করিয়া ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। উমা প্রথম প্রথম কেবলই প্রকাশের কথা ভাবিত, সে কি করে, কবে আসিবে, কেন আসে না, এসব সম্বন্ধে প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া সুরমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। এখন সে আর তেমন করে না। তবে প্রকাশের পত্রাদি আসিলে কুশল প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ কার্য্যে মন দেয়। সুরমা একটি নূতন রন্ধনশালা পাতিয়াছে, তাহারা দুই জনেই তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ। রাধাকিশোর বাবু প্রায় প্রত্যহই এখানে নিমন্ত্রিত হইতেন। উমা রন্ধনে সময়ে সময়ে সুরমাকেও হারাইয়া দিত। তাহার জ্বালায় পশম জরীর পাট সুরমাকে তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। ওসব কার্য্য উমা মোটে পছন্দ করিত না। উমার আর এক আমোদ ছিল—চারুর অক্ষমতার বিষয়ে গল্প শোনা। তাহার অমনোযোগীতা ও অপটুতার বিষয় গল্প করিতে করিতে যখন সুরমার স্নেহগদ্‌গদ্ কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিত, তখন উমা হাসিয়া বলিত, "ওমা! এমন মানুষও হয়? মা তুমি কিন্তু বড় একচোখো—মাসীমা পারে না তা কত করে গল্প কর, আর আমি এমন ভাল পারি, তবু একবার ভাল বল না।"

সুরমা হাসিয়া আদরে তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিত, "তুই যে দুষ্ট।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা; সুরমা পূজার আয়োজনে নিযুক্তা, উমা নৈবেদ্য সাজাইবার ভার স্বহস্তে লইয়াছে, সুরমাকে সেদিকে মাড়াইতে দিবে না, ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। সুরমা সানন্দে তাহাতে সম্মত হইয়াছে। তাহার কার্য্যের মধ্যে উমা পাঁচবার আসিয়া তাড়া দিয়া যাইতেছে, "তোমার কি আল্‌পনা দেওয়া আজ শেষ হবে না মা? নৈবিদ্যি আনব?" সুরমা তাহাকে বেশী উৎফুল্ল করিবার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "ওমা! এর মধ্যে তোর হ'য়ে গেছে? উমা আজ স্বয়ং লক্ষ্মী হয়েছে নাকি?" "যাও যাও মা, ওসব আমার ভাল লাগে না—তোমার আল্‌পনা যে শেষ হ'লে বাঁচি।" "এই হয়েছে—দেখ দেখি কেমন হলো?" মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া বালিকা বলিল, "খুব সুন্দর হয়েছে—আমার শিখতে ইচ্ছে করে—কিন্তু"—"কিন্তু কিরে?" "বড় দেরী লাগে; ওর চেয়ে আমার রান্না শিগ্‌গির হয়।" "আচ্ছা সেই ভাল, এইবার সব আন দেখি, পুরুত এলেন বলে—কোথায় রাখতে হবে দেখিয়ে দি'।"

একজন ঝি আসিয়া একখানা পত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইল, "দিদিমণি আপনার চিঠি"—উমা বিস্মিত-ভাবে বলিল, "কে লিখেছে মা?" সুরমা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "চারু বুঝি।" "ঠিকানাটা ত মাসীমার হাতের নয় বোধ হচ্ছে।" "দেখিগে তার—তুই ভোগ দিয়ে যা।" সুরমা নিজ কক্ষাভিমুখে দ্রুতপদে চলিল। ঠিকানাটা

অন্যের হাতের লেখা—কার লেখা তাহা সুরমা বুঝিয়াছে, তাই তাহার অন্তঃকরণ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। এক বৎসর পরে আবার এ কেন? কি অভিপ্রায়ে সে ইহা পাঠাইয়াছে? তাহাকে উপহাস করিতে —না সে যে এখনো পুরাতন কথা ভুলে নাই, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতে! সুরমার সর্ব্বাঙ্গে স্বেদোদ্গম হইল; নীরবে পত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উমা আসিয়া ডাকিল, "পুরুত ঠাকুর পূজোয় বসেছেন—মা এসো না!" হাতে পত্র দেখিয়া বলিল, "এখনো পত্র খোল নি—সে কি? কার পত্র মা?"

সুরমা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "যাচ্চি, তুই যা।" "শীগগির করে এসো কিন্তু।" উমা চলিয়া গেল। কম্পিত হৃদয় ও অচল হস্তকে সক্রোধে ভৎর্সনা করিয়া সুরমা সজোরে পত্রখানা খুলিতে গিয়া অর্দ্ধেকটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। পত্রের মধ্যে—সেই অক্ষরই ত বটে—কি অন্যায়! পড়িব না—না পড়াই উচিত। সুরমা পত্রখানা ফেলিয়া রাখিতে গিয়া আবার কি ভাবিতে ভাবিতে দেরাজের মাথায় রাখিল। ঘর হইতে চলিয়া যাইতে গিয়া পা উঠিল না। পড়িব না?—অতুলরা কেমন আছে জানিতে দোষ কি? পুনর্ব্বার পত্র হস্তে লইয়া, পড়িতে লাগিল—কিন্তু ভাব হৃদয়ঙ্গম হইল না, কেবল সেই অক্ষরগুলাই সারি বাঁধিয়া যেন তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। আবার অনেক চেষ্টায় অর্থোদ্ধার করিল—

"শ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, এ পত্রেরও যে উত্তর পা'ব তার আশা নেই। বড় জ্বর হচ্ছে—নিজে লিখতে পারি না—তবু তোমার উত্তরের আশা ছাড়তে পারছি না। তোমার অতুল ভাল আছে—বড় রোগা হয়ে গিয়েছিল, এখন একটু মোটা হয়েছে। মা আসছে বললে সে এখনো জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চায়। আমার বড় ইচ্ছে করে, একবার তোমার কাছে যাই। খুকীটা বড় কাঁদুনে, বড় জ্বালায়। দিদি—দিদি, একবার তোমার কাছে যাব? আমার প্রণাম জেনো। ইতি—

তোমার সেই—চারু।

চারু! চারু তাহাকে পত্র লিখিয়াছে—সে নয়। চারুর ভাষায় আরও তাহাকে চিনাইয়া দিল যে, ইহা চারুরই পত্র। হাঁপ ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে সুরমা নিজ কার্য্যে গেল।

বৈকালে উমা সেই পত্র পড়িয়া উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, "মাসীমার অসুখ করেছে—এখানে আস্‌তে চান—আস্‌তে লেখো না মা?"

"পাগল হয়েছিস্?"

"ওমা সে কি? অসুখ হয়েছে যে!"

"হলেই বা, তা'র স্বামী কাছে আছে—দুদিনে সেরে যাবে।"

"আসতে চেয়েছেন যে?"

"ওটা ছল—তাকে কি এখানে পাঠাবে? আমায় প্রকারান্তরে যেতে বলা।"

"তা চল না কেন মা—আমারা বড্ড মাসীমাকে দেখতে ইচ্ছে করে—দেখে আসবো।"

"অতুলের বিয়ের সময় নিয়ে যাব।

"মাগো! তোমার অতুল তিন না চার বছরের—তার বিয়ের নিয়ে যাবে, সেই আশায় থাকবো—হয়েছে আর কি!"

"কেন, সে ত এই জন্মেই বে। আর জন্মে দেখাবো তা ত বলি নি?"

"যাও বাপু ভাল লাগে না,—এখন মাসীমার পত্রখানার উত্তর দেবে ত?"

"তার অসুখ ভাল হওয়ার খবর পাই তবে দেব।"

"সে খবর কে দেবে?"

"সেই দেবে।"

"ধন্যি দিদি তুমি।"

সুরমা একটু হাসিল। সুরমার কথাই রহিল—কয়েক দিন পরে চারুর নিজ হস্তলিখিত পত্র আসিল—

"দিদি, পত্র লিখেছি উত্তর দিলে না। এক বৎসর গিয়েছে, এর মধ্যে ছ'-মাসের ভেতর দুখানা পত্র লিখেছিলে—এ ছ'-মাস তাও বন্ধ করেছ। অসুখের খবর জানালেও আর উদ্বিগ্ন হও না। তুমি সেই দিদি!

"আমার অসুখ সেরেছে, তোমার অতুল ভাল আছে। খুকীটাও ভাল—খুব সুন্দর হয়েছে—একবার দেখতে ইচ্ছেও করে না? ধন্য তুমি! আজ গোটাকতক কড়া কথা তোমায় লিখবো। রাগ কর করবে—উত্তর ত রাগ না করলেও দেবে না, তখন রাগ করে আর আমার কি ক্ষতি করবে?

"তুমি যে কাজ করলে, এ কি খুব ভাল কাজ? হয় ত তুমি ভাল বলবে, কিন্তু আমি বলি অত্যন্ত অন্যায় কাজ। তুমি কি

মেয়েমানুষ নও? মেয়েমানুষ যদি পুরুষ হয় এবং পুরুষ যদি স্ত্রীলোক হয়, তবে বিধাতার বিধিই উল্টে যায়। বিধির বিধান যে উল্টাতে যায় সে দোষী। যে মেয়েমানুষ—মেয়ে, বোন, স্ত্রী, মা, তুমিও ত সেই জাত দিদি? যে জাত স্নেহভাজনদের শত দোষ সর্ব্বদা ক্ষমা করেছে, সেই জাত হয়ে তুমি পুরুষমানুষের মত এত শক্ত কি করে হ'লে?

"আমাকে তোমার কাছে যেতে দেবে না পাছে তোমায় ত্যক্ত করি, না? যা ভুলতে গিয়েছ তা না ভুলতে দি? আমি কিন্তু তোমায় ত্যক্ত করবই, এতে আমার ভাগ্যে যা থাকে। আমি একদিন নিশ্চয়ই যাব। তোমার নীরব বারণ আর এঁর সরব বারণ কিছুতেই আমায় আটকাতে পারবে না। তুমি কেমন আছ? পিতাঠাকুর কেমন আছেন? তাঁকে আমার শতকোটি প্রণাম দিও। তুমি প্রণাম জেনো, তোমাকে প্রণাম ছাড়া আর কিছু দিতে আমার ইচ্ছা নাই। ইতি—

তোমার চারু!"

সুরমা পত্র পড়িয়া অনেক ভাবিল। তার পরে কাগজ কলম লইয়া অনেক দিন পরে উত্তর লিখিতে বসিল—

"চিরায়ুষ্মতীষু—

"চারু, তোমার পাগলামি-ভরা পত্র মধ্যে মধ্যে পাই। সময় একান্ত কম বলে উত্তর লিখতে পারি না। আজ পাগলামির মাত্রা বাড়িয়েছ দেখে কোন মতে সময় করে উত্তর দিতে বসলাম। জানি না কথাগুলো তোমার মনোমত হবে কি না। আজ তুমি আমার অসন্তোষে তোমার ক্ষতি নাই বুঝেছ, কিন্তু এর আগে তোমার তাতে লাভ হলেও আমার

অসন্তুষ্ট করতে চাইতে না। দূরে গেলে মানুষ এমান দূর হয়। লিখেছ পুরুষ স্ত্রী, স্ত্রী পুরুষ ভাবাপন্ন হলে বিধির বিধি লঙ্ঘন করা হয়। তা সত্য হতে পারে। জেনো—স্ত্রীলোক চিরকালই স্ত্রী, পুরুষ পুরুষই, এর অন্যথা হয় না। যে এর অন্যথা দেখে, আমার বিবেচনায় সে ভুল করে। তবে যদি স্থলবিশেষে স্ত্রীলোক পুরুষভাবাপন্ন হলে তাতে তার বা আর কারো মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে, তবে সেখানে সে স্ত্রীর পুরুষ হওয়াই বিধির বিধি।

"তুমি যে রকম, হয় ত প্রশ্ন করে বসবে, সে মঙ্গল কি? তা যাঁর বিধি তিনিই বলতে পারেন, তুমি আমি বা মানুষের চক্ষে তা সব সময় ধরা পরে না।

"আর এসব অপ্রীতিকর কথা তুলে তোমার দিদিকে মনঃপীড়া দিও না, এই ভিক্ষা। খুকী সুন্দর হয়েছে শুনে সুখী হলাম। তার নাম কি রাখবে? অতুল, আমার অতুল, এখনো তার পাষাণী মাকে কি ভোলেনি? সে কি এখনো আমাকে খোঁজে? আমার অনুরোধ, তাকে আমার কথা ভুলিও, তুমিও ভুলো। অতুলকে আমার হয়ে একটি চুম্বন দিও। না, তাকে আমায় ভুলিও না, এ চিন্তা আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে; তোমরা ভুলো। সুরমা বলে কেউ যে তোমাদের ছিল, তা মনে এনো না। ইতি—

তোমার পাষাণী দিদি।'

উমা পত্র দেখিবার জন্য অত্যন্ত জেদ ধরিল। রাগ করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল। এজন্মে আর তাহার সঙ্গে কথা কহিবে না বলিয়া দিব্য করিলেও তাহাতে সুরমা

অবিচলিত রহিল, কেন না উমার এ শপথ কতক্ষণ স্থায়ী হইবে, তাহা সুরমা ভালরূপেই জানিত; কিন্তু উমা যখন দুই চক্ষে জল ভরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সুরমা আর থাকিতে পারিল না। পত্রখানা উমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল।

পত্র পাঠান্তে পত্রখানা ডাকে পাঠাইয়া দিয়া উমা আসিয়া সুরমার নিকটে দাঁড়াইল; সুরমা দেখিল, তাহার চক্ষু অল্প স্ফীত, আর্দ্র। ম্লান হাসি হাসিয়া সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সকালের গোলাপে কি সর্ব্বক্ষণই শিশির লেগে থাক্‌বে?"

"যাও ওসব আদর আমার ভাল লাগে না।" বলিয়া উমা মুখ ফিরাইল। আবার তখনি ফিরিয়া সুরমার নিকটে বসিয়া পড়িয়া আদরপূর্ণকণ্ঠে বলিল,—"ওরকম পত্র মাসীমাকে কেন লিখেছ মা? দেখো, মাসীমা পড়ে কাঁদবে।"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "কাঁদবে কি দুঃখে? সবাই কি তোমার মত খেপী?"

"কি জানি মা, আমার ত বড় কান্না পেয়েছিল। তোমার পায় না? তুমি সবাইকে খুব কাঁদাতে পার।"

সুরমা ক্ষণেক নীরবে রহিয়া তার পর একটু হাসিয়া বলিল—"কাঁদাই কিন্তু কাঁদি না।"

'তা হ'তেই পারে না, অন্যকে যে কাঁদাতে পারে, নিজেও সে নিশ্চয়ই খুব কাঁদে। পত্রখানায় ত তুমি কত কেঁদেছ।"

সুরমা চমকিয়া বলিল, "সে কি রে? কই না! পত্রটায় তোর কি সেই রকম বোধ হল?"

"হ্যাঁ।"

"তবে ওখানা দেব না।"

"আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

সুরমা পাণ্ডুবর্ণ মুখে একটু ক্রোধের রক্তিম আভা আনিয়া ঈষৎ তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তুই কি দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্চিস্ উমা? না জিজ্ঞাসা করে কাজ করিস্ কেন?" উমার মুখ ভয়ে ম্লান হইয়া গেল, সে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। অশান্ত হৃদয়ে সুরমা কার্য্যান্তরে গেল। সত্যই কি সে এত দুর্ব্বল হইয়াছে? কান্না কিসের? কই প্রাণের মধ্যে সে ত একদিনও কাঁদে না। কিন্তু পত্রে নিশ্চয় সেই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে, উমার ন্যায় সরলাও যখন তাহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন সে পত্র যে পড়িবে, সেই তাহা বুঝিবে। চারুর পত্র চারু যে একা পড়িয়া রাখে না, তাহা সে নিশ্চয় জানিত। ছি ছি, সে কি করিয়াছে! অমর না জানি কি মনে করিবে! সত্যই সুরমার ইচ্ছা হইতেছিল যে, উমার মত সেও খানিক কাঁদে।

বৈকালে উমা আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। সুরমা ফিরিয়া বলিল "কিরে, উমি? এতক্ষণ কোথায় ছিলি?" উমা তাহার উত্তর না দিয়া একবার তাহার মুখের পানে চাহিল, তার পর নতনেত্রে মৃদুস্বরে বলিল, "আর কখনো করব না।"

"কি কখনো কর্‌বি না?"

"তোমায় না জিজ্ঞাসা করে কোন কাজ।"

অনুতপ্তা সুরমা স্নেহপ্রার্থী বালিকাকে নিকটে টানিয়া লইল। কোলে মাথা লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশৃঙ্খল চুলগুলি গুছাইয়া

দিতে লাগিল। তারপরে উৎফুল্লহৃদয়া উমা যখন বলিল, "ঐ যাঃ! আজ আরতির মালা গাঁথতে ভুলে গেছি, চল না মা একটু এগিয়ে দেবে", তখন সুরমা তাহাকে সাদরে চুম্বন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাণিকগঞ্জের জমীদার শ্রীযুক্ত অমরনাথ মিত্রের বৃহৎ প্রাসাদের পুষ্পোদ্যানে একটি ফুল্ল-কুসুম-তুল্য বালক ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছিল ও অস্ফুট কলিকার ন্যায় একটি শিশু ধাত্রীর ক্রোড় অলঙ্কৃত করিতেছিল। অদূরে একখানা বেঞ্চের উপরে বসিয়া জমীদারবাবু একখানি খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন।"

ধাত্রী ডাকিল, "সন্ধ্যে হল খোকাবাবু, ঘরে চল"

বালক আপত্তি প্রকাশ করিল, "আমার এখনো খেলা হয়নি।"

"হিম লাগবে, চল।"

"তা লাগুক, তুমি যাও না কেন।"

"খুকীর অসুখ করবে যে—এস বাবু।"

"তা তুমি ওকে নিয়ে যাও না।"

"তুমি একা থাকবে?"

"থাকলামই বা।"

"ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যাবে।"

বালক মুষ্টি বদ্ধ করিয়া গেটের পানে চাহিল, "আসুক না, তারি সাধ্যি, এমন কিল মারব যে—"

"কাকে কিল মারবে অতুল?" পিতা কাগজ পাঠ সমাপ্ত করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেইস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"ছেলেধরাকে।"

"কই ছেলেধরা ?"

"ঝি বল্‌ছে আস্‌বে।"

ঝি পুনরপি ডাকিল, "হিম লাগবে, এস না খোকাবাবু।"

"আমি যাব না।"

"তোমার মা ডাকছেন।"

"মা—কোন মা ?" বালক ক্রীড়া ফেলিয়া ঝির মুখের পানে চাহিল।

"কোন মা আবার ? তোমার মা।"

"আমি যাব না যা" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া পিতার অঙ্গুলি ধরিল, "আমি তোমার সঙ্গে বেড়াব।"

ঝি বলিল, "আপনি খোকাকে যেতে বলুন, অসুখ করবে।"

পিতা তখন অত্যন্ত অন্যমনস্ক। অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "না।"

ঝি ক্রোড়স্থ শিশুকে লইয়া চলিয়া গেল। অতুল তখন সানন্দে পিতার অঙ্গুলি ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নানা প্রশ্নে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। পিতা কিন্তু একটারও ঠিক উত্তর দিতে পারেন নাই। চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল। প্রাসাদস্থ কক্ষ-সকলের আলোকরশ্মি বাতায়নপথ বাহিয়া উদ্যানের বৃক্ষে বৃক্ষে সোনালি পা ফেলিয়া মসৃণ অপ্রশস্ত উদ্যানবর্ত্মে আসিয়া পড়িল। প্রস্ফুটিত কুসুমের মধুর গন্ধ অমরকে পরিতৃপ্ত করিতেছিল। ভীত স্বরে বালক বলিল, "বাবা বড় অন্ধকার হয়েছে।" অমর চমকিয়া উঠিল—তাই ত এতখানি রাত্রি হয়েছে! অতুলের হয় ত ঠাণ্ডা লাগিল। ব্যস্তে

অতুলকে বক্ষের উপরে তুলিয়া লইয়া অমর প্রাসাদাভিমুখে চলিতেই মঙ্গল পাঁড়ে আসিয়া অভিবাদন করিয়া যোড়হস্তে বলিল, "খোকাবাবুকো হামারা গদ্দিমে দেনেকো হুকুম হো যায় মহারাজ।" অমর মধুর ভাষায় তাহাকে নিবারণ করিয়া অগ্রসর হইল। খোকাবাবু হাত নাড়িয়া বলিল, "হাম্ তোম্‌কো গদ্দিমে যাবো না।" প্রভু ও ভৃত্য যুগপৎ হাসিয়া উঠিল।

আলোকিত কক্ষে গৃহের গৃহিণী বসিয়া নিবিষ্ট মনে ছোট একখানা কাঁথা শেলাই করিতে করিতে, মধ্যে মধ্যে হাতে স্থচ ফুটাইয়া উঃ উঃ করিয়া এবং আঁকা বাঁকা ফোঁড়গুলার উপরে মধ্যে মধ্যে সক্ষোভ তিরস্কার করিয়া, কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। অমর বালককে কোলে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল, "কার ওপর গাল পাড়া হচ্চে—বাতাসকে না আমাকে?" গৃহিণী শেলাই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "তোমাকে কেন হবে? স্থচটা ভারী খারাপ, কেবল হাতে বিঁধছে, আর—"

"তবু ভাল, আমি বলি আমাকে।"

"তোমাকে? কেন? অপরাধ?"

"অতুলকে নিয়ে এতক্ষণ বাগানে ছিলাম, হয় ত ঠাণ্ডা লেগেছে।"

অতুল বাবু তত্ক্ষণে পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া মাতার ক্রোড়ে উপবেশনের উদ্যোগ দেখিতেছিলেন, পিতার কথা শুনিয়া মাকে বলিলেন, "না মা, ঠাণ্ডা লাগেনি, ত্মাখো মাথা কত গরম রয়েছে।" মাতা শিশুকে একবার চুম্বন করিয়া একটু

ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "ওঁর কাছে যা এখন, আমি আর একটু সেলাই করব।"

"চাই না তোমার কোলে যেতে, এস বাবা, আমরা গল্প করি, তুমি খুকীকে খবরদার কোলে নিও না—মা কেবল ওকেই ভালবাসে।" অমর হাসিল, মাতা অনুতপ্ত চিত্তে পুত্রকে ক্রোড়ে লইতে গেলে বালক সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যাও আমি যাব না।" ঝি আসিয়া ডাকিল, "খোকাবাবু হরি তোমার জন্যে কেমন ময়না পাখী এনেছে দেখবে এস।" উৎফুল্ল হৃদয়ে বালক ছুটিয়া চলিয়া গেল। মাতা জানিত, ইহা পুত্রকে দুধ খাওয়াইবার কৌশল, কাজেই আর তাহাকে ধরিল না, কি জানি যদি শেষে তাহার মন আর প্রলোভনে আকৃষ্ট না হয়। অমর বলিল, "দিব্যি জানলাগুলি এঁটে বসে আছ, এই সন্ধ্যে বেলা"—বলিতে বলিতে বাতায়ন মুক্ত করিয়া দিল। "আঃ দেখ দিকি, কেমন শিউলীর গন্ধ আস্‌ছে।" চারু সেলাই ফেলিয়া রাখিয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কি করি বল, অনুপায়; ওদের ঠাণ্ডা লাগে।"

"এখন ত ওরা এখানে নেই। ব'স না; না তোমারও ঠাণ্ডা লাগবার ভয় আছে?"

"আমার? বটে? আমরা ত কখন ঠাণ্ডা লাগাই নি কিনা? দুপুর রাত পর্য্যন্ত ত বাগানে আর ছাতে কেটে যেত।"

"সে ত অনেক দিনের কথা।"

"অনেক দিন হ'লেও এই ধাতেই ত।"

"অনভ্যেসে ধাত নষ্ট হয় যে।"

"তা ঠিক, তবে বোধ হয় এখনো তত নষ্ট হয় নি।" চারু

স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিলে অমর বলিল, "কি চমৎকার শিউলীর গন্ধ আস্‌ছে।"

"হ্যাঁ" বলিয়া চারু নীরব রহিল।

"চারু, আজ এত গম্ভীর, এত অন্যমনা যে?"

"কই" বলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া চারু একটু হাসিল।

অমর দুই হাতে চারুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিল, "বল্‌বে না?"

চারু একটু নীরবে রহিল; স্বামীর আদরে সব কথা বুঝি সে ভুলিয়া গেল। পরে মৃদুস্বরে বলিল, "এমন কিছু নয়,—বল্‌ছি।"

অতুল বাবু দুগ্ধপানান্তে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া ঝি ও হরির নামে পিতামাতার নিকটে বহুবিধ অভিযোগ করিতে লাগিলেন। চারু তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল এবং ঝি ও হরিকে যে কাল খুব মারিবে, তাহার অনেক আশ্বাস দিল। ক্রমে অতুল শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঝি আসিয়া খুকীকে শোয়াইয়া দিয়া গেল। চারু তাহাদের নিদ্রিত গণ্ডে একটি একটি চুম্বন করিয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অমর তখনো বাতায়নে বসিয়াছিল।

চারু একটু ইতস্ততঃ করিল, তার পরে মৃদুস্বরে বলিল, "আজ একখানা পত্র পেয়েছি।"

"কার?"

"দিদির।"

অমর একটু নীরব থাকিয়া পরে বলিল, "তবে যে বড় পত্র পাও না?"

"পাই না ত, আজ পেয়েছি।"

"নিজেই লিখেছে, না লিখে লিখে আদায় করেছ ?"

"নিজে সে লিখবে ! কত লিখে তবে এ উত্তরখানা পেয়েছি।"

"কি কত লেখ ? 'উত্তর দাও, উত্তর দাও, এসো এসো', নয় ত 'একবার যাব' ? এই সব ?"

"হ্যাঁ তাই বই কি ! পত্র যেমন লেখা উচিত তেমনি লিখি।"

"কি লেখা উচিত ? তোমার অতুল কাঁদ্‌ছে, নয় ত খেলা করছে। আমার মন কেমন করছে—দাঁত কন্‌কন্‌ করছে, পেট কামড়াচ্চে।"

"যাও যাও, ভাল লাগে না। আমি তোমার চেয়ে ভাল পত্র লিখতে পারি—জান ?"

"সত্যি নাকি ! একটু শিখোও না দয়া করে, আমিও লিখবো—"

"কাকে ? দিদিকে ?" অমরের গণ্ড লোহিত হইয়া উঠিল, বাধা দিয়া বলিল, "আর বুঝি আমার পত্র লেখবার লোক দেখতে পেলে না। বন্ধুবান্ধব কেউই নেই ? আছ কেবল তুমি—আর তোমার—"

"দিদি ! বড্ড অন্যায় কথা ত বলেছি। বন্ধুবান্ধবকে যত পত্র লেখ, তাও আমার জানা আছে ; আমাকেও যত লেখ—"

"দোহাই তোমার—তুমি একবার হাওয়া খেতে কোথাও যাও, পত্র লিখি কি না তা বুঝিয়ে দিচ্চি।"

চারু হাসিয়া বলিল, "তোমার কথায় কে, হারাবে ? জান কি না, আমার কোথাও যাবার উপায় নেই, তাই এত গরব ! তা আমারই না হয় কোথাও যাওয়া হয় না, যারা যায়, তাদের ওপরেই বা কই কৃপা হয় ?"

"এইবার সার কথা বলেছ, প্রাণে মায়া নেই কি না তাই—তাই—"

"তাই কি ?"

"কি জান পত্র লেখা আমার মোটেই অভ্যাস নেই।"

"কথা ওল্টাচ্ছো কেন ? পত্র লিখলে সে তোমায় মেরে ফেলবে—কেমন ?"

"কি ভ্যান্ ভ্যান্ করতে লাগলে ?—বসো ত বসো নয় ত—"

"আচ্ছা বেশ।" বলিয়া চারু কক্ষান্তরে যাইবার উপক্রম করিল।

"যাও যে।"

"যতক্ষণ থাকব ঝগড়া আর গালাগালি ভিন্ন ত লাভ নেই।"

"বসো, ঘাট হয়েছে, বসো।"

"না আমি বসব না।"

"শোন শোন, একটা কথা আছে।"

"শুনতে চাই না।"

"বেশ শুন না।"

চারু দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কি কথা ?"

"কিছু নয়।"

চারু আস্তে আস্তে নিকটে আসিয়া স্বামীর পাশে বসিয়া তাহার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বলিল, "বল না কি ? বলবে না ? মাথা খাবে যে না বলবে।"

অমর সস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল, "কাল বলবো। হ্যাঁ ভাল কথা, তারিণীর আজ পত্র পেয়েছি, সে অনেক

মিনতি করে পত্র লিখেছে। আমি লিখে দিলাম, তার ওপর আমার কোন রাগ নেই।"

চারু একটু নীরবে রহিল। তার পরে বলিল, "আমারও নেই। দিদি কিন্তু খুব রেগেছিলেন।"

"হ্যাঁ, তা যাক্‌গে, দোষীকে ক্ষমা করাই উচিত।"

"তাতো সত্যি। রাত হ'ল খেতে চল।"

আহারান্তে ক্ষণেক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিয়া উভয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই চারু বলিল, "বল কি কথা?"

অমর হাসিয়া বলিল, "ধন্য যা হোক! রাত্রে ঘুমুতে পেরেছিলে ত?"

"তা তুমিই বলতে পার, কাছে ত তুমি ছিলে।"

"আমায় বুঝি সমস্ত রাত তোমায় পাহারা দিতে হবে? আমার ঘুম নেই?"

"সে কথা যাক্—এখন বল।"

অমর সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বলিল, "কথা এমন কিছু নয়, তোমার দিদি কি লিখেছেন?"

"এই কথা বলতে এত ওজর? লিখেছে, কে কেমন আছ, সে ভাল আছে, এই সব।"

"দেখি পত্রখানা।"

চারু ভীত ভাবে বলিল, "কেন দেখতে চাচ্চ? তুমি ত কখনো চাও না—আমিই জোর করে পড়াই।"

"তবে আজ দেখাতে ভয় পাচ্চ কেন?"

চারু ক্ষীণস্বরে বলিল, "একটু অন্যায় করেছি।"

"কি অন্যায় ?"

"গোটা কতক কড়া কথা লিখেছিলাম, সে রাগ করেছে।"

"দেখি ?"

চারু পত্রখানা আনিয়া দিল। অমর পড়িয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "তুমি নিশ্চয় যে সব কথায় সে অসন্তুষ্ট হয় তাই লিখেছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন লিখেছিলে—ছি ছি, তোমার কি একটু বুদ্ধি নেই ?"

চারু ভীতভাবে বলিল, "কষ্ট হয় তাই লিখি—সে কেন এমন করে আমাদের মায়া কাটালে ?"

"মায়া ? কাকে মায়া ? তোমাকে আর অতুলকে ? তা সে যদি কাটাতে পারে, তুমি কেন কাটাতে পার না ? বারে বারে এ রকম কথা লেখ—সে হয় ত ভাবে আমিই হয় ত—ছি ছি, কি অন্যায় চারু !"

চারু ধীর স্বরে বলিল, "এতে কি এত অন্যায়, আমি বুঝতে পারছি না। আমি লিখি তাতে সে তোমার ওপরে সন্দেহই বা করবে কেন ?"

"তোমার জ্বরের সময় আমায় দিয়ে একখানা পত্র লিখিয়েছিলে—"

"তাতে কি হয়েছে ?"

অমর উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। বোধ হয় ভাবিতেছিল, সেদিনের সে প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলেই তাহার পুরুষের ন্যায় কার্য্য হইত। সে যদি নিমেষের জন্যও অন্যরূপ ভাবে, সে লজ্জা অসহ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুরমা নিকটে গিয়া বলিল, "উমা শুনেছিস্?"

"কি" বলিয়া তাহার চন্দনঘষা স্থগিত করিয়া উমা সুরমার মুখপানে চাহিল। এলোচুলে শুভ্রবেশে তাহাকে তখন তাম্র-পুষ্পপাত্রে সজ্জিত সেফালিকা-রাশিরই মত দেখাইতেছিল। সম্মুখে সিংহাসনোপরি বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপিত, ধূপ চন্দন গুগ্‌গুলের গন্ধে গৃহ আমোদিত, চারিদিকে নানা পূজোপকরণ থরে থরে সজ্জিত। সুরমা বালিকার সেই সরস কুসুমপেলব মুখখানি দেখিতে দেখিতে মনে মনে বলিল, "তোমাকেও এই সব উপকরণের সঙ্গে ওঁর পায়ে সমর্পণ করতে চাই। তুমি যখন মানুষের জন্যে তৈরি হও নি, তখন মানুষের আশা তৃষ্ণা মলিনতা তোমায় যেন স্পর্শ করতে না পারে। যদি তোমায় ঐ পায়ের উপযুক্ত করতে, যদি মানব-মনের স্বভাবজাত সামান্য ধুলো ময়লাটুকু ঝেড়ে ফেলতে মধ্যে মধ্যে তোমায় একটু কষ্ট দি, সে নির্দ্দয়তা উনি ক্ষমা করবেন।"

উমা হাসিয়া বলিল, "অমন করে রইলে যে মা? কি বলছিলে?"

"প্রকাশ এসেছে।"

বিস্মিতা উমা বলিল, "সত্যি না কি? কখন?"

"রাত্রে।"

"তোমার সঙ্গে দেখা করেছে?"

"না, ডাকতে পাঠিয়েছি।"

সুরমাকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া উমা বলিল, "এখনি পুরুত ঠাকুর আসবেন, আমি ও যেতে পারব না, এইখানেই ডাকাও না?"

"তাই ডাকিয়েছি।"

উমা সজোরে চন্দন ঘষিতে আরম্ভ করিল। এক্বার হাসিহাসি মুখ তুলিয়া বলিল, "আমার কিন্তু এখন নমস্কারটা করাও হবে না দেখছি।"

প্রকাশ আসিয়া দালানে দাঁড়াইল। সুরমা ডাকিল, "এস প্রকাশ।"

"রাস্তার কাপড় এখনো ছাড়ি নি, ঘরে যাব?"

"তবে দোরের গোড়ায় দাঁড়াও।"

জুতা ত্যাগ করিয়া ধীর পদে আসিয়া প্রকাশ দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। চকিতের মত একবার গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল, সুসজ্জিত পুষ্পের শোভা ও সৌরভের মধ্য হইতে একটি দৃষ্টি একাগ্র স্নেহে, অনাবিল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া তাহার দিকে আগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তখনি প্রকাশের দৃষ্টি অবনত হইয়া গেল। সুরমা হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরকে প্রণাম করো, কতদিন পরে এলে।" অপ্রতিভ হইয়া প্রকাশ প্রণাম করিল। আদরপরিপূর্ণ কণ্ঠে সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ছিলে প্রকাশ? ভাল ত?"

"ভাল।"

"এখন আমাদের যে নমস্কার করা উচিত, তার কি করি বল? আমি ত কোন জন্মেই ওটা পারব না দেখছি, এতদিন পরে এলে তাও—"

প্রকাশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমিও নিতে পারব না।"

"কিন্তু উমা, তোকে তা ব'লে রেহাই দিচ্ছি না, ওঠ, নমস্কার কর।"

উমা বিব্রত হইয়া লজ্জিত হাস্যে বলিল, "চন্দন ঘষছি যে—"

"তা হোক্ ওঠ্—আমি ঘষ্‌ছি, দে।"

উমা উঠিয়া লজ্জা ও সানন্দহাস্যে প্রকাশের পায়ের গোড়ায় একটা মস্ত শব্দ করিয়া মাথা ঠুকিল। সুরমা বলিল, "আহা হা—মাথাটা ভাঙলি না কি পাগলি?" প্রকাশ তাহার দিকে চাহিল। অপ্রতিভ উমা "লাগেনি" বলিয়া কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। সুরমা সহাস্যে প্রকাশের পানে চাহিয়া বলিল, "নমস্কারের ধূমে কপালটা ভাঙ্‌ল—একটা আশীর্ব্বাদও তবু পেলে না।" লজ্জিতভাবে মৃদুস্বরে প্রকাশ বলিল, "শিখিয়ে দাও—জানি না ত।" সুরমা গম্ভীর মুখে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর—ঐ নির্ম্মাল্যের মত অমনি পবিত্র নির্ম্মল হও।" প্রকাশ চকিত ভাবে সুরমার পানে চাহিল; ঈষৎ উদ্বেগে ম্লান ছায়াচ্ছন্ন প্রশস্ত ললাটখানি রক্তিম হইয়া উঠিল, তখনি সে ভাব দমন করিয়া কম্পিত মৃদু কণ্ঠে প্রকাশ উচ্চারণ করিল, "নির্ম্মাল্যের মত অমনি পবিত্র নির্ম্মল হও।" উমা আবার প্রণাম করিল। কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য আলাপের পরে প্রকাশ চলিয়া গেলে সুরমা উমাকে বলিল, "কই তুই যে বড় প্রকাশের সঙ্গে গল্প করলি না?" উমা লজ্জিত হাস্যে বলিল, "কেমন লজ্জা করল।"

"লজ্জা কিসের?"

"অনেক দিন পরে এসেছে তাই হয় ত।"

"কৈ আমার ত লজ্জা হ'ল না?"

উমা ভাবিয়া বলিল, "তা তুমি যে বড়, আমি যে ছোট।"

"পাগলি কোথাকার! এবার দেখা হ'লে কথা ক'স্, বুঝেছিস? কিন্তু শোন, এখন বড় হচ্চিস, পুরুষ মানুষের সঙ্গে একলা দেখা করা বা বেশী গল্প করতে নেই, আমার সাক্ষাতে সকলের সঙ্গে গল্প কর্‌বি, অন্য সময় নয়, বুঝেছিস?"

"আচ্ছা।" তার পরে সরল প্রশান্ত চক্ষে চাহিয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে যদি কখনো একলা কারো সঙ্গে কি প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়—আর সে যদি কথা কয়?"

"সামান্য উত্তর দিয়ে চলে আসবি।"

"আচ্ছা।"

সুরমা আবার বলিল, "শুধু প্রকাশ বলা ভাল দেখায় না, প্রকাশ দাদা বলিস—এখন ত অনেক দিন পরে এসেছে—চেষ্টা কর্‌লে পার্‌বি।"

উমা একটু হাসিয়া বলিল, "বড্ড কিন্তু লজ্জা কর্‌বে মা!"

"প্রথম প্রথম, তারপর আর করবে না।"

কয়েক দিন বেশ আনন্দে কাটিতে লাগিল। সুরমা উমার সন্দেশ তৈয়ারি কাজ খুব বাড়াইয়া দিয়া প্রত্যহই বৈকালে পিতা ও প্রকাশকে তাহাদের রন্ধনগৃহে বৈকালিক নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। রাধাকিশোর বাবু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মিষ্টান্নের যথাযথ সমালোচনা করিয়া যান এবং আনন্দের আধিক্যে উমা তাঁহার পাতে চারিটা সন্দেশ দিতে গিয়া আটটা দিয়া ফেলে এবং মধ্যে মধ্যে কুণ্ঠিতভাবে, নীরবে-নতমুখে-আহার-কার্য্যে-যেন-অত্যন্ত-মনোযোগী প্রকাশকে বলে, "তোমার বুঝি ভাল লাগছে না প্রকাশ দা?" প্রকাশ ব্যস্ত হইয়া বলে, "না না ভাল লাগছে

বই কি।" রাধাকিশোর বাবু তখন পরিহাস করিয়া বলেন, "ভাল লাগছে কি না তার প্রমাণই দেখতে পাচ্ছো—আমি যতক্ষণ বকে মিথ্যে সময় নষ্ট করছি, উনি ততক্ষণ টেনে যাচ্ছেন; কথা ক'য়ে সময়টুকুর অপব্যবহার করতেও ইচ্ছুক নন! পাতে যদি কিছু পড়ে থাকে দেখ, তাহলে না হয় সন্দেহ করতে পার—কিন্তু শেষে দেখবে পিপীলিকা ভায়ারাও দুর্ভিক্ষে মারা যাবেন।" রাধাকিশোর বাবুর এই পুরাতন রসিকতা শুনিয়া কাহারও হাসি পাইত কি না সন্দেহ, কিন্তু উমা অত্যন্ত হাসিত। তাহার সরল হাস্যে সুরমার মুখও হাস্যময় হইত এবং প্রকাশও নতমুখে একটু ম্লান হাসি হাসিত।

বৈকালে সুরমা বসিয়া কি একটা করিতেছিল। সময়টা অত্যন্ত মন্দ; আকাশে মেঘ ঘনঘোরভাবে ছাইয়া পড়িয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছিল না, কিন্তু শরতের মেঘাড়ম্বরে অল্প অল্প শীতের আভাসে সকলের গা একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছিল। উমা আসিয়া সুরমাকে ডাকিয়া গেল, "ঠাকুরদের শীতুলের জোগাড়ে যাবে না মা?" "তুই যা আমি আজ পারছি না।" প্রকাশ আসিয়া বলিল, "দাদা তাহেরপুরের নূতন বন্দোবস্তের কথা তোমায় কি বল্‌বেন, তুমি একবার এদিকে এস।" সুরমা আলস্যজড়িতকণ্ঠে বলিল, "শরীরটা আজ ভাল নেই—সন্ধ্যের পরে শুন্‌বো।" প্রকাশ একটু দাঁড়াইল—সে সুরমার প্রায় সমবয়সী; অনেক দিনের অসাক্ষাতে শৈশবের সৌহার্দ্য মধ্যে একটু শিথিল হইয়াছিল, এখন আর ততটা সঙ্কোচ নাই। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "শরীর না মন?" সুরমাও হাসিয়া বলিল, "দুইই হয়ত।" প্রকাশ বিষণ্ণ হইয়া

চলিয়া গেল। সুরমার বিচিত্র বৈধব্যের বিড়ম্বনা সে একটু একটু বুঝিত বা কিছু কিছু জানিত

সুরমা কি ভাবিতেছিল, তাহা বোধ হয় সেও ঠিক জানিত না। তাহার মন সময় সময় এমন অবস্থায় থাকে যে, কি করিতেছে বা কি ভাবিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না, কিন্তু সকলে দেখে সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক। আরব্ধ কার্য্য হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, চক্ষু লক্ষ্যশূন্য অথচ চাহিয়া আছে, কি এক অজ্ঞাত ভারে হৃদয় অবসন্ন, নিশ্বাসও যেন কতকটা দীর্ঘনিশ্বাসের মত সময় সময় শুনাইতেছে, অথচ সুরমা জানিত না যে, সে কি ভাবিতেছে। সে কি ভাবিতেছিল, এই বুঝি শেষ? সুদীর্ঘ বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রার এই বুঝি চরম পরিণতি? আধ আলো, আধ আঁধারময়, ছায়া ছায়া, উদাস উদাস, সুখ দুঃখের ঔজ্জ্বল্যম্লানিমা-হীন এ কি জীবন? অতল সুনীল বারির উপরে মূলহীন শ্যামল শৈবালের ন্যায় সংসার-স্রোতে সে ভাসিতেছে অথচ তাহার সহিত কোন বন্ধন নাই। স্রোত যখন তখন যেখানে সেখানে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এই কি নারীজন্ম? না এ বিধাতার অভিশাপ! ইহা অপেক্ষা উৎকট দুঃখও যেন বাঞ্ছনীয়। যাহাতে অনুতাপ করিবার কিছু নাই, যাহাতে চক্ষে একবিন্দু জল আনিয়া দিতে পারে না, তাহাকে কিসের সহিত তুলনা করা যায়? যে গতির পরিবর্ত্তন নাই, সে গতি কতক্ষণ সহ্য হয়? ঋষির অভিশাপে অহল্যা যেমন পাষাণ হইয়া গিয়াছিল, সুরমার মনে হইল কাহার অভিশাপে সেও যেন ক্রমশঃ পাষাণ হইয়া আসিতেছে। পিতার অনাবিল স্নেহ, উমার একান্ত নির্ভরের সারল্য, প্রকাশের স্থির

ধীর সহৃদয়তা, কিছুই যেন আর তাহাকে চেতনা দিতে পারে না। নূতন সংসারে আসিয়া, নূতন লোকের সঙ্গ-অভ্যাসের জন্য সে যেন দিনকতক নিজেকে নির্দ্দয়ভাবে সজাগ করিয়া রাখিয়াছিল, এখন আর নূতনত্বের সে সতর্কতাও নাই। অবসন্নতার অন্ধকার ক্রমশঃ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে—অন্তরে বাহিরে সে যেন পাষাণ হইয়া যাইতেছে। কে এমন আছে, কে এমন কোথায় আছে যাহার চরণস্পর্শে তাহার এই পাষাণ জীবন আবার সচেতন হইবে!

চঞ্চল পদে উমা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল, ব্যগ্রকণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সুরমা তখন দুই-হাতে মুখ লুকাইয়া স্তম্ভের উপর শরীরের ভার হেলাইয়া বসিয়াছিল। মুহূর্ত্ত থামিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল, "মা।" উত্তর নাই। "মা, ওমা কি কর্‌ছ? শোন!" সুরমা মনে মনে বলিল, "কে রে রাক্ষসী? পাষাণের মধ্যে মাকে কোথায় পাবি? আর মা বলিস না।"

"ও মা! কে এসেছে দেখসে; শীগ্‌গির চলো। মা, যাবে না?"

"মা কে? আমার অতুলকে আমি মা বল্‌তে দিই নি, তুই রাক্ষসী কেন আমায় মা বল্‌বি? সরে যা—সরে যা।"

উমা আবার বলিল, "তোমার কি হয়েছে মা? অসুখ করেছে কি? তোমার অতুল যে এসেছে।"

"কি? কে? কে এসেছে?"

"তোমার অতুল! কেন মা ওরকম করছিলে?"

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল, আশঙ্কাপাণ্ডুর ব্যথিত বালিকাকে নিকটে টানিয়া লইয়া বলিল, "তুমিই আমার অতুল।"

"ঐ দেখ কারা আসছে।"

সুরমা ফিরিয়া দেখিল। দেখিয়া ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া দুই হাতে থাম দুইটা চাপিয়া ধরিয়া তাহার ফাঁকের মধ্যে মুখ লুকাইল। ক্ষণকাল সব নিস্তব্ধ, তার পরে দুইটি কোমল করলতা তাহার স্কন্ধ জড়াইয়া ধরিল। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান নিস্তব্ধতা কম্পিত করিয়া স্নেহ-কাতর কণ্ঠ মূর্চ্ছনায় ভরিয়া বাজিয়া উঠিল, "দিদি—দিদি—এত দিন পরে দেখা হ'ল, রাগ করে কি মুখ ফেরালে?" কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। সুরমা বুঝিতে পারিল অশ্রুজলে তাহার স্কন্ধ ভিজিয়া যাইতেছে; ধীরে ধীরে সে ফিরিল। ধীরে ধীরে চারুর মুখ এক হস্তে তুলিয়া ধরিয়া অন্য হস্তে অশ্রু মুছাইয়া দিল, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কেঁদনা চারু।" ক্ষণ পরে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "কখন এলে?"

"এই আস্‌ছি" বলিয়া চারু নত হইয়া সুরমার পায়ের ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিল। চারুর মস্তকে হস্ত রাখিয়া মনে মনে সুরমা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ত কই কিছু লেখনি'? কার সঙ্গে এলে?"

"কাকামশায় আর বিন্দু ঠাকুরঝিকে নিয়ে। লিখলে কি তুমি আস্‌তে বল্‌তে?"

উমা অতুলকে ক্রোড়ে লইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আর এ কে মা? চিন্‌তে পার?"

"চারু, একি ছেলেমানুষী করেছ—ওকেও এনেছ?" ব্যথিতা বিস্মিতা চারু বলিল, "তোমার কাছে আনায় যদি অন্যায় হয়, তবে তাই করেছি, আমি এলে ওকে কোথায় রেখে আসব দিদি?"

উমা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "ধন্যি মানুষ তুমি মা! এই অতুল অতুল করে প্রাণ ছাড়, এখনো চোখের জল শুকোয় নি —আর সেই ধন সম্মুখে এসেছে, তাকে অনাদর করছ? তুমি কি মা?"

"চুপ কর রাক্ষসী"—বলিতে বলিতে সুরমা উমার নিকটস্থ হইল।

"রাক্ষসী আমি না তুমি? এমন মুখখানি দেখে কোলে না নিয়ে মানুষ থাকতে পারে? তুমি আবার মা!"

সুরমাকে নিকটস্থ দেখিয়া বালক দুই হাত বাড়াইয়া দিল। সুরমা মুহূর্তমাত্র নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, দুই হাতে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। উমা সজল চক্ষে হাসি মুখে বলিল, "এসো মাসীমা—কিছু মনে করো না—মা আমার পাগল।"

চারু দুই হাতে তাহার মুখ ধরিয়া বলিল, "তুমি আবার কে মা? এমন হাসিমুখখানি কোথায়পেলে?"

উমা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। চারু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে মা তুমি?"

উমা হাসিমুখে বলিল, "মার মেয়ে।"

"এমন মেয়েটি মা তোমার কোথায় পেলে মা?"

"চল না মাকে জিজ্ঞাসা করবে—"

দুই জনে অগ্রসর হইতে হইতে উমা আবার বলিল, "মাসীমা তুমি যেন মার কথায় কিছু মনে করো না, মা—" বাধা দিয়া চারু দুই আঙ্গুলে তাহার গাল দুইটি একটু টিপিয়া ধরিয়া

বলিল, তোমারি মা, আমার কি কেউ নয়? আমার যে দিদি।" উমা অপ্রতিভ হইল। দুই জনে কক্ষমধ্যে গিয়া দেখিল, সুরমা অতুলকে বক্ষে লইয়া নীরবে পালঙ্কের উপরে বসিয়া আছে—দুই চক্ষু হইতে অজস্র স্ফটিকবিন্দু ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে; সে তাহাদের দেখিয়া মুখ ফিরাইল। উমা গিয়া নিকটে দাঁড়াইল; অতুলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বোকা ছেলে, মাকে চুপ করাতে জান না? বল, মা চুপ কর, কেঁদো না।" বিব্রত অতুলচন্দ্র এতক্ষণ কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, এক্ষণে ধীরে ধীরে সুরমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া গণ্ডঘর্ষণে তাহার অশ্রু মুছাইতে লাগিল। উমা হাসিতেছিল বটে কিন্তু তাহার বিশাল চক্ষু জলে ভাসিতে ছিল। চারু ধীরে ধীরে সুরমার পাশে গিয়া বসিল। ডাকিল, "দিদি!"

"কি?" বলিয়া অশ্রু মুছিয়া সুরমা ফিরিয়া অতুলকে চুম্বন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রভাত হইয়াছে। রবির নবোদিত কিরণ শ্বেত অট্টালিকার কক্ষের বিবিধ বর্ণের কাচময় দ্বারের উপরে পতিত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভশোভী বারান্দার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। চীনামাটির টবের উপরিস্থিত বৃক্ষশাখা হইতে পুষ্পগুলি মধুর গন্ধে সে স্থান আমোদিত করিয়া তুলিতেছে।

পিঞ্জরস্থিত মুদিত নয়ন 'কেনারী, কাকাতুয়া, ময়না, হীরামন প্রভৃতি পক্ষীগুলি নেত্রোপরি সূর্য্যকিরণসম্পাতে জাগরিত হইয়া সকলে সমস্বরে তাহাকে সানন্দ সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই বারান্দায় সুরমা পাদচারণ করিয়া বেড়াইতেছিল, কক্ষে শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিয়া শেষরাত্রে শ্রান্ত চারু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উমাও তাহার যতক্ষণ সাধ্য জাগিয়া থাকিয়া তাহাদের সুখ দুঃখের আলোচনা শুনিয়াছিল। সেও অদ্য এখনও জাগে নাই। তাহারা ঘুমাইলে অতুল জাগিয়া উঠিয়া তাহার বহুদিন-পরে-প্রাপ্ত-অধিকার সবলে দখল করিয়া বসিল, কাজেই সুরমার আর ঘুমান হয় নাই।

বহুক্ষণ ফুলের বিষয়ে, পাখীগুলার বিষয়ে বহু আলোচনার পরে অতুল বলিল, "আমার ও-বাড়ীতে মেলা পাখী আছে, খরগোস আছে, তুমি দেখ্‌বে?" সুরমা সম্মতি জ্ঞাপন করিল। "এ পাখীরা আমায় চেনে না, তারা চেনে। ময়না কেমন খোকা ব'লে ডাকে।" সুরমা সহাস্যে বলিল, "এই ময়নাটাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ত, তুই কে রে?" অতুল মাতৃ-আজ্ঞা পালনে অত্যন্ত উৎসাহ দেখাইয়া পাখীকে প্রশ্ন করিল। পাখীও আবৃত্তি করিল, 'তুই কেরে'? তখন তাহার আর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। সহসা পাদুকার শব্দে সুরমা চাহিয়া দেখিল, তাহার পিতা। তাঁহার মুখ ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ—গম্ভীর। সুরমা বুঝিল, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিল। পিতার কাছে কিছু বলিতে তাহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল, তথাপি বুঝিল চারুর মানরক্ষার্থ ইহা প্রয়োজনীয়। পিতাই

প্রথমে কথা পাড়িলেন, সেজন্য, সুরমা একটু সুবিধা পাইল। তিনি বলিলেন, "এ সব কেন সুরমা, এতে আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় তা কি বোঝ না?" সুরমা বুঝিল পিতা ভাবিয়াছেন সুরমাই চারুকে অনুরোধ করিয়া আনিয়াছে—সে অত্যন্ত আরাম বোধ করিল। বলিল, "অনেকদিন এদের দেখিনি, তাই দেখ্‌তে চেয়েছিলাম—আপনার যে কষ্ট হ'বে তা' বুঝ্‌তে পারি নি।"

"তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের সেটা বোঝা উচিত ছিল।"

"মাপ করুন। ভরসা দেন ত একটা কথা বলি, যখন হ'য়ে গেছে তখন অসোজন্য দেখানো কি ভাল হ'বে, বাবা? আপনি অসন্তুষ্ট হ'লে বুঝ্‌তে পারবে।"

"সেটুকু বিবেচনা আমার আছে মা। তবে পূর্ব্বে একবার আমায় জানানো উচিত ছিল।" সুরমা নতমুখে রহিল।

অবশ্য ইহাতে পিতার স্নেহেরই পরিচয় পাওয়া উচিত, কিন্তু ইহা সুরমাকে বিঁধিল। সে কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া ত এ পর্য্যন্ত থাকে নাই। শ্বশুর তাহাকে সংসারের সর্ব্বোপরি প্রাধান্য দিয়াছিলেন। সপত্নীর সংসারেও সেই সর্ব্বনিয়ামক সম্রাজ্ঞী ছিল। পিতার সংসারে আসিয়াও তাহাই—তবু এটুকুর জন্য তাহাকে তাঁহার মুখ চাহিতে হইবে কেন? সংসারের এ কি রহস্য—পরের ঘরেই পরের বেশী প্রভুত্ব খাটে কেন? আর যদি সে চারুকে নিজেই আনিয়া থাকে, তাহাতে তাহার পিতার কিসে অসন্তোষ হইতে পারে? সুরমার সম্বন্ধ লইয়াই ত চারু তাঁহার বিদ্বেষের পাত্র? সে যদি উহাদের জন্য তৃষিত হয়, তাহা কি লোকের চক্ষে সত্যই উপহাসনীয়?

তাহা যদি হয় তবে যে এই স্থানাস্থান বিচারশূন্য স্নেহপ্রার্থী মানব-হৃদয় গড়িয়াছে তাহাকে কি বলিব ?

অতুল বিমনা মাতার মুখ এক হাতে তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ডাকিল, "মা, ওকে মা ?" সুরমা মুখ তুলিয়া দেখিল, তাহার পিতা চলিয়া গিয়াছেন। সনিশ্বাসে বলিল, "আমার বাবা।"

"তোমার বাবা কেন মা ? মার ত বাবা নেই—আমার বাবা আছে।" সুরমা তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল, "ও মারও বাবা ইনিই।"

"সত্যি ? চল্ না মাকে জিজ্ঞাসা করবো—চল না।"

অতুল মহা ধূম ধরিলে অগত্যা সুরমা তাহাকে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। চারুর ঘুম ভাঙাইয়া অতুল তাহার বাবার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া যখন জানিল যে, তিনি এ মারও বাবা, তখন অগত্যা মন্তব্য প্রকাশ করিল, "তোমার বাবা ভাল নয়, আমার বাবা ভাল। আমার বাবার শাদা দাড়ী নেই—তোমার বাবার চুলও শাদা, ও ভাল্ না ছিঃ !"

একজন ঝি আসিয়া বলিল, "যিনি এসেছেন তিনি এখনি যাবেন—তাই দেখা করতে চাচ্চেন।"

সুরমা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কাকা এখনই যাবেন ? এইখানেই আসতে বল—আজই যাবেন ?"

বৃদ্ধ শ্যামাচরণ রায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চারু ঘোমটা দিয়া বসিল এবং উমা অনবগুণ্ঠনে তাহার অন্তরালে গিয়া লুকাইল। সুরমা মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া বলিল, "কাকা, এখনি যেতে চাচ্ছেন, সে কি ?"

"হ্যাঁ মা বাড়ীতে কেউ নেই, ছোট মা কাঁদাকাটা করলেন, তাই কি করি আস্‌তে হ'ল, আমি এখনি যাব—তুমি কোন বিশ্বাসী লোক দিয়ে ওঁকে পাঠিয়ে দিও।"

সুরমা একটু নীরবে রহিল, তারপরে মৃদুস্বরে বলিল, "ইচ্ছে হচ্চে অনুরোধ করি দু'দিন থাকুন, আপনাকে দেখ্‌লে বাবার কথা মনে হয়।" শ্যামাচরণ রায়ের নয়নে সহসা দুফোঁটা অশ্রু-সঞ্চার হইল। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "তিনি থাক্‌লে তুমি কি মা আমাদের ত্যাগ কর্‌তে পার্‌তে? না তোমার এ মূর্ত্তি এ বুড়োকে দেখতে হত? কি করি, ছোটমা কিছুতে ছাড়লেন না—আস্‌তে ইচ্ছে মোটেই করছিল না—।" সুরমা অস্ফুট ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "আমি যতই অন্যায় করি না কেন, আমার মনে হয়—আপনি আমায় মাপ করেন, স্নেহ করেন।"

"তা করি মা—ঈশ্বর জানেন—।" সকলেই ক্ষণকাল নীরবে রহিল, তারপরে শ্যামাচরণ বিদায় চাহিলেন। সুরমা প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "চারুকে কবে পাঠা'ব?"

"যবে উনি যেতে চান। ভাল লোক আছে ত?"

"আছে।"

অতুল বলিয়া উঠিল, "আমি যাব দাদাম'শায়—আমার বাবার জন্য মন কেমন কর্‌ছে।" দাদামহাশয় তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন, "তুমি মাকে ছেড়ে যেতে পারবে?" "মাও ত যাবে—নয় মা?" সুরমা অধোবদন হইল। অতুল পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল। সুরমা পরিত্রাণের পথ না দেখিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমরা ব'স—কাকীকে একটা কথা বলে আসি।"

শ্যামাচরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুরমাও চলিয়া গেলে সরলা উমা বলিল, "কেন মাসীমা, মা তাঁর নিজের বাড়ীতে যেতে চান না কেন ?"

চারু ম্লানমুখে বলিল, "ঈশ্বর জানেন।"

"আমার কিন্তু মেসোমশায়কে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। আমি একবার যাবো।"

"যেও।"

সুরমা ফিরিয়া আসিল, ক্রোড়ে ক্ষুদ্র বালিকাটি। চারুকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "এতটা বেলা হয়েছে—এটা খিদেয় গেল যে, একে দে একবার। কোথায় যাবি রে উমা ?"

"মেসোমশায়কে দেখ্‌তে।"

সুরমা অন্যমনে বলিল, "মেসোমশায় ?"

উমা হাসিয়া বলিল, "মাসীমা থাক্‌লে মেসোমশায় কাকে বলে গো ? আমি আবার তাঁকে বাবাও বল্‌তে পারি।"

উমা বড় দুষ্ট! এখন সে সব জানিত। অতর্কিতে সুরমার গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল। চারু তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "তোমার মা কি তোমায় ছেড়ে দেবে মা ?"

"কেন দেবে না ? মেয়ে কি একা মার ? মাসীর কেউ নয় ? তুমি কেড়ে নিয়ে যেও।"

সহসা সুরমা বলিয়া ফেলিল, "তবে কি নিয়ে আমি থাক্‌বো ? আর ত কিছু—"

সুরমা কি বলিতে বলিতে থামিয়া গেল, কথাটা তাহার নিজের কাছেই ভাল লাগিল না। চারু বলিল, "তোমার অতুলকে নিয়ে থেকো।"

সুরমা হাসিল। চারু বলিল, "হাস্‌লে যে? তা' কি হয় না?"

"সবাই ত তোর মত পাগল নয়।"

চারু রাগিয়া গেল, "তা' তোমাদের মত অত বুদ্ধিমান হওয়ার চাইতে পাগল হওয়া অনেক ভাল, অতুলও বুঝি তোমার পর?"

"পর নয়, কিন্তু পরের জিনিষ।"

"আমিই পর তবে?"

"ছেলে কি একলা মায়েরই?"

"ওঃ বুঝেছি, তা পর যদি নিঃস্বত্ব হ'য়ে দান করে—"

"দান কি সবাই গ্রহণ করতে পারে? অযোগ্যের উচ্চ দান গ্রহণে যে পাপ স্পর্শে তা জান ত?"

"তুমি অযোগ্য? তবে যোগ্য কে?"

"তা কি করে বলব? আমি জানি আমি খুব অযোগ্য।"

"তোমার ওরকম ভুল-সংস্কার থাকতে দেব না, কেন তুমি ওরকম ভাব দিদি?"

সুরমা কাতরস্বরে বলিল, "চারু, ক্ষমা কর।" চারু থামিয়া গেল। ক্ষণপরে বলিল, "আর একটা কথা কয়েই থাম্‌ব—তুমি যা'ই ভাব, আমরা জানি এবং চিরদিন জান্‌ব আমরা তোমারই।" সুরমা চারুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তা আমি বেশ জানি চারু। তুমি, অতুল পরের হলেও তোমরা আমারই।" চারু সুরমার এ আদরে তেমন সন্তুষ্ট হইল না, বেদনার নিশ্বাস ফেলিল।

বৈকালে আবার চারু সুরমা ও উমা বারান্দার সেই স্থানে

বসিয়া গল্প আরম্ভ করিল। অনেক কথার পরে সুরমা একটু হাসিয়া বলিল, "চারু—মেয়াদ কত দিনের ?"

"কিসের মেয়াদ ?"

"এখানে থাকার !"

"ও—তিন দিন দিদি।"

"তিন দিন ? এত শীগ্‌গীর ? তবে এলে কেন ?"

"কি করি দিদি, মোটেই দেখা হচ্ছিল না—" তারপরে অভিমান-ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল, "তা একদিনই হোক্ আর তিন দিনই হোক্ তোমার কি ক্ষতি ? তুমি কি আস্‌তে বলেছিলে ?"

সুরমা নীরব রহিল।

চারু ছাড়িল না, আবার বলিল, "আচ্ছা দিদি ! এত করে লিখলাম, একবার মন কেমনও কর্‌ত না ?"

সুরমা ম্লান হাস্যে বলিল "না।"

"যাই বল, আর তুমি আমায় তেমন ভালবাস না।"

"তার আর আশ্চর্য্য কি চারু ? হবে।"

চারু সনিশ্বাসে বলিল, "তাও যদি মনে ঠিক বিশ্বাস হ'ত ত এক রকম বুঝতাম—তোমায় কখনো চিন্‌তে পারি না দিদি।"

"আগে চিন্‌তিস্। এখন ভুলে গেছিস্।"

উমা বাধা দিয়া বলিল, "এখন ওসব কথা রাখ, আমার মাসীমাটি যে তিন দিনের জন্য কৈলাস ছেড়ে হিমালয়ে সবাইকে কাঁদাতে এসেছেন, তার কি করি বল ? আমার যে সপ্তমীতেই বিজয়া আস্‌ছে, মা।" সুরমা ক্ষীণ হাস্যে বলিল, "এ ত ভাগ্যের কথা রে। হিমালয়ে যে ক'দিন কাটিবে সেই ক'দিনই

হিমালয়ের যথেষ্ট। তারপর, অন্ধকার ত আছেই। সপ্তমীতে কাঁদিস না প্যাগ্‌লি, বিজয়া ত কেউ কেড়ে নেবে না? তখন খুব কাঁদিস, এখন হাস্।"

"না বাপু, কান্না পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জান্‌তে পেরে কে কবে হাসতে পারে? আমি ত তা' পারি না।"

"আমি তা' খুব পারি—চিরজীবনই আমি তাই ক'রে আস্‌ছি—আমার কাছে শিখে নে।"

"তোমার বিদ্যা তোমার থাকুক। মা গো! আমি অমন হাসতে চাই না, তার চেয়ে আমার কান্না ভাল—" বলিতে বলিতে উমার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল। চারু সবাষ্প হাস্যে বলিল, "এটাকে কোথায় পেলে দিদি?"

সুরমা উমার মুখখানা ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া, তাহার বিশৃঙ্খল কেশগুলা সযত্নে সরাইয়া দিতে দিতে চারুর পানে সস্নেহ বিশাল লোচনে চাহিয়া বলিল, "যেখানে এমনি আর একখানা ভালবাসা স্নেহভরা মুখ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, সেই সংসারের পথে এমুখ-খানাও পেয়েছি।" তারপরে উমাকে বলিল, "হ্যাঁরে তোর মাসীমাকে সন্দেশ করে খাওয়ালি, নে—কাল ভাল করে—" বাধা দিয়া উমা বলিল, "না বাপু আমি এখন ওসব পারব না, এ দুদিন ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুরিয়ে যাবে, আমি এ সময়টুকু মাসীমার সঙ্গে আর অতুলের সঙ্গে গল্প করে কাটাবো। মাসীমা ঢের অমন সন্দেশ খেয়েছে।"

এমন সময় অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকিল, "দিদি, ময়ূরা পাখী নেব।" দিদি তখন সাদরে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মহা কোলাহল হাস্যে পক্ষীর সন্ধানে ধাবিত হইল।

চারু বলিল, "আচ্ছা দিদি, একটা কথা বলি রাগ করো না —রাগ ত করবেই তবুও বল্‌বো।" সুরমা হাসিয়া বলিল, "অত 'গৌরচন্দ্রিকা' কেন? যা বলবে বল।"

"আচ্ছা এতদিন পরে দেখা—তিনি কেমন আছেন সেটুকুও ত কৈ একবার জিজ্ঞাসা করলে না?" সুরমার সহসা উত্তর যোগাইল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার চারু বলিল, "কেন এমন করেছ দিদি? এত আপন হয়ে কেন এত পর হয়েছে—পর করেছ? আমার এখন সময়ে সময়ে মনে হয়, তুমি হয় ত তাঁর ওপরে অভিমান করে সরে এসেছ; কিন্তু সে বিশ্বাসও মনে দাঁড়ায় না, এতদিন পরে হঠাৎ তুমি তা' করবে কেন? অভিমান ত প্রথমেই দেখাতে পারতে। শ্বশুরের মৃত্যুর পরই তুমি এখানে চলে আসতে পারতে। তা' না করে আমাদের অচ্ছেদ্য ভালবাসার শৃঙ্খলে বেঁধে, নিজে বাঁধা পড়ে, এখন আবার নির্দ্দয় হয়ে সে শৃঙ্খল ছিঁড়ছ কেন দিদি? আমায় বল—আমি তোমার ছোট বোন—আমায় কিসের সঙ্কোচ দিদি?"

সুরমার যেন ক্রমশঃ নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল। কোন কথার উত্তর দিবার বা চারুকে কোন প্রকারে নিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ সুরমার লোপ পাইতেছিল। কেবল বায়ুহীন অতল কূপে পড়িয়া যেন সে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল।

চারু বলিতে লাগিল, "এর অর্থ কি দিদি? তুমি যে আমাদের —আমাকে অতুলকে—কত ভালবাস, তা কি আমি বুঝি না? তবে স্বামীর ওপর তুমি কেন বিরূপ দিদি? কি যে ঠিক, তাও ভাল বুঝতে পারি নি,—যদি ভুল বলে থাকি ক্ষমা করো, আমার মনের বিশ্বাস, তিনিও তোমায় যথেষ্ট আর শ্রদ্ধা মান্য করেন। অন্ততঃ

সে সুখটুকু উপভোগ করতেও তুমি কেন বঞ্চিত থাক দিদি? তোমার অতুলকে কোলে নিয়ে, তাঁর কাছে তুমি কেন থাকলে না? তোমায় আবার যেতে হবে, আবার আমাদের সেই সুখের হাট বাঁধবো। দিদি ফিরে চল—তোমার ঘরে তুমি ফিরে চল। তুমি যে সেই ঘরেরই লক্ষ্মী—এখানে এত ঐশ্বর্য্যেও আমার তোমায় তেমন ভাল লাগছে না। আমি তোমায় নিতে এসেছি—কেন তুমি পরের ঘরে পর হয়ে আপনার সবাইকে পর করে রাখবে? ফিরে চল।"

সুরমা অল্পে অল্পে প্রকৃতিস্থা হইল। সে যে এখন এমন দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, চারুর এসব কথা এতক্ষণ হাসিয়া চাপা দিতে পারে নাই, ইহা ভাবিয়া সে নিজের কাজে নিজে বিস্মিত হইল। কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ধীর স্বরে বলিল, "চারু! তবে আমিও কিছু বলি শোন। যে আমার একটা কথাতেই সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত মনে থাকতো, তুমি এখন আর সে চারু নেই। এখন তুমি বড় হয়েছ, বলতে শিখেছ, বুঝতে শিখেছ—ভরসা করি আমার এই কথাগুলো ছোট বোনের মতই সরল বিশ্বাসে বুঝতে চেষ্টা করবে। তুমি ঠিক বুঝেছ, আমার তাঁর ওপর অভিমান নেই। যখন তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়নি তখনকার সেই স্বামী—যাঁকে কেবল মাত্র আমার বলে জানতাম—তাঁর ওপরে আমার কিছু দুঃখ বা অভিমান আছে কি না সে কথা জিজ্ঞাসা করো না, কারণ সে কথা আমি নিজেই বুঝতে পারি না; কিন্তু যতদিন হতে আমি তোমায় জেনেছি ততদিন হ'তে তোমার স্বামীর উপরে আমার কিছুমাত্র অভিমান নেই। চারু, ছোট বোনের মত দিদির প্রাণের কথা বোঝ'—ছোট বোনের

স্বামীর উপরে কি রাগ অভিমান আছে? সত্যই আমি তোমাকে, আমার অতুলকে—সন্তানের স্নেহ কি তা জানি না—তবে সেই যে আমার সর্ব্বস্ব এই জানি—তোমাকে মায়ের পেটের বোনের মত ভালবাসি—তোমার স্বামীকেও তেমনি শ্রদ্ধা করি, মান্য করি, স্নেহ করি বা ভালবাসি। তবে যে কেন এতদিন পরে তোমাদের ত্যাগ করে নূতন সংসারে এসে পর হ'লাম—তা ঈশ্বরই জানেন। তা আর আমায় জিজ্ঞাসা ক'রো না, শুধু এইটুকু জেনো যে এই আমার ভাগ্যলিপি। আমায় এমনি ভাবেই জীবন কাটাতে হবে! তোমরা আবার আমার পর হ'চ্ছ, আমিও তোমাদের পর হচ্ছি। তবে এটুকু নিশ্চয় বলতে পারি, ভাগ্যের এ বিচিত্র গতি যদি আমায় কোন ভবিষ্যদ্বেত্তা জানাতে পারতো তা'হলে তোমাদেরও এ শৃঙ্খলে বাঁধতাম না—নিজেও বাঁধা পড়তাম না, এ জেনো। এখন আমায় ক্ষমা কর। যদি যথার্থই দিদির হিতাকাঙ্ক্ষিণী হও তা'হলে আর তা'কে ফিরতে বলো না।"

চারু স্তম্ভিতভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপরে যখন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখন মৃদু স্বরে বলিল, "তবে সেই শেষ, আর কখনো সেখানে যাবে না?"

"যাব। অতুলের বিয়ের সময়।"

"তখনই বা কেন যাবে? তখন কি তোমার ভাগ্যলিপি নূতন করে লেখা হবে?"

"হতেও পারে। চারু, এসব কথায় আমার এত কষ্ট পেতে দেখেও কি একটু দয়া হচ্ছে না?"

"মাপ কর দিদি, আর বলব না। তবে আর কেন? কালই বিদায় দিও।"

"রাগ করেছ চারু? অদৃষ্টে সবই করে, নইলে আমার দুঃখ আজ তুমিও বুঝছ না।"

"সেজন্য নয় দিদি। মন একেবারে নিরাশ হ'লে হঠাৎ কিছু আর ভাল লাগে না, তাই—" বলিয়া চারু সুরমার আরও নিকটে সরিয়া বসিল। ধীরে ধীরে মস্তকটা তাহার স্কন্ধের উপর রাখিল, সুরমা সাদরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "এসো একটু ভাল গল্প করি, মনটা ভাল হোক্। তবে যাঁর কথা জিজ্ঞাসা করি নি বলে দুষ্‌ছিলে, তাঁর গল্পই হোক্। তোমায় যে আস্‌তে দিলেন?" কুটুম্বস্থান বলে আপত্তি কর্‌লেন না?"

"আমি যে লুকিয়ে এসেছি।"

"লুকিয়ে? সে কি চারু?"

"তিনি বাড়ী নাই। চার পাঁচ দিনের জন্য তারিণী দাদার কাছে গেছেন। আহা! বড় দুঃখের কথা দিদি, তারিণী দাদার এমন ব্যারাম, বাঁচেন কি না! তাই অনেক দুঃখ করে লেখায় তিনি নিজেই গেছেন, তারিণী দাদার সেই মাওড়া মেয়েটার কি দুর্গতিই যে হবে!"

সুরমা বাধা দিয়া বলিল, "শুনে বড় দুঃখ হ'ল। কিন্তু তোমার এ কাজ ভাল হয় নি চারু,—এসে নিশ্চয় খুব রাগ কর্‌বেন।"

"আমি হাত-পা ধরে মাপ চাইবো—আর রাগ থাকবে না।"

সুরমা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ম্লান মুখে বলিল, "হয় ত ভাববেন, আমিই জিদ্ করে তোমায় আস্‌তে বলেছিলাম।"

চারু হাসিয়া বলিল, "তুমি যা আস্‌তে বলবে তা তাঁর খুব জানা আছে। আমি তোমায় যাব যাব বলে ত্যক্ত করাতেই তিনি কত বিরক্ত হতেন—কত কি বল্‌তেন।"

চারু নীরব হইল, সুরমাও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে বিদায়ের দিন আসিল। সুরমা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "চারু আর দুদিন থাক্।"

"মাপ কর দিদি, তাঁকে বলে আসি নি—তিনি ফিরবার আগে গিয়ে পৌঁছুতে হবে, কাকা বলে দিয়েছেন। যদি তোমায় ধরে নিয়ে যেতে পারতাম ত সে সাহস হ'ত।" সুরমা অতুলকে বুকে লইয়া সহস্র চুম্বন করিয়া চারুর ক্রোড়ে দিয়া বলিল, "সর্ব্বদা সাবধানে রেখো—বেশী আর কি বলবো চারু, জেনো, এই আমার সর্ব্বস্ব।" অতুল ম্লান মুখে চাহিয়া রহিল। কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ ও চুম্বন করিয়া বলিল, "জামাই হ'লে মেয়ে জামাই আমাকে দেখতে পাঠিয়ে দিস্। ভুলিস্ নে।"

চারু সুরমাকে একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিল। শপথ করাইয়া লইল, সুরমা তাহাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবে। উমা কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কাঁদিয়া অস্থির হইল। অতুলকে সে ক্রোড় হইতে কিছুতেই নামাইবে না। সুরমার বহুবিধ সান্ত্বনায় সে ঈষৎ প্রকৃতিস্থা হইল, কিন্তু যাই চারু "তবে আসি মা উমারাণি" বলিয়া তাহাকে চুম্বন করিল, অমনি সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—চারুর পদধূলি মস্তকে লইয়া মুখে অঞ্চল চাপিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। চারু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "দিদি, একটি ভিক্ষা।"

"কি, বল ?"

"একবার তোমার এই হাসিমাখা ফুলটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। দুদিন পরে আবার ফেরত দেব।"

সুরমা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "এ আর ভিক্ষা কি চারু, নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব।"

প্রকাশ ত্বরা প্রদান করিল। "সে-ই চারুদের রাখিতে যাইতেছে। বিন্দি ঝি সুরমার পদধূলি লইয়া চোখের জল ফেলিয়া বলিল, "তবে যাচ্চি বড়বৌ-দিদি—এক একবার তোমার বিন্দিকে মনে ক'রো।" সুরমা তাহাকে হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ করিল। আশাতীত পুরস্কারে বিন্দির মনটা অত্যন্ত প্রফুল্ল—সে এখন মনে মনে বাড়ী গিয়া তাহার সহযোগিনীগণকে তাহা প্রদর্শন করিয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ করিবার সুখের কল্পনায় মুগ্ধ রহিলেও সুরমার নিকট হইতে বিদায় লইতে তাহারও কষ্ট হইতেছিল—চোখে জল আসিতেছিল; চারুকে পুনঃ পুনঃ ত্বরা প্রদান করিয়া খুকীকে ক্রোড়ে লইয়া সে শকটে গিয়া বসিল।

"তবে আসি দিদি!" "এসো—" মুখ দিয়া আর কিছু বাহির হইল না। চারু দুই তিন ফোঁটা অশ্রুজলের সহিত তাহার পায়ের ধূলা লইয়া শকটারোহণ করিল। অতুল ম্লান মুখে বলিল, "মা—মা বাড়ী যাবে না?"

চারু বলিল, "না বাবা, মা এই বাড়ীতেই থাকবে।"

অতুলের কথা সুরমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর গড়্ গড়্ শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তখন তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, সমস্ত শরীরের চঞ্চল রক্তস্রোতের গতি যেন এক একবার রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল। বাড়ী? বাড়ী তাহার আর কোথায়? সে ঘর আর তাহার নয়! পরের ঘর এখন তাহার ঘর, পর তাহার আপনার! সহসা সুরমা মুখ ফিরাইল—"অতুল, বাবা!" —কেহ কোথাও নাই। কেবল ঘূর্ণ বায়ু এক রাশি ধূলা উড়াইয়া যেন একটা প্রকাণ্ড উদাস নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রকাশ চারুদের রাখিয়া তিন চারিদিন পরে ফিরিয়া আসিল। সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরী হ'ল কেন প্রকাশ?" প্রকাশ সহাস্য মুখে বলিল, "তাঁরা কোনো রকমে ছেড়ে দিতে চান্ না, বিশেষ তোমার অতুল এমন করে এসে গলা জড়িয়ে ধরত যে, এমন কঠিন কেউ নাই তা' ছাড়াতে পারে।" সুরমা সনিশ্বাসে মনে মনে বলিল, "তেমন কঠিনও পৃথিবীতে দুর্লভ নয়।"

"অমরবাবুও থাকতে বড় বেশী অনুরোধ করেছিলেন, কাজেই ঠেল্‌তে পারলাম না।" সুরমা নীরবে রহিল। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, চারুর পৌছিবার পূর্ব্বেই তিনি বাটী উপস্থিত হইয়াছিলেন কি না, চারুর আসায় তাঁহার কোন বিরক্তির ভাব প্রকাশ বুঝিতে পারিয়াছিল কি না। কিন্তু সুরমা মুখ তুলিতেই প্রকাশ আবার বলিল, "অমরবাবুকে আমার ভাল মনেই ছিল না—এবার আলাপ করে দেখলাম, খুব ভাল লাগল; আমারি মনে হয়েছিল, যে দুদিন থেকে যেতে পারি তাই অযাচিত লাভ! শ্বশুর জামায়ে ভাবটা আমাদের মন্দ জমে নি।" অগত্যা সুরমা হাসিয়া ফেলিল। মৃদুস্বরে বলিল, "যে তোমার গল্প করা স্বভাব, তেমনি গল্পের আড়্ডতে গিয়ে পড়েছিলে।" প্রকাশও হাসিয়া বলিল, "তেমন স্থানে জীবন কাটিয়েও তোমার এমন গুরু-গম্ভীর ধাত কিসে হ'ল?" সুরমা অপ্রসন্ন হাসি হাসিল।

পরদিন বৈকালে উমা আসিয়া বলিল, "মা একটা জিনিষ পেয়েছি, দেব না।"

"কি? কি?" সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বল দিখিনি, কি?"

"দে—আর বিরক্ত করিস্ নে।"

"নেবার জিনিষ কি করে বুঝলে?"

"বেশী যদি বক্‌বি ত চলে যাব।"

"না গো মা—এই নাও; মাসীমার চিঠি।" সুরমা পত্রখানা লইয়া এক কোণে গিয়া বসিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে পড়িতে লাগিল। "আগে আমি দেখব, আমি পড়ব" প্রভৃতি বারে বারে বলিয়া তাহার কোনো উত্তর না পাইয়া উমা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুরমা পড়িতে লাগিল—

"শ্রীচরণ কমলেষু—

"দিদি, প্রকাশ কাকার মুখে আমার পৌঁছান সংবাদ পেয়েছ, আর এসেই যে আমি দারুণ অপ্রস্তুতে পড়ি, তাও বোধ হয় শুনেছ। তিনি আমার আসার আগের দিন বাড়ী এসেছিলেন। আমি এসে এমন ভয় পেয়েছিলাম। তিনি প্রায় তিন চার ঘণ্টা বাড়ীর মধ্যে না আসায় আরও ভয় বেড়ে গেল। ঝিও বল্লে, তিনি খুব রেগেছেন। কিন্তু যখন খাবার সময়ে তিনি বাড়ীর মধ্যে এলেন, তখন তাঁর মুখে রাগের ভাব কিছুই দেখলাম না। অতুল গিয়ে জড়িয়ে ধর্‌লে, তিনিও তাকে কোলে নিয়ে আদর কর্‌তে কর্‌তে যে ঘরে আমি ভয়ে এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম সেইখানে এলেন। হেসে বল্লেন, "কি গো রাগ হয়েছে, না ভুলে গেছ—চিন্‌তে পারছ না?" আমি তখন বুঝলাম যে, হয় ত তাঁর আগে রাগ হয়েছিল কিন্তু তখন আর নেই। তাঁর ত স্বভাব জানই দিদি? আর আমি ত প্রতিপদেই অন্যায় করি,

তিনিও ক্ষমা করেন, তুমিও কর, সেইজন্য আমারও স্বভাব কখনো শুধ্‌রাল না।

"আমার উমারাণী কেমন আছে? তাহার ফুলের মত হাসি-মুখখানি কেবলই যেন চোখের সম্মুখে ঘুরছে। তার কথায় আর একটা কথা পাড়ছি। তারিণী দাদা মারা গেছেন, তা বোধ হয় প্রকাশ কাকা বলেছেন, কেন না তাঁকে তোমায় বলতে বলে দিয়েছিলাম। শুনে নিশ্চয় খুব কষ্ট পাবে।

"যাক ওকথা, তাঁর সেই মেয়েটি এঁর হাতে হাতে দিয়ে গেছেন। এঁর দেখছি এ বিষয়ে ভাগ্য খুব একচেটে। মেয়েটি মস্ত হয়েছে। তারিণী দাদা আগে কোনো খোঁজ রাখতেন না, শেষে স্ত্রী মারা যাওয়ায় কাছে আনেন। মেয়েটি প্রায় চৌদ্দ পনের বছরের হবে—নাম মন্দাকিনী। তোমার উমার কথায় তার কথা মনে হ'ল, এ মেয়েটি যেন কি এক রকমের। লাজুকও যে বেশী তাও নয়, কিন্তু যেন কিছু অকাল পক—গম্ভীর। সর্ব্বদাই চুপ করে আছে; মুখে হাসি খুব কম—অতুলের কথায় যা এক আধবার হাসে, তাও যেন ভাসা ভাসা। উনি বলেন, বাপের শোকে হয় ত ওরকম নিস্তব্ধভাবে থাকে; কিন্তু আমার বোধ হয়, অমনি এর স্বভাব। অতুলকে বেশ ভালও বাসে—অতুল একে উমা মনে করে খুব 'দিদি দিদি' করে—আমায় এ পিসীমা ব'লে ডাকে, কিন্তু আমার যেন মনে হয়, উমার মুখের মাসীমা ডাক এর চেয়ে বেশী মিষ্টি। আহা, তবুও কিন্তু এর জন্য বড় মায়া হয়। যখন উনি একে ডেকে আমায় দিলেন, তখন আমায় প্রণাম করে দূরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। কৃপাপ্রার্থী ভাব—অথচ তা যেন প্রকাশ করতেও সাহস নাই! আহা অনাথ!

"তোমার অতুল ভাল আছে। কেবল 'মা মা' করে; কত মিথ্যে বলে বুঝাই। আর কি এর পরে কখনো দেখা হবে না? ঈশ্বর জানেন, আর তুমি জানো। আমার প্রণাম জেনো! সকলে ভাল আছি। ইতি—

তোমার চারু।"

সুরমা উমাকে ডাকিয়া পত্রখানা হাতে দিতে গেলে উমা রাগ করিয়া মুখ ফিরাইল। কিছুক্ষণ সাধ্য সাধনার পর হাসিয়া ফেলিয়া পত্রখানা পড়িতে লাগিল। একস্থানে হাসিতে হাসিতে বলিল, "মাসীমা এক মেয়ে বাপু! কাউকে পছন্দ হয় না।" অতুলের কথা পড়িয়া ছল্‌ছল্‌ চোখে বলিল, "কিছুদিন পরে হয় ত সে আমাকে ভুলে যাবে।" সুরমা বলিল, "না ভুলতেও পারে, তার খুব স্মরণশক্তি।"

বৈকালে উমা ঠাকুরদালানে বসিয়া বিগ্রহের আরতি-প্রদীপটি নিবিষ্টমনে সাজাইতেছিল। পদশব্দে মুখ ফিরিয়া "মা" বলিয়া কি একটা বলিতে গিয়া দেখিল, মা নয়—প্রকাশ। একটু বিস্মিত হইল—এমন সময়ে এস্থানে প্রকাশ! বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করিল, "কি প্রকাশ দাদা?" প্রকাশও সচকিত হইল—নত মুখে উত্তর দিল, "সুরমা কই, তার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলাম।"

"দেখা? কেন? কোথাও যাবে না কি?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়—তাহেরপুরে?"

"হ্যাঁ। সে কোথায়—ওপরে কি?"

উমা চিন্তা করিয়া বলিল, "হতেও পারে—চল আমিও যাচ্ছি।"

প্রকাশ একটু দাঁড়াইল, ক্ষণকাল কক্ষণ নেত্রে সেই চপল

লঘুভার ,শুভ্র মেঘখণ্ডের মত—নীলাম্বরে অষ্টমীর দ্রুত অস্তগামী চন্দ্রলেখার মত, গমনশীলা কিশোরীর পানে চাহিয়া রহিল। যেন তাহার অজ্ঞাতেই তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "উমা—উমা—একটু দাঁড়াও।" উমা ফিরিয়া আসিল, সুরমার উপদেশ তাহার যে মনে ছিল না তাহা নয়, কেবল একটু বিস্ময়, একটা কৌতূহলে সে ফিরিয়া আসিল। দালানের প্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রকাশের পানে সারল্যপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল, "কেন ডাকলে?" প্রকাশ কথা কহিতে পারিল না, কেবল স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। বোধ হয় সে ভাবিতেছিল, "একি শুধু ফুল!—শুধু গন্ধ—শুধু রূপ—আর কিছু নয়! একি শুধু প্রস্তর-প্রতিমা—শুধু সৌন্দর্য্য—শুধু মৌন মধুরতা—ইহার মধ্যে কি আশা-তৃষ্ণাময় মানবের অন্তঃকরণ নাই?"

উমা একটু ভয় পাইল—একটু যেন ব্যথিতান্তঃকরণে চিন্তিত ভাবে প্রকাশের আরও নিকটস্থ হইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "কি হয়েছে তোমার? বল না—কোনো অসুখ করেছে কি? মাকে ডাকব?"

"উমা—উমা, বুঝিয়ে দাও তুমি কি! চিরদিন দেখে আসছি, তবু ত আজও বুঝতে পারলাম না। তুমি কি মূর্ত্তিমাত্র—ভিতরে আর কিছু নাই? ও সারল্য, ও শোভা যে চিরদিনই এক রকম দেখে আসছি, অন্য কিছু দেখাও। ও হাসিতে যে কখনো ছায়া দেখতে পেলাম না। তুমি কি মানুষ নও, তুমি কী উমা?" উমা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। এ কি রকম স্বর! এ কি কথা! সব কথার যে সে সম্পূর্ণ অর্থ বোধ করিল তাহাও নহে, তবু একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায়, একটা অননুভূতপূর্ব্ব ভাবে তাহার সর্ব্ব শরীর

কাঁপিয়া উঠিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া প্রকাশ আবার আবেগে বলিল, "চুপ করে রইলে কেন? কথা কও! একটাও উত্তর দাও, আমার এ সংশয় যে আর আমি বইতে পারি না। আবার আজ তাহেরপুর যাচ্ছি, হয় ত ফিরতে অনেক দিন লাগবে; ততদিন—ততদিন সেই স্বজনহীন, মায়া মমতা স্নেহহীন বিদেশে কি একবারও মনে করতে পাব না যে, এ পৃথিবীতে আমার কথা কেউ ভাবে—আমার প্রতীক্ষাও কেউ করবার আছে—চিরবান্ধবহীনেরও আপনার কেউ আছে।" উমা তখন দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, সুনীল শোভন চক্ষু দুটি একদৃষ্টে প্রকাশের পানে চাহিয়াছিল এবং তাহা হইতে ধারায় ধারায় মুক্তাবিন্দু ঝরিতেছিল। প্রকাশ চাহিয়া চাহিয়া ভাবিল, যেন তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে ভগ্নস্বরে বলিল, "উমা—উমা, কেঁদোনা কেঁদোনা—অভাগা আমি কি তোমায় কষ্ট দিলাম? আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! একটাও কথা কি কবে না? এইটুকু শুধু সম্বল চাই—দূর বিদেশে কেবল এই সম্বলটুকু নিয়ে একা আমি ফিরব—একটু কিছু বল।" উমা নত মুখে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, "তুমি যাও।"

"এখনি যাচ্চি—জানি না কি করতে এসে কি করে ফেল্লাম—তোমায় হয় ত কেবল খানিকটা মিথ্যা কষ্ট দিলাম। তবু এই সুখস্মৃতিটুকুই আমার সর্ব্বস্ব জেনে আমায় মাপ ক'রো। উমা তবে যাই?"

উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "যাও—তুমি যাও—তুমি কেন এসব বল্লে—কেন এসেছিলে?"

"জানি না—জানি না। ঈশ্বর জানেন আমি তোমায় এ সব বল্‌তে আসি নি। উমা তা মনে ক'রো না, তা'তে আমার দ্বিগুণ কষ্ট হবে। আমি তোমায় দেখে কেন আজ চাপ্‌তে পারলাম না—কেন আজ—"

"আমি আর শুনব না—তুমি যাও—" আর্ত্তকণ্ঠে উমা কাঁদিয়া উঠিল।

"যাই উমা! ভগবান, জানি না কি কল্লাম! আমায় এর শাস্তি দিতে চাও দিও, উমাকে সুখে রেখো।" প্রকাশ ত্বরিত পদে চলিয়া গেল। আর কাতরা বালিকা সেই স্থানে নির্দ্দয় ব্যাধের বাণ-বিদ্ধ পাখীর মত লুটাইয়া পড়িল। প্রাণের মধ্যে আজ সহসা তাহার একি যন্ত্রণা—এ কি হাহাকার! মাটিতে মুখ লুকাইয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুর কেন আজ আমার এমন হ'ল? আমায় ভাল কর ঠাকুর।"

যে বিহঙ্গ কখনও লোকালয় দেখে নাই, তাহাকে মনুষ্য-সমাজে আনিয়া পিঞ্জরে পুরিলে তাহার যে কি অবস্থা হয় তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। সে যেন উন্মত্ত হইয়া ওঠে, কখনও অধীরভাবে পিঞ্জরকে আঘাত করে, কখনও নির্দ্দয় পীড়নে আপনাকে রক্তাক্ত করিয়া ফেলে। কেহ তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে গেলে তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হয়। যে কখনও জগতের সুখদুঃখের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন হয় নাই, টোপাপানার মত কেবল উপরেই ভাসিয়া বেড়াইয়াছে, সহসা সে যদি ক্ষণেকের জন্যও কিছুদূর তলাইয়া যায়, তাহার অবস্থা অনেকটা এইরূপই হয়। জ্ঞানের অস্ফুট আভাষের পূর্ব্বে যাহার জীবনের আশা-নৈরাশ্যের দুঃখ-বেদনার কারণসকল

আপনাদের কার্য্য সারিয়া লইয়াছে, সংসার আপনার আঘাতগুলি শেষ করিয়া লইয়াছে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী—তাহার মন শিশুর মত অমল কোমল থাকিয়া যায়। সে জীবন-কুসুম চিরদিনই স্নিগ্ধ সুবাসে, লোচনানন্দ শোভায় ফুটিয়া থাকিতে পারে। অল্প সুখেই সে হাসে, অল্প ব্যথাতেই সে কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু আবার অল্পক্ষণ পরেই তাহা ভুলিয়া যায়। উমাকে লোকে দেখিয়া দুঃখ করিত, তাহার দুর্ভাগ্যের জন্য অশ্রু ত্যাগ করিত, কিন্তু সে তাহাতে সময়ে সময়ে হাসিয়াই ফেলিত। কখনও বা একটু বিষণ্ণ হইত বটে, কিন্তু নিজের কাছে তাহার কারণ অজ্ঞাতই ছিল; তাহার বিষণ্ণ ভাবও সেই জন্য অতি অল্পকাল স্থায়ী হইত। আজ সহসা তাই এই আঘাতে সে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। সংসারে যে এমন ভয়ানক কিছু আছে, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল—আজ সেই বস্তুর অতর্কিত-প্রকাশে উমা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বহুক্ষণ পরে সে অনুভব করিল, কে যেন তাহার লুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অতি আদরে তাহার আলুথালু কেশ লইয়া গুছাইয়া দিতেছে। উমা টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া উমা শান্ত হইল। ধীরে ধীরে সে সুরমার ক্রোড় হইতে মাথা তুলিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। সুরমা স্নিগ্ধ স্বরে তাহাকে বলিল, "এস উমা, আরতি দেখে আসি।" মন্দিরে তখন অগণিত আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সজ্জিত বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভক্তিপ্লুত চিত্তে পুরোহিত আরতি করিতেছিলেন; তাঁহার দৃষ্টি দেবতার মুখের উপরে সন্নিবিষ্ট, দেহ সরল উন্নত, হস্তে উমার সযত্ন-সজ্জিত আরতির প্রদীপ। উমা সহসা নতজানু হইয়া আভূমি প্রণতা

হইল, তার পর উদাস দৃষ্টিতে বিগ্রহের পানে চাহিয়া রহিল। তাহারই ভক্তিনত চিত্তের সযত্ন সেবা তখনও বিগ্রহের অঙ্গে শোভা পাইতেছিল—তাহারই সজ্জিত প্রদীপে সর্ব্বাঙ্গ বরণীয় হইতেছিল, তাহারই জ্বলন্ত ভক্তি পঞ্চপ্রদীপের পঞ্চমুখ হইতে যেন দেব অঙ্গে যাইয়া মিশিতেছিল!—উমা শ্রান্ত মুগ্ধনয়নে শুধু চাহিয়া রহিল।

রাত্রে সুরমা উমাকে ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় নীরবে হাত বুলাইতে লাগিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উমা পাশ ফিরিয়া শুইল; আজ তাহার এরূপ আদর এসব স্নেহ ভাল লাগিতেছিল না। বহুক্ষণ পরে সুরমা স্নিগ্ধ স্বরে ডাকিল, "উমা।" উমা উত্তর দিল না। "উমা! কি হয়েছে মা? কেন কাঁদছিলে—মনে কি কোন দুঃখ হয়েছে মা?" উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। বেদনাক্লিষ্ট স্বরে বলিল, "না—না।" সে স্বর যেন হৃদয়ভেদী করুণ আর্ত্ত ক্রন্দনের মত শুনাইল। "তবে কি হয়েছিল? কেন কাঁদছিলে? কেউ কিছু বলেছে?" উমা একটু উচ্চকণ্ঠে আর্ত্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না, আমি জানি না।" সুরমা আবার তাহাকে নিকটে টানিয়া লইল; স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "কেন মা অমন করছ? আমার কাছে ত কিছু লুকোও না—বল তোমার কি হয়েছে।" "কিছু হয় নি" বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া উমা তাহার স্নেহব্যগ্র বাহু-বেষ্টন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিল। সুরমা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল, আর কিছু প্রশ্ন করিল না।

সুরমা প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিল, বাত্যানিপীড়িত পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় উমা বিছানার এক প্রান্তে পড়িয়া আছে।

বুঝিতে পারিল, সে জাগ্রতই আছে কিন্তু তাহা গোপন করিবার জন্য নিশ্বাস রোধ করিয়া আছে। সকরুণ হৃদয়ে সবিস্ময়ে ভাবিল, সরলা বালিকার আজ "একি অবস্থান্তর! এক রাত্রে তাহাকে যেন কত দিনের রোগীর মত দেখাইতেছিল। তাহার সহসা কি হইল? দুঃখ করিতে, কাঁদিতে তাহার অধিকার আছে বটে; কিন্তু সে রোদন ত এত তীব্র হইবার কথা নয়। সে অনেক সময়ে হাসে কাঁদে বটে, কিন্তু তাহাও এমন গোপন করিবার চেষ্টা ত করে না; স্নেহপাশ হইতে এমন দূরে সরিয়া যাইতে চাহে না, বরঞ্চ বেশী স্নেহপ্রার্থী-ভাবেই আসিয়া ক্রোড়ের উপর মাথা রাখে। নিশ্চয় কোন আকস্মিক অথচ তীব্র বেদনা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে বেদনা—সে আকস্মিক ব্যথা কি হইতে পারে?

সুরমা ডাকিল, "উমা, উমা ওঠ্, বেলা হয়েছে।" অগত্যা উমা উঠিয়া বসিল। "চল্ বাগানে একটু বেড়িয়ে আসিগে।" তার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "প্রকাশ কাল রাত্রে তাহেরপুরে গেছে—জান?" যেন তড়িৎ স্পর্শে আহতা হইয়া উমা মুখ ফিরাইয়া বসিল। সুরমা স্পষ্ট লক্ষ্য করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে। সুরমার মুখ ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া উঠিল। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আরও একটু বুঝিবার জন্য বলিল, "তুমি কাল তার সঙ্গে দেখা করলে না কেন? সে এবার হয় ত অনেক দিনের জন্য গেল।" উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "আমি দেখা করতে চাই না।" তার পর আবার সে শয্যাপ্রান্তে শুইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পরে সুরমা গম্ভীরস্বরে ডাকিল, "ওঠো, স্নান কর্‌তে যেতে হবে।" সে স্বর অগ্রাহ্য করিতে উমার সাহস হইল না। ধীরে ধীরে উঠিল। ঝি আসিয়া ডাকিল, "দিদিমণি, ঠাকুরবাড়ী যাবে না? পূজুরী ঠাকুর যে ডাকছেন।" সুরমা বলিল, "আজ তাঁকেই জোগাড় করে নিতে বল, উমার আজ শরীর খারাপ।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চারু সুরমার নিকট যাওয়ায় অমরনাথ প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু শেষে বুঝিল যে, সে যদিও নিতান্ত বালিকার মত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছে, তথাপি এক হিসাবে তাহার অপরাধ মার্জ্জনীয়। অত্যন্ত স্নেহশীল স্বভাবেই তাহাকে এরূপ সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছে। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া অমরনাথ সস্নেহে চারুকে বলিল, "অত কুণ্ঠিত হ'য়ো না। যা ক'রে ফেলেছ তা ত আর ফিরবে না। আমি তোমার ওপর রাগ করি নি।"

চারু ম্লান মুখে বলিল, "তবে অমন ক'রে নিশ্বাস ফেল্‌লে কেন? নিশ্চয় রাগ করেছ।"

অমর একটু হাসিয়া বলিল, "নিশ্বাস ফেল্‌লেই কি মানুষ রেগে থাকে? দুঃখ হ'লেই নিশ্বাস পড়ে।"

"কেন দুঃখ হ'ল? আমি অবাধ্য বলে?"

"তুমি এত সরল ব'লে, তুমি সকলকেই এত ভালবাস বলে।"

চারু হাসিয়া ফেলিল। "তাতে দুঃখের কথা কি? সকলকে

ভালবাসি ওটা গায়ের জোরের কথা—তোমাদের মত কি পৃথিবীর সবাইকেই ?"

"আমরা কে কে ?"

"তুমি, অতুল, খুকী, দিদি, আর একটি মেয়ে এবার আমার বেড়েছে—আমার উমারাণী—।"

"যারি যার নাম কল্লে সবাইকে ভালবাসাই কি বিধিসঙ্গত ?"

চারু গম্ভীর হইয়া বলিল, "এ কথাটা দিদির ওপর হ'ল তা আমি বুঝেছি। অন্যায়টা তা'তে কি পেলে ?"

"অন্যায় নয় ? সতীনকে কে কবে ভালবেসে থাকে ?"

চারু নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সতীন হ'লে আর দুঃখ কি ছিল ?"

অমর একটু বিস্মিত হইল অথচ হাসিয়া বলিল, "বটে ? এত সাহস ? অত অহঙ্কার ভাল নয়।"

"একে অহঙ্কার বল ? অহঙ্কার নয়, এ অনুতাপ। যথার্থ করে বল দেখি, আমি কে ? সেই কি সব নয় ? তার স্বামী, তার ঘর, তার ছেলে—তার সর্ব্বস্ব হ'তে তাকে আমি বঞ্চিত করেছি। তাকে একটু ভালবাসি, তাতেই তুমি আশ্চর্য্য হও ? ধন্য তুমি! সে যে আমাকে ভালবাসে এইটেই আশ্চর্য্য। আমি যে তার অমন জীবনটা বৃথা করে দিয়েছি, তা কি আমি ভুলতে পারি ?"

অমর বহুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। বাক্‌পটুতাহীনা নিতান্ত সরলার মুখ হইতে আজ এরূপ যুক্তি-সহৃদয়তাপূর্ণ কথা শুনিয়া সে একটু চমকিয়া গেল। অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়ে একটা উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিতেছিল, কষ্টে সে ভাব দমন করিয়া বলিল,

"এ তোমার ভ্রম। বাস্তবিক যদি কেউ এজন্যে অপরাধী থাকে ত সে আমি। আমার গ্লানি তুমি কেন ভোগ কর?"

"তোমার সে গ্লানির কারণ আমিই ত? আমায় তুমি না নিলে আমি কোথায় যেতাম? আমার জন্যে তুমি একজনের কাছে—ভগবানের কাছে অপরাধী। তার গ্লানি আমি ভোগ করব না ত কে করবে?" সজল চক্ষে চারু মস্তক অবনত করিল।

অমরও বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া শেষে বলিল, "যা হবার তা হ'য়ে গেছে—তুমি কেন মিথ্যা অনুতাপ ভোগ কর? দোষী যদি কেউ থাকে সে আমি। তুমি কষ্ট পাও—এ আমার সহ্য হয় না, চারু! আর একটা কথা স্থির জেনো, যার জন্যে তুমি এত অনুতপ্ত, সে কিন্তু এজন্যে একটুও কাতর নয়। হয় ত প্রথম জীবনে সে মর্ম্মাহত হ'য়ে থাকতেও পারে, কিন্তু তার পরে, এখন সে তা'র জীবনকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গড়ে তুলেছে। তোমার আমার সামান্য বন্ধুত্বও সে আর আকাঙ্ক্ষা করে না। সে ইচ্ছা যদি তার মনে থাকত, তাহ'লে কি তোমার সম্বন্ধ সে এ রকমে ছিঁড়তে পারত?"

"তুমি বল কি! আমি যাকে ভালবাসি, অন্তরে অন্তরে সেও আমার ভালবাসা চায় বই কি! নইলে ভালবাসা হয়ই না। যে কিছু চায় না, তাকে ভালবাসা যেন পুতুলকে ভালবাসা। তবে তোমার কথা যদি বল, সে আমার মনে হয় অভিমান।"

অমর সবেগে বলিয়া উঠিল, "ভুল, ভুল চারু—অভিমান কার ওপরে হয়? যাঁকে স্নেহ করা যায়।"

"তবে বলতে চাও উনি কখনও তোমায় স্নেহ করে নি,

ভালবাসে নি ? এ কখন সম্ভব ? তবে এখন তার মন তোমার ব্যবহারে নিঃস্নেহ হ'তে পারে বটে। তুমিই তাকে কখন ভাল-বাস নি—সে নয়।"

অমর আবার নীরবে রহিল। ক্ষণেক পরে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেলা অনেক হ'য়ে গেছে। অতিথশালায় দুটি রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে, দেখিগে কেমন আছে।"

অমর বাহিরে গেলে শ্যামাচরণ রায় তাহাকে বলিলেন, "খান কয়েক কাগজপত্র তোমায় এখনি দেখতে হবে, বড় দরকারী, এখনি দেখা চাই। তোমার সকালের কাজ শেষ হয়েছে ?"

অমর ব্যস্তভাবে বলিল, "না, এ বেলাটা অপেক্ষা করুন, রোগী দুটির ভাল করে ব্যবস্থা না করে আর কিছুতে হাত দিতে পারছি না, খাওয়া দাওয়ার পর আজ আর ফিরবো না, আপনার কাজেই বসব।"

শ্যামাচরণ রায় নিজকার্য্যে গেলেন এবং অমরও ব্যস্তভাবে গেটের অভিমুখে চলিল। সদর দ্বারে পৌঁছিতেই অতিথিশালার অধ্যক্ষ আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "কে একজন ভদ্রবেশী অথচ অত্যন্ত অসুস্থ, অতিথিগৃহের দরজায় এসে শুয়ে পড়েছে, ভাল করে কথা কইতে পাচ্ছে না, আপনি শীগ্‌গির চলুন।"

অমর উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি বিপদ! আমি সেইখানেই যাচ্চি চল। আগেকার রুগী দুটি কেমন আছে ?"

"ভালই বোধ হচ্চে।"

"চল তবে আগে আগন্তুক রুগীকেই দেখা উচিত।"

অমর অতিথিশালায় গিয়া দেখিল, একখানা খাটিয়ার উপরে পড়িয়া একজন ভদ্রলোক জ্বরের ঘোরে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ভাল করিয়া নাড়ী ও অবস্থা পরীক্ষা করিতে গিয়া অমর বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিল। একি! এ যে পরিচিত বোধ হইতেছে। অত্যন্ত পরিচিত, কিন্তু বহুদিনের বিস্মৃত। অমর রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিল, "দেবেন—দেবেন! ভাই! তুমি এ রকমে এখানে কেন?" সে ব্যক্তি কোন উত্তর দিল না। অমর আরও দুই চারিবার ডাকিয়া শেষে অধ্যক্ষকে সত্বর পাল্কী বেহারা আনাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া ব্যস্তভাবে অন্যান্য রোগীদের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ব্যবস্থাদি লিখিয়া দিল। আজ আর বেশী কিছু করিবার অবকাশ হইল না, পাল্কী আসিতেই বন্ধুকে সাবধানে পাল্কীতে তুলিয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া যাইতে হইল। তখন চার পাঁচ দিন অমরের আর অন্য কার্য্য দেখিবার অবকাশ রহিল না। বহু যত্নে ও শুশ্রূষায় রোগীকে ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ করিতে লাগিল, এবং রোগীর ভালরূপ সুস্থ হইতে দুই সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

এখন দেবেন্দ্র বেশ সবল হইয়াছে। দুই বন্ধুতে একসঙ্গে সকাল সন্ধ্যায় উদ্যানে পাদচারণা করিয়া বেড়াইয়া থাকে, অতুলকে লইয়া ক্রীড়াদি করে। অমর দেবেনকে পাইয়া সহসা অপ্রত্যাশিত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুখের প্রথম যৌবন যেন তাহার আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। অদ্যও দুইজনে বাগানে বেড়াইতেছিল এবং অমর দেবেনকে তিরস্কার করিতেছিল—"আচ্ছা তুমি কি ব'লে সংবাদটাও না দিয়ে একটা ভিখিরীর মত অতিথশালায় এসে পড়েছিলে?"

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "কি করে সংবাদ দিই বল? তুমি কি কখনো আমার সংবাদ রাখতে? সেই চারুকে নিয়ে চলে এলে, তার পরে মাসকয়েক পরে, একখানা পত্রে জানিয়েছিলে যে, তাকে বিয়ে করেছ। তার পরে, বাস্, য'খানা পত্র লিখ্‌লাম প্রায় বেশী ভাগেরই উত্তর দিলে না। তার পরে তুমিও যখন আমায় ভুলতে পার তখন আমারই বা সে ক্ষমতা থাকবে না কেন?"

অমরও হাসিয়া বলিল, "তার পরে কি অপরাধে আবার মনে পড়ল?"

"অপরাধ অনেক। পশ্চিম গিয়েও যখন সারতে পারলাম না, তখন বাড়ী ফিরে এসে শুনলাম, তুমি সে গ্রামে এতদিন পরে আবার গিয়েছিলে। চারুর সেই কি-রকম ভাই তারিণীর খবরও সব শুন্‌লাম। তখন হঠাৎ তোমার দিকে মনটা বড্ড বেশী ঝুঁকে পড়ল—শুন্‌লাম তুমিও গিয়ে আমার খোঁজ নিয়েছিলে।"

"তবে বাড়ীতে না এসে অতিথশালায় গেলে কি মনে করে?"

একটু মজা করতে। তা মজাটা উল্টো রকম হয়েছিল। কোথা থেকে বাঙলার ম্যালেরিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে এসে ঘাড়ে চেপে ধর্‌ল।"

"তা এখন সে-সব যাক্। এখন কিছুদিন এইখানেই আস্তানা গেড়ে থাক্‌তে হবে। যদিও জোর করে বল্‌তে পারি না, কেন না যে সমস্ত পশ্চিম বেড়িয়ে এল, এ পাড়াগাঁয়ে তার—"

"আঃ, রামো রামো! পশ্চিম পশ্চিম শুনতেই ভাল, কিন্তু এ বাঙ্গালী-জীবনের পক্ষে বঙ্গমাতার শ্যামল কোলই সব চেয়ে খাঁটি জিনিষ। পশ্চিম কি বেতর দেশ দাদা! কেবল ক্যাড়োর ম্যাড়োর

ধূলি, তৃণশূন্য রাস্তা, পাথরগুঁড়োর ধূলোয় কোমর পর্য্যন্ত ডুবে যায়, মধ্যাহ্নে তপ্তবায়ে এক একবার যখন সেই ধূলি-সমুদ্র আলোড়িত হ'য়ে শূন্যে ঘূর্ণায়মান হন, তখন পথিকের যে কি অনির্ব্বচনীয় আরাম হয়, তা আর বল্‌তে পারি না। মাঝে মাঝে এক একখানা মাঠ, যেন সাহারা নম্বর দুই। আর দাদা এই আমার—

'হে মাত বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে!
পারে না বহিতে নদী জলভার,
মাঠে মাঠে ধান ধরেনাক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল,
তোমার কানন-সভাতে।' "

অমর হাসিয়া বলিল, "আজ অনেক দিনের পরে, দেবেন মনে হচ্ছে যেন আবার আমরা দুটি কলেজের ছাত্র গোলদীঘির ধারে বসে কাব্য সমালোচনা করছি!"

দেবেন একবার অমরের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার যে এখনি এত 'বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা' হয়েছে তা ত জানি নি। আমার বত্রিশের হৃদয়কে এখনো এত সবল রেখেছি, আর তুমি আমার চেয়ে দুএক বছরের ছোট হয়ে যে আমার পিতামহের মত হৃদয়কে কুঁজো করে ফেলেছ এতে তোমার বাহাদুরী আছে।"

"বয়সে কি করে ভাই! মানুষ মনেই বুড়ো, মনেই যুবা।"

দেবেন কৃত্রিম গম্ভীর মুখে বলিল, "মনেও তোমার ঘুণ ধরবার ত কোন কারণ নেই। বড়লোকের ছেলে, দুধ ঘির অভাব নেই; আবার নভেলের মত হৃদয়েরও কোন উপসর্গ নেই। তবে কিসে ঘুণ ধরবে? ঘুণ বরঞ্চ আমাদের ধরা সম্ভব।

খাটুনিতে কুঁজো হবার জোগাড়; না খেতে পেয়ে পেট পিঠে এঁটে দেহখানি একেবারে তক্তা; আর হিমে হিমে হেঁটে বাতশ্লেষ্ম বিকার!"

অমর বাধা দিয়া বলিল, "তোমার ঐ রকমই ভাব। জমীদারের ছেলে হয়ে থাকা খুব সুখ বটে, কিন্তু যখন নিজের মাথায় সব ভার পড়ে, তখন সেই সুখ সুদে আসলে শোধ হয়। একি একটা জীবন! কাজের একটা মাদকতা নেই, জীবন্ত উৎসাহ নেই, নূতনত্ব নেই। সব হচ্চে—হবে! অথচ গাধার মত খাটুনি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন পরজন্মে তোমাদের মত অবস্থায় থাকি। আমার সময়ে সময়ে সব ছেড়ে ছুড়ে একদিকে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়।"

"যা বল্লে কতকটা ঠিক, কতকটা ভুল। জমীদার হয়েছ বলে ইচ্ছা হ'লে দুনিয়ার কত কাজ করতে পার, কত পরের উপকার করতে পার, কত দুঃখীর দুঃখ মোচন করতে পার, বল দেখি? কিন্তু যখন তোমার দরোয়ানগুলো আর বুড়ো বুড়ো কর্ম্মচারীরা সেলাম ঠোকে, তখন আমার মনে হয় সত্যি এ এক কর্ম্মভোগ! আর মহারাজ মহারাজ শুনে ত আমার বড় হাসি আসে।"

"তোমার এখনও হাসি আসে দেবেন, কিন্তু আমার তা অনেক দিন লোপ পেয়ে গেছে। তবে ভাল কাজ করার কথা যা বল্লে, কখনো তা করব ভাবি, আবার তখনি মনে হয়, আমার এই সামান্য সাহায্যেই কি পৃথিবীর সব অনাথ রক্ষা পাবে? একটা মানুষে ক'টা লোকের উপকার করতে পারে? যখন ভগবান সবাইকেই দেখেন, আমিই এ সাহায্যপ্রার্থী ক'টাকেও

খবেন। আমার মনে, হয়, এ কেবল কর্ম্মভোগ মাত্র।" দুই হুতে আবার পাদচারণা করিতে লাগিল।

সহসা থামিয়া দেবেন বলিল, "অমর কিছু মনে ক'রো না, তামাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তুমি আমায় দি আগের মত এখনো অধিকার দাও তবেই সাহস করে—"

বাধা দিয়া অমর সহাস্যে বলিল, "গৌর-চন্দ্রিকা রাখ, কীর্ত্তন আরম্ভ কর। কথাটা কি?"

"কথাটা তোমারই সাংসারিক বিষয়ে।"

"বল, তোমার কাছে আমার গোপনের কিছু নেই।"

দেবেন একবার থামিয়া ঈষৎ চেষ্টায় সঙ্কোচটুকু সরাইয়া ফেলিয়া বলিল, "মনে আছে তোমার প্রথম বিয়ের সংবাদ তুমি আমায় না জানানোতে আমি একটা ভুল করে বসি? শেষে তোমার কথার ভাবে বুঝেছিলাম, সে বিবাহে তুমি আন্তরিক, তুষ্ট হও নি বলে, আর আমার কাছে তুমি একটু অপরাধী হবে আমায় সে সংবাদ দাও নি। যদিও তখন চারুর মাকে আমি সে বিষয়ে প্রলুব্ধ করি নি, তবু তখন, তোমার এই রকম একটা সংস্কার ছিল। তার পরে, চারুকে বিয়ে করার পরে, তুমি যদিও আমার সঙ্গে এক রকম সম্বন্ধ ত্যাগ করেছিলে, তবু তুমি বেশ সুখী ছিলে বলেই বোধ হয়। কি বল?"

অমর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। দেবেন আজ অনেক দিনের পর তাহার স্মৃতি-সাগরের তলদেশ আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছিল? কত ঘটনা যে এক সঙ্গে তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহার সংখ্যা নাই। মুখে কেবল দেবেনকে বলিল, "তখন যে কেন সমস্ত বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ

ত্যাগ করেছিলাম, তা আজ আর কি বল্‌ব দেবেন! বাপের ত্যাজ্য-পুত্র হ'য়ে জগতে কে এমন আছে যে আত্মীয় বন্ধুর কাছে মুখ দেখাতে লজ্জিত না হয়? তার পর যখন বছর দুই পরে বাবা আমায় ক্ষমা করলেন—করেই তিনি আমাকে একা এই আবর্ত্তময় সংসার-সমুদ্রে নিঃসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, সেই হ'তে কত বার যে উঠ্‌ছি নাম্‌ছি পাক খাচ্চি তা আর কি বল্‌ব দেবেন! সে আবর্ত্তে যদি নিজেকেও ভুলবার কোন উপায় থাকৃত ত বোধ হয় তাও ভুলে যেতাম।"

দেবেন ক্ষণেক ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমার দোষ, কি তোমার দোষ, কি তোমার অদৃষ্টের দোষ, কি বল্‌ব! নইলে এ রকম ঘটনা ঘট্‌বে কেন? সপত্নীর সংসারে কেউই সুখ পায় না।"

অমর একটু হাসিল, তাহার গণ্ড ও কর্ণ ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল। বলিল, "তা মোটেই নয় দেবেন।"

অপ্রতিভ হইয়া দেবেন বলিল, "তবে—তবে তোমার সংসারের উপর এত বৈরাগ্য কিসের? চারুকে ত আমরা বরাবরই জানি, একটা কথা কইতেই যে জানে না, তাকে নিয়ে সংসারে ত কারু কষ্ট পাবার কথা নয়। আর তিনিও উচ্চবংশীয়া—"

অমর আবার হাসিল, "কার কথা বল্‌ছ? বাড়ীতে চারু ভিন্ন আর কেউ নেই।"

দেবেন সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি? তোমার প্রথম স্ত্রী?"

"বাপের বাড়ী।"

দেবেন বিস্মিত হইল। "বাপের বাড়ী—কেন? সতীনের সংসার করেন না বুঝি? কতদিন হ'তে সেখানে?"

"এক বৎসরের কিছু বেশী।"

"তার পূর্ব্বে এখানেই ছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"ততদিনেও কি তোমাদের সঙ্গে বনিবনাও হ'ল না ?"

অমর নতমুখে বলিল, "না।"

দেবেন ঈষৎ অপ্রসন্ন স্বরে বলিল, "তাঁর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহারে চলা তোমাদের উচিত ছিল। চারু আমার অনেকটা বোনের মত—সেই অধিকারে বল্‌ছি, চারুর ভাবা উচিত।"

"চারুর এতে কোন অপরাধ নেই দেবেন! বনিবনাওয়ের কথা যদি বল ত আমাকেই বরঞ্চ যে দোষ দিতে পার।"

দেবেন ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "ছি ছি!.. কি ভয়ানক অন্যায় অমর! ঈশ্বর এ পাপে আমাকেও অনেকটা পাপী করে রেখেছেন। তিনি তবে সেই অভিমানেই চলে গেছেন ?"

অমর এইবার বাধা দিল, "অভিমান কাকে বল দেবেন ? অভিমানে নয়, ঘৃণায়।"

দেবেন মনস্তাপব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিল, "স্বামীর ওপরে শুধু কি ঘৃণাই হয় স্ত্রীলোকের ? তার বেশীর ভাগই যে অভিমান।"

"স্বামী কে ? স্বামীর অধিকার যে রাখেনি, সে স্বামী কিসে ?"

দেবেন দুঃখিতভাবে অবিশ্বাসের মাথা নাড়িয়া বলিল, "একি জলের দাগ ? এ যে ঈশ্বর-দত্ত বন্ধন !"

"আর ও-সব কথায় কাজ নাই দেবেন ! জলের দাগ নয়— পাথরে কুঁদে তোলা। কিন্তু পাথরে আঁক্‌তে গেলে যেমন

ধারাল অস্ত্র চাই, তেমনি নিপুণ শিল্পীও চাই। আর আঁকবার আগেই যদি পাথরখানা ভেঙ্গে কুচি কুচি করে ফেলা হয়, তার পরে কি চেষ্টা করে সেটা জুড়েতেড়ে তেমনি নিখুঁত কারুকার্য্য ফোটানো যায়?"

"তা বলা যায় না। তবে পাথরখানা ভেঙ্গেছে কি আস্ত আছে; সেটা একবার খোঁজ নেওয়া উচিত।"

"খোঁজ? এ জন্মে আর না, পরজন্মের জন্যে সে কাজটা সঞ্চিত করে রাখা গেল। এখন এ জন্মটা তোমরা গোলেমালে এক রকম করে কাটিয়ে দাও দেখি। চল কাল শিকারে যাবে?"

"শিকারে? বল কি? ঐ লোল-অঙ্গ, ক্ষীণদৃষ্টি, যৌবনে-জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের সঙ্গে? বন্দুকের ভারটা সহ্য করতে পারবে ত?"

অমর হাসিয়া বলিল, "তা পারলেও পারতে পারি।"

নবম পরিচ্ছেদ

ঘনপল্লব আম্র পনস অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের দীর্ঘচ্ছায়ায় স্থানটি দিবা দ্বিপ্রহরেও অন্ধকার এবং শীতের প্রাবল্যে বরফের মত শীতল। বৃক্ষ-ব্যবচ্ছেদ-পথে মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণ সেই কানন মধ্যে যে দুই একটি রেখাপাত করিতে পারিয়াছিল, তাহাও রুগ্ন মুখের হাসির ন্যায় নিতান্ত পাণ্ডুর। শীতার্ত্ত পক্ষীরা বোধ হয় আতপ-সেবার আশায় দিগ্‌দিগন্তরে ধাবিত হইয়াছে, সেজন্য সে স্থান নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে ঝিল্লী-প্রমুখ পতঙ্গের গুঞ্জন, কোথাও বা হরিদ্রাভ পক্ক বংশকুঞ্জের আর্ত্ত মর্ম্মর রব। এই নীরব বন বা নরের অব্যবহার্য্য বহুকালের উদ্যানকে

সচকিত ও শঙ্কিত করিয়া অমরনাথ ও তাহার বন্ধু শিকার করিয়া ফিরিতেছিল। উভয়ের নিকটেই বন্দুক, টোটাদি সরঞ্জাম, খাবারের থলি, জলের বোতল, কিন্তু শিকার কাহারও কাছে কিছুই দৃষ্ট হইতেছিল না। উভয়ে সেই বিষয়েই কথোপকথন করিতেছিল। অমর দেবনকে শিকার না পাওয়ার জন্য বহু উপহাস করিতেছিল। দেবেন উত্তর দিতেছিল, "দাদা, অমন ঘরোয়া পাখীগুলো কি প্রাণ ধরে মারা যায়? আমাদের দেশে শিকার করতে চাওয়াই অন্যায়। সেই পাহাড়ে অঞ্চলের পাহাড়ে পাখীগুলো দেখলেই রাগ ধরে, মনে হয়—কবে হয় ত তারা মনুষ্যশ্রেণী হতে কোন উচ্চতর দ্বিপদ বলেই গণ্য হয়ে বসবে, ব্যাটাদের মেরে ফেলাই উচিত। আবার সতর্ক কত—সর্ব্বদাই যেন পৃথিবীকে সন্দেহের চোখে দেখছে। তাদের সবগুলোকে মারলেও রাগ যায় না। আর এ আমাদের বিলের ধারের, নদীর পাড়ের, বাঁশের ঝাড়ের নির্ব্বোধ সরল ছোট ছোট পাখীগুলি, এদের মারিতে কি প্রাণ চায়?"

অমর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আগের কথা মনে ক'রে ত্যাখ—প্রায় আট নয় বছরের কথা—তখন কি রকম ছিলে?"

"আরে দাদা, ঘরে বসে ঘরের মর্ম্ম কে বুঝে থাকে বল? প্রবাসে বসেই না তার মাধুর্য্য মনে আসে? প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপিত ধূলিকঙ্করময়, বৃক্ষলতাশূন্য পশ্চিমে যে না বাস করে এসেছে, সে কি এই 'পল্লব-ঘন আম্র-কানন,' 'দীঘি অসরল ছায়া-কালো জলের' মাহাত্ম্য বোঝে—না 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলির' মধ্যে কি মধু লুকানো আছে তা জানে? আট বছর আগে আমি যা ছিলাম তা আমার পক্ষে লজ্জার

কথা বটে, কিন্তু ভায়া তোমার শিকারের ফলটা একবার মনে করে দেখ ত ?"

অমর মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা কি ভোলবার জো আছে ?"

"বোঝ দাদা ! 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা নচ পৌরুষং।' দুজনেই ত শিকারে বেরিয়েছিলাম। তোমার চেয়ে বিদ্যায় বা পৌরুষ-পরিচায়ক আড়ে বহরে কিছু কম ছিলাম না—তবু ভাগ্যটার পক্ষপাতিত্ব বোঝ একবার !"

"তা ভাগ্যদেবী ত তোমায় বরমাল্য দিতে কৃপণতা করতেন না। দাদা ছিলে, ইচ্ছে করলে আরও ভাগ্যবান হতে পারতে।"

দেবেন সবেগে বন্দুকটা অমরের মাথার উপরে উঁচাইয়া বলিল, "চুপ কর্ বেহায়া ! আবার রসিকতা হচ্ছে !"

তখন দুইজনেই সজোরে হাসিয়া উঠিল।

দুইজনে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শীতের নদী বহুদূরে নামিয়া গিয়াছে, কেবল বিস্তৃত বালুকাভূমি মধ্যাহ্নের রবিকিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে। দূরে এক একখানা রাই সরিষার ক্ষেত ফুলে ফুলে কমলার স্বর্ণাঞ্চলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। নদীর স্বল্প জলে ছোট ছোট পাখীগুলি আনন্দকোলাহলের সঙ্গে স্নান করিতেছে, উড়িতেছে, বসিতেছে। দুই বন্ধুতে একটা পতিত বৃক্ষকাণ্ডের উপরে বসিয়া বহুক্ষণ বিবিধ কাব্যালোচনার সহিত সেই দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। শীতের নিস্তেজ রৌদ্র নদীর স্বল্প জলে কিছুক্ষণ খেলা করিয়া ক্রমে ক্রমে তীরে, তীর হইতে বালুভূমিতে, তথা হইতে তীরস্থ বৃক্ষের শিরে,

এবং তথা হইতে অদৃশ্য হইতে লাগিল। সায়াহ্ন-গগন রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইতে দেখিয়া পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া চলিল। নদীর পারে গ্রামের গাভীরা শ্রান্ত পদে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দেবেন বলিল, "অমর বাড়ী চল।"

অমর উত্তর করিল, "বাড়ী ত যেতেই হবে, কিন্তু সন্ধ্যাটা এই গাছতলায় কাটুক না।"

"না না, সে হবে না, বাড়ী চল।"

যাইতে যাইতে দেবেন গান ধরিল—

> "শ্রান্ত ধেনু গেল ঘরে ফিরে,
> বেলা গেল, ডেকে চলে পাখী নীড়ে,
> তীরে নীরে ধীরে ধীরে
> বিছালো শয়ন, নিশিথিনী—"

অমর দেবেনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "আঃ—অনেক দিন —অনেক দিন পরে দেবেন!—কান প্রাণ দুইই জুড়াল রে!"

দুইজনে ডোঙ্গায় করিয়া নদী পার হইয়া বাটী অভিমুখে চলিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে জলস্থল একাকার হইয়া উঠিতেছে। গোধূলিতে পথ আচ্ছন্ন। জমীদার-বাড়ীতে তখনই আলোকরশ্মি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দেবেন বহির্বাটীতে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, অমর অন্তঃপুরে গেল।

গিয়া দেখিল, চারুর অতিশয় জ্বর হইয়াছে। খুকীটা ঝিয়ের ক্রোড়ে কাঁদিতেছে, অতুলও মহা বিপদগ্রস্তভাবে এদিক ওদিক করিতেছে—পিতাকে দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিল। অমর চারুর নিকটে গিয়া বসিল। চারু তখন জ্বরে অত্যন্ত কাঁপিতেছে। অমর জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, আবার কেন জ্বর হ'ল?"

কয়েক দিন পরে চারু একটু সুস্থ হইল, কিন্তু ক্লান্তি আর ঘুচিতে চায় না। অমর ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "চল তোমায় পশ্চিমে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। নইলে শরীর ত তোমার সারে না দেখছি।" চারু আনন্দে স্বীকৃতা হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

পশ্চিম যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। স্থির হইল দেবেন্দ্রও সঙ্গে যাইবে। তাহাদের পরিবারের মধ্যে আর একটি প্রাণী বাড়িয়াছিল, অমর তাহার বিষয়ে কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে বালিকা মন্দাকিনী। তাহাকে ডাকিয়া অমর বলিল, "মন্দাকিনী, আমরা পশ্চিমে যাব, তুমি একা বাড়ীতে থাকতে পারবে ?"

মন্দাকিনী মৃদুস্বরে বলিল, "পারব।"

"একা মন কেমন করবে না ?"

"না।"

"আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখে যাব, তোমার কোন কষ্ট হবে না।"

"আচ্ছা।"

কিন্তু যাত্রার সময়ে অতুল মহা গণ্ডগোল বাধাইল। সে তাহার দিদিকে ফেলিয়া কোন মতেই যাইবে না। চারু অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইল। মন্দাকিনী অতুলকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, কিন্তু অতুল নাছোড়-বান্দা। অগত্যা অমর বলিল, "মন্দাকিনী, তুমিও চল; অতুল ত ছাড়বে না দেখছি।" অমর চারু ও দেবেন্দ্রের সঙ্গে মন্দাকিনীও পশ্চিম যাত্রা করিল।

প্রথমে গয়া, তার পরে ক্রমে, প্রয়াগ, আগ্রা, বৃন্দাবন, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি বেড়ান হইল। মাস খানেক পরে সকলে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, পাণ্ডা গঙ্গাপুত্র ও যাত্রীওয়ালাদের ঘুসি দেখাইয়া হটাইয়া দিয়া দেবেন্দ্র দুর্গাবাড়ীর নিকটে একটি স্বাস্থ্যকর পছন্দসই বাড়ী ভাড়া করিল। স্থির হইল কিছুদিন কাশীতে বাস করা হইবে।

অম্লান সূর্য্যকিরণে সেদিন দূরে সৌধমালাসঙ্কুলা নগরী হাসিতেছিল; কয়েকদিন মেঘাড়ম্বরের পর আজ ক্লান্ত প্রকৃতি যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। চারিদিকে যেন একটা হাস্যোল্লাসের প্রস্রবণ অজস্র ঝরিয়া পড়িতেছিল। অমর বলিল, "চল আজ বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখে আসা যাক্।" চারুরও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু খুকীর একটু অসুখ করায় তাহা হইল না। দুই বন্ধুতে 'যাত্রায়' বাহির হইল। দেব-দর্শনোদ্দেশে গমনের নাম 'যাত্রা' শুনিয়া দেবেন বলিল, "অ্যাঁ! যাত্রা! আমরা কিনা যাত্রা করব!—থিয়েটার বল কিম্বা সার্কাস বললেও না হয় সহ্য করা যেত—শেষে কিনা যাত্রা!"

"ওহে সে 'যাত্রা' নয়—মতিরায় কিম্বা রসিক চক্রবর্ত্তী সদলে এসে পড়বেন না—এ একেবারে 'রাম নাম সত্য হায়।' গঙ্গাযাত্রা বা কাশীযাত্রা একই।"

"আমি খাটিয়ায় শুয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ওরকম আবির ফুল গায়ে ঢালতেও রাজি, তবু আমি সেই মোক্তার উকিলদের গান শুনতে রাজি নই ভাই। ছোট বেলায় একবার রাবণ বধ পালা শুনতে গিয়েছিলাম।—বাপ্! তাতে যেই জুড়ীরা চোগা ঝেড়ে উঠে দাড়িটাড়ি চুমরিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'জানি

প্রিয়তমে/রাম দয়ানিধি—জানি,’ অমনি মাথার ভেতরে ডাঁশ মাছিতে কটাস্ করে কামড় দিলে কুকুর যেমন করে উঠে ছোটে, তেমনি—”

অমর বাধা দিল, “থাম থাম—যা বলবে তা একেবারে চূড়ান্ত করে বলা চাই তোমার !”

“যা বলি তা ন্যায্য কথা কিন্তু—”

“কিন্তু তোমার বাংলার যাত্রায় যখন এত অভক্তি, তখন তোমার কাশীতে মুক্তি পাবার ভরসা নেই।”

“ভরসার চেয়ে দাবীর জোর কতখানি তা তুই কি জানবি রে মুখ্খু ?—এবার বাঙলার ম্যালেরিয়ায় ভুগে এবং সকলকে ভুগতে দেখে—বলি তবে—এতদিনে মার ওপর একটু একটু অভক্তিও জন্মে গেছে। ‘পদ্মা’র কবির বিখ্যাত সেই গানটা, কি বলে—“নমো বঙ্গভূমি,” তার আমি যা পাঠান্তর করেছি তা বুঝি তোকে শোনাই নি ? শোন তবে—

‘নমো বঙ্গভূমি’ শ্যাওলাঙ্গিনী !—
দিকে দিকে জননী জরপ্রসারিণী !—

‘সুদূর নীলাম্বর-প্রান্ত সঙ্গে’ ম্যালেরিয়া-ধোঁয়া ‘মিশিতেছে রঙ্গে,’
‘চুমি পদধূলি’ চলে পীলেগুলি—‘রূপসী’ নরাশী পানা-পুকুরিণী !—
‘তাল তমালদল নীরবে বন্দে,’ কারণ উজাড় দেশ কলেরা বসন্তে,

নীরবে ঘুমাও নীরব-গ্রামিণী !—
‘কিসের এ দুঃখ মা গো কেন এ দৈন্য,’
সে কথা আমরা ছাড়া কে জানিবে অন্য ?
পালাই পালাই ডাক ছাড়ে পুত্রগণ !—

বৎসর পরে যদি গ্রামে জোটে সবে,
অমনি চাপিয়া ধর 'জননী গরবে',
তখন ডাক ঝাট্ বৈদ্য, না হয় পালাও সদ্য;
চিনেছি তোমারে পীলেরুগী জননী!—

এ হেন দেশের ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে যে কাশী আসে, তাকে বাবা বিশ্বনাথ কোন্ প্রাণে না সদ্য মুক্তি দেবেন?—অবিমুক্ত বারাণসী যে তা দিতে বাধ্য, তার দাবী কতখানি জানিস রে নাস্তিক বর্ব্বর!"

পিচ্ছিল পথে পা হড়কাইয়া দেবেন্দ্রনাথ পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল।

"দেখিস্!—কেমন? ভক্তির স্রোতে গড়ে সদ্য মোক্ষ পাচ্ছিলি ত এখুনি!"

গলিগুলি তখনও কর্দ্দমাক্ত—পিচ্ছিল। দুই জনে কাশীর গলিকে গালাগালি দিতে দিতে কোনক্রমে অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শুনিল, তখনও বিশ্বেশ্বরের মধ্যাহ্ন আরতির কিছু দেরী আছে। দেবেন বলিল, "এস ততক্ষণ অন্নপূর্ণা দেবীর গৃহস্থালী দেখে বেড়ান যাক। এখন বাবা বিশ্বনাথের কাছে গেলে ভিড়ে চ্যাপ্টা হ'তে হবে।" দুই জনে গরুর গলা চুলকাইয়া দিয়া, ময়ূরের লেজ ধরিয়া টানিয়া, হরিণের শিং ধরিবার চেষ্টায় তাহাকে রাগাইয়া নানারূপে সেই যত্নপালিত পশুগুলিকে পরম আপ্যায়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আহারের বিষয়েও তাহাদের ফাঁকি দিল না। বড় বড় ষণ্ডগুলার বালকের ন্যায় আদরপ্রার্থী ভাব এবং আহার্য্য গ্রহণ করার কৌশল দেখিয়া তাহারা তারিফ করিতে লাগিল। ষণ্ডগুলার নির্ব্বিরোধী ভাব এবং

ময়ূরদের নির্ভীকতা দেখিয়া দেবেন অমরকে বলিল, "রে অর্ব্বাচীন! 'মা চাপলেতি'—দেখছিস্ না, 'মুকাগুঞ্জং শান্তমৃগপ্রচারং', এখনি নন্দীভায়ায় হেমবেত্র তোমার পিঠে পড়বে!"

অমর হাসিয়া বলিল, "যদি পড়ে সে সঙ্গদোষে।"

সহসা দেবেন অমরকে ডাকিয়া বলিল, "ওদিকে ছাখ, ব্যাপারখানা কি!"

দুই জনে দেখিল একটি মোটাসোটা বিপুল ও ভুঁড়িবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাণ্ডা, যাত্রাওয়ালা, গঙ্গাপুত্র প্রভৃতি এবং অসংখ্য ভিক্ষুকে এরূপভাবে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে যে সেরূপ স্থানেও বহুলোক সেই হাঙ্গামার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। তাহাতে ভিড় ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে। লোকটি বোধ হয় ধনী; কেননা সঙ্গে লাঠিধারী কয়েকজন বরকন্দাজ প্রভৃতিও রহিয়াছে, কিন্তু প্রভুকে উদ্ধার করিবার সাধ্য কাহারও হইতেছে না। চারিদিক হইতে অযাচিত আশীর্ব্বাদবর্ষী হস্ত যুগপৎ তাঁহার কেশবিরল মস্তক আক্রমণ করিয়া বাকী কয়েকগাছিও স্থানচ্যুত করিয়া দিতেছে। দেবেন বলিল, "চল চল পেছনে পেছনে মজা দেখতে দেখতে যাওয়া যাক্।"

"সর্ব্বনাশ আর কি! দলটা এগিয়ে যাক্।"

"চল না হে, আমি রয়েছি ভয় কি?"

"ভরসাই বা কি? যে লোকগুলা ও লোকটার কাছে পৌছুতে না পারবে, তারা আমাদের দফা সারবে। আর একটু পরে বেরুন যাবে।"

দেবেন বলিল, "আহা লোকটার জন্যে বড় মায়া হচ্ছে; ইচ্ছে করছে ঘুসি চাপড়ের বলে লোকটাকে উদ্ধার করে আনি।"

অমর বাধা দিয়া বলিল, "বিদেশে আর অত মর্দানিতে কাজ নেই, বিশেষ এটা পাণ্ডাদেরই রাজত্ব। কিন্তু দেবেন ঐ লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।"

"তার আর আশ্চর্য্য কি! তোমাদেরই জাতভাই কেউ হবেন হয় ত—তবে জমীদারী করে করে উনি দিব্বি ভুঁড়িটি বাগিয়ে ফেলেছেন, তুমি এখনও ততদূর 'প্রমোশন' পাও নি—এই যা প্রভেদ।"

"নাও এখন চল—শেষে জায়গা পাওয়া যাবে না।"

"জায়গা ঢের পাওয়া যাবে, পকেট হতে কিছু রেস্ত খসিও দেখি।"

বিষম ভিড়ের মধ্যেও দেবেনের সুযুক্তির গুণে তাহারা মন্দিরের দ্বারে স্থান পাইল। তখন দ্বিপ্রহরের আরতি আরম্ভ হইয়াছে; নয়জন পুরোহিত একস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে নয়টি বৃহৎ বহুশিখাবিশিষ্ট আরত্রিক-প্রদীপ লইয়া আরতি করিতেছেন; ধূপ ও কর্পূরের ধূমে চারিদিক প্রায় অন্ধকার; পুষ্প ও চন্দনাদির সৌরভে স্থান আমোদিত। অসংখ্য বাদ্যিত্রের এককালীন বাদ্যের বিকট শব্দে স্থানটি নিনাদিত; অথচ কিছুক্ষণ পরে বোধ হইতেছে একটা গম্ভীর উদাত্ত স্বর সৃষ্টি করিবার জন্যই যেন এতটা শব্দের প্রয়োজন হইয়াছে। দুইধারে স্কন্ধপ্রতিম দুইজন পাণ্ডা বিশ্বেশ্বরকে চামর ঢুলাইতেছে। অমরের মনে পড়িল,—

'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।

কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।'

বিশ্ব তাহার উপযুক্ত আরতি বিশ্বনাথের পায়ে অবিরাম ঢালিতেছে, কিন্তু মানুষ কি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিবে? তাহার উপযুক্ত আরতি করিতে সেও ব্যগ্র। আরতির ক্ষুদ্র বৃহৎ নাই।

সহসা সম্মুখে দৃষ্টি পড়ায় অমর চমকিত হইয়া উঠিল। একি! একে পরিচিত মুখ বোধ হইতেছে! দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই অমর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছিল, কেন না সেই দ্বারে স্ত্রীলোকের অত্যন্ত সমাবেশ। কিন্তু মনে মনে কেমন খট্‌কা লাগিয়া গেল—নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সঙ্কোচও গেল না। বিশ্বনাথের প্রতি চাহিল, সেই প্রস্তরমূর্ত্তি তখন ফুল বিল্বপত্রের সজ্জায় সম্পূর্ণ আবরিত, চারিদিকে পূর্ণ উৎসাহে আরত্রিক-বাদ্য বাজিতেছে; বাদ্য ও জনকোলাহলে সকলের কর্ণ বধির। অমরনাথ ধীরে ধীরে আবার সম্মুখে চাহিল—হ্যাঁ পরিচিতই বটে, চিরদিনের অত্যন্ত পরিচিত মুখ! পট্টবস্ত্রের অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে, বিশৃঙ্খল মুক্ত কেশের মধ্য হইতেও বেশ চেনা যাইতেছিল। চক্ষু ঈষৎ নমিত, দৃষ্টি আরতির মধ্যে একাগ্র, কণ্ঠে অঞ্চল জড়িত, যুগ্মহস্ত বক্ষের উপর ধরিয়া যেন মূর্ত্তিমতী আরাধনা বিশ্বেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। দেবেন্দ্র তাহাকে ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "দেখেছো সেই বুড়ো ব্যাচারীটি এখানে একখানি চৌকি পেয়েছেন। পাণ্ডা ব্যাটাদের দলের কিন্তু এখনো গোটা কয়েক পেছু লেগে আছে। আহা ব্যাচারা একটু স্বস্তি পাক—যে দশা হয়েছিল!"

অমর উত্তর দিল না, সেই লোকটি যে কে এখন সে বুঝিতে

পারিয়াছিল। দেবেন্দ্র বলিল, "ওহে চল না, ব্যাচারার দুঃখে আমরা যে বিশেষ দুঃখিত হয়েছিলাম সেটা বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে, ওঁর পাশের চৌকি একটু দখল করিগে।" অমর অসম্মত হইলে দেবেন পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অগত্যা অমর বলিল, "লোকটি পরিচিত বোধ হচ্ছে হে,—কাছে গিয়ে কাজ নেই।"

"কেন তাতে ভয় কি? তোমায় ত বিশ্বনাথের প্রসাদ বলে মুখে পুরবে না?"

"বিচিত্র কি! এ রকম স্থলে পরিচয় করারই বা দরকার কি?"

"কে হে লোকটি?"

"পরে বলব।"

আরতি তখনও চলিতেছে। দেবেন এবার ভিড়ের চোটে অমরের অতি নিকটে, প্রায় গায়ে গায়ে সংলগ্ন। সম্মুখে দ্বারের দিকে বোধ হয় তাহারও দৃষ্টি পড়িয়াছিল। অমরকে মৃদুস্বরে বলিল, "বড় অস্থানে স্থান পাওয়া গেছে হে; সম্মুখে চাইবার জো নেই।" অমরের গণ্ড সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল—মনে হইল সরিয়া যায়; কিন্তু পাছে দেবেন কিছু মনে করে তাই কোনও উপায়ে দেবেনকে সরাইয়া দিবার চেষ্টায় বলিল, "তোমার চৌকির চেষ্টা একবার করে দেখ না, যদি জায়গা পাও।"

"তাহলে ব্যাচারীকে একবার আপ্যায়িত করে আসি।"

"ক্ষতি কি. কিন্তু ভদ্রলোকের মত কথা কয়ো—অশিষ্টতা কর না।"

"রামঃ" বলিয়া দেবেন ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে বাহির হইয়া

গেল। অমর আবার ঈষৎ চেষ্টা দ্বারা দৃষ্টিকে সম্মুখে প্রেরণ করিল, পরস্ত্রী দর্শনে লোকে যেরূপ সসঙ্কোচে দৃষ্টি প্রেরণ করে—চাহিতেও অনিচ্ছা, অথচ একটা কৌতূহলও অদম্য হইয়া উঠিয়াছে। দৃশ্য তেমনি আছে, অনন্যচিত্তা, আরতির মধ্যে বদ্ধ দৃষ্টি, স্থির ধীর পাষাণমূর্ত্তি অনাদি দেবতার সম্মুখে যেন নিপুণশিল্পী-রচিত পূজারতা মর্ম্মরমূর্ত্তি!

আরতি শেষ হইয়া গেল। চিত্রিত জনরেখা প্রণামের জন্য নমিত হইয়া গেল, সেই সঙ্গে বদ্ধ দৃষ্টিযুগলও স্থানচ্যুত হইয়া একটু ঊর্দ্ধে উঠিল, তার পরে বোধ হয় প্রণামের জন্য নমিত হইত—অর্দ্ধপথে স্থির হইল। সে দৃষ্টিও বোধ হয় তাহার পরিচিত কোন স্থানে সহসা বাধিয়া গিয়াছিল। অমর সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল, অস্ফুটে ডাকিল, "দেবেন"! দেখিল দেবেন পশ্চাতে নাই—সে দূরে জনসঙ্ঘ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। অমরকে তৎপ্রতি চাহিতে দেখিয়া দেবেন্দ্র হস্তের ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিল। অমর অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়া সহসা মনে করিল, দেবতাকে তাহার প্রণাম করা হয় নাই—ঈষৎ ফিরিয়া যোড়হস্তে দেবতাকে প্রণাম করিবামাত্র, মুদ্রাতুষ্ট পাণ্ডার হস্ত হইতে সেই মুহূর্ত্তে, মস্ত একগাছা গাঁদা ফুলের মালা তাহার কণ্ঠে পড়িল। এ অযাচিত অনুগ্রহ কাহার—দেবতার না পাণ্ডার তাহা বুঝিতে না পারিয়া অমর একটু হাসিয়া আবার একবার মস্তক নত করিল। দুই একজন লোক ঠেলিয়া দু এক পা পিছাইয়া আবার একবার সম্মুখে চাহিয়া দেখিল—অনেক স্ত্রীলোক আছে বটে—পরিচিত কেহ নাই। মনে হইল, একি ভ্রম নাকি! কিন্তু দূরে সেই পাণ্ডারাহুর মধ্যে অর্দ্ধগ্রস্ত বিপুল বপু দেখিয়া বুঝিল, ভ্রম নয় বাস্তব ঘটনা।

দেবেন বলিল, "ওহে লোকটা বড় সুবিধের নয় দেখলাম। বহু বিনয়নম্র বচনে ওঁর ভুঁড়িটির মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে তাঁর সঙ্গে আলাপটা জমাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমলই দিলে না—পাণ্ডা আর ভিখিরী নিয়েই মহা ব্যস্ত! লোকটা সুবিধের নয়—কে হে লোকটা?"

"শুনে কি হবে?"

"হবে আর কি, একটু কৌতূহল। অমন ভুঁড়ির যে পরিচয় না পেল, তার জন্মই বৃথা।"

অমর হাসিয়া বলিল, "অত যে বথামি করছ, যদি গুরুলোক সম্পর্কে হন?"

"গুরুলোক! বাপরে শুন্‌লে ভয় করে! সম্বন্ধটা কি ঘনিষ্ঠ?"

"নয়ও বলা যায় না।"

"তবু?"

"শ্বশুর হন, লোকে এই রকম বলে।"

"বল কি?"

অমর নীরব রহিল।

"ছি ছি, তোমার বলা উচিত ছিল।"

"তাই ত বলছি, চুপ কর।"

"আমায় অপ্রস্তুত করে দিলে যে হে!"

"অপ্রস্তুত আর হয়ে কাজ নেই—এখন পালাই চল।"

"চল—হ্যাঁ হে কতকগুলি মেয়েমানুষও দলটার মধ্যে দেখলাম, —শুর্ব্বী যদি কেউ থাকেন ওর মধ্যে? ভাগ্যে কিছু বলা হয়নি!"

অমর লজ্জিতভাবে দেবেনের পৃষ্ঠে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল, "তিনি অনেক দিন মারা গেছেন।"

"তবে শ্বশুরের কন্যা ওঁর মধ্যে আছেন না কি? শুনেছি তিনিই বাপের সন্তানের মধ্যে একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্?"

"হ্যাঁ।"

"কি হ্যাঁ? তিনি বাপের এক সন্তান সেই হ্যাঁ—না তিনি ওঁর মধ্যে আছেন তাই হ্যাঁ?"

"দুই-ই।"

"বল কি অমর—তুমি দেখেছো?"

অমর নীরবেই রহিল। দুই বন্ধু অনেকটা পথ অতিবাহিত করার পর সহসা দেবেন বলিল, "অমর, আমার বোধ হয় তুমি আমায় সব কথা বল নি।"

"এতে বলবার কি থাকতে পারে?"

"বোধ হয় আছে।"

"কিছু না।"

"দাদা, তুমি বলছো, এখানা গার্হস্থ্যচিত্র, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে যেন একখানা রোমান্টিক নভেল!"

অমর সজোরে হাসিয়া বলিল, "তা যদি বল, তা হলে জেনো, একখানা ফার্স বই আর কিছুই নয়।"

"বলিস কি, তুই এত বড় পাষণ্ড! তোর কাছে যেটা ফার্স—আমার কাছে সেটা একখানা প্রকাণ্ড কাব্য জানিস্? সারা লাইফটা—তবে হ্যাঁ—কেউ বলে কমিডি—কেউ ট্রাজিডি—এই যা প্রভেদ—তা না বলিস্ কিনা ফার্স!"

"এ জীবনকে যে কাব্য বলে সে মহা মূর্খ—এটা কাব্য নাটক নভেল কিছুই নয়—যদি কিছু হয় তবে ফার্সই।"

উভয়ে বাটীতে আসিয়া দেখিল, চারু অত্যন্ত অভিমান

করিয়াছে। চারু বলিল, "খুকীর জ্বরও হয় নি কিছু না, কেবল কুড়েমি করে আমায় না নিয়ে যাওয়া।" তাহারা অসুবিধার পক্ষ সমর্থন করিয়া অনেক বুঝাইতে গেল, কিন্তু চারুর তাহাতে উত্তরোত্তর দুঃখ বাড়িতেই লাগিল। শেষ আর একদিন চারুকে লইয়া যাইবে প্রতিজ্ঞা করায় পর তবে চারুর রাগ পড়িল।

আহারাদির পর অমর শয়ন করিলে চারু আসিয়া নিকটে বসিল। "কেমন আরতি দেখ্‌লে ?"

"বেশ।"

"সন্ধ্যের আরতি বলে আরও সুন্দর

"হবে।"

"একদিন সন্ধ্যেবেলা নিয়ে যাবে ?"

"আচ্ছা।"

"এ আরতিও খুব চমৎকার, না ?"

"হ্যাঁ।"

চারু রাগিয়া উঠিল, "ও কি রকম কথা কওয়া—হয়েছে কি ?"

"ঘুম পাচ্চে।"

"দুপুর বেলায় ঘুম পাচ্ছে ? কই কোন বইও হাতে নাওনি—সত্যি ঘুম পাচ্চে ?"

"সেই রকম ত মনে হচ্ছে।"

চারু একটু নত হইয়া বালিশে ভর দিল, তার পরে কোমল হস্ত স্বামীর ললাটে ধীরে ধীরে বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তবে ঘুমোও।" অমর চক্ষু মুদ্রিত করিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে স্বামীকে নিদ্রিত ভাবিয়া নিঃশব্দে চারু

উঠিয়া দাঁড়াইতেই অমর চক্ষু মেলিল। চারু আবার বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া বলিল, "এই বুঝি ঘুম?"

অমরও হাসিল। "আস্‌ছে না ত কি করি।"

"কে সেধে ঘুম আন্‌তে বল্‌ছে?"

"ঘুমকে না ডাক্‌লে তুমি কি এতক্ষণ বস্‌তে? কখন উঠে পালাতে।"

"আমি হলে এতক্ষণ কখন ঘুমিয়ে পড়্‌তাম।"

"তোমার মতন নিশ্চিন্দি হবার জন্যে তোমার ওপর বড় হিংসে হয়।"

"তোমারি বা এত চিন্তা কিসের?"

অমর একটু হাসিল। চারু আগ্রহে বলিল, "হাসলে যে? আচ্ছা, তোমার কি এত চিন্তার বিষয় আছে বল—শুধু বড্ড চিন্তায় থাক বল্লে ত হবে না?"

অমর হাসিয়া বলিল, "কে তা বল্‌তে যাচ্চে?"

"তুমিই বলছো।"

"তাহলে ঘাট হয়েছে। সত্যি বলছি চারু, আমার মত সুখী খুব কম—আমি কেন চিন্তা করব বল?"

"কিসে তোমার দুঃখ আছে তাও ভেবে পাইনে। কিন্তু আজকে বোধ হচ্ছে তুমি কিছু ভাবছ।"

অমর একটু চমকিত হইয়া বলিল, "নাঃ, কে বল্‌লে? আমি কি ভাবুব?—তুমিই বল না।"

"না বল্‌লে আমি কেমন করে বল্‌ব বল। তোমার বলার ভাবে বুঝিছি তুমি কিছু ভাবছিলে—তুমি যখনি সেটা ঢাক্‌তে যাও, তখনি কিন্তু আমি বুঝতে পারি। বল না কি হয়েছে?"

অমর দেখিল অত্যন্ত অন্যায় হইয়া যাইতেছে, হয় ত এ ঘটনা চারু পরে জানিতে পারিবে। কিন্তু তখন ভাবিবে যে, স্বামীর ইহা লুকাইবার এমন কি প্রয়োজন ছিল। তাহাতে না জানি কি ভাবিবে। অমর একটু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কথা বেশী কিছু নয়—আজ দু-একজন পরিচিত লোককে মন্দিরে দেখা গিয়েছে।"

"পরিচিত লোক? কে তারা?"

"কালীগঞ্জ জান ত?—তার জমীদার।"

"বাবাকে দেখেছ? ছি ছি, তাঁর সঙ্গে বুঝি কোন সম্বন্ধ নেই তাই অমন করে বলছ? তিনি তোমায় দেখেছেন?"

"না!"

"আর তাঁর সঙ্গে কে কে আছে? দিদি আছেন নিশ্চয়?"

"হতে পারে।"

"হতে পারে কি? নিশ্চয় জান না? দেখতে পাও নি?"

অমর গলা ঝাড়িয়া বলিল, "পেয়েছি।"

"তবে? এতও কথা লুকুতে পার! আর উমারাণী এসে প্রকাশ?"

"কই আর কাউকে দেখলাম না ত।"

"তোমায় তাঁরা দেখেন নি?"

"না।"

"তবে কি করে দেখা হবে—কি করে দিদিকে জানাব যে আমরা এখানে আছি?"

"সে পরে দেখা যাবে।"

"তা হবে না; আমার মাথা খাও কিছু উপায় কর। করবে না? করবে না?"

"আচ্ছা, আচ্ছা।"

"নইলে আমার দিব্বি বুঝলে?"

"হ্যাঁ।"

তার পরে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। চারুকে উতলা দেখিয়া মিথ্যা স্তোকে অমর তাহাকে ভুলাইতে লাগিল। "খোঁজ পাওয়া যাচ্চে না—কি করা যায় বল?" চারু তখন আর এক বুদ্ধি খেলাইল। তাহার দেবেন দাদাকে গিয়া ধরিল যে, তাঁহাদের খোঁজ আনাইয়া দিতেই হইবে। অমরের নামেও অভিযোগ করিতে ছাড়িল না। কর্ত্তব্য ভাবিয়া দেবেন্দ্র সেই দিনই বৈকালে বিশ্বেশ্বরের সেই পাণ্ডা-পুঙ্গব—যিনি অমরের শ্বশুরের চৌকির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—তাঁহার সন্ধানে বিশ্বনাথ-দর্শনে যাত্রা করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সুরমা একটু ব্যস্তভাবে অনেকখানি বিস্ময় বহন করিয়া মন্দিরের অঙ্গনে নামিয়া আসিল এবং পিতার সঙ্গে বহু লোকের মধ্য দিয়া বাসা অভিমুখে ফিরিয়া চলিল; উমাও পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিল। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বা কোন কথা কহিতে তখন যেন সুরমার ইচ্ছা হইতেছিল না। বিস্ময়ের কথা কিছুই নয়, অথচ একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়া দেবীকে প্রণাম করিতে করিতে তাহার মনে হইল, বিশ্বনাথকে প্রণাম করা হয় নাই। সে যে হৃদয়ের সমস্ত শ্রেষ্ঠদ্রব্য আজ বিশ্বেশ্বরকে নিবেদন করিয়া, একান্ত নির্ভরের সহিত ভক্তিপ্লুত চিত্তে তাঁহাকে

প্রণাম করিতে গিয়াছিল; কিন্তু সেই সময়ে আর একজনকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, সেই আত্মসমর্পণকারী ভক্তিব্যাকুল হৃদয় সহসা বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। যেন তাহা যথাস্থানে নিবেদিত হইতেছিল না, তাই বিশ্বনাথ তাহার উদ্যত অর্ঘ্য ফিরাইয়া দিলেন। সেই উত্থিত নিবেদিত সজ্জিত অর্ঘ্য সে এখন কোথায় ফেলিবে? কোথায় তাহার স্থান? সেই লঘু ফুলভার—অতি কোমল অর্ঘ্য, যাহা দেবতাকেই শোভা পায়—সেই লঘু ভার এখন তাহার বক্ষে পাষাণের মত চাপিয়া বসিয়াছে। একি আর দেবতার উপযুক্ত আছে? এ অর্ঘ্য মৃত্তিকায় ফেলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাই সুরমা আর ফিরিয়া বিশ্বনাথকে প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে পারিল না—সকলের সঙ্গে বাটী ফিরিয়া আসিল। সকলেই সানন্দে আরতির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। উমা, সেও যেন একটু আনন্দিত প্রসন্ন হাস্যে সুরমাকে বলিল, "কি চমৎকার আরতি মা!—সবাই যেন আহ্লাদে কি রকম হয়ে যায়, ঠাকুর যেন ঐখানেই পূজো নিতে রয়েছেন; ওখানে পূজো করতে এমন আনন্দ বোধ হ'ল, যেন সবই ঠাকুরের চরণে গিয়ে পড়ছে!" কেবল সুরমারই মনে হইতেছিল, আজ তাহার সকল পূজা, সকল আয়োজন বৃথা হইয়াছে।

সেদিন তাহারা সবেমাত্র সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখনো কিছুই গোছানো হয় নাই। কোনরূপে সকলের আহারাদি সম্পন্ন হইল। রাধাকিশোর বাবু বলিলেন, "মা, পান কি আনানো হয় নি?"

সুরমার মনে পড়িল, পৌঁছিয়াই পাছে কিছু অভাব হয়

বলিয়া সে বাটী হইতেই সব যোগাড় করিয়া সঙ্গে আনিয়াছে, পিতার পান ছেঁচিবার পাত্রটি পর্য্যন্ত। একটু কুণ্ঠিতভাবে সে পিতাকে পান ছেঁচিয়া দিল। প্রকাশ আসিয়া বলিল, "এখনো দাদামশায়ের শোবার জায়গা ঠিক করা হয় নি যে।" সুরমা তাড়াতাড়ি শয্যা প্রস্তুত করিতে গেল।

বৈকালে অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে সে নূতন গৃহস্থালী পাতিতেছিল। উমা আসিয়া ডাকিল, "মা, দাদাবাবু বল্‌ছেন, কেদার দর্শনে যাবে ?"

আলস্যজড়িত কণ্ঠে সুরমা বলিল, "আজ না, কাল।"

কয়েকটা কার্য্য শেষ করিয়া সুরমা কক্ষান্তরে গিয়া দেখিল, প্রকাশ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া অর্দ্ধমুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া আছে। সুরমাও পশ্চাৎ হইতে কৌতূহলের সহিত বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিল, বারান্দায় উমা বসিয়া রাধাকিশোর বাবুর আহ্নিকের কোশাকুশী প্রভৃতি মাজিতেছে। প্রকাশ যে কক্ষান্তর হইতে তাহাকে দেখিতেছে, তাহা সে বিন্দুবিসর্গও জানে না— সুরমা দেখিয়া বুঝিল। অন্যদিন হইলে সে তখনি প্রকাশকে তাহার অন্যায় বুঝাইয়া দিত, শাসন করিত; কিন্তু আজ বলিতে গিয়াও পারিল না, মৃদুপদে সরিয়া আসিল। প্রকাশের ধ্যানে বাধা দিতে আজ যেন একটা ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

দুইদিন অন্যান্য দেবতাদি দর্শনে কাটিয়া গেল। তখন রাধাকিশোর বাবু সুরমাকে বলিলেন, "তবে প্রকাশ কি আজ বাড়ী যাবে ?"

"তাই যাক্।"

"কিন্তু বোধ হয় কিছু অসুবিধায় পড়্‌তে হবে।"

"কিছু অসুবিধা হবে না বাবা, সবাই থাকলে ওদিকে যে সব নষ্ট হয়ে যাবে—একজন যাওয়া চাই।"

"তবে যাক্।"

রাধাকিশোর বাবু একটু ক্ষুণ্ণভাবেই সম্মতি দিলেন, কেন না, সুরমার বহু আপত্তিসত্ত্বেও প্রকাশকে তিন-চার দিনের কড়ারে করিয়া তিনিই সঙ্গে আনিয়াছিলেন, রাস্তায় পাছে কোন বিপদে পড়িতে হয় এই তাঁহার বিষম ভয় ছিল। ভাবিয়াছিলেন একবার প্রকাশকে লইয়া যাইতে পারিলে কন্যা তখন সুবিধা বুঝিয়া আর জেদ করিবে না। কিন্তু কন্যা কিছুই বুঝে না—কি করিবেন!

সুরমা, প্রকাশের যাইবার সময়, সঙ্গে দিবার জন্য, একটা ঝোড়ায় করিয়া কুল পেয়ারা প্রভৃতি সাজাইতে সাজাইতে প্রকাশকে ডাকাইয়া, বাটীতে সে-সব কাহাকে কাহাকে দিতে হইবে বুঝাইয়া দিল। প্রকাশ বলিল, "কিন্তু বোধ হয় আজ আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

"অন্ততঃ কালকের দিনটা নয়ই।"

সুরমা একটু ভ্রুকুটিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল, "কি হয়েছে? কেন?"

"অমর বাবুর বন্ধু কে একজন দেবেন বাবু বলে আছেন চেনো?"

"থাকতে পারে, কেন?"

"তাঁরা কাশীতে আছেন, অতুলরাও আছে, তিনি এসে তোমায় খবর দিতে বললেন—কাল তোমায় নিয়ে আমায় তাঁদের বাসায় যেতে অনুরোধ করে ঠিকানা দিয়ে গেলেন।"

"এই বুঝি যাওয়ার বাধা ?"

"হ্যাঁ।"

"ওতে বাধা দিতে পারবে না—তুমি গুছিয়ে নাও, বাড়ী না গেলেই চলবে না।"

"তা না হয় যাচ্চি ; কিন্তু তুমি কাল সেখানে যাবে ত ? তাঁরা এখানে আস্‌তে একটু সঙ্কোচ বোধ করেন, বুঝেছ ? পাছে দাদামশায় বিরক্ত হন্‌ তাই। তুমি যেয়ো, বুঝেছ ?"

সুরমা একটু হাসিয়া বলিল, "সে হবে।"

"যাবে না বুঝি ?"

"কেন, তাঁদের লজ্জা হয়, আমার হতে পারে না ?"

"সে কি ! তোমার যে আপনার ঘর।"

বাধা দিয়া সুরমা বলিল, "তুমি আজই যাচ্চ ত ?"

"না গিয়ে কি করি ! বড় ইচ্ছে ছিল অমর বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করি।"

"মনের ইচ্ছে মনেই থাক্‌। তার পরে, প্রকাশ, তোমার সঙ্গে আমার কিছু ঝগড়া আছে।"

"ঝগড়া ? তবে আরম্ভ কর—সময় ত বেশী নেই।"

"ঠাট্টা নয়, শোন। আচ্ছা সত্যি করে বল, তোমার নিতান্ত ইচ্ছা যে আর দু-চার দিন থেকে যাও, না ?"

প্রকাশ একটু থামিয়া গেল। একটু নীচু সুরে বলিল, "ভাল জায়গায় থাকতে কার না ইচ্ছে হয় ?"

"শুধু কি সেই জন্তে ? প্রকাশ, আমার দিকে চেয়ে সত্য করে বল দেখি—শুধু সেই জন্তে ?"

প্রকাশ সহসা ভয় পাইল, সুরমার উজ্জ্বল তীব্র চক্ষু

দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কবে কি জন্যে ?"

"কি জন্যে তা কি আমি জানি না ? তুমি অত্যন্ত অপরাধী। তোমার আজ আমি বিচারক—জান তুমি কি অন্যায় করেছ ?"

প্রকাশের মনে হইল, তাহার পায়ের নীচে হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে। কর্ণে যেন ঝিম্ ঝিম্ শব্দ হইতে লাগিল—স্তম্ভিত মুহ্যমান প্রকাশের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

"জান তুমি অন্যায় করেছ ? বালিকার সরল মনে কি বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছ ? বালবিধবার পবিত্র হৃদয়ে পাপের কি অঙ্কুর উদ্ভিন্ন করতে চেষ্টা করেছ ?"

প্রকাশ ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। অস্ফুটে তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "পাপ ! পাপের কথা ?"

"পাপের কথা নয় ত কি ? কাকে পাপ পুণ্য বলে তুমি তার কি জান ? সরল মনে গরল ঢুকিয়ে দেওয়া—বালিকাকে প্রলোভনে ফেলা পাপ নয় ?"

"প্রলোভন ? না না ওকথা বল' না"—প্রকাশের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুরমা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "প্রলোভন নয় ? প্রলোভন কি কেবল এক রকমেই হয় ? ভালবাসা প্রলোভন নয় ? তুমি তাকে যে ভালবাস, তা বোঝাতে চেষ্টা করেছ—বালিকা—আজন্ম স্নেহবঞ্চিতা—স্বামী কি—স্বামীর ভালবাসা কি জানে না, সে ভালবাসার লোভে প্রলুব্ধ হতে কতক্ষণ ? তার বয়সে লোকে আপনা হতেই স্নেহ পেতে স্নেহ দিতে উৎসুক হয়ে ওঠে, মানুষের এটা স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি। সে কি এখন এ স্নেহ

ন্যায় কি অন্যায় বিবেচনা করতে সক্ষম হয়েছে? অথচ এ স্নেহ নেওয়া দেওয়ার ফল তার পক্ষে কতখানি সাংঘাতিক তা সে না জানলেও তুমি ত জান? তার মত সাংসারিক বুদ্ধিহীনা সরলা চিরদুঃখিনীকে গ্লানির এমন অগ্নিকুণ্ডে ফেলতে তোমার লজ্জা হয় নি? ছি ছি, তুমি কি পুরুষ?"

প্রকাশ আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "ক্ষমা কর—আর বলো না—আর বলো না।"

সুরমা থামিল না, "এইটুকুতেই তুমি এত কাতর, প্রকাশ? তুমি একটা পুরুষ, বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন—তুমি বয়সেও যুবা। তুমি এই ক'টি কথা সহ্য করতে পারছ না, আর সেই ফুলের মত কোমলপ্রাণ কি করে এত বড় গ্লানি সহ্য করবে? যখন তার অন্তরাত্মা তাকে অশুদ্ধচিত্ত দেখে তিরস্কার করবে, তখন সে কি করে সহ্য করবে? যখন সকলে তাকে—"

বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল, "তার কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার। তাকে কেন তিরস্কার করবে—তাকে গ্লানি স্পর্শ করে নি—"

"ঈশ্বর করুন, তার মনে যেন কোন ছায়া না ধরে। কিন্তু তুমি কি করেছ? তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

"যা আদেশ করবে।"

"তা করতে প্রস্তুত আছ ত?"

"এখনি।"

"দেখো কথা যেন ঠিক থাকে। জান' এর সাক্ষী—ভগবান!"

"বল কি করতে হবে?"

"বিয়ে করতে হবে। আর-একজনকে ভালবাসতে হবে,

উমার মনে যেন স্বপ্নেও স্থান না পায় যে, তুমি তাকে ভালবাস্তে বা বাস।"

প্রকাশ নীরবে শুষ্ক মুখে চাহিয়া রহিল, কণ্ঠ দারুণ শুষ্ক —মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না।

সুরমা বলিল, "প্রকাশ, চুপ করলে যে? কি তোমার প্রায়শ্চিত্ত শুনেছ?"

"শুনেছি। বড় কঠিন শাস্তি সুরমা—তুমি স্ত্রীলোক, তুমি এত নির্দ্দয়? আর কিছু বল।"

"আর কিছু নয়, এই তোমার শাস্তি—আর শীগ্‌গিরই সে শাস্তির ভার তোমায় মাথায় করে নিতে হবে। যত দেরী করবে জেনো, তত বেশী অন্যায় করবে। কি বল প্রকাশ? পাপ করে তার শাস্তির ভয়ে এত কাতর? তুমি না পুরুষ? ছি ছি ছি!"

"ক্ষমা কর সুরমা, ক্ষমা কর।" প্রকাশ বালিকার ন্যায় সেখানে লুটাইয়া পড়িল। সুরমা নির্জ্জল চক্ষে চাহিয়া বিধাতার মত কঠিন হৃদয়ে অটল স্বরে বলিল, "ক্ষমা নেই। তুমি আজ বাড়ী যাও। জেনে রেখো, প্রায়শ্চিত্ত শীগ্‌গিরই করতে হবে। তবে যদি ভীরু পাপীর মত, পাপ করে তার দণ্ড নিতে সাহস না থাকে, তবে যেখানে ইচ্ছে পালিয়ে যাও— নিজের মনের সন্তাপে নিজে পুড়ে মরগে, একটি নির্দ্দোষী বালিকাকে অকারণে পাপের সন্তাপের মধ্যে চির জীবনের মত ডুবিয়ে রেখে সুখী হওগে; কিন্তু জেনো দণ্ডদাতা বিধাতার হাত হতে তুমি নিস্তার পাবে না।—আমি বা তোমায় কি দণ্ডের কথা বলিছি—এর শতগুণ দণ্ড তাঁর তুলাদাঁড়িতে মেপে উঠবে।"

সুরমা নীরব হইল। প্রকাশও অনেকক্ষণ নীরবে রহিল। তার পরে সাশ্রুনেত্রে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এর আর অন্যথা হবে না?"

"না।"

"কিছুদিন সময়ও কি পাব না?"

"না। তার সরল মনে এ ভ্রান্ত সংস্কার বেশী দিন থাকতে দেওয়া হবে না।"

প্রকাশ একটু বেগের সহিত বলিল, "আমি জানি সে জলের মত নির্ম্মল—এ বিশ্বাসে তার কি ক্ষতি হবে?"

সুরমা ভাবিল, প্রকাশ বুঝি ছলে জানিতে চায়, উমা তাহাকে ভালবাসে কি না,—ভাবিল এ সুখটুকুও তাহাকে দেওয়া হইবে না। সে এমনই কঠিন বিচারক। বলিল, "হতে কতক্ষণ প্রকাশ? ওসব ছেলে-ভুলোনো কথা আমি শুনি না, এখন তুমি কি বল? সাহস হয়? সে ক্ষমতাটুকু আছে?"

বিদীর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ বলিল, "আছে। যা বলেছ তাই হবে। কবে সে প্রায়শ্চিত্ত সুরমা? আজই কি? চল আমি প্রস্তুত।"

সুরমা ধীরে ধীরে বাতায়নের নিকটে সরিয়া দাঁড়াইল। চক্ষের জল সে আর কোন মতে লুকাইতে পারিতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—দেখিল তখনও প্রকাশ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে। ধীরে নিকটে গিয়া তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া ডাকিল, "প্রকাশ।"

প্রকাশ নীরবে মুখ তুলিল—সুরমাও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা চমকিতভাবে দাঁড়াইয়া প্রকাশ বলিল, "যাবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে—যাই।"

"এস, ভগবান তোমায় শান্তি দিন! সুখে থাক—প্রার্থনা কচ্চি আর কষ্ট না পাও, প্রকাশ—"

রুদ্ধ কণ্ঠে প্রকাশ বলিল; "কাঁদ কেন সুরমা? তোমার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তোমার আদর্শ চোখে রেখেও জ্ঞান পাইনি—আজ বুঝ্‌ছি তুমি কেন স্বামী ত্যাগ করে এসেছ—"

"ভুল প্রকাশ! আমার তুলনা দিয়ো না, তুমি আমার মত দুঃখী নও। আমার সব আছে অথচ কিছু আমার ভোগের নয়—আমি এমনি অভিশপ্ত! না পেলে ত মনকে একটা প্রবোধ দেবার কথা থাকে যে, আমি বিধির কাছেই বঞ্চিত। আমার রাজ-ঐশ্বর্য্য অথচ আমি কাঙ্গাল! তুমি, তবে এস।" প্রকাশ অগ্রসর হইল।

"প্রকাশ, পৌঁছে আমায় পত্র লিখো।"

প্রকাশ মস্তক সঞ্চালন করিল।

"আমায় কিছু লুকিয়ো না—আমায় বন্ধু মনে করো।"

প্রকাশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"প্রকাশ শোনো।" প্রকাশ দাঁড়াইল—নিকটে গিয়া সুরমা মৃদুস্বরে বলিল, "একবার দেখা করবে?"

প্রকাশ সবেগে বলিল, "না না, আর কেন—আর না! সেও ত আমায় এমনি অপরাধী পাপিষ্ঠ ভেবে রেখেছে, ছি ছি—এ মুখ আর তাকে দেখাব না।"

প্রকাশ চলিয়া গেল। সাশ্রুনেত্রে সুরমা ভাবিল, প্রকাশ দেখা করিতে না চাহিয়া ভালই করিল, তাহাতে হয় ত উমার পক্ষে আরও খারাপ হইত। বুঝিল, তাহার এ প্রস্তাব করা ভাল হয় নাই। এ দুর্ব্বলতাটুকু তার মত কঠিন হৃদয়ে

কোথা হইতে আসিল আজ! ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। উমা তখন কি একটা করিতেছিল। সুরমা তাহাকে একটুও নিষ্কর্ম্মা থাকিতে দেয় না। রাত্রেও শয়ন করিয়া রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইয়া তাহার চিত্তকে সেই উচ্চ আদর্শ-চরিত্রসকলের চিন্তাতেই নিবিষ্ট রাখে, ঘুমে যখন চোখ বুজিয়া আসে তখন ছাড়িয়া দেয়। সমস্ত দিন বেশী পরিশ্রম না হয় অথচ ছোটখাট কর্ম্ম সর্ব্বদাই উমার হাতের কাছে আগাইয়া দেয়।

সুরমা গিয়া ডাকিল, "উমা।"

উমা মুখ তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল "কি ?"

সুরমা আবার ডাকিল, "উমা।"

বিস্মিতভাবে উমা বলিল, "কেন ?"

"কি করছো ?"

"চন্দন-গুঁড়োগুলোয় ছাতা ধরে উঠেছিল, তাই রোদে দিয়ে তুলে রাখ্‌ছি।"

সুরমা গিয়া দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দুএকবার চুম্বন করিল।

একটু লজ্জিতভাবে উমা মুখ টানিয়া লইল। একবার ভাবিল, মার চোখে জল কেন, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বেলা প্রায় বারোটা। উমা পূজা শেষ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল; চুলগুলা বড় ভিজা আছে, না শুখাইলে সুরমা বকিবে। এক হাতে চুলের মধ্যের নির্ম্মাল্যটি লইয়া

নাড়িতে নাড়িতে আর এক হাত সে চুলে দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হাত যথাস্থানে পৌঁছিতেছিল না, সে অত্যন্ত অন্যমনা। সুরমা সামান্য ক্ষণের জন্যও তাহাকে চিন্তা করিতে দেয় না, তাই সে এক মুহূর্তও একা বা নিষ্কর্ম্মা হইলেই অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। আজও নির্ম্মাল্যের ফুলটি লইয়া সেই ঠাকুর-দালানের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, সেদিন কি দারুণ যাতনাই তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়াছিল। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেল, কারণও মনে পড়িল, প্রকাশের সেই সব কথা। সে কথাগুলা ত এখনও মনে পড়িতেছে; কিন্তু কই তাহাতে ত আর তেমন উগ্র বেদনা বোধ হইতেছে না? সেদিন যেন তাহার কি হইয়াছিল! প্রকাশেরও বোধ হয় সেদিন কি হইয়াছিল, নহিলে আর কখন ত এমন বলে নাই বা বলে না? এই যে প্রকাশ চলিয়া গেল—কই দেখাও ত করিয়া গেল না, ইহা ভাবিয়াই তাহার কেমন দুঃখ হইল; কিন্তু দুঃখ বোধ হইল বলিয়াই বালিকার শরীর লজ্জায় শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু দেখা করা এমন দোষের কথা কি? সকলেই ত সকলের সঙ্গে দেখা করে, তবে তাহার বেলা এমন কেন হয়? তাহার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া গেল। বুঝিল, সেই কথাগুলার জন্যই প্রকাশ তাহার সঙ্গে দেখা করে না, সেও করিতে পারে না। ছি ছি, প্রকাশ এমন কাজ কেন করিল! না করিলে এমন সম্বন্ধহীনের মত ভাব ত হইত না। পরের যে অধিকার আছে তাহার তাহাও নাই!

সুরমা ঘর হইতে ডাকিল, "উমা খেতে আয়!" উমা বলিল, "যাচ্চি।" সুরমা কথায় জোর দিয়া বলিয়া উঠিল,

"যাচ্চি না, এখনি আয়, জল আন্ দেখি।" উমা আজ্ঞা পালন করিল।

আহারাদির পর উভয়ে বারান্দায় আসিয়া বসিল। রামায়ণ হাতে লইয়া সুরমা বলিল, "আজ সীতার বনবাস। শোন দেখি কি সুন্দর! কত দুঃখের!" সরল ছন্দে সুরমা পড়িয়া যাইতে লাগিল, আর উমা একাগ্রচিত্তে শুনিতে লাগিল। যখন রামের অব্যক্ত গভীর খেদে এবং সীতার দুঃখে তাহার কোমল হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, তখন ঝি আসিয়া খবর দিল, "গাড়ী করে একটি ছেলে আর মেয়ে বেড়াতে এসেছে।" "কে এল?", বলিয়া সুরমা পুস্তক বন্ধ করিল। উমা সাগ্রহে বলিল, "তা হোক মা, তুমি পড়।" "দূর ক্ষেপি! তা কি হয়? কে এসেছে ত্থাখ দেখি।"

"ঐ যে তারা আস্‌ছে" বলিয়া উমা বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। সুরমা দেখিল, একজন দাসীর ক্রোড়ে অতুল আর সঙ্গে একটী কিশোরী বালিকা। সুরমা অনুভবে তাহাকে চিনিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এসো মা!" দুই হস্ত বিস্তার করিতেই অতুল ক্রোড়ে আসিয়া স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া নীরবে রহিল। সুরমা ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল! একটু পরে মেয়েটির পানে ফিরিয়া বলিল, "তোমারি নাম বুঝি মন্দাকিনী?" বালিকা নীরবে, তাহাকে প্রণাম করিয়া নতমুখে রহিল। অতুল মাতার ভ্রম সংশোধনের চেষ্টায় বলিল, "ও দিদি।" সুরমা হাসিয়া বলিল, "আর এ কে ত্থাখ দেখি?" বালক সবিস্ময়ে উমার পানে চাহিল, তার পরে "দিদি" বলিয়া তাহার দিকে ব্যগ্রবাহু বিস্তার করিল। উমা

অতুলকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার পশ্চাতে মুখ লুকাইল, কি জানি কেন তাহার কান্না আসিতেছিল। সুরমা বলিল, "যা, ওকে বাঁদর দেখিয়ে আন গে।" উমাও তাহাই চায়, অতুলের মৃদু আপত্তিকে কয়েকটা প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহাকে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সুরমা হাত ধরিয়া বালিকাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পিসীমা কি কচ্চেন?"

বালিকা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ব'সে আছেন। আমাদের আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন, বল্লেন আপনাকে আজই যেতে হবে।"

সুরমা বালিকার ধীরকণ্ঠে প্রীত হইয়া বলিল, "আমিও তোমার পিসীমা হই, তা জান?

"জানি।"

"কিসে জান্‌লে?"

"পিসীমা ব'লে দিয়েছেন।"

"তুমি এর আগে কখনো তোমার পিসীমাকে দেখেছিলে?"

"না, কোথায় দেখ্‌বো?"

সুরমা এসব জানিত, কিন্তু বালিকার সঙ্গে কি কথা বলিয়া আলাপ করিবে, তাই এসব কথা পাড়িতেছিল। "তোমার বাবা ওখানে থাকতেন, বেশ ভাল লোক ছিলেন, আমরা তাঁকে অনেক দিন দেখেছি।" বালিকা নীরবে রহিল।

"তোমার বাবা তোমায় খুব ভালবাসতেন?"

"বাসতেন।"

"তাঁকে কতদিন দেখেছ?"

"খুব ছোটবেলায়. আর যখন ব্যারাম হয়ে নিয়ে গেলেন।"

"তিনি কি আগে কখনো তোমাদের খোঁজ নিতেন না?"

"না।"

"তবে কিসে ভালবাসতেন বুঝ্‌লে?"

"আমার ভাবনা ভাবতে-ভাবতেই তিনি গিয়েছেন। আমায় খুব ভালবাসতেন।"

"তুমি কার কাছে মানুষ হয়েছিলে?"

"দিদিমার কাছে—তিনি মারা গেলে মামাদের কাছে।"

"বাপ মারা গেলে আর মামারা রাখলেন না?"

"না।"

"কেন?"

বালিকা মস্তক নত করিল। সুরমা তাহার নিকটে আর একটু সরিয়া বসিয়া, তাহার হস্ত নিজের হস্তের মধ্যে লইয়া বলিল, "কষ্ট পাও ত বলে কাজ নেই। আমায় তুমি চেন না, আমিও তোমার পিসীমা।"

বালিকা নত মস্তকে বলিল, "মামারা বলেন, বিয়ের যুগ্যি এত বড় মেয়ে আমরা ঘরে রাখ্‌তে পারব না, আরও সব কি কি বল্‌তেন।"

"যতদিন তাদের ওখানে ছিলে খুব কষ্ট পেতে বোধ হয়?"

"কষ্ট আর কি? আমি সব কাজই কর্ত্তে পারতাম, কেবল বাবার খবর পেতাম না বলেই যা কষ্ট ছিল।"

"কি কি কাজ করতে হ'ত?"

"সেখানে কত লোকে সেসব কাজ করে—ধানভানা, বাসনমাজা, ঘরনিকোনো, এই-সব।"

"কষ্ট হ'ত না ?"

"আমার খুব অভ্যাস ছিল।"

"এখন ত কষ্ট নেই ?"

"না, সেখানে কখন না কখন বাবা ফিরে আসবেন বলে একটা আশা ছিল, কিন্তু এখানে আসার আগেই সে আশাও শেষ হয়ে গিয়েছে।"

সুরমা এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, 'সেজন্য দুঃখ কোরো না, তিনি স্বর্গে গিয়েছেন।"

"দুঃখ ত করি না, অসুখে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন—স্বর্গে তিনি সুখে থাকুন।"

"তোমায় তোমার পিসীমা পিসেমশাই কেমন ভালবাসেন ?"

"খুব দয়া করেন। পিসেমশাইও ভালবাসেন।"

"কে বেশী বোধ হয় ?"

"দুইজনেই সমান।"

"অতুল তোমার খুব অনুগত—না ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার পিসীমা তোমার বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছেন না ? তাতে লজ্জা কি মা ? চেষ্টা করেন ?"

বালিকা নীরব রহিল।

"করেন না ?"

"করেন বোধ হয়—আমি ভাল জানি না।"

সুরমার আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু মন্দাকিনী আর অবকাশ দিল না। বলিল, "আপনি যাবেন না ?"

"যাবো—আজ নয়, আর একদিন। তোমার পিসীমাকে বলো।"

মন্দাকিনী বলিল, "তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তিনি কি আসবেন, না আপনি যাবেন ?"

সুরমা ভাবিয়া বলিল, "তাঁকে কাল সকালে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতে বলো; আমিও যাব।"

"আচ্ছা।"

"তুমিও যে'য়ো।"

"আমি হয় ত অতুলকে নিয়ে বাড়ীতে থাকব, ভিড়ে তার কষ্ট হয়।"

সুরমা উমাকে ডাকিল। দেখিল অতুল মহা বিষণ্ণভাবে তাহার ক্রোড়ে রহিয়াছে। সুরমাকে দেখিয়া উমার ক্রোড় হইতে নামিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল; সন্দেহাকুল নেত্রে উমার পানে চাহিয়া বলিল, "ও ত দিদি নয়।" সুরমা হাসিয়া বলিল, "অতুল কি বলে রে, উমা ?" উমাও একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "অতুল চিনতে পারছে না বোধ হয়।

সুরমা একটু গম্ভীর হইল, যে অম্লান হাসিতে উমাকে বিশেষ চেনা যাইত, সত্যই এখন তাহার অভাব হইয়াছে। সুরমা বলিল, "উমা, দেখদেখি কেমন মেয়েটি।"

উমা চাহিয়া দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বেশ।"

"একটু আলাপ করলি নে ? মন্দা তোর বয়সীই হবে বোধ হয়। নয় মন্দা ?"

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল, "আমিই বোধ হয় বড় হব।"

"বড় হবে না—ওর অমনি ছেলেমানুষী মুখখানা—যাও না তোমরা দুজনে একটু গল্প করগে।"

মন্দাকিনী চকিতে একবার উমার মুখপানে চাহিল, উমার অনিচ্ছাকুণ্ঠিত মুখ দেখিয়া বলিল, "পিসীমা শিগ্‌গির করে যেতে বলেছেন।"

"সঙ্গে আর কে আছে?"

"দেবেনবাবু এসেছেন, তিনি বাইরে বসে আছেন বোধ হয়।"

সুরমা ব্যস্তভাবে উঠিয়া বলিল, "ছি ছি, আমার যেন কি হয়েছে! জল খাওয়ান হলো না। উমা, তুই বস, আমি জোগাড় করছি।"

সুরমা অতুলকে লইয়া চলিয়া গেল, অগত্যা উমা নতমুখে বসিয়া রহিল। মন্দাও নীরবে রহিল।

সুরমা গিয়া দেখিল, দেবেনবাবু গাড়ী আনিয়া অতুলকে আহ্বান করিতেছেন। অতুলের দ্বারা অনেক উপরোধ করাইয়া সুরমা তাঁহাকে জলযোগ করাইল। পিতাকে সংবাদ দিতে তাহার ইচ্ছা হয় নাই, কেন না জানিত, এসব ব্যাপার পিতা ভালবাসেন না। সেই ভয়েই সুরমা চারুকে আসিতে বলিল না। মন্দাকে জল খাওয়াইতে ডাকিতে গিয়া দেখিল, তখনো তাহারা অপ্রস্তুতভাবে বসিয়া রহিয়াছে। উমা বুঝিতেছে, এটা ভাল হইতেছে না, তথাপি কি আলাপ করিবে ভাবিয়াও পাইতেছিল না, কাজেই আগন্তুক মন্দাও অপ্রস্তুত।

প্রভাতে উঠিয়া সুরমা, উমা ও একজন লোকমাত্র সঙ্গে লইয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনে চলিল। পিতা বলিলেন, "আজ থাক্ না, কাল আমিও যাব।"

২২

সুরমা বলিল, "আমার আজ বড় ইচ্ছা হচ্চে।"

"তবে যাও।"

বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সুরমা সেদিনের কথা মনে করিয়া মনে মনে ক্ষমা ভিক্ষা করিল; কিন্তু মনে হইল সবই যেন বিফল, অনুতাপের শেষে ক্ষমা-প্রাপ্তির একটা নির্ম্মল শান্ত ভাব কই প্রাণে ত আসিল না। উমার পানে চাহিয়া দেখিল, উমা বিগ্রহকে প্রণাম করিতেই তাহার নীলতারা শোভিত শ্বেতপলাশ হইতে ঝর ঝর করিয়া শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। সুরমা বুঝিল, তাহার কষ্ট সে দেবতার চরণে এইরূপে নিবেদন করিতেছে, সে ক্ষমা পাইয়াছে। সুরমা উমার অজ্ঞাতে একবার তাহার মস্তকে হাত দিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিল।

চারুর সঙ্গে দেখা হইল। প্রণাম করিয়া স্নেহকরুণ মুখে সে বলিল, "এত শীগ্‌গির যে আবার দেখা হবে তা আর ভাবি নি।"

সুরমা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, অতুলকে দেখিয়া বলিল, "ওকেও এনেছ?"

"তুমি আস্‌বে শুনে ও কিছুতে থাক্‌ল না—ওঁরা রামনগর গেলেন—ও গেল না।"

"মন্দা কই আসে নি?"

"না, সে বড় কোথাও যেতে চায় না।"

"বেশ মেয়েটি।"

"আহা মেয়েটা জন্মে কখনো স্নেহের মুখ দেখে নি!" বলিয়া চারু উমার নিকটে গিয়া এক হাতে তাহার স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া

অন্য হাতে মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "উমারাণী! চিন্‌তে পারছিস্‌নে না কি?"

উমার মনটা তখন একটু শান্তিস্নিগ্ধ হইয়াছে—সলজ্জে হাসিল।

"কথা কচ্ছিস্‌ না যে?"

উমা চুপ করিয়া রহিল। চারু তাহার মুখের প্বানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "এমন হয়ে গিয়েছিস্‌ কেন মা? কই মাসীমা বলে ত ডাক্‌লি নে?"

উমা তথাপি কথা কহিতে পারিল না, কেবল নতমুখে একটু হাসিল। চারু সুরমার পানে চাহিয়া বলিল, "তোমার ভোরের ফুল শুকিয়ে গেছে কেন দিদি? হাসিটুকু যেন আর কার! তোমার সে উমা কি হ'ল?"

উমা চারুর কোলের মধ্যে মুখ লুকাইল, তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সুরমা গম্ভীর মুখে বলিল, "চিরকাল কি ছেলেমানুষ থাকে, উমার এখন বুদ্ধি হয়েছে।"

"বুদ্ধি যে ওকে মানায় না। ওকে সেই মুখখানি, সেই হাসিখানিই যে বেশী মানায়।"

সুরমা একথা চাপা দিবার জন্য বলিল, "এখানে আর কতদিন থাকা হবে?"

"মাস দুই হতে পারে। আর তোমায় যেতে বল্‌ব না, মধ্যে মধ্যে দেখা কি হবে?"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "যেতে বল্‌বি না কেন?"

"সে কথায় আর কার্য কি!"

"অতুলকে মধ্যে মধ্যে পাঠাস্।"

"আচ্ছা। আর আমার সঙ্গে দেখার দরকার নেই বুঝি?"

সুরমা তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুদিনের জন্যে মায়ায় কাজ কি।"

"মায়া নাই কল্লে, দেখায় কি দোষ?"

"এই ত হ'ল, যেদিন দুর্গাবাড়ী কি বটুক-ভৈরবের দিকে যাবি, খবর পাঠাস্, যাব।"

চারু নীরবে রহিল।

"আর মন্দাকে মধ্যে মধ্যে পাঠিয়ে দিস্।"

"আচ্ছা। উমাকে আমার কাছে দুদিন দাও না দিদি।"

সুরমা উমার মুখের পানে চাহিয়া কুণ্ঠিত মুখে বলিল, "ওর শরীরটা বড় খারাপ—এখন ত আছিস্? একদিন পাঠাব।"

চারু ক্ষুণ্ণভাবে রহিল। তার পর আরও অনেক কথা হইল—সুরমার পিতার কথা, সংসারের কথা। চারু বলিল, তাহার অসুখের কথা, খুকীর কথা, সংসারের কথা। অমরের কথা সুরমা কিছু জিজ্ঞাসা না করায়, সেও কিছু বলিল না। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইল।

সেই দিনই বৈকালে অতুলকে লইয়া মন্দা বেড়াইতে আসিল। তাহার অস্থিরতা এবং আগ্রহ অনুভব করিয়া সুরমা ক্ষুণ্ণভাবে একটু হাসিল। অতুল তাহার দিদির হাত ধরিয়া আনিয়া গর্বিতভাবে বলিল, "মা, আমি দিদিকে ধরে এনেছি।" সুরমা এজন্য তাহাকে কিছু পুরস্কার দিয়া উমাকে ডাকিয়া অতুলকে বলিল, "এটা কে রে?"

অতুল বহুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "দিদি নয়।"

অন্য সময় হইলে উমা অভিমানে ফুলিয়া উঠিত, কিন্তু এখন একটু ম্লান হাসি হাসিল মাত্র। অতুলকে ক্রোড়ে লইতে গেল, অতুল আসিল না, দুই হাতে মন্দার অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। মন্দা কুণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে বলিতে লাগিল, "যাও না, উনিই যে তোমার দিদি।"

অতুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, তুমি দিদি। তোমায় আমি শ্বশুরবাড়ী যেতে দেবই না।"

সকলে হাসিয়া উঠিল, মন্দা লজ্জিত নতমুখে রহিল; সুরমা অতুলকে আদর করিয়া বলিল "তোর দিদি শ্বশুর বাড়ী যবে না কি?"

"আমি যেতে দেবই না।"

সুরমা তাহাকে চুম্বন করিল, তার পর মন্দার দিকে ফিরিয়া বলিল, "ওরা কি সম্বন্ধ খুঁজছেন? কই চারু ত কিছু বললে না?"

মন্দা নতমুখে বলিল, "পিসীমা ওকে আজ ঐ বলে ভয় দেখিয়েছেন, তাই ওর ভয় হয়েছে।"

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পরে সুরমা উমাকে বলিল, "দুজনে গল্প কর, আমি আসছি।"

অতুল বলিল, "আমি বাঁদর দেখ্‌বো।"

"আয়, দেখিয়ে আনি—মন্দা উমার সঙ্গে কথা কও।"

অতুলকে লইয়া সুরমা চলিয়া গেল। মন্দা দুই একবার উমার পানে চাহিয়া হেঁটমুখে বসিয়া রহিল। উমা বুঝিল,

মন্দার কথা কহিতে সাহস হইতেছে না, তাহার কথা না বলা অত্যন্ত বিসদৃশ কাজ হইতেছে। অনুতপ্তা উমা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "তোমার বাপের বাড়ী কোথায়?" সমবয়স্কার সহিত জীবনে সে কখনো সখীত্ব সম্বন্ধ জানে নাই, তাই মূঢ়ের মত একটা প্রশ্ন করিয়া বসিল। মন্দা তাহার দিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "বাপের বাড়ী কখনো জানি না, মামার বাড়ী কুসুমপুর।"

"তোমার মাকে মনে আছে?"

"না, জ্ঞানে তাঁকে দেখি নি।

উমা করুনায় গলিয়া বলিল, "মামারা তোমায় ভালবাসতেন না বুঝি?"

মন্দা নতমুখে বলিল, "হাঁ বাসতেন বৈ কি।"

"তবে যে মাসীমা মাকে বল্লেন, মেয়েটি জন্মে কখনো স্নেহের মুখ দেখে নি?"

উমার নির্ব্বোধের মত সরল প্রশ্নে মন্দা ক্ষুণ্ণ হইতে পারিল না, কেবল একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, "তিনি খুব ভালবাসেন কি না।" উমা সরলভাবে বলিল "মা'ও তোমায় খুব ভালবাসেন, কত সুখ্যাতি করেন।"

মন্দা তাহার পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তাহলে তোমার কথাও বল্‌তে হয়, পিসীমারও তোমার কথা ভিন্ন মুখে কোন কথা নেই। আমি তোমার মত হ'তে পারি নি বলে আমার সময়ে সময়ে বড় দুঃখু হ'ত।"

উমা বলিল, "কেন?"

"তাহ'লে পিসীমা বোধ হয় বেশী সন্তুষ্ট হতেন।"

উমা বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিতে জানিল না যে, 'আমি আর কি ভাল' বা 'আমার মত কারু হয়ে কাজ নেই'। সে বিনা আপত্তিতে প্রশংসাগুলা নির্ব্বোধের মত হজম করিয়া বলিল, "তোমায় পিসীমা বেশী ভালবাসেন, না, মামারা বাসতেন?"

মন্দা নত বদনে একটু ভাবিয়া বলিল, "সকলেই আমায় সমান ভালবাসেন।"

"তাঁরা তোমায় এত কষ্ট দিতেন, তবু বল সমান ভালবাসতেন?"

মন্দা তাহার বড় বড় স্থির চক্ষে উমার পানে চাহিয়া বলিল, "তাঁরা আমার আজন্মের আশ্রয়, মা-মরা অবস্থায় আমায় মানুষ করেছিলেন, সামান্য একটু আধটু কষ্টে কি করে বল্‌ব যে তাঁরা ভালবাসতেন না? পিসীমা পিসেমশাই আমায় বড় বেশী সুখে রেখেছেন; কিন্তু যদি তা না রাখতেন তবু কি তাঁরা আমায় স্নেহ করেন না ভাবতে পারতাম? নিঃস্নেহ হ'লে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয় কেউ?"

উমার সুনীল চক্ষে জল ভরিয়া আসিল, মন্দার নিকটে একটু সরিয়া আসিয়া মন্দার একখানা হাত নিজ হস্তে তুলিয়া লইয়া বলিল, "তোমার বড় ভাল মন।" মন্দা অপর হস্তে উমার অন্য হাতখানি ধরিয়া কুণ্ঠিত মুখে বলিল, "তুমি ভাল, তাই জগৎকে ভাল দেখ।" উমা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তাহ'লে তোমার মামাদের জন্যে মন কেমন করে?"

"না, মন কেমন করতে দিই না।"

"কেন?"

"তাঁরা আমায় নিয়ে যে দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন, যে রকম

বলতেন, তাতে নিজের প্রাণের ওপর বড় ঘৃণা হ'ত। ভগবান যে এখন আমায় অন্য জায়গায় আশ্রয় দিয়ে তাঁদের নিশ্চিন্ত করেছেন, এ আমার ওপর ভগবানের বড় করুণা।"

উমা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কি দুর্ভাবনা ভাই?"

মন্দা একটু নীরব থাকিয়া, ঈষৎ ম্লান হাসিয়া বলিল, "বুঝতে পারলে না? মেয়ে বড় হলে বিয়ে দিতে না পারার ভাবনা।"

"কেন তাঁরা বিয়ে দিলেই ত' পারতেন?"

"কে নেবে? আমার মত লোককে কি কেউ সহজে চায়?"

"কেন ভাই, তুমি ত বেশ সুন্দর।"

"ওকথা ছেড়ে দাও, আমি যে অনাথ। টাকা না দিলে ত বিয়ে হয় না! আমার মা-বাপের ত কিছু ছিল না।"

উমা ক্ষণেক ভাবিল, পরে হাসিয়া বলিল, "এখানে সে দুর্ভাবনা ভাববার কেউ নেই ত?"

মন্দা বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "আমি যেখানে যাব সেইখানেই ভাবনা। পিসেমশাই মধ্যে মধ্যে ভাবেন বই কি!"

"তোমার বোধ হয় সকলকে এ ভাবনা থেকে মুক্তি দিতে খুব ইচ্ছা হয়?"

"হয় বই কি। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কি কেউ আছে যে আমার মত অনাথকে চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত-আশ্রয় দিতে পারে? তাই ইচ্ছা করেও বেশী কিছু ভাবিনে, মনে করি এখন যে রকম অবস্থায় ভগবান রেখেছেন, এতে অসন্তুষ্ট হওয়া বড় অকৃতজ্ঞের কাজ।"

উমা মন্দার কথা সব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বোধ হয় তুমি খুব দুঃখী।" মন্দা কিছু বলিল না,

নীরবে উমার পরদুঃখকাতর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বোধ হয় মনে মনে ভাবিতেছিল, "দুঃখের সমুদ্রে ডুবেও তুমি পরের দুঃখই বেশী মনে করছ। তবে এক বিষয়ে তুমি সুখী, কেন না তোমার নিজের অবস্থা ভগবান তোমায় ভাল করে বোঝান নি।" মন্দা তাহার বালবৈধব্য এবং নিরাশ্রয়ত্বের কথা চারুর মুখে শুনিয়াছিল। মন্দা জানিত না যে, জ্ঞানই দুঃখের মূল, এ গাছের ফল যে খাইয়াছে সেই দুঃখী, নহিলে সুখ দুঃখের প্রভেদ বড় অল্প।

মন্দা ও অতুল চলিয়া গেলে সুরমা উমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করেছিস্?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন মেয়েটি?"

"বড় দুঃখী।"

"আর কিছু নয়? ভাল না মন্দ?"

"বেশ ভাল।"

"খুব বুদ্ধিমতী আর বেশ স্থির ধীর; নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, না?"

উমা তখন সুরমার প্রশ্নে একে একে তাহাদের সব কথাগুলি বলিয়া ফেলিল। সুরমা শুনিয়া নীরবে রহিল। সে দিনটা সেই প্রসঙ্গেই গেল।

দুই দিন পরে সুরমা উমাকে বলিল, "চল্, আজ দুর্গা-বাড়ী যাবি?"

"সে দিন যে গিয়েছিলে?"

"আজ চারু সেখানে যাবে।

"আজ আর আমি যেতে পারছি না।"

"চল না, মন্দার সঙ্গে তোর দেখা হবে।"

উমা একটু ভাবিয়া বলিল, "আর একদিন দেখা করব, আজ ভাল লাগছে না।"

সুরমা একাই চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গাবাড়ীর অভ্যন্তরে গোল বারান্দার একপার্শ্বে বসিয়া চারু বলিল, "এস, এইখানেই বসে একটু গল্প করি।"

সুরমা বলিল, "লোকে কি মনে করবে?"

"যা, ইচ্ছে। এ ভিন্ন ত উপায় নেই।"

"মন্দাকে সঙ্গে আননি কেন? বড় ভাল মেয়েটি।"

"বারণ করলেন। তার বিয়ের একটা সম্বন্ধ করা হচ্ছে।"

"মন্দার? পাত্র কোথাকার?"

"এইখানেরই। কথা ঠিক হলেই দেখতে আসবে।"

সুরমা একটু বিমনা হইল, ভাবিয়া বলিল, "পাত্রটি কেমন?"

"বেশ ভাল, তবে বড্ড চায়।"

"তোমরা স্বীকৃত হয়েছ?"

"না হ'য়ে কি করা যায়, বিয়ে ত দিতেই হবে।"

"এইখানেই বিয়ে দিয়ে যেতে হবে?"

"হ্যাঁ, উনি বল্লেন, আর বিয়ের দেরী করা উচিত নয়, এখানে ক'টি পাত্রের কথা এসেছে, এখন যেটি হয়।"

সুরমা ভাবিয়া বলিল, "আর কিছুদিন পরে দিলে হ'ত না?

"কেন দিদি? মেয়ে ত ছোটটি নয়!"

"আমার ইচ্ছা হচ্চে যে মেয়েটিকে আমি নি।"

"তুমি নেবে? কার জন্য?—প্রকাশ কাকার জন্য?"

"হ্যাঁ।"

চারু আনন্দ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "ওর কি তেমন ভাগ্যি হবে? তুমি ঠাট্টা করছ না ত?"

"সত্যই বল্‌ছি। তবে কথা এই যে, যদি কিছুদিন দেরী কর্‌তে পার্‌তে ত ভাল হ'ত।"

চারু নিরাশ স্বরে বলিল, "তাহলে হয় ত হবে না দিদি। আমি প্রকাশ কাকার কথা ওঁর কাছে বলেছিলাম, তাতে উনি বলেন যে, তোমাদের পক্ষ হতে এ কথা উঠলে উনি স্বীকার হ'তেন। এখনো স্বীকার হবেন, কিন্তু দেরী আর করবেন না; ওর বিয়ে দিয়ে তার পরে কিছুদিনের মত উনি বেড়াতে বেরুবেন। পাত্রও হাতের কাছে পেয়েছেন, দেরী কর্‌তে বল্লে হয়,ত শুন্‌বেন না।"

সুরমা ক্ষণেক নীরবে রহিল। তার পর বলিল, "বেরুনো? কোথায় বেরুনো হবে?"

"কি জানি দিদি—রাজপুতানার দিকে যাবেন বল্লেন।"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "সঙ্গ ছেড়ো না যেন, কত দেশ দেখা হবে।"

"তা আর বলছ! যে মানুষ, শরীর-বোধ একেবারে নেই, ও মানুষ কি একা ছেড়ে দেওয়া যায়?"

"কত দিনের মত বেরুনো হবে?"

"তা বল্‌তে পারি না। বল্লেন ত যে ঐদিকে কোথাও গিয়ে

বসবাস করবেন, আর ডাক্তারী করবেন, বাড়ীতে বসে থাকা আর ভাল লাগে না।

"সত্যি নাকি? তার পর, বিয়ের আগর কে দেখবে?"

"কাকা থাকবেন, আর কখনো দরকার পড়লে নিজে আসবেন।"

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

চারু বলিল, "যে কথা বললে তার কি বলছ?"

"ওঃ, নন্দার বিয়ের কথা? হ্যাঁ—ওকে আমিই নেব।"

"তাহলে কিন্তু এই মাসেই বিয়ে দিতে হবে।"

"কি করি, অগত্যা। কন্যাকর্ত্তার মত হবে ত?"

"তা নিশ্চয় হবে, অমন পাত্র—মত হবে না? তবে কন্যাকর্ত্তা কি দিননির্ণয় স্থির করতে, দেনা পাওনা স্থির করতে বরকর্ত্তার কাছে যাবেন?"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "বরকর্ত্তা ত বাবা। তাঁকে গিয়ে আমি সব বলব, আর তুমি না হয় কন্যাকর্ত্তার প্রতিনিধি দেবেন বাবুকে বাবার কাছে পাঠিও। দেনা পাওনা তোমার কাছে আমার অফুরন্ত—মেয়েটি আমি চাই—ছেলেটি তোমার—দিতে পারবে ত?"

চারু হাসিল।

এমন সময়ে তেওয়ারীর কোলে চড়িয়া অতুল বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া নালিশ করিলেন যে, অকৃতজ্ঞ বানরেরা প্রচুর পরিমাণে চানা ভাজা প্রাপ্তিসত্ত্বেও তাঁহার হাতীর-দাঁতের সুন্দর ছড়িগাছটি লইয়া পলাইয়াছে, অকর্ম্মণ্য তেওয়ারী ও লছমনিয়া কিছুই করিতে পারে নাই। সুরমা তাহাকে অনেক

প্রবোধ দিয়া বুঝাইল যে, অকৃতজ্ঞ বানরদের লেজ কাটিয়া লইয়া অতুলের শ্বশুরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহারা জব্দ হইবে। শুনিয়া অতুল কিছু আশ্বস্ত হইল।

তেওয়ারী বলিল, "মাজী আউর কেত্তনা দেরী হোবে?"

"আর দেরী নেই" বলিয়া সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। অগত্যা চারুও উঠিল। সুরমা বলিল, "কর্ত্তাকর্ত্তার মত কি রকমে জানতে পারব?"

"আমি তেওয়ারীকে দিয়ে কাল সকালে পত্র লিখে পাঠিয়ে দেব। বারে বারে, আর এমন করে দেখা ঘটবে না হয় ত, উনি যে ঠাট্টা করেন, বলেন তীর্থ যে তোমার মহাতীর্থ হয়ে উঠল।"

সুরমার গণ্ড ঈষৎ আরক্তিম হইয়া উঠিল, কুন্তলগোপন করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তা ত বলবেনই, তোমার ত ন্যায় অন্যায় বোধ নেই! তীর্থ করতে এসেছ, কোথায় দুজনে দর্শন স্পর্শন করে বেড়াবে; না দিদি দিদি করেই ঘুরছ।"

চারু লজ্জিত হাস্যে বলিল, "তা বই কি! রাস্তায় রাস্তায় ওরকম ঘুরতে আমার ভাল লাগে না।"

"কাল একবার মন্দাকেও পাঠিয়ে দিও, গোটা দুই কথা কব।"

"কেন দিদি, সাহেবদের মত পছন্দ জিজ্ঞাসা করবে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"তা তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না।"

"তোর জিনিষ খাঁটি, তাই, তোর ভয় নেই; আমার একটু ভয় আছে; পাঠিয়ে দিস, বুঝেছিস? তাকে বাবাকে একবার দেখাব।"

"তাঁর যদি মত না হয় ?"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

প্রভাতে সুরমা চারুর পত্র পাইল, অমরের সম্মতি আছে, তবে কার্য্যটা এই মাসেই নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বৈকালে মন্দা অতুলের সহিত বেড়াইতে আসিল। অতুল আজ উমাকে দেখিয়া একবার 'দিদি' বলিয়া গিয়া ধরিল, আবার মন্দার কাছে পলাইয়া গেল। মন্দা উমার সহিত আলাপ করিতে গিয়া দেখিল যে, সে নিবিষ্টমনে একটা কি বুনিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া মন্দা নীরবে সরিয়া আসিল। সুরমা তাহাকে উমার কাছে পাঠাইয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিলে সুরমা ম্লান হাস্যে বলিল, "সে ক্ষেপির বুঝি এখন গল্প লাগল না। মন্দা, ওটাকে তোমার কি রকম বোধ হয় ?" মন্দা সঙ্কুচিত হইল, উত্তর দিতে পারিল না। সুরমা বুঝিয়া বলিল, "তাতে লজ্জা কি ? আমার এরকম জিজ্ঞাসা করা একটা রোগ, তোমাকে এখন আমার আপনার মেয়ের মত বোধ হয়, তাই জিজ্ঞাসা করছি। কেমন মেয়েটি ?" মন্দা মৃদুস্বরে বলিল, "বড় সরল আর—"

"আর কি ?"

"বড় ছেলেমানুষ! এখনো যেন সংসারের সব জ্ঞান হয় নি।" বলিয়াই মন্দা কুণ্ঠিতভাবে সুরমার পানে চাহিল, ভাবিল কি জানি হয় ত সুরমা অসন্তুষ্ট হইবে। সুরমা তাহা হইল না, উপরন্তু একটু নিশ্বাস ফেলিয়া, বলিল, "ভগবান ওকে চিরদিন ছেলেমানুষই রাখেন যেন, এই প্রার্থনা।" মন্দাকিনী নীরবে রহিল।

ক্ষণপরে সুরমা বলিল, "শোন মন্দা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।" মন্দাকিনী তাহার পানে চাহিল।

"আমার একটি সম্পর্কে কাকা আছে—কাকা বটে অথচ আমরা দুই ভাই বোনের মত—তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাই। এতে তোমার পিসীমা পিসেমশাই সম্মত, এখন তুমি কি বল?"

মন্দাকিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত মুখে নীরবে রহিল। তথাপি সুরমা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করায় অগত্যা বলিল, "আমায় কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, তাঁদের মতে আমার কেন অমত হবে?"

"তাঁরা তোমার বিয়ে দিয়েই খালাস, কিন্তু তার পরের ভার ত সমস্ত তোমারই, তাই তোমার মতটা জেনে নিচ্চি।"

মন্দা স্থির চক্ষে সুরমার পানে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "তার পরের সমস্ত ভার আমার বলছেন; যদি আমায় সে ভারের অযোগ্য ভাবেন তাহ'লে আমার মতামত নিয়ে কি হবে?"

সুরমা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তোমায় যদি আমি অযোগ্য ভাব্‌ব তবে তোমায় চাইব কেন মা? কিন্তু যদি আমি তোমার যোগ্য জিনিষ না দিতে পারি, তখন? সেই ভাবের কথা আমি বল্‌ছি মা।"

মন্দা একটু নীরবে রহিল। তার পর ধীরে ধীরে লজ্জারুণ মুখে বলিল, "আপনি একথা বলছেন শুনে আশ্চর্য্য হচ্চি! পিসীমা বলছিলেন—আমিই অযোগ্য, আমার মত—" মন্দা আর বলিতে পারিল না, থামিয়া গেল। সুরমা বুঝিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোমার জন্ত তোমার পিসেমশাই অন্ত জায়গায়ও সম্বন্ধ কর্‌ছিলেন, হয় ত প্রকাশের চেয়ে সে পাত্র ভাল, হয় ত তুমি

তাতে বেশী—” বাধা দিয়া মন্দা বলিল, “শোনেন নি কি তাঁরা তিন চার হাজার টাকা চান? অত টাকা পেলে তবে আমার মত মেয়েকে তাঁরা ঘরে নিতে পারতেন।”

“তাতে তোমার পিসীমা পিসেমশাই কাতর নন্।” মন্দা অবনত মুখে জড়িত কণ্ঠে বলিল, “তাঁরা নন, আমিই কাতর— আমায় তাঁরা আশ্রয় দিয়েছেন তাই তাঁদের বুঝি এই দণ্ড? অমনি আমায় একটু আশ্রয় দিতে পারে এমন কি কেউ নেই?”

মন্দার অস্ফুট কণ্ঠ ক্রমে বুজিয়া গেল। সুরমা তাহাকে নিজের কোলের কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, “আশীর্ব্বাদ করি, তুমি প্রকাশকে পেয়ে সুখী হও, সেও তোমায় পেয়ে সুখী হোক্, শান্তি পা’ক। সে এখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, তুমি তাকে আশ্রয় দিও, স্নেহ দিও, সুদিনে দুর্দ্দিনে মান অভিমান ত্যাগ করে তার চিরসাথী হ’য়ো।” মন্দা সুরমাকে প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। সুরমা মন্দার চিবুকে হস্তস্পর্শ করিয়া অঙ্গুলি চুম্বন করিল এবং স্নেহপুলকিত স্বরে বলিল, “চল, বাবাকে প্রণাম করবে।”

রাধাকিশোর বাবু তখন সান্ধ্যভ্রমণে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। প্রণতা মন্দাকিনীকে দেখিয়া বলিলেন, “এই মেয়েটি বুঝি? বাঃ দিব্য মেয়েটি!” সুরমা বলিল, “তবে আর আপনার আপত্তি নেই?”

“আপত্তি কিসের? তবে বড় তাড়াতাড়ি হয়ে পড়্‌ল। তা আর কি করা যাবে। কাল ওঁদের পক্ষের কাউকে ডেকে আসতে বলে দাও, কথাবার্ত্তা স্থির করে যাবেন।” যে ঘরে কন্যাদান করিয়া খন্তার অবমাননায় নিজেকে তিনি অত্যন্ত

অপমানিত জ্ঞান করিতেন, তাহাদেরও যে তাঁহার কাছে কন্যাদানের জন্য অবনত হইতে হইতেছে, ইহা মনে করিয়া রাধাকিশোর বাবু অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। আর সুরমা ভাবিল, যদি বিধাতা অন্য কোন অঘটন না ঘটান ত প্রকাশ হয় ত কখনো না কখনো সুখী হইতে পারিবে।

দুই পক্ষের কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেল; দিন স্থির হইল। অবশ্য এ সমস্ত কাজ দেবেন্দ্রনাথই সম্মুখীন হইয়া করিতেছিল; অমর কোনও মতেই শ্বশুরের সহিত দেখা করিতে পারিল না, কি জানি এ বিষয়ে তাহার কি একটা দুর্নিবার লজ্জা উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রমে দিন নিকটে আসিল, কেবল যাহার বিবাহ সেই উপস্থিত নাই। রাধাকিশোর বাবুকে পত্রে সে লিখিয়াছিল যে, "হাতে এখন কাজ বেশী, পূর্ব্বে যাইতে পারিব না। বিবাহের দিন সকালের ট্রেনে ওখানে গিয়া পৌঁছিব।"

সুরমা উমাকে কিছু বলে নাই, কিন্তু অন্যান্য সকলের মুখে উমা যে এ সংবাদ পাইয়াছে তাহা সে জানিত—তাই সোদ্বেগে উমার মুখের পানে সে প্রায়শঃই লুকাইয়া লুকাইয়া চাহিয়া দেখিত। উমা কিন্তু পূর্ব্বে যেমন নীরব এখন তদপেক্ষাও যেন অধিক নীরব। তথাপি তাহাকে যেন একটু বেশী দুর্ব্বল, একটু অধিক ক্লিষ্ট বোধ হইত। বাড়ীতে বিবাহের ব্যাপার এবং সেই ব্যাপারের নায়ক প্রকাশের নাম প্রায় সকলেরই মুখে, তাই উমা যেন ক্রমশঃ ঘরের কোণের মধ্যেই স্থান করিয়া লইতেছিল। তাহার নাম যেন আর উমা কানে শুনিতে পারে না, হৃদয়ে এত বল নাই যে সর্ব্বদা তাহার নাম শ্রবণের উত্তাপ সহ্য করে। উমার যেন আবার নূতন করিয়া

ক্ষতি হইতেছে, না জানি প্রকাশ সম্মুখে আসিলে সে কি অবস্থায় পড়িবে, এই সমস্ত ভাবিয়া সুরমা চিন্তিত হইয়া পড়িল।

বিবাহের আর একদিন মাত্র বিলম্ব আছে, সুরমা সহসা গিয়া পিতাকে ধরিয়া বসিল; বলিল, বহু আলাপী লোক বৃন্দাবনে যাইতেছে, সেখানে দুই দিন পরে একটি মহা পুণ্যযোগ, সে তাহা দর্শন করিতে চায়। পিতা বিস্মিত হইলেন। একদিন পরে প্রকাশের বিবাহ, এখন এ কিরূপ প্রস্তাব! সে না থাকিলে কি চলিতে পারে? সুরমা তাঁহাকে বহু প্রকারে বুঝাইল যে, এ ত কন্যার বিবাহ নয় যে না থাকিলে চলিবে না; আর এখানে ত তেমন ধুমধামও হইতেছে না, বাটী গিয়া পাকস্পর্শে ধুম হইবে। তাঁহারা কন্যা বিবাহ দিয়া আসিবেন এবং দু-একদিন পরেই ত বাটী যাইবেন, সুরমা তখন আসিয়া জুটিবে। নিতান্ত না জুটিতে পারে ত তাঁহারা দেশে চলিয়া যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে ভবচরণ দাদা আর বিধু ঝি থাকিবে, অনায়াসে সুরমারা বাটী যাইতে পারিবে। এত নিকটে আসিয়া এ পুণ্যটি সঞ্চয় করিয়া না যাইতে পারিলে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্তা তথাপি সম্মত হন না। তখন সুরমা বুঝাইল যে এ বিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে হয় ত তাহার সপত্নী তাহাকে লইতে আসিবে, তখন চক্ষুলজ্জার দায়ে হয় ত যাইতেও হইবে, তদপেক্ষা এই অছিলায় দূরে যাওয়াই সঙ্গত। এই যুক্তিতে রাধাকিশোর বাবু সম্মত হইলেন। কর্মচারী ভবচরণ একজন দ্বারবান ও বিধু ঝি ক্ষুণ্ণভাবে বোচকা বাঁধিল।

উমাও শুনিয়া একটু বিস্মিতভাবে চাহিল কিন্তু আপত্তি

করিল না। রাত্রের ট্রেনে তাহারা বৃন্দাবন যাত্রা করিবে এবং প্রভাতে প্রকাশ আসিবে। সেই দিন রাত্রেই তাহার বিবাহ।

সুরমা চারুকে একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিল। লিখিল—"চারু, ইহাতে তুমি বিস্মিত হইও না। প্রকাশের সঙ্গে আমার কতখানি স্নেহ-সম্বন্ধ তাহা তুমি জান? অনিবার্য্য কারণে ইহা ঘটিল। অন্যে যে যা মনে করে করুক, তুমি যেন কিছু মনে করিও না। আমি জানি, প্রকাশও মনে ক্ষোভ করিবে না; কেননা সে আমায় ভালরূপেই জানে। ফিরিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া তবে বাটী যাইব। ইতি তোমার দিদি।"

আর একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া গেল, তাহা প্রকাশের জন্য। লিখিল—"প্রকাশ, কাল তোমার বিবাহ, আমরা আজ বৃন্দাবনে চলিলাম। বিবাহের সব গোলমাল মিটিলে তবে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। জজে ফাঁসির হুকুম দেয় সত্য, দেখিতে পারে কয় জনে? দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় বুঝিয়াছ—পাছে তাহার মনে কোন আঘাত লাগে সেই ভয়ে আমি তাহাকে লইয়া পলাইলাম। তোমার নিশ্চল প্রতিজ্ঞা দেখিয়া সুখী হইয়াছি, এত শীঘ্র যে তুমি পারিবে তাহা আশা করি নাই। ঈশ্বর তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে যে শৃঙ্খল তুমি লৌহনির্ম্মিত মনে করিয়া কণ্ঠে তুলিয়া লইতেছ, তাহা ফুলের মালা হইবে। আমি জানি তুমি আমাকে এ বিবাহে আনন্দ করিতে না দেখিলে সন্তুষ্টই হইবে। সেই ভরসায় সকলের কাছে এমন

নিন্দনীয় কার্য্য করিলাম। ঈশ্বর তোমায় সুখী করিবেন, শান্তি দিবেন, এই আমার প্রার্থনা।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রকাশ ও মন্দাকিনীর বিবাহের গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ অমরকে বলিল, "আর কেন, এখন দেশের দিকে চল, কতদিন ছাতুর দেশের বায়ু হজম করবে ?"

অমর বলিল, "না, হজমের কিছু কি গোলমাল দেখছ ?"

"তা ত দেখছি না ; এবং তাই ত ভয় পাচ্ছি যে পাছে যমীদারী ভুঁড়িটি কায়েমী রকমে বাঁধিয়ে ফেল।"

"সে ত ভাল কথা। আর দেখেছ, চারুও বেশ সেরেছে ?"

"তা ত দেখছি ; কিন্তু তাই বলে কি আর দেশে ফিরতে হবে না ?"

"একবার যাব। তার পরে সব বন্দোবস্ত করে রেখে একবার কাজের লোক হবার চেষ্টা করতে হবে।"

"রক্ষা কর দাদা! কাজের লোক হওয়া সবার ধাতে সয় না ; অন্ততঃ যার সর্দ্দি হ'লে মাথায় কম্ফর্টর বাঁধবার তিনটে লোক চাই তার অকেজো হয়ে থাকাই ভাল।"

"আহা কম্ফর্টর বাঁধবার লোকও সঙ্গে নিতে হবে, কাজেও লাগতে হবে।"

"সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।"

চারু আসিয়া শুনিয়া বলিল, "না, আগে দিদি এসে পৌঁছন, তিনি দেখা করে যাবেন বলেছেন।" অমর ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,

"তবে কি এখন তাঁর 'আশার আশায়' চাতকের মত বসে থাকতে হবে?" চারু রাগিয়া বলিল, "বড়ই অপমানের কথা, না?"

"না, খুব মানের কথা?"

"কিসে অপমান শুনি?"

"আমি তোমার সঙ্গে বকৃতে পারি নে; যত দিন ইচ্ছে থাক, কিন্তু আমায় আর বকিও না।"

তেওয়ারী আসিয়া হাঁকিল, "চিট্‌ঠি"। অমর পরিহাস করিয়া বলিল, "তোমার বার্ত্তা এল বুঝি গো।"

"যাও যাও ঠাট্টায় কাজ নেই"—বলিয়া চারু পত্রখানা পড়িতে পড়িতে গম্ভীর মুখে উঠিয়া চলিল। অমর ডাকিল, "ব্যাপার কি শুনিই না! এখন বুঝি আর আমি কেউ নই! বল না কার পত্র?"

"দরকার কি?"

"শোন শোন।"

শুনতে চাই না, তেওয়ারী একখানা গাড়ী ডেকে আনুক।"

"গাড়ী কি হবে? কোথায় যাবে?"

"বেয়ানের সঙ্গে দেখা করতে।"

"বেয়ান? ওঃ নূতন সম্বন্ধে টান যে বেশী দেখছি।"

"কেন হবেনা? পুরোণো সম্বন্ধ যে জলে গিয়েছে, এটা নূতন।" অমর নীরব হইয়া পুস্তকে মনঃসংযোগ করিল। সুরমা লিখিয়াছিল যে, চারু যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিতে পারে ত বড় ভাল হয়। বাড়ীতে সে, উমা ও চাকর চাকরাণী ভিন্ন অন্য কেহ নাই। দুএক দিনের মধ্যেই তাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে।

চারুর যাওয়ায় অমরনাথ কোন আপত্তি করিল না।

প্রথম দর্শনে উভয়েরই কিছুক্ষণ বিবাহের কথাবার্ত্তায় কাটিল। চারু একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "প্রকাশ কাকা বোধ হয় এ বিয়ের তত খুসী হয়নি, মুখে একটুও হাসি দেখলাম না, হয় ত মেয়ে পছন্দ হয়নি।" সুরমা বলিল, "পাগল!"

"কিন্তু দিদি, মন্দা মেয়েটি বড় নির্ম্মাইক, যাবার সময় একটুও কাঁদ্‌লে না, কেবল অতুলকে কোলে নিয়ে চুমু খেলে। আমায় নমস্কার করে কেবল মাথা হেঁট করে রইল, কিছু বল্‌লে না"—তাহার কথা শুনিতে সুরমার আর ভাল লাগিল না। কথার মাঝখানে বলিল, "আমি ভেবেছিলাম হয় ত তোমরাও দেশে চলে গিয়েছ।"

"তুমি যে থাক্‌তে বলে গিয়েছিলে। কখন এলে?"

"সকালের গাড়ীতে।"

"বাড়ীর সব ধুমধাম ফুরিয়ে গেলে তবে বাড়ী যাবে নাকি? তিন চার দিনের কথায় এত দেরী হ'ল যে?"

"কি করি বল! তীর্থে বেরুলে কি শীগ্‌গির ফেরা যায়। বৌ-ভাত ত তিন চার দিন হ'ল হয়ে গেছে; বাবা খুব রেগেছেন হয় ত।"

"দিদি, মন্দাকে এখন একবার পাঠালে ভাল হ'ত না? এর পর আবার নিয়ে যেতে?" সুরমা ভাবিয়া বলিল, "প্রকাশ তাহেরপুরে নিতান্ত একা থাকে কি না—মাস ছয় বাদে সে বাড়ীতে আস্‌বে, তখন মন্দাকে এনো, সে এখন ছেলেমানুষটিও নয়, বেশ থাক্‌বে।" "তা থাক্‌বে" বলিয়া চারু নিশ্বাস ফেলিল।

উমা নীরবে বসিয়াছিল, আস্তে আস্তে উঠিয়া অন্য ঘরে গেল।

চারু সুরমাকে বলিল, "উম্‌ এমন হয়ে গেল কেন দিদি ?" সুরমা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কি রকম ?"

"এত গম্ভীর ; হাসিখুসী একেবারে নেই, মন-মরা ভাব।"

সুরমা গম্ভীর মুখে বলিল, "ভগবান ছোটবেলায় যে আঘাত গুলো করে রেখেছেন, বুদ্ধি আর বয়সের সঙ্গে সেগুলো হৃদয়ে প্রবেশ করে, তা কি বোঝ না ?" চারু নীরবে রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। "তুমি আর এখানে ক'দিন আছ ?"

সুরমা বলিল, "কি জানি ! ক'দিন থাকব বলে দে না ?"

"আমার কথায় থাক্‌বে ? আমার আবার এত ভাগ্যি হবে ?"

"বাবা যা রাগবার তা ত রেগেছেনই ; এখন দিন দুই পরেই যাব।"

"তবে ভালই হবে, আমার রামনগর দেখা হয় নি, চল কাশী দেখতে যাবে ?"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা তা যেতে পারি কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

"আচ্ছা তুই বাড়ী গিয়ে ঠিক করগে ত, তার পরে বলে পাঠাস্‌।"

"দিদি, নতুন বাড়ী কেনা হয়েছে জান ?"

"না এই শুন্‌ছি, কোথায় ?"

"অসীর ধারে, একদিন দেখতে যাবে না ?"

"আগে রামনগর ত চল, তার পরে বোঝা যাবে।"

পর দিন রামনগর যাওয়া হইল বটে ; কিন্তু অমরনাথ গেল না, দেবেনই তাহাদের লইয়া গেল। চারু সেজন্য সুরমার

কাছে অনেক অনুযোগ করিল। সুরমা হাসিয়া বলিল, 'তাই ত 'কিন্তু' বলেছিলাম।"

"কেন ভাসুর ভাদ্র-বৌ ত নও?"

"তার চেয়েও বেশী।" চারু রাগিয়া বলিল, "আমি অত জানি না।" সুরমা মনে মনে বলিল, "কি করে জান্‌বি।"

দুই দিন বড় সুখেই কাটিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে চারু ছেলেমেয়ে লইয়া যে সময়টায় সুরমার কাছে উপস্থিত হইত, সে সময়টা সুরমার মরুভূমে বারিবিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ইহার পূর্ব্বে কই চারুর সঙ্গ এত বেশী মিষ্ট লাগে নাই! এ যেন মরণের পূর্ব্বে প্রাণপণে জীবনের আনন্দবিন্দু উপভোগ করা, যেন মরুভূমি-যাত্রীর প্রাণপণে পানীয় সঞ্চয় করিয়া লওয়া, নিভিবার পূর্ব্বে যেন প্রদীপের জ্বলিবার উদ্দীপ্ত আগ্রহ! অতুল মন্দার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া, এখন উমাকেই দিদি বলিয়া মানিয়া লইল; কিন্তু এ দিদির নাকে নোলক, হাতে বালা না থাকাতে তাহার বড়ই অপছন্দ হইতে লাগিল। চারু হাসিয়া বলিল, "এই দিদিই যে তোর আগের দিদি, তা বুঝি মনে পড়ে না?" সুরমা বলিল, "ওর সে দিদি এই দিদিতে মিশে গেছে।" উমা নত মুখে নীরবে একটু হাসিল মাত্র। চারু বলিল, "উমা নূতন বাড়ী দেখতে যাবি না?" উমা সুরমার পানে চাহিল। "মায়দিকে চাচ্চিস্—আমি আর বুঝি কেউ নই?" উমা আবার একটু হাসিয়া বলিল, "যাব না ত বলিনি।"

"কি বল দিদি—যাবে না?"

"কবে?"

"কাল ভাল দিন আছে, গৃহ-প্রবেশ হবে, আমরা সবাই যাব,

সেখানে চড়িভাতি হবে। তোমার সেখানে নেমন্তন্ন রইল, নতুন বেয়াই-বাড়ী যাবে, বুঝেছ ?” সুরমা চারুর গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল, “এত কটকটে কথা বল্‌তে শিখেছিস্ ?”

“না বলে আর থাকতে পারি না যে।”

“যেতে পারি, কিন্তু কাল রাত্রে যে বাড়ী যাব, কখন যাই বল ?”

“কেন সকালে, রাত্রে না হয় যাবে। আর দুদিন থাকবে না দিদি ? হয় ত এই শেষ! আবার কখনো কি দেখা হবে ?”

“হয় ত এই শেষ”—সুরমার কানে কেবল এই কথাই বাজিতে লাগিল। হয় ত এই শেষ! তবে দুএকটা আনন্দের—সুখের স্মৃতি সঙ্গে লইয়া গেলে দোষ কি ? তাহার সঙ্কল্প ত অপরিবর্ত্তনীয়, তবে সামান্য ইচ্ছাগুলাকেও সে কেন বুকের মধ্যে এমন করিয়া চাপিয়া লইয়া চলিয়া যায় ? হয় ত এই ক্ষুদ্র বাসনাগুলি কখনো কণ্টকের মত বিঁধিতে পারে। মুখের আলাপ, চোখের দেখা ইহা কতক্ষণের জন্য এবং ইহাতে কিই বা যায় আসে ! কাহারো ইহাতে কোনো ক্ষতি নাই, অন্য কাহারো ইহাতে লাভও নাই! তাহারই বা লাভ কি ? লাভ লোক্‌সান কিছুই নাই কেবল ক্রন্দনের শোণিত-সাগরে একটু শুভ্র হাস্যের ফেনোচ্ছ্বাস,—চক্ষের একটা দুষ্পূর তৃষার তৃপ্তি, তুচ্ছ বাসনার একটু তুচ্ছ সফলতা।

সুরমাকে নীরব দেখিয়া চারু বলিল, “যাবে না ?”

“যাব; তবে তোমাদের কোনো গোলমাল বাধ্‌বে না ত ?”

“তুমিই গোলমাল বাধাতে অদ্বিতীয়, আবার অন্য লোকের

দোষ দাও? আমরা কাল্ গিয়ে তোমায় নিতে গাড়ী পাঠিয়ে দেব, সকাল করে যেও, বুঝেছ? উমাকেও নিয়ে যেও।"

"আচ্ছা।"

"নিতে পাঠাতে হবে না কি?"

"তবে যাব না যা।"

"একটা ঠাট্টাও সইতে পার না? আজ তবে চল্লাম—কালকের সব ঠিক করতে হবে, বল্লে রাখিগে।"

চারু বাড়ী গিয়া অমরকে সমস্ত কথা বলিল। কাল যে চড়িভাতি পরম লোভনীয় হইবে, তাহার অনেক আভাস দিয়া বলিল, "এখনো চুপ করে রয়েছ? জোগাড় করবে না?"

"কি করতে বল? রোশনচৌকিতে হবে, না গোরার বাজনা চাই?"

"ওতেই ত তোমার উপর রাগ ধরে। দিদি কত দিনের পর বাড়ীতে আস্‌বে, একটু জোগাড়যন্ত্র না করলে হয়?"

"হঠাৎ এ মতিভ্রম কেন?"

"তুমি জিজ্ঞাসা করগে, আমি জানি না।"

"তুমি যেমন পাগল—ও একটা স্তোভ কথা বুঝ্‌ছ না?"

"নিজমুখে বলেছে আস্‌বে, স্তোভ কথা হল? তুমি বাড়ী ছেড়ে পালাবে কখন?"

"সে কথা কেন?"

"তুমি পালাবে আর লোকে বল্‌বে না? সে যার সেই ভয়ে আস্‌তেই রাজি হচ্ছিল না।"

অমর অতর্কিতভাবে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, সামলাইয়া লইল। চারু বলিল, "কই বাড়ীর কিছু বন্দোবস্ত করাবে না?"

"কি করতে হবে বলে দাও, দেবেন সব ঠিক করে রাখবে।"

"তবু নিজে নড়বে না ?"

"কুড়ে লোক যে জানই ত।"

রাত্রে আহারাদির পর যখন অমর জানালার ধারে একখানা কৌচের উপর একখানা বই লইয়া শুইয়া পড়িল, তখন অম্লান চন্দ্রকিরণে পৃথিবী হাসিতেছিল। গবাক্ষ দিয়া শীতের তীক্ষ্ণ বায়ু প্রবেশ করিয়া যদিও তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল, তথাপি জ্যোৎস্নাটুকু উপভোগের লোভ ছাড়িতে পারিল না। বইখানা সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া স্থির নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। কঙ্করময় দেশে বহুযত্ন-রোপিত পুষ্পবৃক্ষগুলাও অতি জীর্ণ শীর্ণ! সমস্ত দিন প্রচণ্ড রৌদ্রে পুড়িয়া ও ধূলা খাইয়া এখন তাহারা শুভ্র চন্দ্রকিরণে যেন একটু আরাম উপভোগ করিতেছিল। অনতিদূরস্থ মহানগরীর কোলাহল ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। যেন একটা প্রকাণ্ড মায়াজাল অলক্ষ্য হস্তে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছে।

দেবেন আসিয়া নিকটে বসিয়া বলিল, "কি হচ্চে ?" অমর সচকিতে চাহিয়া বলিল, "যা হয়ে থাকে। তোমার কত দূর ?"

"আর দাদা, সে দুঃখের কথা বলো না, এতক্ষণ পর্য্যন্ত সব ঠিক্ ঠাক্ করে রেখে এলাম, তবু চারু হিসেব নিয়ে খুঁত বার করলে। বেচারার কাল দিদি আসবে সেই আহ্লাদে আর কারো ওপর দুঃখ দরদ নেই।" অমর শুনিয়া একটু হাসিল।

"তোমার কি দাদা, তুমি ত হাসবেই, বিশেষ কাল

তোমার লক্ষ্মী-সরস্বতী যোগে বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি! সালোক্য সাযুজ্য এবং মোক্ষ, তুমি ত হাসবেই!" অমর তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "আঃ!" দেবেন বাধা না মানিয়া বলিয়াই চলিল, "ব্যাপারটা কি বল ত হে? যেখানে তিনি এমন সাদরে অভ্যর্থিতা সেখান হতে তিনি অন্তর্হিতা কেন থাকেন? লোকটাই বোধ-হয় একটু—কি বল?"

"সেটা তোমার ভগ্নীকেই জিজ্ঞাসা ক'রো। তাকে এ কথা বললে সে তোমায় মারবে।"

"তবে কাণ্ডটা কি খুলে বল ত?"

"আর এক দিন বলা যাবে।"

"তোমার মহাকাব্য, থুড়ি ফার্সের, উপসংহার বুঝি কাল? তার পরে বলবে? কি হে যা বলেছিলাম, এই কাব্য—না না তোমার এ ফার্সখানা ট্রাজেডী না কমেডী?"

"যাও যাও শুতে যাও, তোমার কি ঘুম পায় না, আমি আর ঘুমে চাইতে পাচ্চি না।"

"তবে চল্লাম।"

প্রভাতে সকলে নবক্রীত বাটীতে গেল। সুরমাকে আনিতে গাড়ী লইয়া তেওয়ারী গিয়াছিল। চারু আসিয়া কড়াইশুঁটি ছাড়াইতে ছাড়াইতে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। অমর একটা ঘরে জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার শার্সি খড়খড়িগুলা অনর্থক প্রণিধান করিয়া দেখিতেছিল, রাস্তার জনতা এক বিচিত্র চিত্রের মতই তাহার চক্ষে প্রতীয়মান হইতেছিল। গড় গড় শব্দে গাড়ীখানা আসিয়া জানালার কিছু দূরে দরজার নিকটে দাঁড়াইল। অমর অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। তথাপি মানস-

চক্ষুর সম্মুখে একটি পট্টবাসা বিমুক্তকেশা পূজারতা যোগিনীর মূর্ত্তি নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর দ্বার খোলা, মধ্যে প্রকাণ্ড পাগড়ীশোভিত তেওয়ারীরই মস্তক। দেবেন অতি বিস্ময়ে একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। "বাড়ীমে মাইজী লোক নেহি—মুলুক চলা গিয়া; নোকর কো এহি চিট্‌ঠি দে গিয়া।" দেবেনই পত্রখানা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে লেখা—

"চারু!

আজই বাড়ী যেতে হ'ল, তুমি ক্ষমা ক'রো। তোমাদের চড়িভাতির যেন কোন অঙ্গহানি না হয়, আমায় সংবাদ দিও। আর আমার হয়ে তোমরা সে আনন্দটুকু উপভোগ ক'রো। ইতি—

তোমার দিদি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুরমা কালীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। সুদীর্ঘ পথ সে কেবল আপনার বিচার করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন যেন একটু অপরের কথা শুনিতে বা ভার লইতে ইচ্ছা হইতেছিল। অপরাধ কোন্ স্থানটায় তাহা স্থির করিতে না পারিলেও গুপ্ত অপরাধীর অনুশোচনার মত কি একটা জিনিষ তাহাকে নিরর্থক কেবলই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল। অগ্নি কোথায় তাহা বুঝা যাইতেছে না অথচ তাহার জ্বালা অনুভব হইতেছে, এ বড় মর্ম্মভেদী দহন।

বাড়ী আসিয়া দেখিল সেখানেও সে অপরাধী হইয়াছে।

সময়ে না আসায় পিতা অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন। প্রকাশকে জমীদারীর কার্য্যের জন্য তাহেরপুর যাইতে হইয়াছে এবং বধূকেও পাঠানো হইয়াছে, কেন না পূর্ব্বেই এইরূপ স্থির হইয়াছিল। পিতার এ সামান্য অসন্তোষে সুরমার মনেও নিমেষের জন্য ক্ষোভের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু উমার পানে চাহিয়া তাহা আবার শমতাপ্রাপ্ত হইল। দূরে রাখিয়া উমাকে যে সে সন্তাপের হাত হইতে অনেকটা রক্ষা করিয়াছে, তাহা সুরমা বেশ বুঝিতে পারিল। বাড়ীর পুরাণো ঝি শশীর মা আসিয়া বলিল, "মা গো, বাড়ীতে এমন যজ্ঞি গেল, আর যার সব সেই বাড়ী নেই। সবাই বলে ওমা সেকি! পুণ্যির কি আর সময় ছিল না গা! বউটা সুদ্ধ এসে মনমরা হয়ে একলাটি চুপটি করে ঘরের কোণে বসে থাকত, আমায় কেবলি জিজ্ঞাসা করত, তাঁরা কবে আসবেন? আমি বলি, কি জানি বাছা, এই এল বলে। তা তোমার আর পুণ্যির সাধ মেটেই না। বউটা—"

সুরমা তাহার কথায় বাধা দিয়া অবান্তর কথা আনিয়া ফেলিল। মন্দাকিনীর কথা শুনিতে সুরমার যেন আর ভাল লাগিতেছিল না। চিত্ত সহসা তাহার উপরে যেন নিতান্ত বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে। সুরমা একবার ভাবিয়া দেখিল, মন্দার দোষ কি? সুরমার দান সে সানন্দে সকৃতজ্ঞ চিত্তে মাথায় করিয়া লইয়াছে, এই কি তাহার অপরাধ? মন্দার অপরাধ কোনখানে, তাহা বুঝিতে না পারিলেও তাহার প্রতি সুরমার মন, কি জানি কেন, বিমুখ হইয়া গেল।

একি সমস্যা তাহা বুঝিয়া উঠা দায়! সুরমা এই সব সমস্যা

লইয়াই কিছু গোলে পড়িয়া গেল। চারুকে আশা দিয়া শেষে অত্যন্ত অন্যায়রূপে সে চলিয়া আসিয়াছে, একবার দেখা পর্য্যন্ত করিবার অপেক্ষা রাখে নাই। তবু ইহাতে সে অনুতাপ করিবার কিছু খুঁজিয়া পাইতেছিল না, কেন না সে অনেক বিবেচনা করিয়াই এ কার্য্য করিয়াছে। মনে ক্ষণিকের জন্য একটা বাসনা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহার মোহে সুরমাকে ক্ষণিকের জন্য দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারই মোহে সে চারুর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অমরের সহিত দর্শনের ইচ্ছা করিয়াছিল। পরে বুঝিল—ইহাতে কাজ নাই। সে লোভ যে সুরমা প্রত্যাহার করিতে পারিয়াছে ইহাতে সে সুখী। যাহার সংস্রব সে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছে, তাহার সহিত আবার এ সাক্ষাৎ কেন? ক্ষণেকের দর্শনে, আলাপে আবার সে সম্বন্ধ নিমিষের জন্যও মনে জাগাইয়া তোলার কি প্রয়োজন?

নিজের চাঞ্চল্যে সে একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমাগতই ভাবিতেছিল, এ ইচ্ছাটুকু হৃদয়ের মধ্যে কেন এমনভাবে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে! এ ক্ষুদ্র আশার ক্ষুদ্র তৃপ্তিতে সুখ কি—ফল কি! হয় ত একটা গ্লানি। যাহা সে ত্যাগ করিয়াছে প্রাণ কি তাহার জন্য এখন অনুতপ্ত হইতে চাহিতেছে? সমস্ত জীবনব্যাপী ত্যাগের কি এই পরিণাম! সমস্ত জীবনটাকে বিফল করিয়া দিয়া সামান্য একটা কথার জন্য আজ সে লালায়িত। ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? এই দুর্ব্বলতা তাহার কোথা হইতে আসিল? তাই সভয়েই সুরমা পলাইয়া আসিয়াছে।

যাক্ তাহাও এক রকমে ত মিটিয়া গিয়াছে। চারুর স্নেহের কাছে ত সে চিরকালই অপরাধী। অন্যকার এ অপরাধে বেশী করিয়া আর কি হইবে? চারু পরে যে তাহাকে ক্ষমা করিবে তাহাও সুরমা স্থির জানিত, কিন্তু এ কোন্ অস্বস্তি তাহাকে দিবারাত্রি শান্তি দিতেছে না? কিসের গুরুভারে হৃদয় যেন সর্ব্বদা অবসাদগ্রস্ত? কি যে অন্যায় হইয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই, অথচ কে যেন অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছে!

রাধাকিশোর বাবুর 'রাগ' দুই তিন দিনেই পড়িয়া গেল। আবার সংসার, যেমন ছিল তেমনি চলিতেছে, উমাও শান্ত মৌনভাবে আপনার পূজার্চ্চনা, ঠাকুর-সেবা এবং সমস্ত সংসারের কাজ লইয়া ব্যাপৃত হইয়াছে। রাধাকিশোর বাবুরও যথানিয়মে সব চলিতেছে। সুরমাও তাহার বাহিক নিয়ম সমস্তই বজায় রাখিয়াছে, অন্তরেই কেবল সব বিশৃঙ্খল। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিতেই একটা কিসের আশা তাহার মনে জাগিয়া উঠে; কিসের একটা প্রতীক্ষায় তাহার মন সর্ব্বদা যেন বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে! ক্রমে দিন চলিয়া যায়। দিনের সমস্ত কার্য্যশেষে যখন সে শয্যা গ্রহণ করে, তখন যেন অন্তর বাহির অত্যন্ত শ্রান্ত, হাতাশা-গ্রস্ত! কেন এমন হয়? আশা করিবার তাহার ত কিছুই নাই। প্রকাশের বিবাহের পর ছয় মাস হইতে চলিল, কিন্তু চারু এ পর্য্যন্ত আর তাহাকে কোন পত্রাদি লেখে নাই। মুন্ধা এখানে থাকিলে হয় ত কোন না কোন সংবাদ পাওয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে একবার মনে হয়, মুন্ধাকে কয়েক দিনের জন্য

নিকটে আনা উচিত, কিন্তু পাছে উমা তাহাতে কোন সূত্রে সামান্ত আঘাত পায়, সেই ভয়ে সাহসও হয় না।

এদিকে রাধাকিশোর বাবু একদিন বলিলেন, "আর কত দিন সংসারে থাকব, শরীরও ক্রমশঃ ভেঙ্গে আস্‌ছে, আমার ইচ্ছা এখন গিয়ে কাশীবাস করি। প্রকাশকে বাড়ী এসে বস্‌তে লিখে দি; জমীদারীর বেশ ব্যবস্থা হয়েছে, সে বাড়ী বসে সব দেখবে, আর তুমি বাড়ী থাকবে।"

সুরমা বলিল, "সে কি হয়! আমিও আপনার সঙ্গে থাকব।"

পিতা বলিলেন, "সে কি মা! তুমি কি এখনি সংসারত্যাগী হবে?"

সুরমার হাসি আসিল—তাহার আবার সংসার! যে বস্তুর অস্তিত্বই নাই, তার গ্রহণই বা কি, ত্যাগই বা কি! কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, "আপনি ছাড়া আমার আবার সংসার কিসের?"

"তবে প্রতিজ্ঞা কর, আমি অবর্ত্তমানে আবার গৃহস্থালীতে ফিরে আসবে?" সুরমাকে নীরব দেখিয়া আবার বলিলেন; "আমি কেবল তোমার আর প্রকাশের মুখ চেয়ে আছি যে, তোমরা আমার নামটা রাখবে। সন্তান হয়ে যদি তুমি বাপের নাম না রাখতে চাও ত অন্যের কাছে কি আশা করতে পারি?"

সুরমা স্বীকৃত হইলে তখন কাশীযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। প্রকাশকে সংবাদ পাঠান হইলে প্রকাশ সস্ত্রীক বাটী আসিল। উমাকে সাদরে সুরমা গৃহে বরণ করিয়া লইল, কিন্তু প্রকাশকে কিছু বলিতে পারিল না। প্রকাশও অন্তঃপুরে

হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিত, সুরমা তাহাতে দুঃখিতও হইল, সুখীও হইল। মন্দাকে চারুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় সে কিছু বলিতে পারিল না। প্রথম প্রথম চারু কাশী হইতেই মন্দাকে দু-একখানা পত্র দিয়াছিল, তাহার পরে আর কোন সংবাদ নাই। শুনিয়া সুরমা একটু হাসিয়া বলিল, "চারু এরি মধ্যে তোমায় ভুলে গেল না কি?" মন্দা কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "হয় ত সময় পান না, নয় ত কি জানি কেমন আছেন; তাঁরা অনেক দূরে দূরে বেড়াবেন কথা ছিল।" সুরমা তখন সে কথা ত্যাগ করিয়া মন্দার মাথায় হাত দিয়া বলিল, "আমার নাম তোমার মনে ছিল? মা স্নেহের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে বনবাসে দিয়েছি বলে—আমার নাম মনে হ'লেও কষ্ট হ'ত—তোমার মন্দা?" বলিতে বলিতে সুরমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মন্দা তাহার পদধূলি লইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আপনি একথা বলে কেন আমায় অপরাধী করছেন? আপনার স্নেহ এ জীবনে ভুলব না।"

"আমি কি তোমায় স্নেহ দিতে পেরেছি মা? ওকথা বলো না।"

"আপনি আমায় যা দিয়েছেন, এ আমি জীবনে কোথাও পাই নি। আপনিই আমায় এমন নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়েছেন, এমন সুখ দিয়েছেন।"

সুরমা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "মা, সত্য করে বল, তুমি কি সুখী হয়েছ? প্রকাশ কি তোমার মত রত্নের আদর জানে—যত্ন জানে?—তোমায় কি চিনেছে সে?"

"ওকথা বলবেন না, আমায় আপনারা পায়ে স্থান দিয়েছেন, আমার কোন্ সুখের অভাব?"

"ওতে আমার মন নিশ্চিন্ত হচ্চে না—সন্তুষ্ট হচ্চে না, মা! বল সে ত তোমায় যত্ন করে?"

মন্দা নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি যাঁর কথা বল্‌ছেন, তিনি নিজের যত্নই করতে জানেন না যে, মা! আপনি তাঁকে এই বিষয়েই একটু অনুরোধ করবেন। আপনাকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করেন, আপনার কথা ঠেলতে পারবেন না। তাহলেই আমার আর কিছুর দরকার থাকবে না।"

মন্দার কণ্ঠস্বরে এমন একটা পূর্ণতার আভাস প্রকাশ পাইল যে, তাহাতে সুরমা যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সত্যই যেন তাহার আর কিছুর প্রয়োজন নাই—কোন অভাব নাই। সুরমা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, যে এইটুকু ক্ষুদ্র বালিকা কিরূপে এমন আত্মবিসর্জ্জন শিখিয়াছে এবং এই অল্প দিনেই বা কি করিয়া বুঝিয়াছে যে, স্বামীর সুখেই তাহার সুখ, তাহার সুখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এ অবস্থা কিসে পাওয়া যায়? এ শিখিতে কি শিক্ষার প্রয়োজন? কি সাধনার আবশ্যক? কেহ তাহাকে বলিয়া দিল না যে ভালবাসা—একমাত্র ভালবাসাই এ আত্মবিস্মৃতির মূল।

সুরমা তাহাকে আরও একটু বুঝিয়া দেখিবার জন্য বলিল, "তোমার পিসীমার জন্য মন কেমন করত না?"

"খবর পাই না বলে করত।"

"খবর পেলে আর করত না?"

"বোধ হয় নয়।"

"তাঁদের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না?"

"প্রথম প্রথম করত।

"এখন আর করে না?—কেন মন্দা?"

মন্দা একটু নীরবে থাকিল। তার 'পরে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তাহলে উনি যে একা থাকবেন, হয়ত যত্ন হবে না।"

"যদি আর কেউ সে যত্ন করে?"

"কে করবে?" বলিয়া মন্দা তাহার পানে চাহিল। যে দৃষ্টিতে সুরমা বুঝিল, এমন যে আর কেহ পৃথিবীতে আছে বা থাকিতে পারে তাহাই তাহার বিশ্বাস হয় না। জগতের উপর এ অবিশ্বাস, এ সন্দিগ্ধ ভাব কোথা হইতে উঠে, একটু যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া সুরমা মাথা হেঁট করিল।

কাশীযাত্রার দিন ক্রমশঃ নিকট হইতে লাগিল। বাড়ী সুদ্ধ সকলেই দুঃখিত; সকলেই কাঁদিতেছে; কিন্তু মন্দাই যে সকলের চেয়ে কষ্ট পাইতেছে তাহা বুঝিয়া সুরমা সস্নেহে তাহাকে বলিল, "কেন মা, তুমি ত একজনেরই উপর সমস্ত স্নেহ ভালবাসা ঢেলেছ, কর্ত্তব্য দান করেছ, তবে কাঁদ কেন মা?" মন্দা চোখ মুছিয়া বলিল, "আমি কখন মা দেখিনি। আপনাকে আমার তেমনি মনে হয়।" মন্দার কথায় সুরমার চক্ষেও জল আসিয়াছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি সে তাহা মুছিয়া ফেলিল।

মন্দা দেখিল, উমা তাহার আসা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়, আবার তখনি সরিয়া যায়। মন্দাও প্রথমে কথা কহিতে সাহস করিত না। শেষে একদিন গিয়া উমার হাত ধরিয়া ফেলিল, ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "আমায় কি ভাই ভুলে গেলে?" উমা তাহাকে ভোলে নাই, কিন্তু সে কেমন ভীরু হইয়া পড়িয়াছিল, কাহারও সহিত

আপনা হইতে, সাহস করিয়া কথা কহিতে পারিত না। এখন মন্দার স্নেহসম্ভাষণে তাহার সে ভয় দূরে গেল, সেও তাহার কোমল হস্তে মন্দার আর একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "না ভাই! তুমি আমায় ভোল নি?" মন্দা স্নেহস্বরে বলিল, "তোমাকে আর মাকে আমার সর্ব্বদাই মনে পড়ত। তুমিও কি কাশী যাবে ভাই?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কেন থাক না?"

উমা মৃদুস্বরে বলিল, "মার কাছে নইলে আমি যে থাকতে পারব না ভাই।"

মন্দা দুঃখিত হইয়া বলিল, "এখানে আসব শুনে ভেবেছিলাম তোমাদের কাছে থাকতে পাব। যাই হোক্, আমায় একটু মনে রাখবে না ভাই?"

উমা ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল, তাহাকে মনে রাখিবে।

বিদায়ের দিন বিরলে প্রকাশকে ডাকিয়া সুরমা বলিল, "প্রকাশ, কেমন আছ?"

"ভাল আছি।"

কিছুক্ষণ পরে প্রকাশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আর তোমরা?"

"আমরা ভাল, উমা বেশ আনন্দে আছে, কাশী গেলে সে আরও আনন্দে থাকে।"

প্রকাশ মস্তক অবনত করিল; বহুক্ষণ পরে বলিল, "ভগবান তাঁকে আনন্দেই রাখুন, তাঁর কাছে এই প্রার্থনা।"

"আমি তোমার জন্যও ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনা করি, প্রকাশ।"

প্রকাশ মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি ত ভালই আছি সুরমা।" সুরমা দেখিল প্রকাশের চক্ষে অশ্রুর আভাস জাগিয়া উঠিয়াছে। বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে সুরমা বলিল, "মন্দাকে যত্ন করতে শিখো। জেনো সে একটি অমূল্য রত্ন। তোমার সুখের আশায়ই কেবল সে তোমার মুখের পানে চেয়ে আছে। তোমায় ভগবান অমূল্য বস্তু দিয়েছেন, তাকে চিনো, তাকে স্নেহ করতে শিখো।"

প্রকাশ আবার মস্তক অবনত করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "জানি তা, সে স্বর্ণ শৃঙ্খল—কিন্তু অযোগ্যকে পরিয়েছ।"

"তা পরাই নি। সে শৃঙ্খল নয়, তাকে একদিন চিনবেই, চিনবে।"

প্রকাশ বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সুরমা অত্যন্ত আশা করিয়া আসিয়াছিল যে, এই তিক্ত নূতনত্ববিহীন বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে গিয়া, কোনও নবীন আনন্দ-উৎসাহ ও উত্তেজনার আধিক্যের মধ্যে পড়িতে পারিলেই বুঝি তাহার জীবনের এই বিরক্তিকর ক্লান্ত ভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে। যেখানে প্রত্যহ নূতন উৎসব, নূতন উত্তেজনা, নূতন করিয়া দেবতার অর্চ্চ অর্ঘ্যরচনা, পূজার আয়োজন—যেখানে পতিপুত্রহীনা সংসারের সর্ব্বসার্থকতায় বঞ্চিতা হতভাগিনীরাও শান্তি পায়, নূতন করিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে, সেখানে

অবশ্যই তাহার এ সামান্য অশান্তি নিবৃত্ত হইতে বেশীক্ষণ লাগিবে না।

ছয় মাস পূর্ব্বের কথা মনে আসিতেছিল। সেবারে কাশী কত মিষ্ট লাগিয়াছিল, চিরজীবনে হয় ত সে সুখের তৃপ্তির স্মৃতি মন হইতে দূর হইবে না। সুরমা আশা করিয়াছিল, কাশীতেই সে তাহার সর্ব্বসার্থকতা ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, সেখানে গেলেই বিশ্বনাথ অযাচিতভাবে আবার তাহা তাহাকে দান করিবেন। কিন্তু কই! এখানেও ত আবার ছয় মাস হইতে চলিল, সে মাদকতা, সে সুখ এবারে কোথায়? সব যেন উল্টাইয়া গিয়াছে; এস্থানে যেন আর সে কাশী নয়, সে কাশী যেন পৃথিবী হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া কেবল তাহার অন্তরের মধ্যেই স্থান গ্রহণ করিয়াছে। যেখানে আসিয়া একদিন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথের চরণেই উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, অদ্য সেস্থানে কেবল প্রস্তর-স্তূপের উপরে বৃথা এ ফুল বিল্বপত্র চাপান হইতেছে বলিয়া মনে হইল। মিথ্যা এ আয়োজন-ভার, মিথ্যা এ অর্ঘ্যরচনা, শুধু শিলার নিকটে জীবন উৎসর্গ, ব্যর্থ এ পূজা! একদিন সে বিশ্বেশ্বরের চরণ হইতে পূর্ণ অন্তর লইয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর আজ সে সর্ব্ব অন্তর শূন্য করিয়াই পূজার ডালা সাজাইয়া আনিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু হায় বিশ্বেশ্বর কই!

সুরমা বুঝিল, কেবল তাহারই কাশী আসা ব্যর্থ হইয়াছে; কিন্তু আর সকলের সার্থক। পিতা প্রত্যহ প্রভাতে প্রকাণ্ড একটা সাজি লইয়া চাকরের হাতে ছাতা দিয়া প্রায় সমস্ত কাশী প্রদক্ষিণ করিয়া আসেন। মনের তৃপ্তিতে তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য

ক্রমশঃ যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সুরমার পার্শ্বে বসিয়া উমা পূজা করে, সুরমা বুঝিতে পারে তাহার পূজা সফল—বিশ্বনাথ তাহার সম্মুখে। তাই সে ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতেছে—তাপদগ্ধ লতিকা বর্ষাবারি সিঞ্চনে আবার যেন সজীব হইয়া উঠিতেছে। পূজার পর তাহার মুখে এক একদিন যে তৃপ্তি ফুটিয়া উঠে, মাঝেমাঝে অন্যমনে সে যে হাসিটুকু হাসিয়া ফেলে তাহাতে সুরমা বুঝিতে পারে, উমার কাশী আসা সার্থক হইয়াছে।

চারুর সহিত সাক্ষাতের পর এই এক বৎসর কাটিয়া গেল; ইহার মধ্যে তাহাদের কোন সংবাদ বা পত্র সুরমা কিছুই পায় নাই। মন্দাকে পত্র লিখিয়া জানিতে ইচ্ছা করিলেও কার্য্যতঃ তাহা সে করিয়া উঠিতে পারে নাই। চারুদের নিকট হইতে চলিয়া আসার পর, সে ত ইচ্ছা করিয়া কখনও কোন সংবাদ লইতে যায় নাই! আজ ভিক্ষুকের মত তাহার প্রত্যাশায় ফিরিবে? ছিঃ এ কাঙ্গালপনার প্রয়োজন? তারা ভালই থাকুন—কিন্তু যাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাদের সংবাদ চাহিবে কোন লজ্জায়? সুরমা এখনও আপনার এ অহঙ্কারটুকু কোন মতেই নষ্ট করিতে পারিবে না। কেবল মধ্যে মধ্যে বিস্মিত হইত—সে ত চিরজীবন এইরূপ দ্বন্দের মধ্যে আপনার স্থির নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে, এ দেবাসুরের দ্বন্দ্বও তাহার অন্তরে চিরদিন—তবে এখন সে এত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে কেন? অন্তর আর যেন পারিয়া উঠে না, দেহও প্রায় সেই রকম বলিতেছে।

সংসারের বেশীরভাগ কার্য্য এখন উমাই করে, মধ্যে মধ্যে

বলে, "মা তোমার কি হ'ল, এত ভুলে যাও কেন? একটা কাজ শেষ করে উঠতে পার না?"

সুরমা হাসিয়া বলে: "এখন বুড়ী হচ্চি কি না, তাই ভীমরতি ধরছে।"

"পশ্চিমে এসে লোকে মোটা হয়—তুমি যেন কি হয়ে যাচ্চ!"

সুরমা উমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়; কিন্তু আপনার ক্লান্তিরাশিকেই কেবল হাসিয়া উড়াইতে পারে না।

সুরমা পিতার নিকটেও ক্রমে ধরা পড়িয়া যাইতেছিল। তিনি একদিন সুরমাকে বলিলেন, "তুমি এমন রোগা হয়ে, শক্তিহীন হয়ে পড়ছ কেন? তোমার কি কিছু অসুখ হয়েছে?"

সুরমা হাসিতে চেষ্টা করিল। "অসুখ? অসুখ ত কিছুই নয় বাবা।"

"তবে কি পশ্চিমের হাওয়া তোমার সহ্য হচ্চে না?"

"বেশ সহ্য হচ্চে ত।"

"সহ্য কি একে বলে? শরীর খারাপ হওয়ার জন্য তোমার মন পর্য্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে, পূর্ব্বের মত আর কিছুরই শৃঙ্খলা নেই—আমি বেশ বুঝতে পারি। অন্য কোন স্থানে গেলে কি ভাল থাকবে? তাহলে না হয় সেইখানেই যাই।"

সুরমা লজ্জিত হইয়া বলিল, "এতে এত ব্যস্ত হচ্চেন কেন? শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে, দুদিনে আবার সেরে যাবে, এতে এত ভাবনার কি আছে?" রাধাকিশোর বাবু আর কিছু বলিলেন না কিন্তু একদিন সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরমা,

তুমি শেষবারে শ্বশুরবাড়ী হতে কালীগঞ্জে আস্‌তে স্বীকৃত হয়ে নিজেই আমায় একখানা পত্র লিখেছিলে, না ?"

সুরমা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "একথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?" রাধাকিশোর বাবু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "এমনি, ভাল মনে পড়ছিল না বলে তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, মা! ক'দিন ধরে মনে হচ্ছিল, যে আমিই তোমাকে জোর করে তাদের কাছ হতে নিয়ে আসার জন্যে চেষ্টা করেছিলাম, আন্‌তেও গিয়েছিলাম; কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হ'ল, যেন তুমিও শেষে আমায় একখানা পত্র লিখেছিলে।"

সুরমা মৃদু স্বরে বলিল, "আপনি বুঝি এখনো মনে করছেন যে, আমি অনিচ্ছায় আপনার কাছে এসেছি ?"

"হ্যাঁ মা, মধ্যে মধ্যে তাই মনে হয়; তাতে একটু কষ্টও পাই; কেন না তুমি ভিন্ন আমার আর কেউ নেইও ত।"

সুরমা ব্যথা পাইল, ভাবিল কি হইতে কি হয়! সামান্য কারণে, তাহার সামান্য শ্রান্তিতেও পিতা এতখানি ভাবিয়া বসিয়াছেন। পিতা ও সন্তানের সম্বন্ধ কি সময়ানুসারে এমন পরের মত হইয়া পড়ে ? সংসারে কি কোথাও একটা এমন সম্বন্ধ বা স্থান নাই, যেখানে ক্ষণেকের জন্যও নিজ অধিকারের ভাবনা ভাবিতে হয় না ? বিধিদত্ত সত্বও যখন ঘুরে চলিয়া যায়, তখন কোন্ সত্বই বা চিরস্থায়ী ?

সুরমা ক্ষুণ্ণভাব চাপিয়া বলিল, "আপনি যদি এমন ভাবেন তবে আমাকেও বল্‌তে হয়, আমার কি মা ভাই বা আর কেউ আছেন ? আপনি ভিন্ন আমারই বা আর কোথায় স্থান ?"

পিতা আর কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সুরমা ভাবিল, না জানি তিনি কি ভাবিতেছেন! সে ক্ষোভে অধর দংশন করিল। কিন্তু সে এটা বুঝিল না যে, পিতামাতার চক্ষে সত্য লুকান বড় কঠিন কথা। তাঁহার পিতৃ-অভিজ্ঞতাই যে তাঁহাকে অনেক বেশী বুঝাইয়া দিতেছে। সুরমা কেবল ভাবিল, লোকে কেন এমন মনে করে? যে সম্বন্ধ সুরমা হেলায় ছেদন করিয়া আসিয়াছে, লোকে কি ভাবে তাহা ত্যাগ করা এত কঠিন? তাই তাহারা অবিশ্বাস করিয়া সুরমাকে অধিক পীড়িত করে? সে এটা বুঝিল না যে, এ কথায় তাহার চঞ্চল হওয়াতেই যে সে নিজের অহঙ্কারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ কথা ত তাহার মনে উদয় হইল না যে, লোকে যাহা ইচ্ছা ভাবুক না কেন, তাহাতে কি আসে যায়। সে কেবল ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে সে ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। একে মনের অত্যন্ত উন্মনা ভাব, তাহাতে যদি তাহার এ অহঙ্কারটুকুও চূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীতে আর কিছুই যেন থাকিবে না। শৈশব হইতেই এমনি আত্মাভিমানের মধ্যে সে বর্দ্ধিত হইয়াছে, আত্মশক্তিতে তাহার এমনি অগাধ বিশ্বাস, যে আজিও প্রাণের একান্ত চেষ্টায় আপনার প্রতিজ্ঞা অটল রাখিতে চেষ্টা করিয়া এখনও সে যুঝিতেছে।

রাধাকিশোর বাবু আবার একদিন আহার করিতে করিতে বলিলেন, "মা, একবার বাড়ী বেড়িয়ে এলে হয় না? চল একবার না হয় বেড়িয়ে আসা যাক্।"

সুরমা বলিল, "সুধু সুধু এখন বাড়ী যাওয়া কি দরকার ?"

"দরকার নাই থাকুক, গেলে দোষ কি ?"

"আমরা থাকি, আপনি না হয় বেড়িয়ে আসুন।"

তখন পিতা ত্রস্তে কথা ফিরাইলেন, "এমন কিছু ত দরকার নেই, কেবল খরচ আর রাস্তার কষ্ট। মনে হচ্ছিল তুমি হয় ত বাড়ী গেলে একটু ভাল থাকতে; তবে থাক্, গিয়ে আর কি হবে—কি বল মা ?"

"হ্যাঁ, কাল চলুন না হয় একবার আদি-কেশবে বেড়িয়ে দর্শন করে আসা যাক্, বড় ভাল জায়গাটি।" বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিলেন, "সেই ভাল। তবে আজ নৌকা ঠিক করে আসতে বলি, ভোরেই যেতে হবে।" সুরমা মনে মনে একটু সকরুণ হাসি হাসিল। ভাবিল, লোকের সন্তান না হওয়াই মঙ্গলের।

উমা ভাবিতেছিল, সত্যই বুঝি বাটী যাইতে হইবে। যখন সুরমাকে একলা পাইল, তখন সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু বাড়ী যাবার কথা কেন বলছিলেন মা ?"

"কি জানি, তাঁর বুঝি মন হয়েছিল।"

"তুমি কি বললে ?"

"বল্লাম যাবার দরকার নেই।"

"দাদাবাবু যাবেন না ত ?"

"না, কেন ? যেতে কি ইচ্ছে হয় তোর ?"

"না—না মা, এখানে ত আমরা বেশ আছি, বাড়ী গিয়ে এখন কি হবে ?"

সুরমা ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, এখন না যাই, পরে ত যেতে হবে।"

"কেন এখানে চিরদিন থাকা হয় না মা ?"

"বাবা অবর্ত্তমানে ?"

উমা নীরবে রহিল।

"কেন তোর কি যেতে ইচ্ছে হয় না ?"

"তোমার হয় ?"

"না।"

"তবে আমার হবে কেন ?"

"আর যদি আমার হয় ?"

উমা ভাবিয়া ক্ষুণ্নস্বরে বলিল, "তাহলে যাই, কিন্তু কষ্ট হয় ?"

"তোর কি এখানে এত ভাল লাগে ?"

"তোমার কি লাগে না ? এখানে যে পুজো পুরোণো হয় না, দেবতা খুঁজতে হয় না, আমায় আর কোথাও কখন পাঠিও না মা"—উচ্ছ্বাসভরে কথা কয়টা বলিয়া ফেলিয়াই উমা লজ্জিতভাবে হেঁট মুখে রহিল।

সুরমা স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তাই হোক্, বিশ্বনাথ চিরদিন তাঁর পায়ের তলায়ই তোমায় রাখুন। কিন্তু ঈশ্বর ত কখনো ফিরতে হবে, সেদিনের জন্য মনে সাহস সঞ্চয় করে রাখ। সংসার ছেড়ে দূরে পালিয়ে গিয়ে সবাই ত্যাগী হতে পারে। ত্যাগের শক্তি যে কতটা সঞ্চিত হয়েছে, তার পরীক্ষা সংসারেরই মধ্যে দিতে হয়।"

উমা ম্লানমুখে বলিল, "আমার কিন্তু বাড়ী যাবার নাম শুনলে বড় ভয় হয় মা। হয় ত তুমি রাগ করবে, কিন্তু তবুও বলছি, আমায় সেদিন এইখানে বিশ্বনাথের পায়ের গোড়ায় ফেলে রেখে যেও। কি জানি, কেন সেখানে বড়

মন খারাপ হয়ে যায়, যেন কিছুতে স্বস্তি পাই না, কেন এমন হয় মা ?"

"ভগবান জানেন। ভয় নেই মা, বিশ্বনাথই চিরদিন তোমায় তাঁর চরণে রাখবেন। নিজের ভার তাঁর ওপরে একান্তভাবে দিও, তিনি তাহলে নিজের ভার নিজেই বইবেন। তখন যেখানে থাক তাঁর পায়ের গোড়ায়ই থাক্‌বে। বিশ্বনাথ ত শুধু কাশীনাথ নন, তিনি বিশ্বেরই নাথ।"

উমা ক্ষণেক নীরবে রহিল। তার পরে মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "একটা কথা বল্‌ব ?"

"বল।"

বলি বলি করিয়াও উমা সঙ্কোচের হাত এড়াইতে পারিতেছে না দেখিয়া সুরমা বলিল, "মনে যা হয় তা প্রকাশ করে ফেলা ভাল, বল কি বল্‌তে চাও ?"

"তুমি বল্‌লে—তাঁর ভার তিনি বইলে, আর কারু কোন ভাবনা তার নিজে ভাববার জন্য থাকে না ?"

"না।"

"তবে তুমি কেন এত ভাব মা ? তুমি যা বল্‌ছ তাকি তুমিই কর্‌তে পার না ? তবে কার দৃষ্টান্ত নেব বল ?"

সুরমা চমকিত হইয়া বলিল, "কই উমা! আমি কি বেশী ভাবি ?"

"ভাব না !

"আমি ত তা বুঝ্‌তে পারি না—সত্যি কি আমায় বড় চিন্তিত দেখায় ?

"হ্যাঁ।"

"না উমা তা নয়, তবে—"

"তবে কি ?"

"আমি ভাবি না; তবে বড় যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এটা বুঝতে পারি।"

"কেন ক্লান্ত হও মা ? যাঁর কথা বললে তাঁকেই সব ভার দাও না কেন ? ক্লান্তি আসবে না। রোজ মনে হবে আজকের পূজোয় বেশী আয়োজনের দরকার—সব নূতন চাই।"

"পূজো ?—কই আর তা করতে পারলাম ?—একদিনের জন্যও যদি তা পারতাম তাহলে ভার দেবারও ভরসা করতে পারতাম। ভার দেওয়া হবে না উমা, তাঁর সঙ্গে কি অত জুয়াচুরী চলে ?"

তা যদি বল তাহ'লে আমরা ত প্রতিপদেই তাঁর কাছে অপরাধী; না হয় আর একটু বাড়বে।"

"ইচ্ছের আর অনিচ্ছের অপরাধে প্রভেদ আছে উমা।"

উমা আর কিছু বলিল না।

মধ্যে মধ্যে সুরমার আর-একজনের কথা মনে পড়িত—সে মন্দা। সে না-জানি কেমন আছে। একেবারে স্বত্ব ত্যাগের একটা সুখ আছে, একটা তৃপ্তি আছে। কিন্তু যাহার সেরূপ ত্যাগেরও সাধ্য নাই, যাহাকে সর্ব্ব শোকে দুঃখে কায়মনোবাক্যে কেবল অন্যের মুখ চাহিয়াই বসিয়া থাকিতে হয়, যাহার আত্মসুখ সম্পূর্ণ পরের হস্তেই ন্যস্ত, তাহার দিন কিরূপে কাটে ? কেবল অপরের মুখপানে চাহিয়া, কেবল অপরকে সুখী করিবার জন্য, শান্তি দিবার জন্য সারা জীবনটা উৎসর্গ করিয়া একটা মানুষ কিরূপে

আপনার সব দাবী ত্যাগ করে? সুরমা বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারে না যে, এতটা সুখ-দুঃখ-আশা-তৃষা-ভরা মানব-জীবন কেমন করিয়া মনের মধ্যে এমন ভাবে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইতে পারে! পারে, কিন্তু সে কতটুকু? স্নেহ-মায়া-কর্ত্তব্য সব দিতে পারে—কিন্তু একটা কিছু বাকী থাকে। জীবন দিতে পারে কিন্তু নিজের অস্তিত্ব এমনভাবে কোথায় দেওয়া যায়? সেস্থান বুঝি সুরমার অজ্ঞাত। সে মনে বুঝিত, প্রকাশ এখনও হয় ত সব ভুলে নাই, কখনও ভুলিবে কি না তাহাও সন্দেহ; তবে মন্দার চিরদিন কি এমনি যাইবে? যাহার নিকট হইতে কিছুরই প্রত্যাশা নাই, তাহার পায়ের গোড়ায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া কেবল কি তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিবে? তাহাতে এ তপস্যা কি কখনো সার্থকতা লাভ করে? সহসা সুরমার আপনার কথা মনে পড়িল, মনে আসিল সেও একরূপ তপস্যা করিয়াছিল—কিন্তু তাহার সার্থকতাকে সে কিরূপে পদদলিত করিয়াছে? সার্থকতার কথা মনে পড়াতে তাহার গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল। সেরূপ সার্থকতা ত সে চাহে নাই। আত্মাভিমানের পরিতৃপ্তিই তাহার সাধনার ইষ্ট ছিল। আপনার মনুষ্যাভিমানের নিকট আপনার মনের উচ্চ আদর্শকে জীবন্তভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাই কেবল তার কামনা ছিল। কিন্তু মন্দার অবস্থা তাহার অপেক্ষা জটিল ও সমস্যাপূর্ণ। সুরমা ত জানিত, স্বামী হৃদয়হীন—স্বামী অবিবেচক! স্বামীই তাহার নয়, অপরের। এ অবস্থায় সে কতটুকুর প্রত্যাশী হইতে পারে? কিছু না! আর মন্দা যে

জানে তাহার স্বামী একান্ত তাহারই। তাহার সে রত্নের অংশ লইবার দাবী জগতে কাহারও নাই। সাধ্বীর অমল শতদল প্রেম-পদ্মের উপরে স্বামীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সে উপাসনা করে! কিন্তু সে পূজা যে স্বামী লইতে শিখে নাই, তাহার মর্য্যাদা বুঝে নাই, সেরূপ নিস্ফল পূজায় কি করিয়া মন্দার দিন যায়? দেবতার যেখানে শুধু শিলামূর্ত্তি, সেখানে ভক্তের কেবলমাত্র পূজা করিয়া, শুধু আপনার সরক্ত প্রেম-কোমল-হৃদয়-নাল হইতে ছিন্ন সেই ফুল নিত্য সেই শিলার চরণে উপহার দিয়া প্রসাদবিহীন জীবন কিরূপে কাটে? সেরূপ পূজা কতদিন চলে? সুরমা তখনও বুঝে নাই যে ভক্তের পূজার আনন্দই দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। ভক্ত যেখানে অনন্যশরণ, দেবতা সেখানে শিলারূপী কতদিন?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বর্ষার সন্ধ্যা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ভাগীরথীর এপারে ওপারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কাশীর ঘাটে ঘাটে দীপমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মন্দিরে মন্দিরে আরতির বাদ্যধ্বনি। সমুখে বিশাল-হৃদয়া গঙ্গা গভীর গম্ভীর অথচ অদম্য বেগশালিনী। বারিরাশি ধূমলবর্ণ। অতিবিস্তৃত নদীবক্ষে এক একটা নিমগ্ন মন্দির মাথা তুলিয়া আপনাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। মাথার উপরে তেমনি ধূমল গভীর ঘনায়মান আকাশ। তীরস্থ প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরে অত্যন্ত গোলযোগ, কিন্তু গঙ্গাতীরে প্রশান্ত শান্তি বিরাজিত।

অনতিদূরস্থ শ্মশানঘাটে একটা চিতা জ্বলিয়া জ্বলিয়া এখন ক্রমশঃ নিভিয়া আসিতেছে। উমা ও রাধাকিশোর বাবু সন্ধ্যা করিতেছিলেন, তাঁর সুরমা বসিয়া অনন্যমনে মানবজীবন-চিত্রের সেই শেষ স্ফুলিঙ্গগুলি একমনে নিরীক্ষণ করিতেছিল। জীবনও যেন একটা চিতা মাত্র, প্রথমে মৃদু মৃদু ঈষৎ আলো, ঈষৎ জ্যোতি; ক্রমে আলো, ক্রমে তেজ! তার পরে হুহু ধূধূ! তার পরে কয়েক মুষ্টি ভস্ম মাত্র। অবশেষে সব নির্ব্বাণ।

সুরমা নির্লিপ্ত উদাসীনের মত চাহিয়া ভাবিতেছিল; ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক রাধাকিশোর বাবুরও জীবন-বহ্নি এইরূপে নির্ব্বাপিত হইবে। উমার কোমল ক্ষুদ্র আশা-তৃষা-সুখ-দুঃখ-ভরা প্রথম জীবনেরও নির্ব্বাণ এইরূপেই! স্কন্দোপম তরুণ যুবক প্রকাশ! প্রকাশের সঙ্গে মন্দা—অভাগিনী মন্দারও সেই পথ। সুরমারও এই সপ্তবিংশ বৎসরের চিরসমস্যাময় সুখ-দুঃখ-পূর্ণ জীবন-বহ্নিও এইরূপেই নির্ব্বাপিত হইবে। এক দিন এ নির্ব্বাণ অবশ্যম্ভাবী, এ জীবন-বহ্নি এক দিন নিবিবে! সকলেরই সর্ব্ব শেষ কয়েক মুষ্টি ভস্ম মাত্র।

মন্দিরের আরতির বাদ্য থামিল। রাধাকিশোর বাবু বলিলেন, "চল আর নয়, রাত হ'ল।" বাটী অধিক দূরে নয়। বাটীতে পৌঁছিয়া সুরমা নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার সন্ধ্যাহ্নিক নির্দ্দিষ্ট স্থান ভিন্ন হইত না। আসনে বসিতেই উমা আসিয়া ডাকিল, "মা!"

"কেন?"

"তোমার একখানা পত্র আছে।"

"আমার পত্র? বোধ হয় তোমার ভুল হয়েছে।"

"না, ভুল হয় নি! এই যে তোমার নাম লেখা।"

"কাছে রেখে দাও—আহ্নিক সেরে উঠে দেখবো।"

সুরমা দ্বার বন্ধ করিলে বিস্মিত হইয়া উমা ফিরিয়া গেল। প্রদীপের আলোকে চিঠিখানা লইয়া কাহার হস্তাক্ষর চিনিতে চেষ্টা করিয়া কিছুক্ষণ পরে সহসা চিনিতে পারিল। উমা তখনই পত্রখানা ধীরে ধীরে কুলুঙ্গির উপরে রাখিয়া দিয়া রাধাকিশোর বাবুর আহার্য্য প্রস্তুত করিবার জন্য ময়দা মাখিতে লাগিল। অন্য দিন অপেক্ষা অদ্য সুরমার দ্বার খুলিতে অধিক বিলম্ব হইল। উমা বলিল, "এস উনুন যে নিভে যায়, কখন খাবার হবে?" সুরমা তাড়াতাড়ি পিতার আহার্য্য প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। পত্রখানার কথা যে মনে ছিল না তাহা নয়, কিন্তু সে তাহার সামান্য আগ্রহকেও প্রশ্রয় দিতে যেন ইচ্ছুক নহে। পিতাকে খাওয়াইয়া, উমাকে জল খাওয়াইয়া, চাকর চাকরাণী ও অন্যান্য লোকদের আহারের তত্ত্ব লইয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল।

উমা বলিল, "তুমি কিছু খাবে না?"

"খাব এর পরে।"

পত্র হাতে লইয়াই চমকিয়া উঠিল—এ যে প্রকাশের হাতের লেখা! প্রকাশ সহসা কেন পত্র লিখিল! এক বৎসর হইল তাহারা বাটী ছাড়িয়া কাশীবাস করিতেছে; ইহার মধ্যে সেও ত কই তাহাকে কোন পত্র লেখে নাই। যে পত্র লিখিত সে ত এক বৎসরেরও অধিক কাল পত্রের সম্ভাষণও বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহাতে তাহার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া চলে না; কেন না, সুরমা ত কখন তাহা চাহে নাই। পত্র খুলিয়া মনে মনে পাঠ করিল।

"কল্যাণীয়া সুরমা!

"তোমাকে অনেক দিন পরে পত্র লিখিতেছি। আশা করি আমার পত্র না পাইলেও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হও নাই। দাদার পত্রে জানিতে পারি, তোমরা ভাল আছ; ইহার অধিক আমার আর জানিবার কিছু নাই। এখন যে পত্র লিখিতেছি তাহার কারণ, অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি। এ সময়ে তুমি ছাড়া আর যে আমার আত্মজন কেহ আছে তাহা মনে পড়িল না। মন্দাকিনী অত্যন্ত পীড়িত, কি করিতে হইবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি একবার আসিতে পার? দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা ভাল বোঝ করিও। ইতি— প্রকাশ।"

পত্র পড়িয়া সুরমা নীরবে রহিল, উমাও নীরব। কিন্তু তাহার যে জানিবার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে অথচ সাহসী হইতেছে না তাহা সুরমা বুঝিল। বলিল, "প্রকাশ লিখেছে—মন্দার ভারী ব্যারাম, বাঁচে না-বাঁচে।"

উমা পাংশুবর্ণ মুখে বলিল, "কি ব্যারাম?"

"তা কিছু লেখে নি। আমায় যেতে হবে, বাবাকে বলিগে।"

সুরমা উঠিয়া গেল। উমা নীরবে ভাবিতে লাগিল। মনে পড়িল, মন্দা তাহাকে মনে রাখিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্রকণ্ঠে অনুরোধ করিয়াছিল। মন্দা হয় ত এখনও তাহাকে মনে করে উমা কিন্তু তাহার কাছে অপরাধী। তাহার কাছে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াও কার্য্যে সে তাহা পালন করিতে পারে নাই। এই দুই বৎসর ধরিয়া সে একান্ত মনে কেবল সব ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। অনেক ভুলিতেও পারিয়াছে। কিন্তু উমার মনে হইল, মন্দাকে এমন করিয়া ভোলা তাহার উচিত হয় নাই।

মনে হইল, পূর্ব্বে তাহাকে মনে করিতে গেলে অন্তরের মধ্যে কি একটা অস্বস্তি অনুভূত হইত, কি যেন বিভ্রান্ত, বালিকা তাই ত্রস্তে সে চিন্তাকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্মান্তরে মনোনিবেশ করিত। কেন এমন হইত! আজ মনে হইল, আহা তাহাকে এক দিনও মনে করা হয় নাই, ভালবাসা হয় নাই, যদি সে আর না বাঁচে? আর দেখা না হয়?

সুরমা ফিরিয়া আসিতেই সাগ্রহে উমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল? দাদাবাবু কি বল্লেন?"

"কাল যাব। তিনিও যেতে চাচ্ছিলেন; তাঁর শরীর ত ভাল নয়, তাই তাঁকে যেতে বারণ করলাম; ভবদা সঙ্গে যাবেন।"

উমা একটু কুণ্ঠিত মুখে বলিল, "আর কি খুব বেশী আরাম—না বাঁচার মত?" সুরমা উমার পানে চাহিয়া বলিল, "কেন, তুমি কি যেতে চাও?" উমা অমনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সুরমা বুঝিল, এই দীর্ঘ দু বৎসরে উমা সবই ভুলিয়াছে, তাহার হৃদয় এখন সেই শৈশবেরই মত নির্ম্মল, পবিত্র। কিন্তু বিষম আঘাতে স্বভাবের যেন কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অথবা বয়সের সঙ্গে বুদ্ধিরও একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাই সে এখনও প্রকাশ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়েই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই সঙ্কোচটুকুও না দূর হইলে সুরমা আবার তাহাকে প্রকাশের সম্মুখে লইয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ করিল না।

সুরমা বলিল, "বাবার কষ্ট হবে, তুমি থাক, যদি তাঁর অসুখ খুব বেশী বুঝি তোমায় লিখবো।"

"আচ্ছা, আর তাকে ব'লো—"

"কি বলবো?"

"ব'লো আমি তাকে এর পরে আর ভুলব না। সে কি আমায় মনে রেখেছে?"

সুরমা সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া বলিল, "জিজ্ঞাসা করবো। সে তোমায় নিশ্চয় ভোলে নি।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আপনারই পিত্রালয়। বলিতে গেল এই গৃহই সম্পূর্ণ তাহার নিজের গৃহ। পিতা অবর্ত্তমানে সেই ত এ গৃহের সর্ব্বেশ্বরী। জীবনের প্রথম দিনগুলি, সুখময় শৈশব ত এই স্থানেই কাটিয়াছে, তবু কেন মনে হয় প্রবাস হইতে প্রবাসেই ফিরিয়াছে! এত দিনেও কি সে ঐ গৃহকে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই? এ গৃহকেও যদি তাহার আপনার গৃহ বলিয়া মনে না হয়, তাহা হইলে এ জগতে আর তাহার স্থান কোথায়?

প্রকাশ আসিয়া নীরবে নিকটে দাঁড়াইল। সুরমা তাহাকে মন্দার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, নীরবে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রকাশ বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল। সুরমা দেখিল, জীর্ণ শীর্ণ দেহে মন্দা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে, যেন সে সমস্ত জীবন-ব্যাপী একটা ঘোর সংগ্রামের পর শ্রান্ত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। দেখিয়া সুরমার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। মন্দা তাহাকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণ মুখ হাস্যে উজ্জ্বল করিয়া বলিল, "আসুন মা!" তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে গেল—সুরমা দুই হাতে তাহার স্কন্ধ ধরিয়া নিবারণ করিয়া আবার শয্যায় শোয়াইয়া দিল। নিকটে বসিয়া নীরবে রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুলগুলা গুছাইয়া

দিতে লাগিল। মন্দা ক্ষণেক চোখ বুজিয়া নীরবে সে স্নেহটুকু উপভোগ করিয়া লইল, পরে হাসিমুখে চাহিয়া বলিল, "উমা আসে নি ?"

"বাবা একলা থাকবেন তাই আনতে পারি নি ; এখন কেমন আছ মন্দা ?"

"ভালই আছি। আপনারা বেশী ব্যস্ত হবেন না—কেবল মধ্যে মধ্যে একটু বেশী জ্বর আসে। ক্রমেই সেরে যাবে।"

"কতদিন এমন হয়েছে ?"

"বেশী দিন নয়। উনি বড় অল্পতেই ভয় পান, আপনাকে সেখান থেকে ব্যস্ত করে আনালেন। আমি দু দিন পরেই ভাল হয়ে উঠতাম।"

"কেন, আমি আসায় কি তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ মন্দা ?"

"এমন কথা বলবেন না। আমি প্রতিদিন আপনার আর উমার কথা ভাবতাম, মনে হত না যে আর এ-জন্মে আপনার দেখা পাব।"

"কেন মন্দা, আমি কি তোমায় নির্ব্বাসনে ত্যাগ করেছিলাম ? তোমায় ত প্রকাশের কাছে রেখেছি।"

"আমার ত সেজন্য কিছু মনে হত না, আমি বেশ ছিলাম ; তবে প্রতিদিন আপনাকে মনে পড়ত।"

"যদি বেশ ছিলে তবে এমন অসুখ হ'ল কেন ?"

"অসুখ কি হয় না ? সকলেরি হয়। ওঁরও দু তিনবার খুব জ্বর হয়েছিল। আমার জ্বর হয় না কি না, তাই বোধ হয় একবার বেশী করে হয়েছে।" তার পরে একটু থামিয়া বলিল, "আপনি এসেছেন, এবার বোধ হয় আমি শীগ্গিরই ভাল হব।"

"কেন মন্দা? প্রকাশ কি তোমার যত্ন করত না?"

মন্দা একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "ওকথা কেন বলেন বা মনে করেন? আমি ভাল হব এইজন্য বল্‌ছি যে মনটা এখন একটু নিশ্চিন্ত হল কি না, তাই!"

"কিসের নিশ্চিন্ত?"

"উনি হয় ত মনে ভয় পাচ্চেন, ওঁর কষ্টও হচ্চে হয় ত; মুখ বড় শুকিয়ে গেছে, যত্ন হয় না কি না। আপনি এসেছেন, আর ত তা হবে না!"

সুরমা নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। মানুষ কিরূপে এমন হয় তাহা যেন সে এখনও মনের সঙ্গে ভাল গাঁথিয়া লইতে পারিতেছিল না। মন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখনো হাত মুখ ধোন নি?"

"না।"

"তবে আর বস্‌বেন না, যান্।"

"যাচ্ছি। প্রকাশ আমার সঙ্গে ঘরের মধ্যে এল না কেন মন্দা?"

"উনি বড় ভয় পেয়েছেন, আপনি ওঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বেন যে ভয়ের কোন কারণ ত নেই; আমি নিজেই বুঝ্‌ছি ভাল হব।"

"তোমার এত অসুখ দেখে ভয় ত পাবারই কথা, আমার মনে হচ্চে শুধু ভয় নয়।"

মন্দা সাগ্রহে বলিল, "আর কি? ভয় নয় তবে কি?"

"বোধ হয় কিছু অনুতাপও হচ্চে।"

"অনুতাপ? সে কি? কেন?"

সুরমা ক্ষণেক নীরবে মন্দার বিস্মিত পাণ্ডুরাভাযুক্ত মুখ পানে চাহিয়া রহিল। বলিল, "অনুতাপের কি কারণ নেই?"

মন্দা বিস্মিত মুখ ম্লান করিয়া একটু ভাবিয়া সনিশ্বাসে বলিল, "হয় ত আছে, আমায় কখন কিছু ত বলেন না।"

"তা নয় মন্দা। তোমারি বিষয়েই তার কি কোন অনুতাপ হতে পারে না? তোমার এত স্নেহের প্রতিদান সে কি কখন দিয়েছে?"

মন্দার পাণ্ডু মুখ ঈষৎ মাত্র আরক্ত হইয়া উঠিল, কেন না উত্তেজনার উপযোগী রক্ত শরীরে কোথায়? বলিল, "আমার স্নেহের প্রতিদান? আপনি বলেন কি! আমি কি তাঁর যোগ্য? আপনাদের স্নেহের ঋণ আমিই কখন—যদি না ভাল হই,— এ-জন্মে শোধ দিতে পারলাম না।"

"কিসে সে তোমাকে এত ঋণে বদ্ধ করেছে মন্দা? শুধু কি তোমায় বিয়ে করে? তোমার এমন জীবনটি বিফল করে দিয়ে? একবারও তোমার কথা, তোমার কষ্ট মনে না ভেবে?"

"আমার কষ্ট? আমার মত সুখী কে! আমায় তিনি পায়ে স্থান দিয়েছেন, সে ঋণ কি শোধ দেবার? আমার জীবন বিফল নয়—সফল—সফল!—আমি বড় সুখী।"

সুরমা একদৃষ্টে মন্দার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে মুখে তখন কি অসীম সুখ, অসীম তৃপ্তির জীবন্ত আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে—চক্ষু দুটি একটু নিমীলিত, গণ্ড দুটি ঈষৎ লোহিতাভ, যেন শান্ত স্নিগ্ধ প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি। সুরমা জানিত, মন্দাকে এখন এসব প্রশ্ন করিয়া উত্তেজিত করা উচিত নয়, তথাপি এ লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। এমন কথা, এমন

তায় সে যেন পৃথিবীতে আর কখনও দেখে নাই। ভক্ত যেমন একান্ত আগ্রহে দেবতাকে নিরীক্ষণ করে সুরমা সেইভাবে মন্দার পানে চাহিয়া রহিল।

আবার মন্দা চক্ষু খুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমাকে শীগ্‌গির করে ভাল করে দেন, এ রকম পড়ে থাকতে বড় কষ্ট হয়! আমি শীগ্‌গির ভাল হব ত?"

"হবে বই কি—এ অসুখ ত খুব সামান্য।" মন্দা সন্তোষের হাসি হাসিল, "আমার তাই মনে হয়—আমার মরতে ইচ্ছা করে না।"

"বালাই! তুমি ভাল হবে বই কি।"

"আমি খুব সুখী, কিন্তু ওঁকে বোধ হয় একদিনও সুখী করতে পারি নি। একদিনও ভাল রকম হাসিমুখ দেখি নি। যেদিন তা দেখতে পাব সেই দিনই আমার মরার দিন! এখন মরতে পারব না।"

সুরমা এইবার শিহরিয়া উঠিল, বুঝিল মন্দার পীড়া যতদূর সংশয়ে দাঁড়াইতে পারে দাঁড়াইয়াছে। অন্তরে অন্তরে ঈষৎ বিকারেরও সঞ্চার হইয়াছে। হয় ত এ সুন্দর ফুল অকালেই বা ঝরিয়া যায়! সভয়ে সুরমা নারায়ণ স্মরণ করিল; আকুল অন্তরে প্রার্থনা করিল—পীড়ার এ করাল আক্রমণ ব্যর্থ হউক। যদি তাঁহার রাজত্বে সত্যই এমন নিঃস্বার্থ উদার আত্মবিসর্জ্জন-কামী প্রেম নামে কিছু থাকে তবে তাহার জয় হউক; সে অকালে যেন পরাজিত না হয়!

বাহিরে আসিতেই সুরমা দেখিল, দ্বারের নিকটে প্রকাশ নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিল, প্রকাশ সব শুনিয়াছে; বড় সুখ অনুভব করিল, তৃপ্ত মুখে বলিল, "প্রকাশ, ভাল ক'রে

চিকিৎসা হচ্চে ওঁ?" প্রকাশ নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "হরিশ বাবু আর নিমাই বাবু দেখছেন।"

"যদি আর দু এক দিনে জ্বরটা না কমে, তবে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আনাতে হবে।"

প্রকাশ একবার তাঁহার মুখপানে চাহিয়া, আবার নতমস্তকে বলিল, "আশা কি একেবারে নেই?"

"বালাই! আশা আছে বই কি। রোগীর মনেও খুব সাহস আছে, নিশ্চয় ফল হবে।"

প্রকাশ ক্ষীণ হাসি হাসিল—সে হাসি বড় করুণ। বলিল, "যথার্থ বল্‌ছ, না স্তোভ?"

"স্তোভ নয়, যা মনে হ'ল বল্‌লাম—এখন ভগবানের দয়া। প্রকাশ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বদা কাছে থাক ত? তুমি যত্ন করলেই এ ক্ষেত্রে বেশী ফল দেখ্‌বে।"

"আমি কিছু করতে গেলে বড় জড়সড় হয়ে পড়ে, বড় অস্থির হয়। তা'তে পাছে তার কষ্ট বাড়ে বলে আমি কি করব বুঝতে পারি না।"

সুরমা তাহার দিকে রুক্ষ দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল, "জেনো, ভগবানের কাছে তুমি দায়ী হবে যদি মন্দা না বাঁচে—"

বাধা দিয়া, প্রকাশ বলিল, "তবে যে বল্লে ভাল হবে?"

"প্রকাশ, তুমি কি ছেলে-মানুষ হয়েছ? ভগবানের হাত, মানুষের সাধ্য কি এ কথার উত্তর দিতে পারে? কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য—"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া প্রকাশ বলিল, "ও সব কথা এখন আর বল না। কিসে ভাল হয় তাই বল। কর্ত্তব্যের কথায় আর

ক্ষতি নেই। কর্ত্তব্য কর্‌তে গিয়েই ত নির্দ্দোষী একটির এ দশা ?"

"কর্ত্তব্যের ত্রুটিতেই ত এটা ঘটেছে প্রকাশ।"

"সকলে তোমার মত নয় সুরমা—তুমি সব পার। কেন পার তাও বলতে পারি। তুমি কখন সে বিষের আস্বাদ জান নি—তুমি জেনেছ কেবল আবেগহীন শুষ্ক দয়া আর মায়া, আর কর্ত্তব্যেভরা অহঙ্কারপূর্ণ দৃঢ় অভিমান। তুমি কখনো এ ছাড়া আর কিছু জান নি, তাই এমন হ'তে পেরেছ। যাক্—যা হবার তা ত হয়ে গেছে, আর ফির্‌বে না। এখন মন্দা কিসে ফেরে' বল। সে আমায় সুখী দেখে নি বলে মর্‌তেও প্রস্তুত, নয়—আমি যেন সত্যই তাকে সেই মৃত্যুর কোলেই না ঠেলে দিই! বল কিসে সে ফির্‌বে ?"

সুরমা মন্দার কক্ষের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ঘরে যাও।" প্রকাশ কক্ষের মধ্যে চলিয়া গেল। সুরমা ধীরে ধীরে অন্য দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রকাশ যাহা বলিল তাহা কি সত্য ? সত্যই কি তাহার আর কিছুই নাই, আছে কেবল অহঙ্কার আর অভিমান ? সত্যই কি তাহার কিছুই নাই ? তবে কিসের এ জ্বালা—যাহা অনির্ব্বাণ রাবণের চিতার মত ধীরে ধীরে আজ কত বৎসর হইতে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে ? প্রথম প্রথম তাহার দাহিকা-শক্তি তত অনুভূত হয় নাই, কিন্তু তার পর ? সেই কাশীর শ্মশানের মতই যে কেবল হুহু ধুধু রব! এ কি অগ্নি তাহা বুঝা বড় কঠিন। প্রকাশ যাহা তাহাতে নাই বলিল—প্রেম যার নাম—সে বস্তু কি এমনই অগ্নিময় ? তাহা কি শান্ত স্নিগ্ধ শীতল বারিপূর্ণ

প্রভাতের জাহ্নবী-স্রোতের মত অনাবিল অনাবর্ত্ত স্থির ধীর শান্তিময় নয়? সে, যে জীবনে কখনও একদিনের মিগ্ধিও এ ধারায় অভিষিক্ত হয় নাই! কোথা হইতে হইবে? কে দিবে? শৈশব হইতেই যে তাহার জীবন মরুভূমি। মরু-বালুকায় যে সেই স্রোত-সর্ব্বস্ব প্রেমপ্রবাহের একান্ত অভাব। সেই প্রাণদ প্রেমকে সে কখনো চিনে নাই, তাই চিরদিন তাহাকে মরীচিকা বলিয়া উপহাস করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্বনাথ একদিন তাহার সম্মুখে এই প্রেমমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু সে চিনে নাই, প্রণাম করিতে জানে নাই। চিনিবে কিরূপে—সে যে চিরদিন অন্ধ!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সুরমা আসার পরে এক মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে মন্দা সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল, এত ধীরে যে সহজে সে উন্নতিটুকু লক্ষ্য হয় না। নিদাঘশুষ্ক লতিকা যেমন বর্ষাবারি সিঞ্চনে ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে, তেমনিভাবে অতি ধীরে তাহার দেহে প্রাণশক্তি ফিরিয়া আসিতেছিল।—প্রকাশের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া সুরমা বুঝিল যে মন্দার সাধনা সার্থক হইয়াছে। ক্রমশঃ ইহাও বুঝিল যে, কেন তাহার নিজের জীবনব্যাপী চেষ্টা বিফল হইয়াছে। সে বুঝিল যে, মানুষের কতটুকু ক্ষমতা! মানুষ ত অশ্রান্ত চেষ্টায় আপনার জীবন বলি দিয়াও ইষ্টদেবের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না, কেবল ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে তবেই তাহার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু

ভগবানের সেই কৃপাদৃষ্টি' কিসে লাভ হয়? 'আমি 'আমি', 'আমার লাভালাভ', 'আমার মানাপমান', 'আমার দুঃখ অভিমান', এই সমস্ত ভাবের লেশমাত্রও যদি মনোমধ্যে থাকে তাহা হইলে কি সেই দয়া লাভ হইতে পারে? কখনই নয়। আশা-তৃষা-সুখ-দুঃখ কর্ত্তব্যবুদ্ধি লুটাইয়া দিয়া একেবারে আত্মহারা না হইলে বুঝি তাঁহার সে কৃপাদৃষ্টি পাওয়া যায় না। সুরমা তাহা ত পারে নাই। সে সর্ব্বদা সর্ব্ব সুখদুঃখ হইতে, সর্ব্ব বিষয় হইতে 'আমি'কে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার 'আমি'টাকে একটা প্রকাণ্ড অভিমানের অথবা অহঙ্কারের উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়া সেইটাকেই নিজের কাছে রাজার রাজা করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার আত্মবিস্মৃতি যে আত্মপ্রতিষ্ঠারই রূপান্তর মাত্র হইয়াছিল। অপরকে সর্ব্বসুখ দান করিয়া আপনি অন্তরে অন্তরে দূরে থাকিতেই চাহিত। নিজ অধিকার অম্লানবদনে পরকে দিয়া তাহার সুখে সুখী হইবার অভিমান সতত হৃদয়ের মধ্যে সে জাগাইয়া রাখিয়া চলিত। অন্যের কাছে এ ছদ্মবেশটুকু খাটে; কিন্তু যিনি বিধাতা তিনি যে অহঙ্কার মাত্রেরই দণ্ডদাতা। সুরমা অন্তরে অন্তরে তৃষিত থাকিয়া বাহ্যিক এমনি ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, সে আপনিও আপনার কাছে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিত। তাহার ছদ্মবেশ তাহাকেও ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। সে আন্তরিকই ভাবিত, সত্যই বুঝি তাহার অমরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, বন্ধন নাই। তাহার কাছে সুরমার চাহিবার বা তাহাকে দান করিবারও কিছুই নাই। তাই বিধাতা অন্তরে অন্তরে ক্রমশঃ তাহার দর্প চূর্ণ করিতেছিলেন।

বৈকালে মন্দাকে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য তাহার কক্ষের দ্বারের নিকটে গিয়া সুরমা বুঝিল, প্রকাশ সে কক্ষে আছে। একটু সরিয়া জানালার নিকটে দাঁড়াইল। তাহাদের কথোপকথন শুনিবার জন্য একটা চপল আগ্রহ সে আজ কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। দেখিল, মন্দা বিছানায় শুইয়া আছে, নিকটে একখানা চেয়ারে বসিয়া প্রকাশ নীরবে একখানা পুস্তক দেখিতেছে। মন্দার দৃষ্টি প্রকাশের মুখের উপরে বদ্ধ। নয়নে আনন্দচ্ছটা, মুখে তৃপ্তির মৃদু হাসি; দেখিয়া সুরমা একটু নিশ্বাস ফেলিল। ঘড়িতে চারিটা বাজিবামাত্র প্রকাশ একটু চমকিতভাবে পুস্তক ফেলিয়া বলিল, "চারটে বাজল, ওষুধ দেবার সময় হ'ল।"

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল, "মাকে ডাকতে পাঠান্।"

"কেন আমি দিই না?"

মন্দা একটু লজ্জিত হাস্যে বলিল, "ওটার অনেক খিচিবিচি, দুটো তিনটেকে এক সঙ্গে করতে হবে। মাকে ডাকলেই আসবেন।"

"তা হোক্ না, আমিই দিচ্চি।"

প্রকাশের আগ্রহ দেখিয়া মন্দা আর কিছু বলিল না। ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ ফিরিয়াই দেখিল মন্দা খাট হইতে নীচে নামিয়া বসিয়াছে। বিস্মিত হইয়া বলিল, "ওকি! নাম্‌লে কেন?"

"শুয়ে শুয়ে আর খেতে ভাল লাগে না, দেন"—বলিয়া ঔষধের নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিল। প্রকাশ বুঝিল, তাহার সেবা লইতে মন্দা এখনো কুণ্ঠা বোধ করে। ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "আমায় বল্‌লে না কেন? নিজে অমন করে নামা ভাল হয় নি।"

"আর ত সেরে গেছি। এখনো কেন আপনারা অত করেন?"

প্রকাশ উত্তর না দিয়া ঔষধের গ্লাস মন্দার হাতে দিল। ঔষধ পানান্তে প্রকাশ বেদানা ছাড়াইতেছে দেখিয়া মন্দা তাহার হাত হইতে সেটা টানিয়া লইতে গেল, "দেন আমি ছাড়িয়ে নিচ্চি, এ ওষুধ তত তেত নয়।" প্রকাশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ডাকিল, "মন্দাকিনী।" মন্দা স্বামীর দিকে চাহিল। "আমি কিছু করতে গেলে অমন কর কেন? ভাল লাগে না?"

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

"কেন?"

"ওকি আপনার কাজ?"

"কেন নয়?"

"না।"

"আমার সেবা করা তোমার কাজ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আমার নয় কেন?"

"ছিছি,-ও কথা বলতে নেই।"

"তবে তোমার কাজ কেন?"

মন্দা নীরবে রহিল। প্রকাশ আবার প্রশ্ন করিল; উত্তর পাইল না। তখন আরও নিকটে গিয়া মন্দার কাঁধের উপরে একখানা হাত রাখিয়া অন্য হাতে তাহার কৃশ পাণ্ডুবর্ণ হাতখানি তুলিয়া লইয়া প্রকাশ বলিল, "উত্তর দেবে না?"

মন্দা মুখ তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, "দেবো।"

"আমার সেবা তোমার কাজ কেন ?"

"আমরা যে মেয়ে-মানুষ।"

"মেয়ে-মানুষেরই কর্ত্তব্য আছে, পুরুষের নেই ?"

"অনেক বেশী, কিন্তু মেয়ে-মানুষের সেবা করা নয়।"

"তবে কি ?"

"আমি কি সব জানি ? শুনিছি আপনাদের অনেক কাজ।"

প্রকাশের যাহা মনে হইতেছিল তাহা বুঝি জিহ্বায় আসিতে ছিল না। ক্ষণেক পরে কেবল বলিল, "তুমি আমায় আপনি বল্‌বে আর কত দিন ?"

মন্দা নতমুখে বলিল, "চিরদিন।"

"আমার ও কথাটা ভাল লাগে না, তুমি আমায় 'তুমি' বলতে পার না ?"

মন্দা আবার নীরবে রহিল। শেষে স্বামীর দ্বারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল, "বল্‌বো।"

প্রকাশ সাগ্রহে বলিল, "কবে ?"

"যে দিন—" মন্দা নীরব হইল।

"যে দিন কি ? বল না—বল্‌বে না ?" প্রকাশের ক্ষুণ্নস্বরে ব্যথিত হইয়া মন্দা উত্তর দিল, "যে দিন আপনাকে খুব সুখী দেখ্‌ব।"

"কেন আমি কি দুঃখী ?"

"দুঃখী নয়, তবু খুব সুখী যে দিন দেখব।"

"আমি ত এখন অসুখী নই মন্দা !"

"এত দিন ছিলেন।"

ঈষৎ ম্লান মুখে প্রকাশ বলিল, "আমি সুখী ছিলাম না কিসে বুঝ্‌লে ?"

মন্দা একবার তাহার স্নিগ্ধ শান্ত প্রেমপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিল, সে দৃষ্টি যেন নীরবে প্রকাশকে বুঝাইয়া দিল, "আমি তোমার মুখপানে চাহিয়াই দিন কাটাই, তুমি সুখী কি অসুখী তাহা আমাকে কি লুকাইতে পার?"

প্রকাশ নীরবে রহিল। মন্দা স্বামীর মুখপানে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপনি রাগ কল্লেন কি? আমায় মাপ করুন, আমি না বুঝে, কি বল্‌তে কি বলেছি।"

প্রকাশ ম্লান হাসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "একি দোষের কথা মন্দা? তুমি আমার বিষয়ে এত ভাব তার প্রমাণ পেয়ে কি আমি রাগ করতে পারি? সত্যই আমি অসুখী ছিলাম; কিন্তু তুমি আমায় সুখী করেছ, বোধ হয় এর পরে আরও করবে।"

মন্দা সহসা মস্তক নত করিয়া স্বামীকে একটা প্রণাম করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। প্রকাশ বিস্মিতভাবে এক হাতে তাহার মুখ ধরিয়া ফিরাইয়া দেখিল, চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। ব্যথিত বিস্ময়ে প্রকাশ বলিল, "একি মন্দা! কাঁদ কেন?" মন্দাকিনী উত্তর দিল না। "আমি কি কিছু দোষ করিছি? বল কি দোষ—"

মন্দা ব্যগ্রভাবে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ও রকম ব'ল না! ওতে আমার বড় কষ্ট হয়, তুমি—" মন্দা থামিয়া গিয়া লজ্জিতভাবে মস্তক নত করিল, আবার তখনি মাথা তুলিয়া বলিল, "মানুষ কি কেবল দুঃখে কেঁদে থাকে, আনন্দে কাঁদে না?"

"কিসে এমন আনন্দ পেলে যে কাঁদলে?"

"আপনি যে বল্লেন, আমি আপনাকে সুখী করতে পারব।"

প্রকাশ আর কিছু না বলিয়া এক হাতে তাহার একখানা হাত ধরিয়া নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সুরমা ধীরে ধীরে জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া তৃপ্তির একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কক্ষান্তরে গেল।

পিতার পত্রের উত্তর লিখিয়া সুরমা প্রকাশের নিকট আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র প্রকাশ বলিল, "খবর শুনেছ?" সহসা সুরমার বোধ হইল যেন, কি একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ বুঝি বজ্রের মত তাহার মস্তকে পতিত হইতে উদ্যত! মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, স্থির নেত্রে প্রকাশের পানে চাহিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "কিসের খবর?"

"অমন হলে কেন—ভয়ের কিছু নয়।"

"বল।

"মাণিকগঞ্জ থেকে পত্র এসেছে।"

"কিসের পত্র? কে লিখেছে?"

"পিসেমশাই লিখেছেন—অসুখের খবর শুনে নিয়ে যেতে ভারী ব্যগ্র হয়ে লিখেছেন।"

সুরমা ক্রমে প্রকৃতিস্থা হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তবু যেন কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, কণ্ঠ শুষ্ক, চরণ ঈষৎ কম্পিত। বলিল, "সব ভাল ত?"

"তা ত বিশেষ কিছু লেখেন নি, রাজপুতানা থেকে ক'দিন মাত্র বাড়ী এসেই আমার পত্রে অসুখের খবর পেয়েছেন। আমি ত তাঁদের ঠিকানা জানতাম না—মাণিকগঞ্জেই একখানা পত্র লিখে দিয়েছিলাম।"

"তার পরে? মন্দাকে নিয়ে যাবার কথা বুঝি?"

"হ্যাঁ, লোক পাঠাবেন লিখেছেন। বারণ করে লিখলাম; একটু সবল না হলে যাওয়া হতে পারে না। লিখলাম, আমি গিয়ে দেখা করিয়ে আনব—কি বল? ভল হয় না কি? আমার হাতেও এখন বিশেষ কিছু কাজ নেই।"

"বেশ ত, গেলে তারা খুব খুসীও হবে।"

মন্দা এ পত্রের কথা শুনিল। শুনিয়া অবধি সে আর ধৈর্য্য মানিতে চাহিল না। প্রত্যহই মিনতিপূর্ণ স্বরে সুরমা ও প্রকাশকে বলিতে লাগিল, "আমি ত বেশ সবল হয়েছি, আমায় কবে নিয়ে যাবেন?" সুরমাও বলিল, "ওর মন যখন অত উৎসুক হয়েছে তখন নিয়েই যাও—মিছে দেরী করে কি হবে?"

প্রকাশ বলিল, "তুমি কাশী যাচ্চ কবে?"

"আমি? কাশী? তার এখনো দেরী আছে।"

"আমরা গেলে একলাই কি এখানে থাকবে না কি?"

"তাতে ক্ষতি কি!"

"না না, তা কি হয়! একা কষ্ট হবে। থাক্, আমরা দুদিন পরেই যাব।"

"তুমি দুদিন পরে যাবে, কিন্তু কাশী যেতে আমার এখনো দেরী আছে। আমায় কিছুদিন এখানে থাকতে হবে।"

"তুমি কাশী ছেড়ে কিছুদিন এখানে থাকবে? নিশ্চিন্ত হতে পারবে?"

"চিন্তা কিসের?"

"যারা সেখানে আছে তাদের জন্যে।"

"তাদের জন্যে আমার আর চিন্তা নেই প্রকাশ। বাবাকে

উমার কাছে দিয়ে এসেছি, আর উমাকে বিশ্বেশ্বরের পায়ে বেঁধে এসেছি।"

প্রকাশ নত মস্তকে কিছুক্ষণ নীরবে রহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সেই স্থান তার অক্ষয় হোক্।"

সুরমা প্রকাশের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল—মুখখানা যেন অনেকটা মেঘমুক্ত। কথা কয়টি যেন হৃদয়ের অমলিন শুভ্র আশীর্ব্বাদেরই মত। সুরমা তৃপ্ত হইয়া বলিল, "তবে তোমরা কালই যাও।"

"তুমি একা থাকবে?'

"ক্ষতি কি!"

প্রকাশ আবার অনেকক্ষণ ভাবিল, শেষে সুরমার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "একটা কথা বল্‌বো?"

"কি কথা?"

"সাহস দাও ত বলি।"

"বলবার হয় বল।"

"তুমিও কেন আমাদের সঙ্গে চল না?"

সুরমা শিহরিয়া উঠিল—ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কোথায়?"

"মাণিকগঞ্জে।"

মাণিকগঞ্জে! একি পরিহাস! যদি সেখানেই তাহার স্থান থাকিবে তবে সে আজন্ম গৃহহারা নষ্টাশ্রয় কেন? অসীম ধরণীর মধ্যে এমনভাবে একটু স্থান খুঁজিয়া বেড়াইবে কেন? সে আবার সেখানে যাইবে? কোন্ লজ্জায় যাইবে? সেখানকার স্নেহ ভালবাসাকে অপমান করিয়া, উপেক্ষা করিয়াই কি সে চলিয়া আসে নাই? যাইবার পথ সে কি রাখিয়াছে? বন্ধন ছিন্ন করিলেও

লোকে মুখের সৌহার্দ্দ্য রাখে, সে তাহাও রাখে নাই। তাহার আর সেখানে স্থান নাই, ক্ষণেকের পদার্পণেও সে ভূমি কলঙ্কিত করিবার অধিকার নাই।

সুরমাকে নীরব দেখিয়া প্রকাশ আবার বলিল, "কি বল? যাবে? গেলে কি কিছু ক্ষতি আছে?"

"ক্ষতি? কার যাবার কথা বলছ—আমার?"

"হ্যাঁ—আবার আমাদের সঙ্গে ফিরে আস্‌বে। তিনিও ত দেখা কর্‌তে একবার এসেছিলেন—এতে দোষ কি?"

"দোষ নেই বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে যাওয়া যায় প্রকাশ? কেউ কিছু বল্‌বে না?"

"বল্‌বে? সেকি কথা!"

"কেউ বলবে না যে, আবার কিসের জন্যে এসেছ?"

প্রকাশ সরল হাস্যে বলিল, "না না, তাও কি সম্ভব! তাঁরা খুব খুসীই হবেন দেখ্‌বে।"

"তুমি ত জান না প্রকাশ, আমি কাশীতে একটা মস্ত অন্যায় করিছি। তাদের সঙ্গে, চারুর সঙ্গে দেখা কর্‌ব বলে শেষে না দেখা করে পালিয়ে এসেছিলাম। সেই পর্য্যন্ত চারু আমায় পত্র দেয় না।"

"সেই ত বলছি, চল না, অন্যায়টার ক্ষমা চেয়ে আসবে—যাদের অত স্নেহ কর, তাদের মনে একটা মালিন্য না রাখাই উচিত।"

"শুধু একটা নয়, এমন অনেক অন্যায় আছে।"

"চল, ক্ষমা চেয়ে আস্‌বে।"

সুরমা সহসা যেন নিতান্ত বালিকার মত হইয়া পড়িল। নিজ বুদ্ধিতে সে আর কিছু স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে সাধ্য, তাহার আর যেন নাই। পরম দুর্ব্বলতার সময় দৃঢ়ভাবে কেহ কিছু বলিলে তাহা দৈববাণীরই মত বোধ হয়। তাহা অবহেলা করিতে ইচ্ছাও হয় না, সাহসও হয় না। সুরমার মস্তিষ্কে আর কিছু প্রবেশ করিতেছিল না, কেবল কর্ণে বাজিতেছিল, "এখনও সেখানে যাওয়া যায়।" মন বলিতেছিল, "একবার ক্ষমা চাহিয়া এস—মেয়ে-মানুষের এত দর্প ভাল নয়। সে দর্প চূর্ণ হইতেছে,—তবু এত চাতুরী কেন? অনেক অন্যায় করিয়াছ, আর নয়—একবার ক্ষমা চাহিয়া লও।" অন্তরাত্মা বলিতেছিল, "ক্ষমা পাইবে—তাহারা ক্ষমা করিতে জানে।" সুরমা মনে মনে এতগুলার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত, কাজেই প্রকাশের সহিত কথাগুলা অত্যন্ত ছেলেমানুষের মতই হইতেছিল।

সুরমাকে নীরব দেখিয়া আবার প্রকাশ বলিল, "আর মন্দা এখনো তেমন সবল হয় নি. রাস্তায় একা নিয়ে যেতে একটু ভয় পাচ্চি। তুমি গেলে কোন ভয় থাকে না।"

সুরমার মন যেন এতক্ষণে একটা সুদৃঢ় আশ্রয় পাইল, অন্তরেরও অন্তরের মধ্যে এখনো যেটুকু আত্মাভিমান তাহাকে রক্তিমলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিল তাহার নিকটে কৈফিয়তের যেন একটা ছল পাইল। সত্যই মন্দাকে কেবল প্রকাশের উপর নির্ভর করিয়া পাঠাইতে পারা যায় না। বুঝিল না যে এ কৈফিয়ৎ নিতান্ত ছেলেমানুষের মত হইতেছে। সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "সাহস করতে পার না?"

"না।"

"তবে উপায়? না পাঠালেও ত ওর মন ভাল হবে না, তাতে আরাম আবার বাড়তে পারে।"

"এক উপায়—যদি তুমি যাও।"

"তবে অগত্যা তাই, নইলে উপায় কি!—কিন্তু প্রকাশ, একটা কথা—"

"কি?"

"আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসো।"

সুরমার স্বভাববিরুদ্ধ এই দুর্ব্বলতাতে প্রকাশ বিস্মিত হইল না—সে যেন কতকটা বুঝিয়াছিল, তাই সে সুরমার যাওয়ার কথা তুলিতে সাহসী হইয়াছিল। সুরমার কথায় সকরুণ স্নেহ-হাস্যে বলিল, "নিজের বাড়ী যাচ্ছ—তাতে এত ভয়?"

"নিজের বাড়ী? আমার বাড়ী কোথাও নেই—ওকথা বলো না।"

"ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌ব বই কি! তুমি যে এ-ঘরের লক্ষ্মী—তোমায় না হলে এখানে চলে?"

সুরমা আবার আহতভাবে বলিল, "কে এ ঘরের লক্ষ্মী প্রকাশ? এখানকার ঘরের লক্ষ্মী মন্দা। তাকে যত্ন করে ধরে রেখ—সকলের মঙ্গল হবে।"

প্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আবার বলি, রাগ করো না, তুমি তাহলে এখনো নিজের ঘর চেন নি, তাই এমন লক্ষ্মীছাড়া।"

"ওসব কথা থাক্, কবে যাবে?"

"কাল! সব ঠিক করে নাও।"

"কাল? কালই? আর দু'দিন যাক্।"

সুরমার অন্তর কি একটা ভয়ে যেন একটু একটু কাঁপিতেছিল, তাই সে মেয়াদ পিছাইয়া দিতে চায়। প্রকাশ স্বীকৃত হইল না।

মন্দা সুরমার যাওয়ার কথা শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলে, সুরমা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কিন্তু আমায় ফিরিয়ে এনো শীগ্‌গির।" আত্মশক্তিতে সে এমনি অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতেছিল।

মন্দা ভাবিল, চারু বুঝি আসিতে দিতে চাহিবে না, সুরমা তাই ঐ কথা বলিল। মন্দা হাসিয়া বলিল, "আমি আপনাকে ছেড়ে দিলে ত!"

বিংশ পরিচ্ছেদ

চারি বৎসর—সুদীর্ঘ চারি বৎসর পরে! তথাপি সবই ত সেইরূপ রহিয়াছে। সেই উন্নত বৃক্ষশ্রেণী, সেই ঝাউ-গাছগুলা মস্তক উন্নত করিয়া শোঁ শোঁ রবে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, দূরে বিগ্রহ-মন্দিরের চক্রযুক্ত চূড়ার অগ্রভাগ তেমনি দেখা যাইতেছে। সেই শ্বেত সুউচ্চ প্রাচীর, প্রস্তরধবল তোরণ, দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ-শোভিত হরিৎ-তৃণাস্তরণ, মধ্যে লোহিত কঙ্করময় পথ—সম্মুখে সেই বৈঠকখানার ধবল স্তম্ভসারি। গাড়ী যাইয়া ধীরে ধীরে যেখানে চারি বৎসর পূর্ব্বে সুরমা একদিন শেষ বিদায় লইয়া শকটে আরোহণ করিয়াছিল সেই স্থানে লাগিল। প্রকাশ নামিয়া গেল; কিন্তু সুরমার পদ এমন কম্পিত হইতেছিল যে নামা তখন তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। ক্ষণেক পরে উঁকি দিয়া দেখিল দ্বারের নিকটে কেহ উপস্থিত নাই। তখন ঈষৎ সাহস পাইয়া সে শকট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বেই মন্দার শিবিকা; মন্দা আপনিই নামিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে গিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে

তাহাকে পাল্কী হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজের কাঁধের উপর ভর দিয়া দাঁড় করাইতে করাইতে অনুভব করিল, পশ্চাৎ হইতে কে যেন আসিয়া তাহার হাত ধরিল। তখনি হস্ত অপসৃত হইল— সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হইল, "কে?" সুরমা উত্তর দিল না বা মুখ ফিরাইল না, নীরবে মন্দাকেই সাহায্য করিতে লাগিল। যে আসিয়াছিল তাহাকে মন্দা নত হইয়া প্রণাম করিতে গেল; সে হাত ধরিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "থাক্ মা, এমন হয়ে গেছ এ ত স্বপ্নেও জানিনি। এত অসুখ হয়েছিল?"

মন্দা নতমুখে একটু হাসিয়া চারুর পায়ের ধুলা তুলিয়া লইল। মন্দাকে ধরিয়া সুরমা অগ্রসর হইতে লাগিল, পশ্চাতে পশ্চাতে বিস্মিতা চারু। সম্মুখে পুরাতন দাসীরা একে একে সুরমাকে নমস্কার করিতেছে; কাহারও বাঙ্নিষ্পত্তি না দেখিয়া তাহারাও কথা কহিতে না পারিয়া কেবল আপনাদের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন তুলিতে লাগিল।

কক্ষে গিয়া একটা শয্যায় মন্দাকে বসানো হইল। সুরমা মৃদুস্বরে বলিল, "একটু শোও।"

"না মা, আমার ত বেশী কষ্ট হয়নি।—পিসীমা, অতুল কই? খুকী কই?"

"তারা বুঝি বাইরে।"

চারু মৃদুস্বরে উত্তর দিল; সেও যেন কথা কহিতে পারিতেছিল না। একজন দাসী আসিয়া বলিল, "বাবুরা আস্ছেন।" সুরমা কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। কি করিয়া এ দুর্নিবার লজ্জার হস্ত হইতে সে নিষ্কৃতি পাইবে তাহা চিন্তা করিতে করিতে তাহার মস্তকের ভিতরে যেন 'ঝিম্ ঝিম্' করিতেছিল। কেন এ কার্য্য

সে করিয়া ফেলিল—এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কেন এ সময়টার কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখে নাই? এখন যদি সমস্ত জীবনের বিনিময়েও সুরমাকে কেহ এই ঘটনাটা উল্টাইয়া দিতে পারিত সে বোধ হয় তাহাতেও সম্মত হইত। এখনি ত অমর শুনিবে, সে আবার আসিয়াছে, হয় ত শুনিয়াছেও। যে সর্ব্ববিষয়ে এত অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়াছে, সম্মানের স্নেহের উচ্চ আসন যে একদিন সগর্ব্বপদাঘাতে চূর্ণ করিয়া গিয়াছে, আজ সে ভিক্ষুকের মত, অনাহূত অযাচিতভাবে আবার তাহাই কি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে? ছিছি, কি লজ্জা! কি ঘৃণা! তাহার এত শোচনীয় অধঃপতন কেন হইল? কি করিয়া এ কলঙ্ক সে স্খালন করিবে?

আগে অতুল পরে অমর ও প্রকাশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চারু ও মন্দা মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। অমর মন্দার শয্যার এক পার্শ্বে আসিয়া বসিলে প্রকাশ দূরে সরিয়া গিয়া অতুলের সঙ্গে গল্পে প্রবৃত্ত হইল। অমর বলিল, "এমন শরীর হয়ে গেছে! এখানে না থাকায় এত দিন কিছুই টের পাই নি। এখন কেমন আছ মন্দা?"

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল, "এখন বেশ ভাল আছি—আপনি ভাল আছেন?"

"বেশ আছি, ওদিকের জল হাওয়া ভাল, তুমি আর একটু সারলে সেখানে আর একবার যাওয়া যাবে—তাহলে শীগ্‌গিরই সেরে উঠ্‌বে।"

মন্দা অমরকে প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া অমর বলিল, "অতুলকে দেখেছ? অতুল এদিকে আয়।" অতুল আসিয়া মন্দার নিকটে দাঁড়াইল। হৃষ্টপুষ্ট নধর কোমল অঙ্গ,

সাত বছরের বালকটি, গতিতে ভঙ্গীতে এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। মন্দা সস্নেহে সানন্দে মৃদু কণ্ঠে বলিল, "এখন ত খুব বেড়ে উঠেছ! অতুল আমায় চিনতে পারছ না?" অমর অতুলের পানে সহাস্যে চাহিলে, অতুল হাসিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"কে বল দেখি?"

"ছোট দিদি।"

অমর একটু বিস্মিতভাবে বলিল, "ছোট দিদি? আর বড় দিদি কে রে?"

"কাশীতে যিনি আছেন। মা বলেন—তিনি বড় দিদি, ইনি ছোট দিদি।"

মন্দা অতুলের মুখ ধরিয়া নিঃশব্দে চুম্বন করিল। অমর জিজ্ঞাসা করিল, "রাস্তায় কোন কষ্ট বোধ হয় নি ত?"

"না।"

"এস প্রকাশ আমরা বাইরে যাই—মন্দাকে শীগগির কিছু খাওয়াও—আয় অতুল।"

চারু মৃদুস্বরে বলিল, "অতুল থাক্ না।"

"তবে থাক্—এস প্রকাশ।"

অমরনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। সুরমা বুঝিল, প্রকাশ অমরকে কিছু বলে নাই। অমর বাহির হইয়া গেলে প্রকাশ দু একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। সুরমা কক্ষের বাতায়নের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে সব সেই রকমই আছে, কেবল মানুষই কালের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।—নহিলে আজ চিরপরিচিত চিরদিনের গৃহে সুরমা লজ্জায়

শঙ্কায় মরিয়া যাইতেছে কেন? সুরমা পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; পশ্চাতে জুতার মৃদু শব্দ হইল—সুরমা ফিরিল না; কেবল পৃথিবীকে মনে মনে বিদীর্ণ হইতে অনুরোধ করিতেছিল। পশ্চাৎ হইতে স্নিগ্ধকণ্ঠে কে ডাকিল "মা!" মুহূর্ত্তে সুরমা ফিরিয়া দাঁড়াইল,—না—না এই ত তাহার চিরদিনের সেই ধ্বনি! এই ত সেই সম্বোধন! ইহার ত কই কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অতুল আরও নিকটে আসিয়া আঁচল ধরিল—সাদর কণ্ঠে বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমি ত কই আপনাকে দেখতে পাই নি, লুকিয়ে আছেন বুঝি?"

সুরমা দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার স্পর্শ তাহার কণ্ঠ আজিকার মত মধুর বুঝি আর জীবনে কখনও সে অনুভব করে নাই। অতুলকে চুম্বন করিতে গিয়া সুরমার রুদ্ধ জ্বালা এতক্ষণে অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অতুল দুই শুভ্র ক্ষুদ্র হস্তে চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "চলুন মা, এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন?—আমরা কেমন চমৎকার পায়রা এনেছি, একটা হরিণ এনেছি। খুকী হরিণের কাছে ভয়ে যেতে পারে না, দূর থেকে কেবল আমাল্ আমাল্ করে। চলুন না দেখবেন।"

অতুলের প্রবোধ দেওয়া শুনিয়া সুরমা বড় সুখে হাসিয়া বলিল, "দেখবো আর একটু পরে।"

"বিকেলে দেখবেন তবে? সেই সময় আমি ওদের খাওয়াই। দেখুন খুকীর রকম দেখুন, বিড়ালের বাচ্চাটাকে না মেরে ফেলে ও ছাড়বে না।"

সুরমা ফিরিয়া দেখিল, শুভ্র কুন্দ-কলিকার মত একটি বছর

তিনেকের মেয়ে একটা বিড্রল-ছানার ঘাড় ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া অত্যন্ত বিস্মিতভাবে তাহাদের দেখিতেছে। সুরমা অন্য কোলে তাহাকেও তুলিয়া লওয়ায় সে বিস্মিত নেত্রে সুরমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অতুল হাসিয়া বলিল, "ও ভারী ভুলো, ওর কিছু মনে থাকে না—বাড়ী এসে কিছুই চিন্‌তে পারে নি। কেবল 'বাড়ী যাব' বলে কাঁদ্‌ছিল। ও কেবল মার কাছে থাকতে ভালবাসে, আর কাউকে চেনে না।"

খুকী দেখিল নিতান্ত অন্যায় কথা হইতেছে। তাই আধ আধ কণ্ঠে বলিল, "মাকে চিনি, আল্ বাবাকে চিনি, আল্ মোটুকে, আল্ আজ্জাকে!"

অতুল অত্যন্ত হাসিয়া বলিল, "মা, ওর সব কথা বুঝতে পাল্লেন? ওর আদ্দেক কথা বোঝাই যায় না—মোটু কি জানেন? হরিণটার নাম মট্রু, ও বলে মোটু, আর পায়রার নাম রাজা রাণী আছে কি না, তাই ও বলে আজ্জা আনি।"

সুরমা বিভোর হইয়া শুনিতেছিল। চারু যে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা এতক্ষণ সে জানিতেও পারে নাই। মাকে দেখিবামাত্র খুকী ঝুঁকিয়া পড়িল—আর সুরমার কোলে থাকিবে না। অতুল বলিল, "দেখছেন ওর মজা—মাকে দেখলে আর কোথাও থাক্‌বে না—ভারী পাজী!"

চারু কোলে-আসিতে-উৎসুক ঝুঁকিয়া-পড়া কন্যাকে একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া নত হইয়া সুরমার পায়ের ধূলা লইল।

চারু জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ দিদি?"

"ভাল আছি" বলিয়া অভিমানে স্ফুরিতাধরা খুকীকে লইয়া সুরমা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চারু কেমন আছে

তাহা জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও যেন সুরমার অবকাশ নাই। চারু কিছুক্ষণ তাহাদের ক্রীড়া দেখিয়া তার পর সুরমার হাত ধরিয়া বলিল, "চল স্নান করবে—অনেক বেলা হয়েছে।" অতুল ও খুকী কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। চারু বলিল, "যা তোদের ছোটদির কাছে বস্‌গে, আমরা নেয়ে আসি।" সুরমার মন্দার কথা মনে পড়িল, বলিল, "তাকে কিছু খাওয়াতে হবে।"

"খাইয়েছি—চল নেয়ে আসি।"

"তুমি এখনো নাও নি?"

"না, সকাল থেকে অপেক্ষা করে করে, দেরী হয়ে গেল। গাড়ী পাল্কী ষ্টেশনে ঠিক মত পেয়েছিলে ত? পত্র পেয়ে তখনি পাঠান হয়েছিল।" সুরমা নীরবে চারুর সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া উভয়ে স্নান সারিয়া লইল। সুরমা দেখিল, ঝিয়েরা আর তাহাকে কেহ কিছু প্রশ্ন বা স্বাগত সম্ভাষণ করিল না, যেন সে চিরদিনই এখানে আছে, যেন সে এখানে চির পুরাতন। বুঝিল চারুর শাসনে তাহারা এরূপ করিতেছে। চারুর প্রতি তাহার হৃদয় অনেকটা কৃতজ্ঞ হইল।

সমস্ত দিন অতুল ও খুকা সুরমাকে অবসর মাত্র দিল না। আহারাদির পর তাহাদের হরিণ, পায়রা, খরগোস, গিনিপিগ, সাদা ইঁদুর দেখিতে দেখিতে ও তাহাদের অদ্ভুত কার্য্যকলাপের বিবরণ শুনিতে শুনিতে বিকাল বেলাটা কোন্ দিক দিয়া চলিয়া গেল। মন্দার তত্ত্বাবধানও সেদিন সুরমা ভালরূপে করিতে পারিল না। একবার মাত্র মন্দার খোঁজে গিয়াছিল, সে তখন উঠিয়া বসিয়া চারুর সঙ্গে হাসিমুখে কত গল্প

করিতেছিল। সে বলিল, "আজ আর ওষুধ খাব না মা, কাল থেকে খাব। আজ বেশ ভাল আছি।" সুরমা আর উপরোধ করিল না।

অতুল আসিয়া তখনি ধরিল, "চলুন হরিণের খাওয়া দেখ্‌বেন।"

চারু বলিল, "একটু বস্‌বে না?"

অতুল বলিল "না, এখন বস্‌তে পাবেন না, মা, চলুন না।"

সুরমাকে টানিয়া লইয়া অতুল চলিয়া গেল। সুরমাও যেন ইহাতে বাঁচিয়া যাইতেছিল। এদের কাছে ত তাহার লজ্জার কিছুই নাই। অম্লান কোমল হাস্যে, বাক্যে, দৃষ্টিতে ইহারা কেবল আনন্দই দান করিতেছিল।

সন্ধ্যার পর শ্রান্ত খুকী, নিদ্রিতা মন্দার শয্যাপার্শ্বেই ঘুমাইয়া পড়িল। অতুল তখন বাহিরে মাষ্টারের নিকট পড়িতে গিয়াছে। চারু সুরমার নিকটে আসিয়া বলিল, "দিদি, ঘুম পাচ্চে বুঝি?"

সুরমা জড়িতস্বরে বলিল, "হুঁ।"

"রাস্তার কষ্টে সকালেই ঘুম আসে। একটু ওঠো না— দুটো কথা আছে।"

"কাল বল্‌লে হবে না?"

"না" বলিয়া চারু আরও একটু ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, "আমার ওপর রাগ করেছিলে?"

সুরমা জড়িতকণ্ঠে বলিল, "রাগ? না!"

"আমি যে এতদিন তোমায় পত্র লিখি নি—সেই কাশীতে— তার পর থেকে আর তোমার কোন সংবাদ নিই নি—দিই নি?"

সুরমা নীরবে রহিল। "এখন মনে হচ্চে খুব অন্যায় করিছি;

কিন্তু এতদিন মনে বড় রাগ, বড় দুঃখ হয়েছিল। মনে হয়েছিল—যথার্থই যদি আর আমাদের না চাও তবে কেন আর তোমায় বিরক্ত করি।"

সুরমা কিছু একটা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। চারু আরও একটু নিকটস্থ হইয়া বলিল, "দিদি, কথা কচ্চ না কেন? দোষ ক'রে থাকি ত মাপ কর।"

সুরমা অনেক চেষ্টায় বলিল, "ওসব কথা নয় চারু—অন্য কিছু বল।"

"আমার মন কি মান্‌ছে দিদি?—এসে পর্য্যন্ত তুমি ভাল করে কথা কচ্চ না। একবার আগেকার মত চারু বলে ডাক্‌লেও না।"

সুরমা কষ্টে একটু হাসিল, "সে কি রাগ করে?"

"তবে কিসে?"

"তবে সত্য করে বলি, আমি যে তোমার কাছে ক্ষমা নিয়ে যাব বলে এসেছি।"

"সেই জন্যে এসেছ? আমাদের দেখ্‌তে নয়?"

"তা'তে আমার আর অধিকার কি? ক্ষমা চাইবার অধিকার আছে—তাই চাচ্চি।"

"আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার কাছে তুমি কখনো কিছুতেই দোষী হবে না। তুমি যদি অন্য কোথাও অপরাধী হয়ে থাক সেইখানে গিয়ে ক্ষমা চেও।"

সুরমা কলের পুতুলের মত বলিল, "চাইবো।"

"তবে চল, ক্ষমা চাইবে। তুমি এসেছ তিনি হয় ত জানেনই না।"

চারু উঠিল, সুরমার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া লইয়া চলিল। বারান্দা পার হইয়া উজ্জ্বল আলোক-শোভিত গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া উভয়েই থমকিয়া দাঁড়াইল। চারু ভাবিল, পূর্ব্বে একবার খবরটা দেওয়ার প্রয়োজন। সুরমার পদ, চারুর গতিরোধের পূর্ব্বেই, তাহার গতি বন্ধ করিয়াছিল। চারু বলিল, "দাঁড়াও, আগে খবরটা দিই, তার পরে তুমি যেও।"

চারু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অমর তখন শয্যায় শুইয়া একখানা খবরের কাগজ দেখিতেছে। চারু নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি হচ্চে?"

অমর কাগজখানা অপসৃত করিয়া বলিল, "দেখতেই পাচ্ছ। আজ সমস্ত দিন টিকিটির দর্শন মেলে নি—মন্দা কি কচ্চে?"

"ঘুমুচ্চে।"

"জ্বর-টর হয় নি ত? প্রকাশ বল্‌ছিল, হয় ত আজ পথের কষ্টে জ্বরটা আসতে পারে।"

"না, বেশ ভালই আছে। একটা খবর জান?"

"কি খবর?"

"একজন নূতন অভ্যাগত এসেছেন।"

"নূতন অভ্যাগত? কে?"

"একজন খুব চেনা পুরাণো লোক। কে এমন হ'তে পারে মনে ক'র দেখি।"

অমর একটু ভাবিয়া বলিল, "কে জানে। কারু কথা ত আমার মনে আসছে না—কে লোকটা?"

"একজন অতিথি।"

"স্ত্রীলোক ত?"

"হ্যাঁ।"

"কেউ কিছু চাইতে এসেছে বুঝি ?"

"হুঁ।"

"কি চাইতে এসেছ ?"

"সেই বলবে।"

"ভাল বিপদে পড়েছি। কে বল ত বল, নইলে অন্য কথা কও।"

"সে অতুলের মা হয়।"

চমকিত স্বরে অমর বলিল, "কি হয় ?"

"অতুলের মা হয়।"

অমর সবিস্ময়ে চারুর প্রতি চাহিল। এরূপ অবিশ্বাস্য কথায় কেন তাহার প্রত্যয় জন্মিবে ?

চারু বলিল, "বিশ্বাস হচ্চে না ?"

"বসবে ত বস, নইলে যাও, এখন কাগজখানা পড়তে হবে, বক্‌তে পাচ্চি না।"

"বিশ্বাস হচ্চে না ? তবে ডাকি"—বলিয়া চারু দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

"ওকি কর, কাকে ডাকবে ? শোন শোন"—বলিয়া অমর উঠিয়া বসিল। চারু নিকটে আসিল। "সত্যি কথাটা আমায় ঠিক করে বল দেখি।"

"ঠিক আর কত বল্‌ব ? দিদি এসেছেন।"

"সেকি ! মিথ্যা কথা।"

"তবে সত্য প্রমাণ আনি।"

"শোন শোন। কই, কারু কাছে ত একথা শুনিনি, অতুলও কিছু বলে নি ত।"

"তাদের বারণ করে গিয়েছিলাম—আমিই আগে বল্‌ব মনে করে রেখেছিলাম।"

"বেশ, এখন ত শোনান হয়েছে, যাও।"

"কোথায় যাব?"

"অতিথির যত্ন করগে।"

"যত্নের প্রত্যাশী হয়েই ত তিনি এখানে এসেছেন!"

"আমি কি তাই বল্‌ছি—অতিথি এলে যত্ন করা উচিত।"

"তিনি অতুলদের দেখ্‌তে এসেছেন—আর একজনের কাছে একটু ক্ষমা চাইতেও এসেছেন।"

অমর বিস্মিত হইয়া বলিল, "হেঁয়ালী আরম্ভ করলে যে! কিসের ক্ষমা? কার কাছে?"

"যদি কোন দোষ তাঁর কেউ মনে করে রেখে থাকে তারই কাছে।"

"তবে সে তুমি। নিজের কাজ কিছু নেই কি? যাও এখন।"

"ওরকম করলে এখনি চেপে বসবো, সব কথা শুন্‌তে হবে।"

"কি না শুন্‌ছি বল? উত্তরও দিচ্ছি। শোন—অতিথির ওপর ক্ষোভ রাখ্‌তে নেই, রাগ থাকে ত মাপ করগে। এখনও সব কথা বলা হয় নি কি, না—আরও আছে?"

চারু হাসিয়া বলিল, "কি সাধু লোক! আবার উল্টে চাপ! ছোট বোনের কাছে দিদির আবার দোষ করা কি?—তুমি রাগ করে থাক ত—"

অমর বাধা দিয়া বলিল, "না, একটু তিষ্ঠুতেও দেবে না দেখ্‌ছি—বাইরে যেতে হল। দেখি প্রকাশ কি কচ্চে—"

"যাও দেখি কেমন যাবে!

"আঃ! তুমি কি বলতে চাও—আমায় কি করতে বল?

"রাগ থাকে ত মাপ করতে হবে—দিদি এসেছেন।"

"চারু, তুমি কি সত্যই পাগল হয়েছ—কে কার ওপর রাগ করবে? দোষই বা কিসের—ক্ষমাই বা কে করবে? বাইরে চল্লাম, প্রকাশ হয় ত একলা আছে।"

অমর দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। সরলা চারু লজ্জার বোঝা মস্তকে করিয়া নীরবে গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, ছি ছি কেন সে সুরমাকে দ্বারের নিকটে ডাকিয়া আনিয়া এ কার্য্য করিল! সে ত সব শুনিয়াছে, সব দেখিয়াছে! না-জানি সে কি ভাবিল! অমরের ঐ নিঃসম্পর্কীয়ের মত বাক্যে না-জানি সে কত ব্যথা পাইয়াছে! কি করিয়া চারু সুরমাকে আর মুখ দেখাইবে!

বহুক্ষণ চারু গৃহমধ্যেই রহিল। বহুক্ষণ পরে চোরের মত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুরমার গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিল, অতুল আসিয়া সুরমার কোল অধিকার করিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

চারুকে দেখিয়া সুরমা সহাস্য মুখে বলিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? অতুল এসে তোমায় খুঁজছিল।

নীরস স্বরে চারু বলিল, "ঐ দিকেই ছিলাম।

"বাবুরা খেতে বসেছেন, ঝি যে ডেকে গেল, কখন সেখানে যাবে?"

"এই যাই—অতুল খেয়েছে?"

"হ্যাঁ, আমি খাইয়ে এনেছি।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সাত আট দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রকাশ বলিল, "আর ত আমার থাকা চলে না—মন্দা তুমি তবে থাক, এঁরা অনুরোধ কচ্চেন।"

মন্দা ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "আর দু'চার দিন থেকে আমায় সুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে যাবে না?"

"দু'চার দিন পরে তোমায় এঁরা যেতে দেবেন?"

"আমি বল্‌বো; তাহলেই দেবেন।"

এমন সময় সুরমা আসিয়া বলিল, "প্রকাশ, আর দেরী কত? বাড়ী চল।"

প্রকাশ একবার তাহার পানে চাহিল। সুরমা বলিল, "থেমে রইলে যে, কবে যাচ্ছ?"

"মন্দা বল্‌ছে আর দু'চার দিন হলে সেও যেতে পারবে।"

সুরমা বেশ সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এ দু'চার দিনে তোমার কাজের বিশেষ ক্ষতি হবে না ত?"

প্রকাশ বলিল, "না।"

"তবে তাই হোক—মন্দা এত শীগ্‌গিরই যাবে?"

প্রকাশ বলিল, "হ্যাঁ।"

"চারু যে দুঃখিত হবে।"

মন্দা বলিল, "আপনি বুঝিয়ে বলবেন।"

সুরমা বলিল, "আচ্ছা।"

আরও দুই দিন অতিবাহিত হইল। মন্দা এত শীঘ্র যাইবে

শুনিয়া চারু দুঃখিতভাবে সুরমাকে বলিল, "দিদি, বিয়ে হলেই মেয়ে পরের হয়ে যায়!—যেখানে থেকে ভাল থাকে থাক্।"

সুরমা মনে মনে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কেহ কোন কথা বা অনুরোধ করিল না। বুঝিল, চারুর এখন অনেকটা বুদ্ধি হইয়াছে, অনুচিত অনুরোধ সে করিবে কেন?

যাওয়ার কথা হইতে হইতে আরও দুই তিন দিন কাটিল। আর মধ্যে একদিন মাত্র সময় আছে, ইহার মধ্যে সুরমাও অমরের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই, অমরও না। চারুও ভয়ে কিছু বলে নাই। অমর সেদিন তাহাকে যে লজ্জা দিয়াছিল তাহা তাহার মর্ম্মে এখনও গাঁথা রহিয়াছে। সুরমা তখন মনে মনে স্থির করিল, এখনও তাহার এই একটা কার্য্য বাকি আছে। তাহার সব গর্ব্বই সে নষ্ট করিয়াছে, কেবল একটা এখনও বুঝি আছে; সেটারও শেষ করিতেই হইবে। তাহা হইলেই সব শেষ হইয়া যায়! এজন্মের দেনা পাওনা হিসাব নিকাশ পরিষ্কার করিতে এইটুকু মাত্র জের আছে—আর কিছু না। —মনে আছে; একদিন একস্থানে একজনকে সে 'না' বলিয়া গিয়াছিল, সেইস্থানে সেই ব্যক্তিকে আর একবার বলিতে হইবে 'হাঁ'। বলিতে হইবে, নারী-জন্মের দোষ, ভাগ্যের দোষ, সর্ব্বোপরি বিধাতার দোষ। বলিতে হইবে, "হে দেব, তোমারই জয় হইয়াছে!—আর কেন—সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছি, সব পুড়িয়া গিয়াছে, এখন এ হোমাগ্নি নিভাও।" প্রণাম করিয়া বলিতে হইবে, "ভস্ম-তিলক ললাটে প্রসাদচিহ্নস্বরূপ নির্ম্মাল্য-স্বরূপ

দাও। তুমি তৃপ্ত হইয়াছ, এখন আমায় মুক্তি দাও,—এ জন্মের মত মুক্তি দাও—আর যেন না ফিরিতে হয়।"

অদ্য বিদায়ের দিন। সকালে সুরমা দুইখানি পত্র পাইল। একখানি, তাহার পিতা লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "মা, বড় সুখী হইয়াছি; এ জীবনে যে এমন সুখী হইব তাহা আশা করি নাই। তোমরা সুখী হও, আশীর্ব্বাদ করি সুস্থ দেহে দীর্ঘ জীবন ভোগ কর। আমি শীঘ্রই হয় ত তোমাদের অশীর্ব্বাদ করিতে যাইব। উমাও যাইবে। ইতি। তোমার পিতা।"

সুরমা প্রকাশের বুদ্ধিতে পিতার এই ভ্রান্তি দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইল। বুঝিল তাঁহারা বুঝিয়াছেন, সুরমা চিরদিনের জন্যই এখানে আসিয়াছে। তাঁহাদের ভ্রম-সংশোধন শীঘ্রই করিতে হইবে। দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিল—পড়িল, "মা, প্রকাশ দাদার পত্রে দেখিলাম, তুমি শ্বশুরবাড়ী গিয়াছ। জানিয়া আহ্লাদের অপেক্ষা রাগই বেশী হইল, আমায় না লইয়াই সেখানে গিয়াছ, তাই বলিয়া মনে ভাবিও না যে আমি রাগ করিয়া এখানেই বসিয়া থাকিব। আমরাও বাড়ী যাইব। আমার মাকে কৈলাসে বাবা ভোলানাথের পার্শ্বে দেখিব। মা, চিরদিন এক বেশই দেখিয়াছি—কবে তোমার ঠিক মার মতন বেশ দেখিব বলিয়া প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে। ওখানে মন্দা, প্রকাশ-দা সকলেই আছে, আর আমিই কেবল নাই? এ কি তোমার ভাল লাগিতেছে? কখনই নয়। অতুল কেমন আছে? আমায় ভুলে নাই ত? এবার যদি সে আমায় দিদি না বলে ত তাহার সঙ্গে কথাই কহিব না। মাসীমাকে প্রণাম দিয়া বলিও শীঘ্রই তাঁহার কাছে যাইব। তুমি প্রণাম জানিও, বাবাকে প্রণাম দিও।

প্রকাশ-দাকে প্রণাম দিও, নন্দাকে ভালবাসা দিও। সে আমায় ভুলে নাই ত? বেশী আর কি লিখিব? ইতি। তোমার মা-হারা কন্যা—উমা।"

সুরমা উমার পত্র পড়িয়া হাসিতে চেষ্টা করিল—হাসির পরিবর্তে চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া আসিল। তাহাকে জগতের লোক এমনি অক্ষম বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে যে, সে যে প্রাণান্ত পণে এখনও যুঝিতেছে তাহা কেহ মনেই আনে না! তাহার পরাজয় যেন তাহারা দিব্য চক্ষে দেখিয়াই বসিয়া আছে। এমনি নারী-জন্ম লইয়া সে আসিয়াছে! ধিক্!

বেলা ফুরাইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার পর যাত্রা করিতে হইবে। সুরমা অতুলকে গিয়া একবার ক্রোড়ে লইল, অতুল ম্লানমুখে চাহিয়া রহিল। চারুর নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই চারু নতমুখে কি একটা গুছাইতে লাগিল। কিছুতেই যেন স্বস্তি নাই। হাত পায়ের তলা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে, কণ্ঠ শুষ্ক, অল্প অল্প শীত করিতেছে; পাছে কেহ তাহার সে ভাব লক্ষ্য করে বলিয়া সুরমা লুকাইয়া লুকাইয়া অবশিষ্ট বেলাটুকু কাটাইয়া দিল। সন্ধ্যা হইল, কক্ষে কক্ষে আলো জ্বলিল।

চারু তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, "দিদি!"

সুরমা বলিল, "কি?"

"কি বলা উচিত ভেবে পাচ্চি না।"

"না, কিছু বলো না।"

"না বুঝেই বা কি করি,—এই ত শেষ?—"

স্খলিত স্বরে সুরমা বলিল, "শেষ? হাঁ এইই শেষ!"

"শেষ দেখা একবার করে এস।"

"শেষ দেখা! কার সঙ্গে?"

"তাঁর সঙ্গে।"

"কোথায় যাব?"

"তাঁর ঘরে, তিনি এইমাত্র কি একটা কাজে এসেছেন, এই বেলা যাও।"

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। চারু নিকটে আসিয়া বলিল, "যাও দিদি, আর দাঁড়িও না।"

"তবে দিদি কেন বল্‌ছিস্‌, চারু? অন্য কিছু বল।"

"কি বল্‌বো?"

"আমি স্বামীর অংশ নিতে যাচ্ছি, এখন যে আমি সতীন।"

"অংশ নাও কই? আমায় তা বল কই?"

"এই যে অংশ নিতে যাচ্চি।"

"অতটুকুতে মান্‌ব কেন দিদি, ন্যায্য অধিকার কখন কি নেবে না? আমায় তোমাদের দাসী করে রেখো।"

সুরমা গম্ভীর হইয়া বলিল, "দাসী নয়, আজ সতীন হতে যাচ্চি—এই নতুন সম্বন্ধ আজ পাতালাম চারু।"

পায়ের ধূলা লইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে চারু বলিল, "সুধু একদিনের জন্যে ক'রো না; চিরদিনের—"

সুরমা ত্বরিত পদে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। বারান্দা পার হইয়া সম্মুখে সেই কক্ষ—যে কক্ষে তাহার প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ হইয়াছিল। সেইদিন আর এইদিন! সেদিন সুধু গর্ব্ব, সুধু দর্প, সুধু আত্মাভিমান! আর আজ?

অমর পশ্চাৎ ফিরিয়া আলোকের নিকটে কি একটা নিবিষ্টমনে দেখিতেছিল। সহসা নিকটে রুদ্ধশ্বাস ব্যক্তির

নিশ্বাস লইবার চেষ্টার মত অনুভব করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র, বারুদস্তূপে অগ্নি-শলাকা নিক্ষেপ করিলে বহ্নিরাশি যেমন সহসা এককালে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে; অমরও সহসা তেমনি ভাবে পশ্চাতে হটিয়া গেল। তবু সেই মূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়াইয়াই রহিল, একটু নড়িল না বা হেলিল না। অমর একবার ভাবিল, পলাইয়া যায়, আবার কি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; চাহিয়া দেখিল, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সেই পূজারতা যোগিনী-মূর্ত্তি! সে বদ্ধাঞ্জলি নাই, ক্ষৌমবস্ত্র নাই, তথাপি সে মূর্ত্তিতে যাহা অভাব ছিল তাহা এই মূর্ত্তি যেন বহিয়া আনিয়াছে। সুরমা নীরবে জানু পাতিয়া বসিয়া অমরের পদতলে প্রণাম করিবা-মাত্র অমর একটু পিছাইয়া গেল—পদে ললাট না স্পৃষ্ট হয়। সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পিছিয়ে যাও কেন? প্রণাম নেবে না?" অমর উত্তর দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু উত্তর মুখে আসিল না, কণ্ঠমধ্যে একটা অস্ফুট শব্দ হইল মাত্র।

সুরমা অমরের পানে চাহিয়া চাহিয়া আবার বলিল, "প্রণাম নিতে দোষ আছে কি?"

অমর এবার কথা কহিল—গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আছে।"

"কি দোষ শুনতে পাই না?"

"না।"

"বাড়ীতে অতিথি এলে কি সম্ভাষণ করে না? প্রণাম করে না?"

"আমায় বাইরে যেতে হবে। আর কিছু প্রয়োজন আছে?"

"আছে।"

"কি প্রয়োজন?"

"তা হয়েছে, দেখা-করার!"

অমর এবার মুখ তুলিয়া সুরমার পানে তাহারই মত স্থির চক্ষে চাহিল—"দেখা-করার? কেন?"

"কি জানি—এমনি। না না তা নয়, আর একটা উদ্দেশ্য, তোমার সঙ্গে সম্ভাষণ। অতিথি এলে তাকে সকলেই সম্ভাষণ করে তুমি কর নি। তাই তোমার ক্রটীটা সেরে নিলাম।"

"সারা হয়েছে? এখন যেতে পারি?"

"যাও।"

অমর কিছুক্ষণ নীরবে রহিল; বোধ হয় তাহারও কি বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল; কষ্টে তাহা দমন করিলেও সম্পূর্ণ পারিয়া উঠিতেছিল না। সুরমা আর কিছু বলিল না। অমর অগত্যা আবার তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "বিদায় নিতে এসে থাক ত বলি, কেন মিথ্যে এ পরিশ্রম করলে? এর ত কোন প্রয়োজন ছিল না।"

সুরমা উত্তর দিল না। অমর বলিল, "চারু বলছিল, তুমি না কি ক্ষমা চেয়েছ? এ কি সত্যি কথা না কি?"

সুরমা বলিল, "হ্যাঁ।"

"কিসের ক্ষমা? কাশীর বাড়ীতে যাও নি বলে? চারু পাগল, তাই সেজন্তে তোমার ওপর অভিমান করেছিল—রাগ করেছিল। তুমি আমাদের কে যে তোমার ওপর রাগ বা অভিমানের দাবী করতে পারি?"

সুরমার কথা কহিবার শক্তি আবার অপহৃত হইতেছিল। একদিন যে শক্তিতে এই অমরকে সে নির্ব্বাক করিয়া দিয়াছিল,

সে ক্ষমতা আজ, কোথায়! সেদিন সে অস্বস্থ ছিল, আর আজ সে একান্ত দুর্ব্বল।

অমর আবার বলিল, "তুমি ভ্রমেও ভেবো না যে সেজন্যে আমার মনে কিছু ক্ষোভ আছে। মনে করে দেখ,—যাবার দিন কি বলে গিয়েছিলে? সেই দিনই ত সব শেষ করে দিয়ে গেছ, তবে আজ আবার কেন এসেছ? বিদায় নিতে? এ কষ্ট পাবার কোন ত প্রয়োজন ছিল না। অনেক দিনই ত বিদায় দিয়েছ—বিদায় নিয়েছ।" সুরমা তখনও তেমনি নীরবে অবনত মুখে ভূপৃষ্ঠে চাহিয়াছিল, সে দেখিতে পাইতেছিল না যে অমর ধীরে ধীরে তাহার নিকটস্থ হইতেছে। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া অমর সহসা বলিল, "আর তোমাদের যাত্রার বেশী দেরী নেই।"

সুরমা দ্বারের পানে চাহিল, দু'এক পদ সরিতেই অমর আসিয়া সম্মুখে অতি নিকটে দাঁড়াইল, বলিল, "প্রয়োজনের কথা কই কিছু বল্লে না ত, আর কি তা বলবার দরকার নেই?"

"আছে।

"তবে যাও যে?"

সুরমা আপনাকে মনে মনে ধিক্কার দিল—সে কেন এমন হইয়া পড়িতেছে! যাহা বলিতে আসিয়াছে কেন তাহা বলিতে পারিতেছে না? এখনও অভিমান? ছি ছি!

সুরমা আবার দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, একটা কথা আছে, যাবার দিন যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে,—যে কথার উত্তর তখন দিই নি—আজ তার উত্তর দিয়ে যাব, তাই এসেছি।"

"উত্তর ত দিয়ে গিয়েছিলে।"

"সে উত্তর ঠিক নয়, আজ উত্তর দিচ্ছি—নারীর দর্প তেজ অভিমান কিছু নেই, আছে কেবল—"

অমর রুদ্ধস্বরে বলিল, "বল—আছে কেবল কি? প্রতিশোধ—অমোঘদণ্ড—নিক্তির মাপে প্রতিশোধ!"

"না। কেবল ভালবাসা, কেবল দাসীত্ব, কেবল—" সুরমা অগ্রসর হইতেছিল, অমর গিয়া তাহার হাত ধরিল, "কেবল—আর কি? সুরমা—সুরমা—যাও যদি সবটুকু বলে যাও—আর কি?"

সুরমা সহসা নতজানু হইয়া স্বামীর পদমূলে বসিয়া পড়িল। দুই হস্তে অমরের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু বাষ্পবারিসিক্ত মুখ ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "কেবল—এইটুকু, আর কিছু নয়। আমায় কোথায় যেতে বল? আমার স্থান কোথায়? আমি যাব না।

সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট ও শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত

অষ্টক	....	...	মূল্য ১॥০

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত

আলেয়া		...	,, "
বিধিলিপি	....	...	,, ২৲
শ্যামলী	....	...	,, ২।০
অন্নপূর্ণার মন্দির (৪র্থ সং)	...	...	যন্ত্রস্থ

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত

স্বেচ্ছাচারী	...	...	১॥০

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস,
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান
পুস্তকালয়—কলিকাতা।